

بسم الله الرحمن الرحيم

# الطريق إلى القرآن الكريم

এসো কোরআন শিখি

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

শিক্ষক, আরবীভাষা ও সাহিত্য

মাদরাসাতুল মাদীনাহ

প্রকাশনায়

দারুল কলাম

আশরাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০

ফোন : ৭৩২ ০২২০

প্রকাশক-

দারুল কলম

আশরাফাবাদ, লালবাগ

ঢাকা - ১৩১০

(সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

মাদানী নেছাব প্রকাশনা - ৯

প্রথম প্রকাশ-

জুদাল উখরা, ১৪২৬ হিজরী

জুলাই, ২০০৫ খৃষ্টাব্দ

প্রচ্ছদঃ বশির মিছবাহ

অঙ্কর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

হাসান মিছবাহ

কম্পিউটার কম্পোজ-

দারুল কলম কম্পিউটার

আশরাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০

ফোন : ৭৩২ ০২২০

মুদ্রণে : মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস

৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

ফোন : ৮৬২২৩১৩

একমাত্র পরিবেশক

**মোহাম্মদী লাইব্রেরী**

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

ফোন : ৭৩১ ৫৮৫০

**যেখানে পাবেন**

**মাওলানা ইয়াহুয়া ছাহেব**

ইমাম জামেয়া শারইয়্যা মালিবাগ মসজিদ,

মালিবাগ, ঢাকা

ফোন - ৯৩৩৬২০২

**মোহাম্মদী কুতুবখানা**

৩৯/১ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা

**আহসান পাবলিকেশন্স**

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা- ১০০০

১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার,

ঢাকা- ১২১৭

**কোহিনুর লাইব্রেরী**

পাঠকবন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার

**মীর পাবলিকেশন্স**

বাইতুল মুকাররম, ঢাকা

**করীম ইন্টার ন্যাশনাল**

মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা

ফোন- ৯১৩০৪৫৭

হাদিয়া : ১৬০/০০ টাকা মাত্র

## হয়রত সুলতান যাওক ছাহেবের দু'আ

### আমার দিলের দু'আ

এখন তার পরিচয় মাওলানা আবু তাহের মেহবাহ। তার আত্মা-আব্বা তাকে 'আবু' বলতেন, আমিও পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে আবু বলেই ডাকতাম। কেন এ ডাক আমার যবানে এসেছিলো, জানি না, তবে ঘটনা এটাই। যখন সে পটিয়া মাদরাসায় মেশকাতে দাখেলার জন্য আসে তখনই আমি তাকে প্রথম দেখি। মেশকাতে দরসে যখন সে আমার সামনে 'দো-যানু' হয়ে বসলো এবং প্রথম দিনের দরসে তার চোখ থেকে পানি ঝরলো তখনই তার জন্য আমার দিলে জায়গা হয়ে গেলো, যে জায়গা তখনো পর্যন্ত একজন তালিবে ইলমের জন্য মুনতায়ির ছিলো।

বলা হয় 'আনকা' পাখী এমনই দুর্লভ যে, কোন মানুষ কখনো তাকে দেখেনি, আমার মনে হলো, দুর্লভ সেই 'আনকা' পেয়ে গেলাম। তার মেধা ও স্মরণশক্তি, বোধ ও অনুধাবনশক্তি এবং বাংলা ও আরবীভাষার প্রতি স্বভাব-অন্তরঙ্গতা ছিলো অতুলনীয়। বিশেষত আমার সঙ্গে আরবী বলার সময় তার শব্দচয়ন ও বাক্যশৈলী এমন হতো যাতে ফাছাহাত-বালাগাত এবং ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রকাশ পেতো; সেই সঙ্গে আমি তার মাঝে পেয়েছি আখলাক ও বিনয় এবং 'পাকীয়াহ জোয়ানি'। পরবর্তীতে তার আব্বাকে দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর আখলাক, ইবাদত-বন্দেগি এবং যুহদ ও তাকওয়ার আছর কিছুটা হলেও পুত্রের উপর পড়েছে, সেই সঙ্গে তার আত্মা-আব্বার নেক দু'আ তো ছিলোই। আল্লাহ জানেন, শেষ রাতের আহাজারিতে তারা তার জন্য আল্লাহর দরবারে কী কী চেয়েছিলেন, তবে সেই আহাজারির নেক আছর আমি ছাত্রজীবনেই তার মাঝে অনুভব করেছিলাম।

তার আব্বার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তাকে কষ্ট করে চলতে হয় এটা আমার নয়রে এসেছিলো, কিন্তু সে মাদরাসার ইমদাদ গ্রহণ করেনি (তার আব্বারও নিষেধ ছিলো) এবং কারো কাছে নিজের অবস্থা প্রকাশ করেনি।'

১ - আমার জীবনের সেই কঠিন দিনগুলোতে আমার প্রিয় উস্তায আমার প্রতি কতভাবে কত রকমের ইহসানের আচরণ করেছেন তা জানেন শুধু আল্লাহ। এখানে এইটুকু বলি, একদিন যখন আমার চেহারা দেখে তিনি বুঝলেন (তিনি যা বুঝতেন আমার চেহারা দেখেই বুঝতেন) যে, ভিতরে আমি খুব অস্থির-পেরেশান। তখন তিনি বিভিন্নভাবে সাব্বুনা দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, 'আমার যদি তাওফীক থাকতো তাহলে তোমার আব্বার সমস্ত করয আমি শোধ করে দিতাম।'

সেই সাব্বুনার শীতল স্পর্শ এখনো আমি অনুভব করি।

পরে যখন মাদরাসাতুল মাদীনাহ কয়েম হলো তখন তিনি - এবং একমাত্র তিনি- আমার কস্পিত হাতে দশটি টাকা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এটা রাখো, হয়ত আল্লাহ বরকত দান করবেন। সেই বরকত আজো চলছে, সামনেও চলবে, ইনশাআল্লাহ।

সূতরাং হে 'সুলতান'! আপনার বিনিময় আল্লাহর কাছে।

এভাবে সময় অগ্রসর হলো এবং তার প্রতি আমার ও আমার প্রতি তার কলবি মুহব্বত বাড়তে থাকলো। অবস্থা এমন হলো যে, তার কথা যেহেতু আসামাত্র দিল থেকে বে-ইখতিয়ার দু'আ বের হতো। আলহামদু লিল্লাহ এ অবস্থা এখনো বহাল রয়েছে। যতদূর জানি, তার অন্যান্য আসাতেযাও তার প্রতি খোশ এবং দু'আগো ছিলেন ও আছেন। আমার বিশ্বাস তার ইলমী কামিয়াবির এটাই হলো-রায় ও রহস্য। ইনসানের যিন্দেগির আসল কামিয়াবি তো আখেরাতে। আল্লাহ যেন সেই কামিয়াবি আমার 'প্রিয় পুত্র' আবু তাহের মেছবাহকে পূর্ণরূপে দান করেন, যারা আমীন বলবে তাদেরও যেন দান করেন, আমীন।

আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ছিলো, আমি তার আদাবি যাওক ও ছালাহিয়াতের বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করেছি। ইফাদাহ ও ইস্তিফাদাহ-এর জন্য প্রধান শর্ত হলো উস্তাদ-শাগিরদের মাঝে কামিল মুনাসাবাত ও পুরখুলুহ মুহাব্বাত। যেহেতু এই শর্ত এখানে বিদ্যমান ছিলো সেহেতু আল্লাহর রহমতে আশ্চর্যরকম অল্প সময়ে তার আদাবী ছালাহিয়াত ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো। এখন তো তিনি বর্তমান প্রজন্মের (প্রত্যক্ষ, কিংবা পরোক্ষ) উস্তাদ এবং কামিয়াব উস্তাদ। আমি শুধু দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আপন খাজানা থেকে তাকে বে-ইনতিহা দান করুন এবং কবুল ও মকবুল করুন।

আমার পেয়ারা বাচ্চা আবু তাহের বাংলা ও আরবী উভয় ভাষায় খুব শক্তিশালী কলমের অধিকারী, এ কথা আমার বলার দরকার নেই; যারা তার আরবী ও বাংলা লেখনীর সাথে পরিচিত তারা সবাই তার গুণমুগ্ধ। আমি মনে করি, ইসলামী উম্মাহর 'কুতুবখানার' জন্য এগুলো অতি উত্তম উপহার। বিশেষ করে তার নিছাবী কিতাবগুলো তো খুবই উপকারী ও মকবুলে আম হয়েছে। যেমন- الطريق إلى العربية و الطريق إلى الصرف و الطريق إلى النحو و الطريق إلى البلاغة ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সম্প্রতি সে অত্যন্ত মূল্যবান এবং অতুলনীয় একটি কিতাব الطريق إلى القرآن الكريم নামে প্রণয়ন করেছে। প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, এখন দ্বিতীয় খণ্ড আত্মপ্রকাশের পথে। এ কিতাবে তার কাজের পদ্ধতি এই যে, الطريق إلى العربية সমাপ্তকারী ছাত্রদের আরবী যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী কিতাবুল্লাহ থেকে সহজ আয়াতগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, তারপর প্রত্যেক আয়াতের প্রয়োজনীয় শব্দবিশ্লেষণ ও বাক্যবিশ্লেষণ পরিবশন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশ অভিনব ও ফলপ্রসূ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন-

(ক) শব্দবিশ্লেষণে অর্থের সঙ্গে তার ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে, যা আরবী আদবের শিক্ষার্থীর জন্য অতীব জরুরী

(খ) যে শব্দের বিশ্লেষণ পিছনে গিয়েছে, তার হাওয়ালা বারবার দেয়া হয়েছে, যেন তালিবে ইলম তা দেখে নিতে পারে। এটি শব্দবিশ্লেষণ ইয়াদ রাখার জন্য খুব উপযোগী পদ্ধতি এবং এটি এ কিতাবের এমন বৈশিষ্ট্য যা আমাদের নিছাবী কিতাবগুলোতে অনুপস্থিত।

(গ) বাক্যবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নাহবী আলোচনা এমন সহজবোদ্ধরূপে



পেশ করা হয়েছে যা আর কোথাও আমার নযরে আসেনি।

(ঘ) প্রয়োজনীয় তারকীব যেমন সহজভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি যে সমস্ত তারকীব পিছনে গিয়েছে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আকারে তামরীনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তদুপরি ক্ষেত্রবিশেষে পিছনের হাওয়ালাও দেয়া হয়েছে, যাতে তালিবে ইলম ভুলে যাওয়া বিষয় ইয়াদ করে নিতে পারে।

(ঙ) তারকীবী আলোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাক্যটির আরবী তারকীব বোঝার উপযোগী করে শাব্দিক তরজমা পেশ করা হয়েছে, যাতে তরজমার উপর বাহীরত ও শারহে ছদর হাছিল হয়।

(চ) সব শেষে সহজ সরল ও সুন্দর বাংলা তরজমা পেশ করা হয়েছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালিবে ইলম শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণের সাহায্যে আয়াতের তরজমা নিজেই বুঝতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস, তবে মানসম্মত বাংলা তরজমা ইস্তি'দাদ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

(ছ) লেখক বলেছেন, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে তারকীব আরবীতে দেয়া হবে, যাতে এ বিষয়ে আরবী مصادره থেকে ইসতিফাদা করার যোগ্যতা তালিবে ইলমের মাঝে পয়দা হয়ে যায়। এটি অবশ্যই একজন শিক্ষকের সুদীর্ঘ তা'লীমী তাজরাবা ও গভীর প্রজ্ঞার প্রমাণ।

(জ) লেখক আরো জানিয়েছেন যে, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে তরজমা পর্যালোচনা নামে একটি বিষয় যুক্ত করা হবে, যাতে তরজমার উপর 'তানকীদী বাহীরত' বা সমালোচনাজ্ঞান অর্জিত হয়, এটিও লেখকের অভিনব চিন্তা। দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু নমুনা দেয়া হয়েছে। যেমন সাধারণভাবে التفسير السجدين এর তরজমা করা হয়, 'আর যাদুগরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।' কিন্তু লেখক তরজমা করেছেন, 'আর জাদুগরেরা সিজদায় নিষ্কিণ্ড হলো।'

তারপর তিনি পর্যালোচনা পেশ করেছেন, 'এখানে التفسير এর পরিবর্তে التفسير ব্যবহার করে ইস্তিফাদা করা হয়েছে যে, একটি গায়বী কুদরত এখানে কাজ করেছে। এই গভীর তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য التفسير এর তরজমা করা হয়েছে 'নিষ্কিণ্ড হলো'। 'সিজদায় লুটিয়ে পড়লো' তরজমায় এ তাৎপর্য প্রকাশ পায় না।'

আমি মনে করি, এই পর্যালোচনাপদ্ধতি তারজামাতুল কোরআনের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী চিন্তা, যা শিক্ষার্থীদের বিরাট উপকারে আসবে, ইনশাআল্লাহ। (দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা লেখকের ইলম ও আমল আরো বাড়িয়ে দিন, তাঁর তাওফীক দ্বারাই সবকিছু হয়, নিজের যোগ্যতা দ্বারা কিছুই হয় না, এটা সবাইকে সবসময় মনে রাখার তাওফীক যেন আল্লাহ দান করেন, আমীন)

মোটকথা, التفسير معاني القرآن الكريم শিক্ষাদানের কোন নিছাবী কিতাব এতদিন আমাদের দেশে তো বটেই, পাক-ভারত উপমহাদেশেও ছিলো না, অথচ এর প্রয়োজন ছিলো। আলোচ্য কিতাব এ ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা পূরন করবে বলে আমি আশা করি। আমার জন্য পরম আনন্দের বিষয় যে, এ মহান

খেদমতের জন্য আল্লাহ তা'আলা আমার 'প্রিয় পুত্র' আবু তাহের মিছবাহকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহর দরবারে অন্তর দিয়ে দু'আ করি, পুরো কাজটি সর্বাস্থ সুন্দররূপে পূর্ণ করার তাওফীক তাকে দান করুন। তার সমস্ত মিহনতকে কামিয়াব করুন, কবুল ও মকবুল করুন, আমীন।

এখানে আল্লাহর শোকর হিসাবে একটি ঘটনা বলবো। নাদওয়াতুল উলামার এক সফরে আমি মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মুছাফাহা করার পর বসা ছিলাম, কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'ইকরা পত্রিকা এবং ছোটদের জন্য বিভিন্ন আরবী কিতাব বের করেন, তিনি কে? আমি আরয করলাম, হযরত! সে আমার শাগেরদ মওলবী আবু তাহের মিছবাহ।

একথা শুনে হযরত খুবই খুশী প্রকাশ করলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা, তিনি আপনার শাগেরদ! তাহলে তো আপনার সঙ্গে আবার মুছাফাহা করা দরকার! একথা বলে হযরত উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে আবার মুছাফাহা-মুআনাকা করলেন। আলহামদু লিল্লাহ!'

আমার প্রিয় আবু তাহের মিছবাহকে আল্লাহ তা'আলা একটি অতি বড় গুণ এই দান করেছেন যে, তার অন্তরে রয়েছে আসাতিয়া কিরামের প্রতি অশেষ মুহাব্বাত এবং বড়দের প্রতি আযমাত ও আকীদাত। যাদের থেকে তিনি শিক্ষা

১ - ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এখানে একথা লিখে রাখা সঙ্গত মনে করি যে, বড়দের উপযোগী ফিকরি, ইলমি ও আদবি পত্রিকা তখনো বাংলাদেশে ছিলো, কিন্তু শুধু ছোটদের এবং নরম ও কাঁচা কলমগুলোর জন্য আরবী আদবের শিক্ষা ও চর্চার উপযোগী শিশু পত্রিকা প্রকাশের প্রথম চিন্তা আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে ۱۳۴۱ এর মাধ্যমেই ঘটেছিলো। সম্ভবত একারণেই হযরত আলী নাদবী (রহ) এত খুশী হয়েছিলেন এবং পত্র লিখে আমাকে ধন্য করেছিলেন। কিন্তু আফসোস, আমার অনেক দুর্ভাগ্যের একটি এই যে, পত্রটি হারিয়ে গেছে।

আরবী ও বাংলাভাষায় আদাবুল আতফালের উপর কাজ করার প্রেরণাও আমি হযরত নাদাবী (রহ) এর চিন্তা ও কর্ম থেকেই লাভ করেছিলাম।

নূরিয়া মাদরাসা থেকে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ইকরা' আরবী সাহিত্যের বিচারে আদর্শ পত্রিকা ছিলো না, কিন্তু প্রথম বীজ হিসাবে তার মূল্য ছিলো। এরপর মাদরাসাতুল মাদীনাহ থেকে القلم আত্মপ্রকাশ করে, যা আপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ছিলো, কিন্তু যামানার ঝড়-ঝাপটার আঘাত থেকে আমি আমার এ 'সন্তান'কেও রক্ষা করতে পারি নি।

আমার যিন্দেগির একটি বড় ব্যর্থতা এই যে, আরবী আদবের মেহনতের ক্ষেত্রে আমি আমার প্রিয় ছাত্রদেরকে তৈয়ার করতে পারি নি। আরবীভাষার আদীব আলী তানতাবী (রহ) এর ভাষায় তারা يحاولون الكتابة قبل القراءة ফলে তাদের লেখা মুবতাদীদের জন্য উপকারের চেয়ে ক্ষতিরই কারণ হচ্ছে। তবে আমি এখনো স্বপ্ন দেখছি সেই তালিবে ইলমের যে প্রথমে আরবী আদব নিজে শিখবে, তারপর ছোটদের উপযোগী একটি আদর্শ আরবী পত্রিকা প্রকাশ করবে। সেদিন আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে। আল্লাহ অবশ্যই তা করতে পারেন। -আবু তাহের

গ্রহণ করেছেন তাদের ইহসান তিনি স্বরণ করেন এবং তাদের দু'আ নেয়ার ফিকির করেন। অন্যদের যোগ্যতাকে তিনি স্বীকার করেন এবং নিজেকে ছোট মনে করেন। তালিবানে ইলমের মাঝে এ ঔণ একসময় তো আম ছিলো, এখন খুব কমই দেখা যায়। উসতাদের ইহসান স্বীকার করায় উসতাদের কোন লাভ-ক্ষতি নেই, কারণ তার আজর তো আল্লাহর কাছে। ফায়দা তো স্বয়ং ছাত্রের, এতে তার নিজের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়। আফসোস, এখন ছাত্র তো আছে, কিন্তু ওয়াফাদার ছাত্র কোথায়? এ কারণেই ছাত্রজীবনের বড় বড় প্রতিভা ও সম্ভাবনা এক সময় হারিয়ে যায়, বহু কলি ফুল হয়ে না ফুটেই ঝরে যায়।

বড়দের প্রতি আবু তাহের মেছবাহের আকীদাতের একটি শানদার মেছাল হচ্ছে মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাছান আলী নাদবী (রহ) এর প্রতি তার 'বে-পানাহ' মুহাব্বাত। আমার খুব মনে পড়ে, ছাত্র যামানায় একবার সে আমাকে বলেছিলো, হযরত! এমন কথা ভাবলে কি গোনাহ হবে যে, আমি যদি 'আমি' না হয়ে আবুল হাসান আলী নাদাবী হতাম।

কী পরিমাণ মুহাব্বাত, আযমাত ও আকীদাত হলে এমন তামান্না দিলে আসে!

তা'লীম ও তারবিয়াতের ক্ষেত্রে মাওলানা আবু তাহের মেছবাহের রয়েছে বিশেষ কিছু চিন্তা ও দর্শন, যা তার মতে আসাতেযায়ে কেরামের ছোহবত থেকে তিনি লাভ করেছেন। আগামী দিনের যোগ্য আলিম তৈরীর জন্য তার অন্তরে রয়েছে সীমাহীন দরদ-ব্যথা ও আবেগ-জযবা। এ জন্য তিনি মাদরাসাতুল মাদীনা কায়ম করেছেন এবং নিজস্ব দর্শনের উপর নিছাবে তা'লীম তৈয়ার করেছেন এবং নিছাবের উপযোগী প্রয়োজনীয় কিতাব তৈয়ার করছেন। স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক বিরাট সীমাবদ্ধতার মাঝেও তিনি মেহনত ও মোজাহাদার খোড়া দৌড়ানো অব্যাহত রেখেছেন। আল্লাহ তার সমস্ত মেহনত কবুল করুন এবং জিসমানী ও রুহানী ছিহহত দান করত হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। যারা তাকে মুহাব্বাত করে, তার জন্য দু'আ করে এবং তাকে সহযোগিতা করে তাদেরকে উত্তম খিশময় দান করুন, আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহম্মদ সুলতান যাওক নাদাবী

চট্টগ্রাম, দারুল মা'আরিফ

২ / ৬ / ১৪২৬ হিঃ

## কিছু কথা

আলহামদু লিল্লাহ, **الطريق إلى القرآن الكريم** দ্বিতীয় খণ্ড আজ আত্মপ্রকাশ করছে। প্রথম খণ্ডের পর অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিতীয় খণ্ডের আত্মপ্রকাশ অবশ্যই এক বিরাট প্রাপ্তি, যা আল্লাহর মদদ ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না। স্বাস্থ্যের 'অস্থিরতা' এবং পরিস্থিতির প্রতিকূলতার মাঝে মন ও মনোবল যখন ভেঙ্গে পড়ার কথা তখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেছেন, গায়ব থেকে এবং 'হাবলুল-ওয়ারীদ'-এর চেয়ে নিকট থেকে। রাহীম ও কারীমের এই রহম-করমের জন্য অধম বান্দা তাঁর যত শোকর আদায় করবে তা কমই হবে।

হে-রাহীম, রাহমান! তোমার মরুভূমিতে যত বালুকণা, আমার শোকর সেই পরিমাণ। তোমার সাগর-মহাসাগরে যত জলবিন্দু, আমার শোকর সেই পরিমাণ। গাছে-গাছে, ডালে-ডালে যত ফুল ও ফল, যত সবুজ পাতা, আমার শোকর সেই পরিমাণ। অক্ষম বান্দার এ সামান্য শোকরানা ও নাযরানা তুমি কবুল করো হে আল্লাহ!

তোমার নতুন নতুন দানে, তোমার অশেষ দয়া ও করুণার কারণে হে আল্লাহ! আমার হৃদয়-বৃক্ষে আশা ও প্রত্যাশার নতুন নতুন কলি ফুটছে; এত অক্ষমতার পরও অন্তরের গভীরে এ আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হচ্ছে, 'তুমি আরো দেবে এবং আমি আরো পাবো।' নিতে নিতে আমি হয়ত ক্লান্ত হবো, কিন্তু হে মহান দাতা! দানে তোমার কখনো ক্লান্তি হবে না, ভাঙবে তোমার কখনো কমতি হবে না। তাই আমি আরো চাই। তোমার দানের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে দু'হাত ভরে আরো চাই। আমাকে দাও এবং যারা তোমার দুয়ারে হাত পেতে মিনতি জানায়, তাদেরও দাও, যত চায় তত দাও। আমীন, ইয়া জাওয়াদু! ইয়া কারীম!

আমি জানি আমার ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা এবং আমার অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা, তবু মাদানী নেছাব সম্পর্কে আমার বুকে রয়েছে অনেক আশা ও প্রত্যাশা এবং কল্পনা ও পরিকল্পনা। আশ্চর্য! কেন আমরা আশা করি, কেন স্বপ্ন দেখি, অথচ জীবনের দৈর্ঘ্য এবং ভবিষ্যতের আয়তন আমাদের অজানা! আমাদের তো স্বপ্ন দেখারও যোগ্যতা নেই; যাদের স্বপ্ন দেখার এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের যোগ্যতা ছিলো তাদেরও তো ডাক আসামাত্র চলে যেতে হয়েছে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে, সবকিছু 'আধুরা' রেখে। কারণ 'তিনি' বড় বে-নেয়ায, তাঁর দুয়ারে আমরাই 'বা-নেয়ায'।

তাই যখনই সুযোগ হয়, বুক জমা না রেখে কিছু কথা কাগজের পাতায় আমি লিখে রাখি। আমাদের পরে যাদের স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা হবে তারা যেন আরো সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পারে এবং স্বপ্নের বাস্তবায়নে আরো বহুদূর যেতে পারে।

আমার কথা নয়, আমাদের আগে যারা রাহবার ছিলেন এবং আমাদের দুর্বল কাঁধে দায়িত্ব রেখে যারা বিদায় নিয়েছেন তাঁদের কথা, তারা বলেছেন, স্পষ্ট

ভাষায়—

‘কোরআন ও সুন্নাহ হলো নিছাবে তা‘লীমের মাকছুদ, আর সবকিছু হলো পথ ও পন্থা। মাকছুদে যেমন কোন পরিবর্তন হতে পারে না, তেমনি পথ ও পন্থা সবসময় এক হতে পারে না, তদ্রূপ লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ কখনো অধিক গুরুত্ব পেতে পারে না।’

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের নেছাবে তা‘লীমে এখন সেটাই হচ্ছে। পথ পেয়ে গেছে মানষিলের মর্যাদা, আর উপলক্ষ হয়ে উঠেছে লক্ষ্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ) এবং শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী (রহ) থেকে শুরু করে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (রহ), এমনকি আমাদের হযরত হুদর ছাহেব (রহ) পর্যন্ত সকলেই এ সম্পর্কে আফসোস করেছেন এবং ‘নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ’ থেকে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন এবং পরবর্তীদেরকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের ‘যথাযথ’ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার তাকীদ করেছেন, কিন্তু হাকীমুল উম্মতের ভাষায়—

‘আফসোস! কেউ আমার কথা শোনে না, শুনতে চায় না, তাই এখন আর বলতে ইচ্ছা করে না।’

কত ব্যথা, কত মর্মজ্বালা এখানে, এই শব্দ ক’টিতে! যখনই পড়ি এবং ভাবি আমি অবাক হই এবং ব্যথিত হই। সামান্য হলেও এ মর্মজ্বালা আমাদেরও হৃদয়কে স্পর্শ করে। অযোগ্য হলেও সন্তান তো আমরা তাদের।

তাই আমাদের প্রতিজ্ঞা, মহান পূর্ববর্তীদের আফসোস আমরা দূর করবো, তাঁদের কথা আমরা শোনবো এবং তাঁদের চিন্তার বাস্তবায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবো। মাদরাসাতুল মাদীনাহ এবং মাদানী নেছাবের যাবতীয় মেহনত এ মহান উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

তারজামাতুল কোরআন কাওমী নেছাবে তা‘লীমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ সম্পর্কে আমাদের আকাবির যা কিছু চিন্তা করেছেন তারই বাস্তবায়নের চেষ্টা আমরা করছি *الطريق إلى القرآن الكريم* প্রণয়নের মাধ্যমে। কারণ এপথেই শুধু একজন তালিবে ইলমকে সঙ্গতম সময়ে কালামুল্লাহর অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের মোবারক সফরে রওয়ানা করে দেয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় খণ্ডের রূপরেখা মৌলিকভাবে প্রথম খণ্ডেরই অনুরূপ, তবে প্রথম খণ্ডের উপস্থাপন ছিলো বিশদ ও সহজ। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর গ্রহণযোগ্যতার ক্রমোন্নতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দ্বিতীয় খণ্ডের উপস্থাপন সংক্ষেপিত ও অধিকতর অনুশীলন-নির্ভর করা হয়েছে। তাছাড়া প্রথম খণ্ডের শেষ দিকে যেমন দ্বিতীয় খণ্ডের রূপকাঠামোর কিঞ্চিৎ নমুনা পেশ করা হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডেরও স্থানে স্থানে, বিশেষত শেষ দিকে পরবর্তী খণ্ডের সম্ভাব্য রূপকাঠামোর নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু কিছু বাক্যবিশ্লেষণ আরবীতে দেয়া হয়েছে এবং কোথাও কোথাও তরজমা পর্যালোচনা যোগ করা হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডে এ

ধারাই অনুসরণ করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

আমাদের জন্য আনন্দের এবং শোকরের বিষয় যে, প্রথম খণ্ডের আত্মপ্রকাশের পর কাওমী মাদারেসের চিন্তাশীল মহল উদারচিন্তে এ নতুন প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন । আমাদেরও ধারণা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামের একটি উপকারী ও সময়োপযোগী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করেছেন । আল্লাহ যদি কবুল করেন, কাজটি যদি সুসমাপ্ত হয় তাহলে এর ফায়দা ইনশাআল্লাহ আম ও তাম হবে ।'

তরজমার পর আসে তাফসীরুল কোরআনের বিষয় । এ সম্পর্কেও আকাবিরীনে উম্মত বলেছেন, 'আমাদের নেছাবে অসম্পূর্ণতা রয়েছে ।'

জালালাইন অবশ্যই একটি মর্যাদাপূর্ণ তাফসীরগ্রন্থ, কিন্তু শুধু জালালাইন (ও বায়যীীর সামান্য অংশ) সমগ্র তাফসীরুল কোরআনের প্রতিনিধিত্ব করে না । তাছাড়া গবেষণাগ্রন্থ ও পাঠ্যগ্রন্থ- এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য । জালালাইন ও অন্যান্য তাফসীরী কিতাব মূলত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ, পাঠ্যগ্রন্থ নয় ।

আমার ছাত্রজীবন ও শিক্ষকজীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, তাফসীরুল কোরআনের মাহসমুদ্রে অবগাহনের জন্য 'মাদখাল' বা 'প্রবেশদ্বার' হিসাবে একটি নেছাবী কিতাব প্রণয়নের অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে । তবে সত্য এই যে, এক্ষেত্রে নতুন কিছু করার ইলমী ও আমলী যোগ্যতা আমাদের নেই । অর্থাৎ একদিকে রয়েছে কাজের আবশ্যিকতা, অন্যদিকে রয়েছে আমাদের অক্ষমতা । কিন্তু সময়ের প্রয়োজন তো থেমে থাকতে পারে না ! তাই আমাদের কর্তব্য হবে মহান পূর্ববর্তীগণের সমগ্র তাফসীর ভাণ্ডারকে সামনে রেখে তাঁদের 'ইলমিয়াত ও রুহানিয়াত'-এর ছায়ায় থেকে এ গুরুদায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা । মুসলিম জাহানের স্বনামধন্য কয়েকজন আলিম ইতিমধ্যে অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কিছু কাজ করেছেন । এখন আমাদের নিয়ত হলো এগুলোকে সামনে রেখে দরসে নিয়ামী ও মাদানী নেছাবের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীরী নিছাব তৈরীর কাজে অগ্রসর হওয়া ।

الطريق إلى القرآن الكريم প্রথম খণ্ড যখন আত্মপ্রকাশ করে এবং তার প্রথম নোসখাটি আমি আমার পরমপ্রিয় মুরুব্বী হযরতুল উসতায় পাহাড়পুরী হুজুরের হাতে তুলে দেই তখনই তিনি বলেছিলেন, الطريق إلى الحديث এর উপরও আপনাকে কাজ করতে হবে । আমি দু'আ করি, আল্লাহ যেন আপনাকে তাওফীক দান করেন ।'

১ . প্রথম খণ্ডে যে সকল কিতাব থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলো ছাড়াও بيانہ القرآن এবং إعراب القرآن এ দু'টি কিতাব থেকেও সাহায্য নেয়া হয়েছে ।

আমি তখন নিয়ত করেছি, ইনশাআল্লাহ কালামুল্লাহর পর কালামুর-রাসুলের খেদমতেও আমি আমার কলমের ও কলবের সবকিছু কোরবান করবো। যেহেতু আমার নিয়তের উৎস হচ্ছে রাকের যুলজালালের লুতফ ও করম, সুতরাং এটা অসম্ভব কোন নিয়ত নয়। তাছাড়া এ সুসংবাদ তো রয়েছেই—

### نية المؤمن خير من عمله

আমাদের শুধু প্রার্থনা, আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন এবং কবুল করেন, আমীন। আল্লাহর ইচ্ছায় কী না হয়! কুদরতের ইশারায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। সৃষ্টিজগতে ‘কুন-ফায়াকুন’-এর কারিশমা তো চলছে সবসময়।

এখন আমি নেছাবে তা‘লীম সম্পর্কে সামগ্রিক কিছু কথা বলতে চাই। আমার আসাতেযা ও মুরুব্বীগণের নেগরানিতে নেছাবে তা‘লীম সম্পর্কে আকাবিরীনে উম্মতের ‘আফকার’ ও চিন্তা আমি যতটুকু অধ্যয়ন ও অনুধাবন করতে পেরেছি – ভুল থেকে আল্লাহ হেফাযত করুন— তা এই যে, আমাদের নেছাবে তা‘লীমের মূল উদ্দেশ্য হলো—

- (ক) কোরআন ও সুন্নাহর উপর পূর্ণ ইসলামী মাহারাত ও আমলী তারবিয়াত হাছিল করা
- (খ) ইলম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সিলসিলা ‘মুআল্লিমে আউয়াল’ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অটুট রাখা।
- (গ) কোরআন ও সুন্নাহর তাফারুহ অর্জনের জন্য যে সকল ইলম অপরিহার্য তাতে পূর্ণ ‘উমুক’ ও গভীরতা অর্জন করা।
- (ঘ) প্রত্যেক ইলম ও ফনের তাদরীসের ক্ষেত্রে ছালাফে ছালেহীনের কিতাব নির্বাচন করা এবং প্রয়োজনে ছালাফের তরীকায় সময়-উপযোগী নিছাবী কিতাব প্রণয়ন করা।
- (ঙ) যুগের বৈধ চাহিদা পূরণ এবং অবৈধ চাহিদা দমন করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

বস্তুত নেছাবে তা‘লীমের ক্রমবিবর্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাস স্বাধীনভাবে প্রমাণ করে যে, সর্বযুগে আকাবিরীনে উম্মত ‘যুগচাহিদা’র বিষয়কে যথাযথ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। যুগচাহিদার কারণেই মানতিক-ফালসাফা এবং ফারসীভাষা নেছাবে তা‘লীমে দাখিল হয়েছিলো।

যুগের কিছু চাহিদা থাকে বৈধ ও উপকারী, আর কিছু চাহিদা থাকে অবৈধ ও ক্ষতিকর। যে নেছাবে তা‘লীম তার শিক্ষার্থীদের মাঝে যুগের বৈধ চাহিদাগুলো পূরণ করার এবং অবৈধ চাহিদাগুলো দমন করার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না সে নেছাবে তা‘লীম যুগোপযোগী নয়, অন্যান্য নেয়ামে তা‘লীমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ঐ নেছাব টিকে থাকতে পারে না, বরং ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে এক সময় সে বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এ তিক্ত সত্য আমাদের অবশ্যই

মনে রাখতে হবে এবং সুচিন্তিতভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব এবং আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতা ছাড়া এ যুগে একজন আলিমে ধ্বিনের পক্ষে নবীর নেয়াবাত এবং ধ্বিনী দাওয়াতের মহান দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ধ্বিনীভাষা আরবী, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীকে আমাদের নেছাবে তা'লীমে 'শ্রেণীমত' গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল ও সাধারণ বিজ্ঞানকেও একটি স্তর পর্যন্ত নেছাবভুক্ত করতে হবে, যাতে যুগের আলিম যুগের সাথে অপরি-চিত না হয়ে পড়ে এবং আলিম ও তার জাতির মাঝে 'দোভাষীর' প্রয়োজন না হয়ে পড়ে।

তবে মনে রাখতে হবে, ধ্বিনী বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এসকল ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক আমাদেরকেই তৈরী করে নিতে হবে। অন্যদের বই আমাদের নেছাবে পড়ানো আত্মসম্মানের যেমন উপযোগী নয়, তেমনি ঈমান, আকীদা ও আখলাকের জন্যও মঙ্গলজনক নয়। এজন্য আমাদেরকে আগে শিখতে হবে, তারপর লিখতে হবে আমাদের নিজস্ব চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন মানতিক-ফালসাফাসহ সে যুগের আধুনিক বিষয়গুলো আমাদের আকাবির আগে শিখেছেন, তারপর লিখেছেন এবং পাঠ্য করেছেন। সন্দেহ নেই, এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময় ও ধৈর্যের এবং কঠিন মেহনত ও মোজাহাদার। কিন্তু নেছাবে তা'লীম তো হালকা কোন বিষয় নয়; এরই উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যত। এটা কীভাবে হতে পারে যে, দু'এক মজলিসে কিছু বই বাছাই করলে, কিংবা জোড়াতালি দিয়ে 'রচনা' করলেই নেছাব প্রণয়নের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে! এটাকে চিন্তার বান্ধ্যাত্ব বলতে যদি কষ্ট হয় তাহলে চিন্তার তরলতা তো বলতেই হবে।

আমি তো মনে করি, কাওমী মাদারেসের তা'লীম ও নেছাবে তা'লীম আমাদের সামনে আজ ইলমী জিহাদের এক নতুন ময়দান খুলে দিয়েছে। এ ময়দানে এখন প্রয়োজন এমন একদল 'জানবায়' মুজাহিদ্দের যারা শুধু যুগের উপযোগী নয়, বরং যুগের নিয়ন্ত্রণকারী নেছাবে তা'লীম প্রণয়নের মহাকর্মযজ্ঞে নিজেদের উৎসর্গ করবে এবং সেই নেছাবের উপর তালিবানে ইলমকে গড়ে তোলার মেহনতে নিজেদের কোরবান করবে। এছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই।

কলবের ইয়তিরাব এবং হুদয়ের অস্থিরতার কারণে এখানে আরেকটি কথা বলতে চাই, কাওমী নেছাবের সরকারী স্বীকৃতির যে আওয়ায চারদিকে আজ উঠেছে, সবার সদৃষ্টি প্রতি আস্থা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, এটা আত্মঘাতী চিন্তা।

অধিকার ও স্বীকৃতি আবদার করে নয়, হযরত আলী নাদাবীর ভাষায়,



যোগ্যতার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়, আর স্বীকার করতেই হবে, যুগের বিচারে আমাদের নেছাবে তালীমে এখন যোগ্যতার বড় অভাব, আর যোগ্যতার অভাব থেকেই স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভব করা হয়। সুতরাং আমাদের সময় ও চিন্তা এবং শ্রম ও মেধা এখন স্বীকৃতি অর্জনের পরিবর্তে যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। আমাদের নেছাবে তালীম এমন হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী হয়ে যুগের মোকাবেলা করতে পারে এবং জীবনসংগ্রামে সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে।

দ্বিতীয় কথা, যে উদ্দেশ্যে আমরা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করতে চাই, আমার আশংকা এই যে, তা তো অর্জিত হবেই না, বরং যুগ যুগ ধরে সরকার এবং বহিঃশক্তি যা চেয়ে আসছে, তখন সেটাই ঘটবে। অর্থাৎ আমাদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের বজ্রআটুনি চেপে বসবে। তখন অনুতাপের অশ্রু ঝরানো ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।

কাওমী মাদারেসের মহলে ‘স্বীকৃতি-চিন্তার’ স্রোত এখন প্রবল। আর আমি জানি, স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে তীরের নাগাল পাওয়া যায় না, তবু নিজের কাছে সান্ত্বনা এবং আগামী প্রজন্মের কাছে কৈফিয়ত থাকবে যে, আমি আমার কথা বলেছিলাম, অন্তত বলতে চেষ্টা করেছিলাম।

আরেকটি কথা, ইংরেজীভাষা আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে এবং কিছুসংখ্যক তালিবে ইলমকে এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বও অর্জন করতে হবে, তবে আমাদের উদ্দেশ্য যেন হয় শুধু দ্বীনের দাওয়াত ও খেদমত, অন্য কিছু নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে হযরত আলী নাদাবীর সেই অবিস্মরণীয় মন্তব্য—

‘ইংরেজী আমিও জানি এবং দ্বীনী কাজে তা ব্যবহারও করি, কিন্তু আমি কখনো ভুলতে পারি না যে, এটা সেই জাতির ভাষা যাদের হাত মুসলিম উম্মাহর রক্তে রঞ্জিত।’

মোটকথা, দুশমনের অস্ত্র দুশমনের মোকাবেলায় ব্যবহার করার জন্য আমরা তা আয়ত্ত করবো, তবে তার ‘শর’ থেকে সতর্কও থাকবো। যেমন আমাদের পূর্ববর্তীগণ মানতিকের মোকাবেলায় মানতিক ব্যবহার করেছেন, তবে এর ‘মাফাসিদ’ থেকেও সতর্ক ছিলেন।

মাকছাদ ও জায়বা যদি এ-ই না হয় তাহলে বলতে হবে, কাওমী মাদারেসে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হবে এমন এক ফিতনা যা এর ভিত্তিমূলেই আঘাত হানতে পারে। শুধু এ আশংকার কারণেই প্রয়োজনের সুতীব্র অনুভূতি সত্ত্বেও মাদরাসাতুল মাদীনায় ইংরেজীভাষাকে ‘প্রবেশ-অনুমতি’ দিতে এখনো সাহস করছি না, বরং ফায়দার লোভ না করে নোকছানের আশংকা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম মনে করছি। সামনের কথা আল্লাহ জানেন।

নেছাবে তালীমের প্রতিটি বিষয় বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনা দাবী করে, যা এখন এখানে সম্ভব নয়। ‘মাদানী নেছাব কী ও কেন’ নামে একটি স্বতন্ত্র

কিতাবে তা পেশ করার ইচ্ছা রয়েছে, হৃদয়ের সকল ইচ্ছা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি যদি তাওফীক দান করেন।

الطريق إلى القرآن الكريم দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাখানায় যথারীতি ছাপা হওয়ার পর হঠাৎ যেন 'আসমান থেকে ইশারা' হলো যে, আমার পরম প্রিয় উস্তায, আরবী আদবের কঠিন সফরে আমার রাহনুমা হযরত সুলতান যাওক ছাহেবের মোবারক কলম থেকে কিছু দু'আ-বাক্য হাছিল করা আমার জন্য কল্যাণকর হবে, প্রথম খণ্ডে যেমন হযরাতুল উস্তায পাহাড়পুরী হুজুরের দু'আ-বাক্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আমি এই ভূমিকাটি লেখার মাঝপথে চিটাগাং সফর করলাম এবং দারুল মাআরিফে হযরতের খেদমতে হাজির হলাম, আর তিনি খুশি ও মুহব্বতের সাথে এমন دعائیه কلمات দিয়েছেন যাকে আমি মনে করি, আল্লাহর দরবারে আমার নাজাতের ওহীলাহ। আল্লাহ হযরতকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুদিন পর বিদায়ের সময় সবাইকে সরিয়ে একান্তে যখন তিনি আমাকে তার 'রুমাল' দান করলেন তখন তিনি তাঁর সেই আশ্চর্য করণ আওয়াজে -যার সঙ্গে আমি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পরিচিত- বললেন, তোমার 'আসমানী ইশারা'র অর্থ কী? আমার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু দেখেছো?

আমি তো স্তব্ধ! শুধু বললাম, হযরত! এমন কিছু নয়, আমি তো বরং আশা করি, দ্বীনের খিদমতের জন্য আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আরো দীর্ঘ জীবন দান করবেন। (ইনশাআল্লাহ)

তিনি বললেন, অবশ্য যখন মাওলার ডাক আসবে তখনই লাকবাইক বলার জন্য আমি রাযি আছি।

সুবহানাল্লাহ! আমাদেরও যেন আল্লাহ এমন তাওফীক দান করেন।

পরিশেষে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আমার আসাতেযায়ে কেলামকে, আমার তালেবানে ইলমকে, আমার আহবাবকে এবং তাদেরকে যাদের সঙ্গে আমার চোখের দেখা নেই, কিন্তু হৃদয়ের দেখা রয়েছে, যারা দ্বীনের বন্ধনে আমাকে মুহব্বত করেন এবং আমার ইলমী, আমলী ও রূহানী তারাক্কীর জন্য দু'আ করেন।

আল্লাহ সকলকে আমার পক্ষ হতে এমন উত্তম বিনিময় দান করুন, যার পর কোন বান্দা আর 'অখুশী' থাকতে পারে না, আমীন।

إلى من أحببته من بعيد، و عشت أفكاره  
من قريب، فكنت بعيدا عنه قلبا، قريبا  
منه قلبا

إلى من سعيت أن أتبع خطاه في طريق  
الحياة، بل في طريقي إلى الممات، ليكون  
محيائي و مماتي لله رب العالمين

إلى من تمنيت أن يكون قلبي كقلمه، تنبع  
منه حروف النور و كلمات الخبر، و أن يكون  
قلبي كقلبه تفيض منه بركات الحب، و تفوح  
روائح الخلوص

إلى من علمني كيف أتفكر و كيف استفيد،  
كيف اتزود و كيف اسير، .كيف اتسلح و  
كيف أجاهد ضد طغاة العلم و طواغيت القلم  
إلى فقيه الامة الإسلامية السيد أبي الحسن  
على الحسيني الندوي اتشرف بإهداء هذا  
الكتاب

رحمه الله تعالى رحمة واسعة و اسكنه  
فسيح جنانه

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى في القرآن عن القرآن :

و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

নিঃসন্দেহে কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী।

( ১ ) فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَابَوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا \* قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

حتى এটি হরফুল জর নয়, বরং স্বতন্ত্র অব্যয়। এটি বাক্যের শুরুতে আসে, তারকীবের এর কোন অবস্থান নেই। একে 'الابتدائية' বলে। বাংলায় এর তরজমা হলো 'এমনকি'

مُهْمَانِ رُفِعَ (وَأَضَافَ) মেহমানরূপে গ্রহণ করলো। মেহমানদারি করলো।

إِنْقِضَاضًا ভেঙ্গে যাওয়া, ঝাঁপিয়ে পড়া (দ্বিতীয়টি على অব্যয়যোগে) النِّقْضُ - يَنْقُضُ মূলত إِنْقَضَ - يَنْقُضُ

أَقَامَ بِمَكَانٍ কোন স্থানে অবস্থান করলো, বসবাস করলো।

أَقَامَ الْمَسَافِرُ মুসাফির মুকীম হলো।

أَقَامَهُ (مِنْ مَكَانِهِ) তাকে (তার স্থান থেকে) দাঁড় করালো।

أَقَامَ مَدْرَسَةً মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করলো।

أَقَامَ الْجِدَارَ দেয়াল সোজা করলো, মেরামত করলো।

فِرَاقٍ (بِإِشْعَادٍ) مُفَارَقَةٍ ও مُفَارَقَةٍ ত্যাগ করা, ত্যাগ করে চলে যাওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

مَنْعُولُهُ بِهِ এ অংশটি أَنْ অব্যয়যোগে মাছদার হয়ে أَبْرَأَ এর

يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضُ এ বাক্যটির তারকীব বলা এবং পুরো বাক্যটির তারকীব অবস্থান বলা।

إِذَا পরবর্তী বাক্যটি এর مَضَافٍ إِلَيْهِ আর সে নিজে اسْتَطَعَا এর

هَذَا মুবতাদা, فِرَاقٍ মুযাফ, পরবর্তী مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ও مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ মিলে মূবতাদা আর পুরো অংশটি খবর।

ما

عليه

পরবর্তী বাক্যটি এর ছিলাহ - যামীরে মাজরুর হচ্ছে عائد  
এটি متعلق অর্থবর্তী সাথে মাছদারের সাহে صیر  
ছিলো-মাওছুল মিলে শব্দগতভাবে تاویل এর مضاف إليه আর  
অর্থগত দিক থেকে উক্ত মাছদারের مفعول به  
ما এর স্থানীয় অর্থ হলো أَمْرُ (বিষয়) বা تَصَرُّفُ (আচরণ)।

তরজমা : তখন তারা দু'জন (আবার) যাত্রা করলেন, এমনকি যখন তারা  
একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছলেন তখন তারা  
তাদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমান-  
রূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

আর তারা সেখানে একটি দেয়াল দেখতে পেলেন, যা পড়ে যায়  
যায়। তখন তিনি (হযরত খিযর) তা মেরামত করে দিলেন।  
(তখন) তিনি (মূসা) বললেন, আপনি যদি চাইতেন তাহলে  
এই কাজের (উপর) পারিশ্রমিক অবশ্যই গ্রহণ করতে পারতেন।  
তিনি বললেন, এটাই হলো আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে  
বিচ্ছেদ, (তবে) যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি  
তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবশ্যই আমি তোমাকে অবহিত করব  
দ্রষ্টব্য : নৌকা ফুটো করার হিকমত হযরত খিযর (আঃ)  
এভাবে বয়ান করলেন-

( ٢ ) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ  
أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَ (দোষযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম)

عَابَ - يَعِيبُ - عَيْبًا (ض) দোষযুক্ত হওয়া। দোষযুক্ত করা।

مَتَعَدٌ وَ لَازِمٌ (عَابَ شَيْءٍ) - عَابَ شَيْئًا

অমুকের দোষ বর্ণনা করলো।

مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ

রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন খাবারের দোষ  
বলেন নি।

عَيْنِي غَضْبًا (ض) ছিনিয়ে নেয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

أَمَّا এর তারকীব পরে বুঝতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

السفينة এটি মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি তার খবর।

كَانَتْ এর মাঝে সুপ্ত هي যমীরটি তার ইসম مَلُوكَةٌ এটি لَمَسَايِنَ এর সাথে متعلق এবং তা  
(মালিকানাভুক্ত) এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা  
خبر كان

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ এই বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

وراءهم এটি উহ্য موجودًا এর متعلق এবং তা كان এর অগ্রবর্তী খবর,  
আর مَلِكٌ হচ্ছে তার পশ্চাদ্বর্তী ইসম।

سفينة এর পরে صَاحِبَةٌ (নিখুঁত) এই ছিফাতটি উহ্য রয়েছে।

غَضَبًا অর্থাৎ كَيْفًا غَضَبًا কিংবা يَنْصِبُهَا غَضَبًا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো।

তরজমা : আর নৌকাটি, তা ছিলো কয়েকজন দরিদ্র লোকের, যারা সমুদ্রে  
'কাজ' করতো। আমি সেটিকে ঐটিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম।  
কেননা তাদের পিছনে ছিলো এক (জালিম) বাদশাহ, যে ঐলপূর্বক  
প্রতিটি (ঐটিযুক্ত) নৌকা নিয়ে নিতো।

দ্রষ্টব্য : বালক-হত্যার হিকমত তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করলেন-

( ٣ ) أَمَّا الْقَلْمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا \*  
كَارَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

إِرهَانًا শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করা। ভারাক্রান্ত করা।

طُغْيَانًا (ف) সীমালঙ্ঘন/স্বেচ্ছাচার করা। সীমাহীন মাফরমাশি করা।

الطغیان স্বেচ্ছাচার (দেখো, ১২/১৬ এবং ১৬/২২)

إبدال বদল করা, পরিবর্তন করা (অন্য অর্থ) পরিবর্তে দান

করা (এখানে এটিই উদ্দেশ্য) زَكَاةً পবিত্রতা। সততা।

رحم (করুণা, সদয়তা) مَرْحَمَةً (س) رَحْمًا, رَحْمَةً দয়া/করুণা করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

الغلام মুবতাদা, আর كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ পুরো বাক্যটি তার খবর।

এর یرهنّ অর্থে طاعيا و کافرا এই মাছদার দু'টি طغیاناً و کفراً  
مفعول থেকে হাল, কিংবা মাছদাররূপে পূর্ববর্তী ফেয়েলের  
مفعول শাব্দিক অর্থ যথাক্রমে—

(ক) আমি আশংকা করেছি যে, সে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে  
ফেলবে, স্বৈচ্ছাচারী ও কাফির অবস্থায়।

(খ) স্বৈচ্ছাচার ও কুফুরের কারণে সে তাদেরকে .....

তুমি خشینا এর مفعول به নির্ধারণ করো।

خیرا এটি یبدل এর দ্বিতীয় مفعول به আর منه হচ্ছে خیرا এর সাথে

تمییز এর خیرا হচ্ছে زکوة আর متعلق

أقرب (অধিকতর নিকটবর্তী) এর متعلق উহ্য রয়েছে, সেটি কী এবং  
তার উহ্যতার কারণ কী, বলো।

رحما এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা : আর বালকটি, তার মা-বাবা ছিলো মুমিন, আমি আশংকা  
করলাম যে, সে অবাধ্য ও কাফির হয়ে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে  
ফেলবে। তাই আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে  
(ঐ সন্তানের) পরিবর্তে দান করবেন পবিত্রতার দিক থেকে  
তার চেয়ে উত্তম এবং দয়া-মায়ার দিক থেকে (তার চেয়ে)  
নিকটবর্তী (ঘনিষ্ঠ) একটি সন্তান।

( ٤ ) وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ  
كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صُلْحًا فَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَنْبُلُغَا  
اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَ مَا فَعَلْتُهُ  
عَنْ اَمْرِي، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

শব্দবিশ্লেষণ

أَشُدُّ পূর্ণতা, প্রাপ্তবয়স্কতা। শক্তিসমর্থতা (সে তার শক্তিসম-  
র্থতার অবস্থায় উপনীত হলো, অর্থাৎ) শক্তিসমর্থ হলো, জোয়ান  
হলো بلغ الغلام বালক প্রাপ্তবয়স্ক হলো।

استخراجا বের করা, বের করে আনা। আহরণ করা।

لم تستطع ছিলো আসলে لم تستطع



## বাক্যবিশ্লেষণ

لغلامين এটি উহা مملوك এর সঙ্গে متعلق এবং তা كان এর খবর  
 (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) سَاكِنِينَ فِي ... اَرْثًا فِي الْمَدِينَةِ  
 كان كُنْزُ مَمْلُوكٍ لَهَا مَوْجُودًا تَحْتَهُ তারকীবগত মূলরূপ তুলে দেয়া হচ্ছে, তুমি তার  
 তারকীব করো -

مفعول به এর يبلغا এটি  
 (তোমার প্রতিপালক তা ইচ্ছা مفعول له এর اراد এটি رحمةً (নাজ্জ) من رُبِّكَ  
 করেছেন তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ করুণার কারণে।)

حَال (আমি তা করিনি এমন অবস্থায়) এটি (صَادِرًا) عن امرِي  
 যে, তা আমার বিষয় থেকে প্রকাশপ্রাপ্ত [ঘটিত] মতলব- আমি  
 নিজের ইচ্ছা থেকে তা করি নি।)

প্রকাশ পাওয়া, ঘটনা।

এই পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আর দেয়ালটি, তা ছিলো শহরে বাসকারী দুই এতীম শালকের,  
 আর দেয়ালের নীচে ছিলো তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা  
 ছিলেন সৎ। তাই তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, তারা  
 যৌবনে উপনীত হবে এবং তাদের গুপ্তধন বের করে দেবে। (এ  
 ইচ্ছা তিনি করেছেন) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ  
 করুণার কারণে। আমি তা আমার ইচ্ছা থেকে করি নি। সেটাই  
 হলো ঐ কর্মের ব্যাখ্যা, যার উপর তুমি দৈর্য ধারণ করতে  
 পারো নি।

( ٦ ) وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا \* الَّذِينَ كَانَتْ  
 أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا \*

## শব্দবিশ্লেষণ

عرضنا (পেশ করবো, মোযারে অর্থে) দেখো, ১২/২

فَرَيْنَا এর উপযুক্ত অব্যয় হচ্ছে على তবে এখানে তা  
 (নিকটবর্তী করলাম) এর সমার্থকরূপে অব্যয়যোগে ব্যবহৃত  
 হয়েছে। (এ সম্পর্কে সামনে জরুরী আলোচনা আসছে)

(১৪) فَلَمَّا اغْتَرَزَلَهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ هَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ  
يَعْقُوبَ، وَ كَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا \* وَ هَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَ  
جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا \*

শব্দবিশ্লেষণ

وَهَبْنَا (আমরা দান করলাম) দেখো, ৩/১৬

لِسَانَ জিহ্বা, বহু أَلْسِنَةً ভাষা, বহু أَلْسُنُ  
سُودُوحٌ সুউচ্চ। উত্তম প্রশংসা। لِسَانَ صِدْقٍ

বাক্যবিশ্লেষণ

... ৮ পুরো বাক্যটির মূলরূপ বলো (এ সম্পর্কে দেখো, ৭/৩২)

وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ এর তারকীব বলো

كَلَّا এটি جَعَلْنَا এর প্রথম مفعول به হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به

مِنْ رَحْمَتِنَا তরজমা দেখে অব্যয়টি ব্যাখ্যা করো।

لِسَانَ এর ছিফাত হচ্ছে عَلِيًّا এর মাফউল, এটি لِسَانَ صِدْقٍ

তরজমা : আর তিনি যখন পরিত্যাগ করলেন তাদেরকে এবং ঐ উপাস্য-  
দেরকে যাদের তারা উপাসনা করতো আল্লাহর পরিবর্তে তখন  
আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। আর প্রত্যেককে  
আমি নবী বানালাম। আর আমি তাদেরকে দান করলাম আমার  
কিছু অনুগ্রহ এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করলাম সুউচ্চ সুখ্যাতি

(১৫) وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلَ، اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ  
رَسُولًا نَبِيًّا \* وَ كَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَ كَانَ  
عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا \* وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اٰدِرِيسَ، اِنَّهٗ كَانَ  
صِدِّيقًا نَبِيًّا \* وَ رَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

مَرْضِيٍّ পছন্দনীয়, সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত اسْمُ الْمَفْعُولِ এর رَضِيَ দেখো, ৬/৭

فِي الْكِتَابِ এর তারকীব দেখো, এই পারার ১৩ নং আয়াতে।

صادق الوعد নমুনা দেখো, ৪/১৬ এবং সে আলোকে এর ব্যাখ্যা করো  
 مرضيا عند ربه (ব্যাখ্যা করো) عرثا

তরজমা : আর আপনি ইসমাইলের ঘটনা বর্ণনা করুন, যা (পূর্ববর্তী) কিতাবে উল্লেখিত রয়েছে। নিঃসন্দেহে তার ওয়াদা ছিলো সত্য। (তিনি ওয়াদা পালনে ছিলেন সত্যনিষ্ঠ) আর তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। আর তিনি তার পরিবারকে নামাযের ও যাকাতের আদেশ করতেন। আর তিনি তার প্রতিপালকের কাছে ছিলেন পছন্দনীয়। আর আপনি ইদরীসের ঘটনা বর্ণনা করুন, যা (পূর্ববর্তী) কিতাবে এসেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, নবী। আর তাঁকে আমি উচ্চস্থানে উন্নীত করেছিলাম।

(১৬) وَ يَقُولِ الْاِنْسَنُ اِذَا مَامَتْ لِسُوْفُ اُخْرَجُ حَيًّا \* اَوَّلَا يَذْكُرُ  
 الْاِنْسَنُ اَنَّا خَلَقْنَهٗ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا \* فَوَرَّكَ  
 لَنَحْشُرَنَّهٗمُ وَ الشَّيْطٰنَ ثَم لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا \*

শব্দবিশ্লেষণ

(ন) হাঁটু গেড়ে বসা, পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়ানো। এর  
 جَنِيَّ হাঁটুগেড়ে বসে ব্যক্তি। (الجائي যোগে ال) جاث হলো اسم الفاعل

বাক্যবিশ্লেষণ

مَت جَوَابُ الشَّرْطِ হাছে اُخْرَجَ আর مضاف إليه এবং شرط إذا এর এটি

আর إذا নিজে তার ظرف الزمان রূপে নছবের স্থানে এসেছে।

أُخْرَجُ حَيًّا جِن مَوْتِي - মূলরূপ - অব্যয়টি অতিরিক্ত।

حَيَّا এর তারকীব বলো। (এটি على وزن فَعْلٍ এর অজাব)

لا يَذْكُرُ এর নির্ধারণ মفعول به করে।

من قَبْلُ অর্থাৎ قَبْلَ هَذَا الْمَوْتِ (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

এটি ظرف الزمان এর خلقنا এর অধীনে 'জর' এর স্থানে রয়েছে।

(দেখো, ১৬/৯) وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا থেকে মفعول به এর خلقنا হয়েছে حال এটি

وَرِكَ অর্থাৎ أُنْسِمُ وَ رِكَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

আবরণ, ঢাকনা (تَغْطِيَةً) বহুবচন (تَغْطِيَةً) তাকে ঢেকে  
ফেললো, আবরণ দ্বারা আবৃত করলো, মাদ্দাহ غطرو

বাক্যবিশ্লেষণ

এটি عَرَضْنَا এর عَرَضْنَا এর ইরাব ব্যাখ্যা করো  
يومئذ ... এটি الكافرين এর হিফাত  
নয় কেন? (বাংলায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে?)

অর্থঃ ... موجودةً في (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

অর্থঃ ... مانعٌ عن ذكرى (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

শাব্দিক অর্থ- তারাই ঐ সমস্ত লোক যাদের চক্ষু এমন আবরণে

বিদ্যমান ছিলো যা আমার স্মরণ থেকে বাধাদানকারী।

তুমি শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : সেদিন আমি জাহান্নামকে কাফিরদের সামনে হাজির করবো,  
যাদের চোখ আমার স্মরণ থেকে বাধাদানকারী আবরণের মাঝে  
ছিলো, আর যারা শ্রবণেও সক্ষম হতো না, (শুনতেও পেতো না)

দ্রষ্টব্য : ‘চোখ’ - এখানে জমার আলামত যুক্ত করার প্রয়োজন নেই,  
কারণ ‘যাদের’ দ্বারাই সেটা বোঝা যায়।

( ٧ ) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ، إِنَّا  
أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا \* قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ  
أَعْمَالًا \* الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ  
أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا \* أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ  
لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا \* ذَلِكَ  
جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

حَسِبَ (ধারণা করেছে) (حَسِبًا) ধারণা করা (ব্যবহার)

حَسِبْتُ رَاشِدًا صَالِحًا

نَزَلَ অবস্থানক্ষেত্র, বাসস্থান। মেহমানখানা।

أَخْسَرُ এটি التفضيل اسم অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত (দেখো, ৭/২২)

عَمَلُ \ عَمَلُ তার প্রচেষ্টা/ আমল ব্যর্থ হলো, বেকার হলো ( ৫/৩)  
 حَبِطَ (নষ্ট হলো) (س) نَشِطَ হওয়া إِحْبَاطَ নষ্ট করা।  
 هَزَزَا মূলত هَزَزَا (হামযা واو দ্বারা বদল হয়েছে) উপহাসের পাত্র  
 هَزَزَا (তিনটি মাছদারই প্রচলিত) هَزَزَى بِهِ أَوْ مِنْهُ (هَزَزَا، هَزَزَا، هَزَزَا، س)  
 তাকে উপহাস করলো।

### বাক্যবিশ্লেষণ

حَسَبَ এর مفعول به ও فاعل নির্ধারণ করো।  
 عِبَادِي এটি يتخذون এর প্রথম مفعول আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে أُولَئِكَ  
 مِنْ دُونِي এটি متعلق এর معدودين আর তা أُولَئِكَ এর অগ্রবর্তী  
 ذُو الْحَال নাকেরাহ হলে حال কে অগ্রবর্তী করা অপরিহার্য।  
 نَزَلَا এটি مفعول به এর দ্বিতীয় أَعْتَدْنَا  
 أَعْمَالَا এটি أَخْسَرِينَ ও তার যামীরের নিসবত থেকে نَصِير  
 الَّذِينَ ضَلَّ هِلَا-মাওছুল মিলে الْأَخْسَرِينَ থেকে বদল (আমি কি তোমাদের  
 অবহিত করবো আমলের দিক থেকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের  
 সম্পর্কে, (অর্থাৎ) ঐ লোকদের সম্পর্কে যাদের ...)  
 কিংবা তা هُم এই উহ্য মুবদাতার খবর।  
 তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো।  
 (উভয়) متعلق সাথে سَعَى মাছদারের সাথে عَمَلُ এটি فِي الْحَيَاة ...  
 তারকীবমতে শাব্দিক অর্থ বলো)  
 سَعَى মূলত هَال যা حال থেকে مضاف إليه এর سَعَى এই বাক্যটি  
 মাছদারের فاعل  
 مفعول به এর يحسبون হয়ে মাছদার أَنْ দ্বারা এ বাক্যটি هُم يحسنون ...  
 يحسبون কে مَصْدَرٌ مُزَوَّلٌ থেকে, এখানে مفعول به দু'টি এর (حَسَبَ)  
 এর দুই মفعول এর স্থলবর্তী ধরা হয়েছে)  
 صَنَعَا এটি يحسنون এর مفعول به  
 وَلِقَائِهِ بَاكْيَاتِي তারকীব করো।  
 وَزَنَا এটি পূর্ববর্তী فعل এর مفعول به  
 ذَلِكَ এটি মুবতাদা, جَزَاؤُهُم তার থেকে বদল جَهَنَّمَ হচ্ছে খবর  
 শাব্দিক অর্থ- সেটি অর্থাৎ তাদের প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম।

তরজমা : যারা কুফুরি করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি তো কাফিরদের জন্য জাহান্নামকে ‘মেহমানখানা’ বানিয়ে রেখেছি। অংশনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে কর্মের দিক থেকে চরম ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে খবর দেবো? তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের পার্থিব জীবনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা উত্তম কর্ম করেছে। ওরাই ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়কে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের আমল বরবাদ হয়েছে। তাই কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন ওয়ন (গুরুত্ব) নির্ধারণ করবো না। (কিংবা- তাদের জন্য আমলের মীযান কায়েম করবো না) তারা কুফুরি করার কারণে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রাসূলদেরকে উপহাসের পাত্র বানানোর কারণে তাদের প্রতিদান হলো জাহান্নাম।

( ٨ ) إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا \* خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا \*

فردوس آঙ্গুরবৃক্ষপূর্ণ স্থান। উর্বর উপত্যকা। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর।  
لا يبقون (তারা চাইবে না) দেখো, ১৩/৪  
حول স্থানান্তর, অন্যস্থানে গমন।

৬. এঁর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো ।  
 ৭. এঁটি كانت এর খবর, مَعْدًا (প্রতুতকৃত) এর  
 সাথে متعلق এবং তা نزل এর অথবর্তী حال  
 হালকে অথবর্তী করার কারণ বোলো ।  
 ৮. এঁটি حال হয়েছে ل এর যামীরে মাজরুর থেকে ।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিঃসন্দেহে জান্নাতুল ফিরদাউস হবে তাদের জন্য মেহমানখানা। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা সেখান থেকে স্থানান্তর পছন্দ করবে না।

( ৮ ) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلَّمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا \* قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

مِدَاد কালি (যা দ্বারা লেখা হয়)।  
 نَفِدَ সামি'আ থেকে نَفَادًا শেষ হওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া।  
 نَفِدَ الزَّادُ / الصَّبْرُ الْمَالُ  
 مدد যা দ্বারা সাহায্য করা হয়। সাহায্যদ্রব্য। এটি اَمْدُ এর اسم مصدر রূপেও ব্যবহৃত হয়, সাহায্য।

বাক্যবিশ্লেষণ

لو এটি جواب الشرط ও شرط এর অর্থ 'যদি'। এটি নিষেধের জন্য ব্যবহৃত হয়।  
 نَفِدَ এটি (مُسْتَعْمَلًا) (ব্যবহৃত) এটি দ্বারা লেখা হয়।  
 رَبِّي এর তারকীব করো এবং এর তারকীবী অবস্থান বশে।  
 وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا এটি পূর্ববর্তী لَوْ এর উপর মা'তূফ ব'অব্যয়টি  
 لَكَلَّمْتُ رَبِّي এটি উহ্য জওয়াব (আর যদি আমরা সম্মুখীন অনুগতকে সাহায্যরূপে আনয়ন করতাম তাহলে সেই অনুগতটিও ফুরিয়ে যেতো)  
 مدد এটি টিম্বির রূপে মানচুব হয়েছে।

لو সম্পর্কে কয়েকটি কথা

لو এর جواب মাযী হওয়া জরুরী; শব্দগতভাবে হোক কিংবা অর্থগতভাবে।

لو এর জওয়াব مثبت ও منفی দুটোই হতে পারে। জওয়াব مثبت

হলে তার শুরুতে لا আসে, مني হলে সাধারণত لا আসে না  
এটি يَشْرُ এর ছিফাত।

ما الكافَّةُ হচ্ছে ما উভয় ক্ষেত্রে أَنَا ও إِنِّي

نائب الفاعل এর يُوْحِي এর পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে  
এটি যুগপৎ اسم موصول ও اسم شرط جازم এর পরবর্তী বাক্যটি তার  
ছিলাহ ও শর্ত। ছিলাহ-মাওছুল মিলে মুবতাদা।

এ অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো বলো।

এটি مفعول به (তুমি শেষ বাক্যটির তারকীব করো)

তরজমা : আপনি বলুন, আমার রবের কথা লেখার জন্য যদি সমুদ্র কালি  
হতো তাহলে অবশ্যই সমুদ্র ফুরিয়ে যেতো আমার রবের কথা  
শেষ হওয়ার আগে, যদিও ‘আমরা’ সমুদ্রের অনুরূপ ‘সাহায্য’  
আনয়ন করতাম। আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতই  
একজন মানুষ। আমার কাছে অহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের  
ইলাহ তো এক ইলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ  
কামনা করে সে যেন নেক আমল করে এবং আপন রবের  
ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক না করে।

(৯) يَزَكِّرُنَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
قَبْلُ سَمِيًّا \* قَالَ رَبِّ انِّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي  
عَاقِرًا وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا \* قَالَ كَذَلِكَ هَلَالُ رَبِّكَ  
هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئًا \* قَالَ  
رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً، قَالَ آيَتُكَ اَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ  
سَوِيًّا \* فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ  
سَبِّحُوا بِكُرَّةٍ وَ عَشِيًّا \*

শব্দবিশ্লেষণ

সমী এটি (على وزن فاعِلٍ) সমনামসম্পন্ন (দু’জনের নাম ইয়াহয়া হলে  
একজন হবে অপরজনের سمي এবং উভয়ে سميان)

أنى (এ সম্পর্কে দেখো, ২/২০) বক্ষা পুরুষ ও বক্ষা নারী।



- عتيا (চূড়ান্ত সীমা) (ن) عَتُوا و عَتِيًا - عَتَا অতি দাষ্টিক হলো  
 عَتَا চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হলো।  
 عَتَا অতিবৃদ্ধ হলো।  
 هين সহজ, তুচ্ছ (ن) هَينًا، هَوَانًا، هَوَانًا হীন ও তুচ্ছ হওয়া।  
 هَان هَان عليه شيء (هَوَانًا، ن) কোন কিছু তার জন্য সহজ হলো।  
 لم تكن সহজায়নের জন্য لَمْ تَكُنْ  
 سَوِيًّا সমান। নিখুঁত।  
 بُكَرَة সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দিবসের সূচনা-অংশ (আগামীকালকেও  
 بُكَرَة বলা হয়) عِشْيَ বিকাল বা রাতের প্রথম অংশ।

#### বাক্যবিশ্লেষণ

- اسمه يحيى এটি غُلْم এর প্রথম ছিফাত, পরবর্তী বাক্যটি দ্বিতীয় ছিফাত।  
 من قبلُ অর্থাৎ من قَبْلِهِ (কথাটি ব্যাখ্যা করো)  
 سَمِيا এটি لم نجعل به এর  
 من الكبير এ অব্যয়টি হেতুবাচক এবং بلغت এর সাথে  
 عَتِيًا এটি بلغت এর  
 أَيْتَكَ এটি মুবতাদা।  
 أُنْ এটি أَنْ ও y এর যুক্তরূপ, পরবর্তী বাক্যটি أَنْ দ্বারা মাছদার  
 হয়ে পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।  
 ثلاث ليالٍ এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের ظرف الزمان  
 سَوِيا এটি تَكَلَّمَ এর থেকে  
 أَنْ এটি حرف التفسير ১৩/২৮ এবং ১৪/১৩

তরজমা : হে যাকারিয়া! অবশ্যই আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম (হবে) ইয়াহয়া। ইতিপূর্বে আমি তার কোন 'সমনাম' রাখিনি। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে আমার কোন পুত্র হবে, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আর আমিও পৌছে গেছি বার্ধক্যের চূড়ান্ত সীমায়! (জিবরীল) বললেন, (বিষয়টি) এমনই (হবে)। আপনার প্রতিপালক বলেছেন, তা আমার জন্য সহজ। আর আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, এমন অবস্থায় যে, তুমি কিছু ছিলে না।

সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন রাত্র মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তারপর সে মেহরাব থেকে বের হয়ে তার কাণ্ডের কাছে এলো এবং তাদের প্রতি এই ইঙ্গিত করলো যে, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহকে স্মরণ করো।

(১০) يَبْعَثُ خِذَا الْكُتُبِ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًا \* وَحَنَانًا  
 مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا \* وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ  
 جَبَارًا عَصِيًّا \* وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ  
 يُبْعَثُ حَيًّا \*

শব্দবিশ্লেষণ

حُكْمُ বিচক্ষণতা/প্রজ্ঞা (১) বিচক্ষণ/প্রজ্ঞা হলো  
 حَنَانٌ হৃদয়ের কোমলতা, মমতা (ض. حَنَانًا)  
 حَنَّ إِلَى তার প্রতি অনুরাগী হলো।  
 حَنَّ إِلَى তার প্রতি মমতা বোধ করলো।  
 تَقِيٌّ ধার্মিক, ধর্মনিষ্ঠ। বহুবচনে أَتَقِيًّا  
 بَرٌّ এর বহুবচন أَبْرَارٌ পুণ্যবান, নেককার, মাতা-পিতার প্রতি  
 سَدَاحَارِي। একই অর্থে بَارٌّ বহুবচনে

سَدَاحَارِي (بَرًّا, ض.) সে তার মা-বাবার প্রতি সদাচার করলো

جَبَارٌ পরাক্রমশালী। عَصِيٌّ নাফরমান, অবাধ্য।

বাক্যবিশ্লেষণ

صَبِيًا حال এটি أَتَيْنَاهُ এর প্রথম مفعول به থেকে  
 حَنَانًا এটি الْحُكْمِ এর উপর معطوف  
 مِنْ لَدُنَّا (مَوْهِيَا) এটি حَنَانًا এর ছিফাত।  
 زَكَاةً এটি حَنَانًا হয়েছে হয়েছিল معطوف।  
 بَرًّا এটি تَقِيًّا এর উপর معطوف  
 بِوَالِدَيْهِ এই হরফুলজর ও মাজরুর সম্পর্কে যা জানো বলো।

سَلَّمَ مُوَبতাদা, আর عليه হচ্ছে নازل এর সাথে متعلق এবং তা খবর ।  
 يَوْمَ وَلِدَ এর এবং পরবর্তী দু'টির মূলরূপ উল্লেখ করো, এগুলো উহ্য  
 খবর নازل -এর ظروف الزمان আর حيا হচ্ছে يُبْعَث এর نائب  
 حال থেকে الفاعل

তরজমা : হে ইয়াহয়া! তুমি কিতাবকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করো । আর আমি  
 তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং (দান করেছিলাম)  
 আমার পক্ষ হতে মমতা ও পবিত্রতা, আর সে ছিলো ধার্মিক  
 এবং আপন মা-বাবার প্রতি সদাচারকারী । সে উদ্ধত ও  
 নাফরমান ছিলো না । তার প্রতি শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ  
 করেছে এবং যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে  
 জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে ।

(১১) لَالِ اِلٰهِي عِندَ اللّٰهِ اٰتَيْنِي الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنِي نَبِيًّا \* و  
 جَعَلْنِي مُبَارَكًا اٰمِنًا مَا كُنْتُ وَاَوْضُنِي بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ  
 مَا دُمْتُ حَيًّا \* وَ بَرًّا بِوَالِدَتِي و لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا \*  
 وَ السَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ اَمُوتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَوْضَى (অছিযত করেছেন) إِيضًا অছিযত করা, উপদেশ দেয়া, (যে  
 বিষয়ের উপদেশ দেয়া হয় তা ব অব্যয়যোগে আসে)

شَقِيًّا দুর্ভাগা, হতভাগ্য, সৌভাগ্যবঞ্চিত । بَرًّا شَقِيًّا দুর্ভাগা হলে, দুর্দশাগ্রস্ত হলে ।  
 (س) يَشْفِي, شَفَاء (স) দুর্ভাগা হলে, দুর্দশাগ্রস্ত করলো ।  
 أَشْفَاه তাকে দুর্ভাগা/সৌভাগ্যবঞ্চিত/দুর্দশাগ্রস্ত করলো ।

বাক্যবিশ্লেষণ

فعل ناقص এই ما دمت حيا আর ظرف এর فعل পূর্ববর্তী ما دمت حيا  
 এর খবর । (দেখো, ৬/১৬)

مفعول به এই جعلني উহ্য ফেয়েলের দ্বিতীয়

شَقِيًّا এটি جَبَّارًا এর ছিফাত ।

والسَّلَامُ عَلَيَّ ... পুরো বাক্যটির তারকীব করো ।

তরজমা : (সন্তানটি) বললো, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন এবং তিনি আমাকে বরকতপূর্ণ করেছেন, যেখানেই আমি থাকি। আর তিনি আমাকে আমার আত্মার প্রতি সদাচারকারী বানিয়েছেন। তিনি আমাকে উদ্ধৃত ও কল্যাণবঞ্চিত করেন নি। আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় পুনরু-  
ত্থিত করা হবে।

(১২) و اذكر في الكتب ابرهيم، انه كان صديقاً نبياً \* اذ قال  
لابيه يا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي  
عَنْكَ شَيْئاً \* يَابْتَ اِنِي قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ  
فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً \* يَابْتَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ،  
اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً \* يَابْتَ اِنِي اخَافُ اَنْ  
يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً \*

শব্দবিশ্লেষণ

صديق সত্যনিষ্ঠ (যিনি প্রতিটি আমল দ্বারা তার অন্তরের ঈমান ও বিশ্বাসকে  
সত্য প্রমাণিত করেন।)

يا اَبَتِ দেখো, ১২/২০ সম্পর্কেও একই কথা।

لا يغني عنك شيئاً আপনার কোন কাজে আসে না। (দেখো, ৩/১৭)

عصي নাফরমান, অবাধ্য

يَمَسُّ (স্পর্শ করবে) দেখো, ৭/২৮

বাক্যবিশ্লেষণ

ابرهيم এখানে مضاف উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ خبر ابراهيم

(خبر) আর তা متعلق এর সঙ্গে شبه الفعل এই উহ্য مذکور। এটি في الكتب  
ابرهيم থেকে অগ্রবর্তী হাল।

শাব্দিক অর্থ - আপনি ইবরাহীমের ঘটনা আলোচনা করুন  
এমন অবস্থায় যে, তা (পূর্ববর্তী) কিতাবে আলোচিত হয়েছে।

নিব্যা এটি كان এর দ্বিতীয় খবর। (তরজমায় তা কী হয়েছে দেখো)  
 بدل থেকে (خبر) إبراهيم এটি حين قول إبراهيم لأبيه এর মূলরূপ-  
 শাফিক অর্থ- ইবরাহীমের ঘটনাকে অর্থাৎ তিনি তার পিতাকে  
 এ কথা বলার সময়টিকে উল্লেখ করুন।

... এ বাক্যটি بدل ও مبدل منه এর মাঝে এসেছে। পূর্বের ও পরের  
 সাথে এর তারকীবগত কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের বাক্যকে  
 الجملة المعترضة বলে। (অর্থাৎ একটি জুমলার মাঝে বিদ্যমান  
 অন্য একটি জুমলা, যা ঐ জুমলার পূর্বাপরের সাথে তারকীব-  
 গতভাবে সম্পর্কহীন)

من العلم এটি متعلق এর সাথে جاء  
 فاعل এর جاء, موصول ও صلة এটি ما لم يأتك  
 أهدك এটি আমর-পরবর্তী مضارع রূপে মাজযুম। কারণ এখানে إن ও  
 جواب الشرط এর إن ههنا উহ্য রয়েছে أهدك উহ্য  
 মূলরূপ- إن تَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ

فاتبعني এটিও উহ্য جواب الشرط إن الشرطية এই-  
 رابطة অব্যয়টি ههنا উহ্য সূতরাং إن أردت الهداية فاتبعني  
 مفعول به দ্বিতীয় এহ এটি صراطا سويا

إن এর ইসম-খবর নির্ধারণ করা কার সাথে متعلق বলে।  
 عذاب এটি يَمَسُّ এর فاعل আর বাক্যটি أن যোগে .... (পূর্ণ করো)

من الرحمن অর্থাৎ نازل من (কথাটি ব্যাখ্যা করো)  
 فتكون অর্থাৎ أن تكون (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

للشيطان এটি وليا এর সাথে متعلق

তরজমা : আর আপনি ইবরাহীমের ঘটনা উল্লেখ করুন, যা (পূর্ববর্তী)  
 কিতাবে এসেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও নবী।  
 যখন তিনি তার আব্বাকে বললেন, হে আমার আব্বা! কেন  
 আপনি উপাসনা করেন, ঐ সকল উপাস্যের যা শোনে না, দেখে  
 না এবং আপনার কোন উপকারে আসে না। হে আমার আব্বা!  
 নিশ্চয় আমার কাছে এমন কিছু জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে  
 আসেনি। সুতরাং আপনি আমাকে অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে

সঠিক পথ প্রদর্শন করবো। হে আমার আব্বা! আপনি শয়তানের উপাসনা করবেন না, শয়তান তো রহমানের নাফরমান। হে আমার আব্বা! আমি আশংকা করি যে, দয়াময়ের পক্ষ হতে কোন আযাব আপনাকে পাকড়াও করবে, আর আপনি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবেন।

(১৩) قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَنِ الْهَيْتِي يَا بَرِّهِمْ لَيْتَن لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ، وَ أَهْجُرْنِي مَلِيًّا \* قَالَ سَلِّمْ عَلِيكَ، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا \* وَ أَعْتَزَلُكُمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدَعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا \*

শব্দবিশ্লেষণ

রাগব আত্মহী (অব্যয়যোগে) অনাত্মহী (অব্যয়যোগে)

আত্মহী হলো ... (رَغَبًا وَرَغَبَةً، س)

বিমুখ হলো, অনাত্মহী হলো ...

যদি বিরত না হও (দেখো, ২/৯)

দেখো, ১২/১৩ (ن) ৮/১৮ (ن) ৮/১৮

হাজর (ত্যাগ করো) (ن) ৮/১৮ (ن) ৮/১৮  
হাজর شخصاً أو شيئاً  
ছেড়ে দেয়া, পরিত্যাগ করা।

মলি দীর্ঘকাল।

হফি (অব্যয়যোগে) (ب) حَفَاوَةً (স)

আন্তরিক, মমতাপূর্ণ তার প্রতি মমতাপূর্ণ/আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করলো।

এটি হফি এর সমার্থক।

اعتزل (ত্যাগ করবো) (ن) ৮/১৮ (ن) ৮/১৮  
তাকে পরিত্যাগ করলো, তার থেকে দূরে সরে গেলো।

সরিয়ে দেয়া, দূর করা, অপসারণ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

রাগব এটি অগ্রবর্তী খবর, أَنْتَ পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, যেহেতু খবরটিই প্রশ্নের ক্ষেত্র, সেজন্য তা অগ্রবর্তী হয়েছে। এখানে اَمْ উহা

রয়েছে, অর্থাৎ- رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي أَمْ رَاغِبٌ فِيهِمْ  
 لن এসম্পর্কে জরুরী আলোচনা সামনে আসছে।  
 مليا এটি أَهْجُرْنِي فَهَيَّالَ الزَّمَانِ রূপে মানচুব, কিংবা তা  
 وَأَهْجُرْنِي هَجْرًا مِلْيَا অর্থাৎ نَانَبُ الْمَفْعُولِ الْمَطْلُوعِ  
 سلم মুবতাদা, عَلَيْكَ এটি উহ্য খবর নازل এর সাথে متعلق  
 كَانَ এটি অতিরিক্ত। بِي حَفِيَا অর্থাৎ بِي حَفِيَا  
 إن এর খবর চিহ্নিত করো।

معطوف উপর এর مفعول به এর اعتزل মিলে ছিলাহ-মাওছুল  
 حال থেকে عائد এটি উহ্য এর معدودا এটি উহ্য  
 مূলরূপ- (যাকে তোমরা ডাকো) من دون الله  
 এমন অবস্থায় যে, তা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য)

أَ এটি যুক্তরূপ।  
 عسى এটি বিশেষ ফেয়েল যা قَرُبُ এর সমার্থক। আর مَصْدَرُ مُزَوَّلُ  
 হচ্ছে তার فاعل (আমার প্রতিপালককে ডাকার ব্যাপারে দুর্ভাগা  
 না হওয়া নিকটবর্তী হয়েছে।)  
 মূলরূপ এই- قَرُبَ عَدَمُ كَوْنِي شَفِيًّا بِدَعَاءِ رَبِّي  
 কিংবা عسى হবে رَجَوْتُ এর সমার্থক (আমার প্রতিপালককে  
 ডাকার ব্যাপারে দুর্ভাগা না হওয়া আমি আশা করেছি/করছি।)

তরজমা : (পিতা) বললো, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের  
 থেকে বিমুখ! যদি তুমি (তাদের নিন্দা করা থেকে) বিরত না  
 হও তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমি পাথর মেরে শেষ করবো।  
 আর তুমি চিরতরে আমাকে পরিত্যাগ করো। তিনি বললেন,  
 আপনার উপর শান্তি হোক, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের  
 কাছে আপনার জন্য ইসতিগফার করবো। নিঃসন্দেহে তিনি  
 আমার প্রতি দয়াবান। আর আমি পরিত্যাগ করছি তোমা-  
 দেরকে এবং ঐ উপাস্যদেরকে যাদেরকে তোমরা ডাকো,  
 আল্লাহর পরিবর্তে। আশা করি আমি আমার প্রতিপালককে  
 ডাকা দ্বারা বঞ্চিত হবো না।

দ্রষ্টব্য : এখানে দু'টি তাকীদ রয়েছে: তরজমায় তাকীদ দু'টি  
 কীভাবে এসেছে দেখো।

- ল      جواب القسم      এটি القسم পরবর্তী বাক্যটি হলো  
 والشيطان      এটি কার উপর معطوف বলো।  
 جنباً      এটি تحضر এর থেকে مفعول به

তরজমা : আর মানুষ বলে, আমি যখন মারা যাবো, আমাকে কি জীবিত অবস্থায় (কবর থেকে) বের করা হবে? মানুষ কি স্বরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এমন অবস্থায় যে, সে কিছুই ছিলো না। সুতরাং আপনার প্রতিপালকের কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্র করবো, তারপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চার-পাশে উপস্থিত করবো।

(১৭) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى \* لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجَهَّزَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ  
 السِّرَّ وَأَخْفَى \* اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى \*

শব্দবিশ্লেষণ

- اسْتَوَى شَيْنَان      দু'টি জিনিস সমান হলো।  
 اسْتَوَى شَيْءٌ      কোন কিছু সুষ্ঠু/নিখুঁত হলো।  
 اسْتَوَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ      রহমান আরসে সমাসীন হলেন।  
 ثَرَى      (الثَّرَى) ভূমি, ভিজা মাটি।  
 تَجَهَّرَ      كَثَرًا بِالْكَلَامِ (جَهْرًا، جَهَارًا، ن) কথা প্রকাশ্যে বললো।  
 جَهَرَ بِالْحَقِّ      সত্য প্রকাশ করলো। (সত্যের ঘোষণা দিলো)  
 جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ      সশব্দে পড়লো। সশব্দে কিরাত পাঠ করলো।  
 أَخْفَى      এটি خَافٍ বা خَفِيَ এর أَفْعَلُ অধিকতর গোপনীয় / লুকায়িত।  
 سر      ভেদ, রহস্য, অপ্রকাশিত বিষয়। বহু اسرار

বাক্যবিশ্লেষণ

- ... مَا فِي      সব কটি ছিলাহ-মাওচুল মিলে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, আর لَهُ হচ্ছে  
 إِذَا      এটি সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।  
 فِي      অব্যয়টি তার মাজরুরকে নিয়ে موجود এর সাথে متعلق আর



মিলে شبه الجملة متعلق ও شبه الفاعل شبه الفعل

এভাবে بين এর তারকীব করো।

فَاللَّهُ مُسْتَفْنٍ عَنْ ذَلِكَ অর্থানে جواب الشرط উহা রয়েছে।

(তবে আল্লাহ তা থেকে নির্মুখাপেক্ষী)

কোন কিছু থেকে নির্মুখাপেক্ষী হলো।

مُسْتَفْنٍ এটি اسم الفاعل

পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে جواب الشرط এর হেতু।

এ মহান শব্দটি মুবতাদা لا اله الا هو

এর ইসম موجود হচ্ছে তার খবর।

এখানে প্রথমে 'اله' এর 'জিনস'-এর উপর 'عَدَمُ الوجود' (অনস্তিত্ব)

এর হুকুম আরোপ করা হয়েছে, তারপর 'ব্যতিক্রম অব্যয়' لا

যোগে هو কে তা থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। অর্থানু এর

উপর অনস্তিত্বের হুকুম সাব্যস্ত নয়।

তরজমা : রহমান আরশে সমাসীন হয়েছেন। যা কিছু আসমানে এবং যা কিছু যমীনে এবং যা কিছু তাদের মধ্যবর্তী স্থানে এবং যা কিছু মৃত্তিকার নীচে আছে সবকিছু তাঁর মালিকানাধীন।

তুমি যদি উচ্চকণ্ঠে কথা বলো তবে তিনি তো গুণ্ড কথা এবং অধিকতর গুণ্ড বিষয়ও জানেন। আল্লাহ, তিনি ছাড়া নেই তো কোন ইলাহ। তাঁরই জন্য রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।

(১৮) وَ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا

إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا، لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى

النَّارِ هُدًى \* فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى \* أَنِي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ

نَعْلَيْكَ، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى \* وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ

لِمَا يُوحَى \* إِنِّي أَنَا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَحَادِيثُ বহুবচনে হাদীছ। কথ্য, আলোচনা, বাণী, হাদীছ। حَدِيثُ

- مَكْنًا، مَكْنًا، مُكَوَّنًا، ن (তোমরা অবস্থান করো) امكثوا  
 مكانًا مكانًا স্থানটিতে অবস্থান করলো, অপেক্ষা করলো।  
 اُنْسْتُ (আমি দেখতে পেয়েছি)  
 اُنْسْتُ কোন কিছু অনুভব করলো, দেখতে পেলো।  
 اُنْسُ صَوْرًا একটি আওয়াজ শুনতে পেলো।  
 اُنْسُ مِنْهُ رُشْدًا তার কাছ থেকে বিচক্ষণতা পেলো।  
 اُنْسُ আপন সঙ্গ দ্বারা তার অপরিচয়বোধ দূর করলো।  
 اُنْسُ بِهِ/إِلَيْهِ (اُنْسًا، س) তার প্রতি অন্তরঙ্গতা বোধ করলো,  
 তাকে আপন অনুভব করলো, তার সঙ্গ দ্বারা স্বস্তি লাভ করলো  
 قَبَسْتُ অগ্নিখণ্ড।  
 هَدَىٰ অর্থাৎ هَاد (কথাটি ব্যাখ্যা করো) (প্রয়োজনে, ১/২)  
 اَسْقَطَ اللّٰم بِالوَادِي মূলত بالوادي নিয়মের বাইরে  
 طَوَىٰ শামদেশের পাহাড়বিশেষ। তুর উপত্যকার নিম্নাংশ।

### বাক্যবিশ্লেষণ

- إِذْ এটি মাযীর জন্য ব্যবহৃত اسم الظرف এটি حديث এর रूपে  
 مضاف إِلَيْهِ এর ঐ এটি বাক্যটি 'নছব'-এর স্থানে এসেছে। পরবর্তী বাক্যটি إِذْ এর  
 সুতরাং পুরো বাক্যটির মূলরূপ হলো-  
 هَلْ اَتَكَ حَدِيثُ مَوْسَىٰ عِنْدَ رُؤَيْتِهِ نَارًا ... (মুসার আগুন দেখার  
 সময়ের (মুসার) ঘটনা কি আপনার কাছে এসেছে?)  
 مِنْهَا এটি أَنَّى এর সাথে متعلق আর যামীরের مرجع হলো نَارًا  
 بِقَبْسِ অর্থগতভাবে এটি أَنَّى এর দ্বিতীয় মাফউল।  
 قَرَّبَ النَّارِ অর্থাৎ عَلَى النَّارِ  
 فَلَمَّا اُنْهَىٰ نُوْدِي বাক্যটির মূলরূপ উল্লেখ করো।  
 اَنَا এটি إِنْ এর ইসমের مُؤَكَّد আর رِيك হচ্ছে إِنْ এর খবর, কিংবা  
 اَنَا মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে إِنْ এর খবর।  
 فَاخْلَعْ ... এটি إِذْ عرفَتْ هَذَا فَاخْلَعْ ... অর্থাৎ جَوَاب এর شرط  
 بِالْوَادِي এখানে ب অব্যয়টির অর্থ নির্ধারণ করো।  
 طَوَىٰ এটি اِنْدَ الْبَعْضِ থেকে (বা আংশিক বদল) কেননা طَوَىٰ

হচ্ছে পবিত্র উপত্যকার অংশবিশেষ, অর্থাৎ তার নিম্নাঞ্চল  
... إنك এ বাক্যটি হেতুবাচক।

... إِن عَرَفْتَ قَدْرَكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (إليك) অর্থাৎ, ফাস্তমি'c  
এখানে الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হলো বাণী, (ঐ বাণী শ্রবণ  
করো যা তোমার কাছে অহী রূপে প্রেরণ করা হচ্ছে)  
إني أنا الله এবং لا اله الا الله ৷ বাক্য দু'টির তারকীব করো।

দৃষ্টব্য : এখানে প্রশ্নের শৈলীতে বক্তব্য শুরু করার  
উদ্দেশ্য হচ্ছে পরবর্তী বক্তব্যের প্রতি শ্রোতাকে আকৃষ্ট করা।

তরজমা : আপনার কাছে কি মূসার ঘটনা পৌঁছেছে ? যখন তিনি (দূর  
থেকে) আগুন দেখতে পেয়ে তার পরিবারকে বললেন, তোমরা  
অপেক্ষা করো। আমি আগুনের আভাস পেয়েছি," হয়ত আমি  
তোমাদের জন্য তা থেকে একখণ্ড আগুন আনতে পারবো,  
কিংবা আগুনের আশেপাশে কোন পথপ্রদর্শনকারী পেয়ে যাবো।  
যখন তিনি আগুনের কাছে এলেন তখন তাকে নেদা করা  
হলো, হে মূসা! আমিই তোমার রাব্। সুতরাং তুমি তোমার  
জুতাজোড়া খুলে ফেলো। কেননা তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুয়া'য়  
অবস্থান করছো। আর আমি তোমাকে (রিসালাতের জন্য)  
নির্বাচন করেছি। সুতরাং তোমাকে যে অহী প্রদান করা হচ্ছে  
তা মনোযোগসহ শ্রবণ করো। আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া নেই  
কোন ইলাহ। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমার  
স্মরণে নামায কায়ম করো।

(১৭) وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ  
أَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرَبُ أُخْرَىٰ \* قَالَ أَلْقِهَا  
يُمُوسَىٰ \* فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَبِيبَةٌ تُسْقِى \* قَالَ خُذْهَا وَلَا  
تَخَفْ، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ \*

শব্দবিশ্লেষণ

عَصَىٰ লাঠি عَصَا ৷ বহু عَصَوَان (العَصَى যোগে ال) عَصَى  
تَوَكَّأ - يَتَوَكَّأ - تَوَكَّأ ৷ দেয়া تَوَكَّؤُا মাছদার اتوكزو

أهش (পাতা পাড়ি) (هَشَّ الشَّجَرَةَ هَشًّا، ن) লাঠি দিয়ে গাছ থেকে  
পাতা পাড়লো।

غَنَمَ তার প্রতি প্রফুল্লতা (هَشًّا، هَشًّا، هَشًّا، هَشًّا) প্রতি প্রফুল্লতা  
প্রকাশ করলো।

غَنَمَ ছাগল, ভেড়া, দুগা ইত্যাদির জাতিবাচক শব্দ। (এই লক্ষ্য থেকে  
একবচনের শব্দ নেই) غَنَمَ বহু

غَنَمَ চুলওয়ালা ছাগল-এর জাতিবাচক শব্দ। একবচনে  
أَمْعَزُ বহুবচনে مَاعِزُ

ضَانُ পশমওয়ালা দুগা, ভেড়া كَبْشُ হছে ضَانُ এর নর।

شَاءَ এটি দুগা, ভেড়া ও ছাগলের একবচনের জন্য, (নর ও মাদী  
উভয়ের ক্ষেত্রে) বহুবচনে شِئَاءُ

مَارَبُ প্রয়োজন, বহু مَارَبَ

سيرة السيرة এবং سيرة النبي صلى الله عليه وسلم তরীকা, পন্থা, অবস্থা  
سيرة সীরাতে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত।

### বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি أي شيء এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, যুবতাদা রূপে رفع এর  
স্থানে রয়েছে। تلك হছে খবর। এখানে ب কোন অর্থে ব্যবহৃত  
বলো (موجودة) হছে খবর থেকে হাল।

أخرى (কথাটি ব্যাখ্যা করো) مَارَبُ أخرى موجودة لي فيها অর্থাৎ ولي ... أخرى

تسمى এ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

سيرتها অর্থাৎ إلى سيرتها (ব্যাখ্যা করো, ৮/৫ এবং ৯/১৫)

তরজমা : আর হে মুসা! তোমার হাতে ঐটি কী? তিনি বললেন, তা  
আমার লাঠি, আমি তাতে ভর দিয়ে চলি এবং তা দ্বারা আমার  
মেষপালকে (গাছ থেকে) পাতা পেড়ে দিই। আর তাতে আমার  
আরো কিছু প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বললেন, হে মুসা! তুমি তা  
নিষ্ক্ষেপ করো, তিনি তা নিষ্ক্ষেপ করলেন, আর হঠাৎ দেখা  
গেলো যে, তা চলন্ত এক সাপ। তিনি বললেন, তুমি তা ধরো,  
ভয় পেয়ো না। অবশ্যই আমি তাকে তার পূর্বের অবস্থায়  
ফিরিয়ে দেবো।

দৃষ্টব্য : আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে আরেকটি মু'জিয়া দান করলেন, তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেন আর তা খুব উজ্জ্বল দেখা যেতো। এ দু'টি মু'জিয়া দিয়ে আল্লাহ বললেন-

(২১) إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ \* قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَاجْعَلْ لِّي زَيْرًا مِّنْ أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي \* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي \* وَاجْعَلْ لِّي فِي أَمْرِي \* كَيْ نَسَبَّحَكَ كَثِيرًا \* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا \* إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا \* قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ \*

শব্দবিশ্লেষণ

طغى	(ভীষণ স্বৈচ্ছাচারী হয়েছে) দেখো- ১২/১৬ এবং ১৬/২২
يسر	(সহজ করুন) সহজ করা।
احل	(খুলে দিন, দূর করুন) দেখো, ৬/৮
عقدة	গিঠ, গেরো (রশির), গিঠ (গাছের) বহু عُقَدٌ (اللِّسَانِ) জিহ্বার জড়তা।
يفقهوا	(যাতে তারা বুঝতে পারে) (দেখো, ৯/১৮)
وزير	সর্বোতভাবে সাহায্যকারী, মন্ত্রী, মন্ত্রণাদানকারী। বহু وَزَرَءُ
اشدد	বাঁধা (ن) شُدًّا
ازر	শক্তি, বল شُدَّ بِهِ أَزْرُهُ তার মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করলো
اشرك	শরীক করুন। (সরাসরি (মفعول به) أَشْرَكَ فِي ..... আল্লাহর সাথে শরীক/শিরক করলো (ب) أَشْرَكَ بِاللَّهِ
سؤل	প্রার্থনা, প্রার্থিত বস্তু।

বাক্যবিশ্লেষণ

من لسانى এটি উহ্য صادرة এর সাথে متعلق এবং তা عقدة এর ছিফাত  
 يَفْقَهُوا قَوْلِي এর তারকীব করো।  
 من أهلى (কথাটি ব্যাখ্যা করো।) معدودا من أهلى  
 هرون أخى এটি مفعول به ও بدل منه মিলে اجعل এর প্রথম আর  
 متعلق আর সাথে اجعل এর দ্বিতীয় مفعول به

কি মুযারেকে নছবদাতা হরফুল মাছদার حَرْفٌ مُصَدِّرٌ يَنْصِبُ المضارع  
 متعلق مصدر مؤول টি উহ্য হরফুলজর ل যোগে اجعل এর সাথে  
 আর كثيرا হচ্ছে উহ্য مصدر এর ছিফাত। সুতরাং তা نائب  
 ذكر كثيرا এবং تسبيحا كثيرا অর্থাৎ المفعول المطلق  
 سؤلك তারকীবে কী হয়েছে বলো। معرف ৭৮

তরজমা : তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, সে তো ভীষণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে  
 পড়েছে। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার  
 অনুকূলে আমার বন্ধকে উনুক্ত করে দিন এবং আমার অনুকূলে  
 আমার কাজকে সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা  
 খুলে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার  
 ভাই হারুনকে আমার জন্য আমার পরিবার থেকে সাহায্যকারী  
 নির্ধারণ করুন: তার মাধ্যমে আমাকে শক্তিশালী করুন এবং  
 তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন, যাতে আমরা বেশী করে  
 আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং বেশী করে  
 আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের বিষয়ে  
 সর্বদর্শী। তিনি বললেন, হে মূসা, তোমাকে তোমার প্রার্থিত  
 বিষয় দান করা হলো।

(২২) اِذْهَبْ اَنْتَ وَاِخْوُكَ بِاَيَّتِي وَا لَا تَنْبِا فِي ذِكْرِي \* اِذْهَبَا اِلَى  
 فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى \* فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّه يَتَذَكَّرُ اَوْ  
 يَخْشٰى \* قَالَا رُبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغٰى \*  
 قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّي مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰى \*

শব্দবিশ্লেষণ

لا تنبأ (তোমরা দুর্বল/নিস্তেজ হয়ো না) (ض) وَنَا: (তোমরা দুর্বল হওয়া,  
 وَنَا: - يَنْبِئُ - ن - وَان - وَابْنَةُ নিস্তেজ হওয়া  
 وَنَا: কোন বিষয়ে নিস্তেজ/দুর্বল হলো।  
 وَنَا: পরিত্যাগ করলো, ছেড়ে দিলো।  
 طغى (স্বেচ্ছাচারী হয়েছে) (ف) طَغْيًا: সীমালঙ্ঘন করা,  
 سؤلك স্বেচ্ছাচারী হওয়া

طَغَى الرجلُ স্বেচ্ছাচার করলো, সীমাহীন নাফরমানি করলো।

طَغَى الماءُ পানি স্ফীত হলো

طَغَى البحرُ সাগর উত্তাল হলো, তরঙ্গবিস্ফুদ্ধ হলো।

طَغَى الموجُ তরঙ্গ বিস্ফুদ্ধ হলো। ঢেউ ভয়ংকর হলো।

يُفْرِطُ (ن) তাড়াহুড়া করা

فَرَطَ عَلَيْهِ তার প্রতি বেধড়ক জুলুম করে বসলো।

فَرَطَ مِنْهُ كَلَامٌ তার মুখ ফসকে কোন কথা বের হয়ে গেলো।

فَرَطَ فِي أَمْرِ কোন বিষয়ে শিথিলতা/ক্রটি করলো

أَفْرَطَ কথায় বা কাজে সীমালঙ্ঘন করলো

### বাক্যবিশ্লেষণ

أَنْتَ এটি হচ্ছে পূর্ববর্তী ফেয়েলের মাঝে সুপ্ত যামীরের مُؤَكَّد

সুপ্ত ও যুক্ত যামীরে মারফু-এর উপর কোন শব্দকে مَعْطُوف করতে

হলে বিযুক্ত যামীরে মারফু দ্বারা তাকে مُؤَكَّد করা জরুরী।

قَوْلًا এটি مَفْعُولُ بِهِ এর قَوْلًا অর্থে كَلَامًا

মفعول আর মাছদার হলে তা হবে

فَقَوْلًا لَهُ مَا - অর্থাৎ তখন مَفْعُولُ مطلق

يَهْدِيهِ قَوْلًا لَنَا

তরজমায় কোন তারকীব অনুসরণ করা হয়েছে বলো।

أَنْ يَطْغَى এটি যোগে مَعْطُوف হয়েছে أَنْ يَفْرِطُ এর উপর। মূলরূপ হলো-

نَخَافُ فُرُوطَهُ عَلَيْنَا وَطُغْيَانَهُ

ظَرْفُ هَذَا مَوْجُودُ هَذَا فِي هَذَا

ظَرْفُ هَذَا مَوْجُودُ هَذَا فِي هَذَا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, আর আমাকে

স্মরণ করার ক্ষেত্রে শিথিলতা করো না। তোমরা উভয়ে ফিরআউনের

কাছে যাও। সে তো ভীষণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছে। তারপর তোমরা

তাকে নম্র কথা বলো, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে কিংবা ভয় গ্রহণ

করে। তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি

যে, সে আমাদের উপর জুলুম করে বসবে কিংবা স্বেচ্ছাচার শুরু

করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের

সঙ্গে রয়েছি, আমি (তার কথা) শোনবো এবং (তার আচরণ) দেখবো।

(২৩) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَى \* إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

শব্দবিশ্লেষণ

فَاتِيَاهُ মূলত ছিলো اَتِيَا - শুরুতে এ এবং পরে মাদ্দাহর হামযা থাকার কারণে همزة الوصل কে হযফ করা হয়েছে। তারপর মাদ্দাহর হামযাকে, যা শোশার উপরে লিখিত ছিলো তাকে আলিফের উপর লেখা হয়েছে।

تولى (মুখ ফিরিয়ে নেয়) পিছনে দেখে- ৬/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

أَرِ مَبْنِيَّ عَلَى حَذْفِ التَّوْنِ এবং تَشْيِة مَذْكُرِ أَمْرٍ حَاضِرٍ مَعْرُوفٍ এটি اَتِيَاهُ مِنْ رَبِّكَ

অর্থঃ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) مَوْهُوَةٌ مِنْ ...

... وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ ...

بَنِي (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) بَيْنِ

... أُنَ الْعَذَابِ عَلَى ...

তরজমা : সুতরাং তোমরা তার কাছে যাও এবং বলো, নিঃসন্দেহে আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করো (যেতে দাও), তাদেরকে নির্যাতন করো না। অবশ্যই আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। আর যে হেদায়াত অনুসরণ করে তার উপর শান্তি অবতীর্ণ হয়। আমাদের কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তার উপর আযাব নেমে আসে।

(২৪) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى \*

শব্দবিশ্লেষণ

مَرَّةً أُخْرَى অর্থঃ تَارَةً أُخْرَى মাদ্দাহ তর সময়, কাল



## বাক্যবিশ্লেষণ

হরফুলজরগুলো কার সাথে متعلق বলো।

مفعول مطلق এর স্থলবর্তীরূপে إخراجًا آخرًا এটি تارة أخرى

কিংবা তা উহ্য হরফুলজর-এর متعلق এবং وقت এর সমার্থক।

অর্থাৎ في وقتٍ آخر (যামীরের مرجع আলোচনা করো)

তরজমা : এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো এবং তা থেকেই আমি তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো।

(২৫) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى \* قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكِ يَمُوسَى \* فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى \*

## শব্দবিশ্লেষণ

موعدا এটি اسم الظرف এর ওয়াদার স্থান বা সময়।

لا نخلفه আমরা তা ভঙ্গ করবো না, তার অন্যথা করবো না।

أَخْلَفَ الرِّعْدَ ওয়াদা ভঙ্গ করলো।

لنأتين এটির বিশ্লেষণ করো। (দেখো, ৪/১৮)

سوى এটি فعل এর ওজনে গঠিত ইসম, অর্থ- মধ্যবর্তী।

## বাক্যবিশ্লেষণ

كُلَّهَا এর ইعراب আলোচনা করো।

به مفعول এর যমীরটি فرعون এর দিকে ফিরেছে।

جئتنا এর তারকীব করো .... بسحرك

بِالسِّحْرِ এখানে المتعدية অব্যয়টি بَ এখানে

متعدى বানানো কিংবা এক মাফউলবিশিষ্ট ফেয়েলকে দুই

মাফউলবিশিষ্ট ফেয়েলে রূপান্তরিত করা।)

مِثْلِهِ এটি صفة এর سحر

موعدا এটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।

لا تخلفه এর তারকীবগত অবস্থান বলো।

نحن এটি تخلف এর মাঝে সুপ্ত যমীরের مؤيد রূপে রফা-এর স্থানে এসেছে। (দেখো, ১৬/২২)

ولا أنت এই ১ অব্যয়টি অতিরিক্ত। নফী-এর তাকীদের জন্য এসেছে।

معطون এই বিযুক্ত যামীরটি পূর্ববর্তী ফায়েলের উপর أنت এটি موعدا থেকে বদল। অর্থাৎ ওয়াদার স্থান বলে যা বোঝানো হয়েছে مكاناً سؤى বলে সে স্থানই বোঝানো হয়েছে। বাক্যটির সংক্ষেপ فاجعل موعداً مكاناً سؤى (একটি ওয়াদার স্থান অর্থাৎ একটি মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারণ করো)

তরজমা : আর অবশ্যই ফিরআউনকে আমি আমার সকল নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে (সেগুলোর প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছে এবং প্রত্যাখ্যান করেছে। সে বললো, হে মুসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো, তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বহিস্কার করার জন্য? তাহলে আমরাও তোমার সামনে অবশ্যই হাজির করবো তার অনুরূপ জাদু। সুতরাং আমাদের এবং তোমার মাঝে নির্ধারণ করো একটি ওয়াদার স্থান অর্থাৎ একটি মধ্যবর্তী স্থান, যার খেলাফ আমরাও করবো না, তুমিও করবে না।

(২৬) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ \* وَ أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ

مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ

حَيْثُ أَتَى \*

শব্দবিশ্লেষণ

أعلى এটি عال এর أَفْعَلُ (... থেকে উঁচু)

تلقف বাবে সামিআ لَقَفًا ও لَقَفًا গিলে ফেলা।

বাক্যবিশ্লেষণ

أنت الأعلى এবং أنت الأعلى এ দু'টির অর্থগত পার্থক্য বলো।

أنت এটি إن এর ইসমের মুআক্কিদ الأعلى হচ্ছে إن এর খবর,

অথবা أنت الأعلى মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে إن এর খবর

ما في يمينك এর তারকীব করো এবং তা তারকীবের কী হয়েছে বলো ।

تلقف এর ইরার ব্যাখ্যা করো এবং পুরো বাক্যটির মূলরূপটি বলো ।

إنما মুহূযাফে যুক্তভাবে লেখা হয়েছে, সাধারণ 'লিপি-বিধানে' শুধু

إن এর সঙ্গে যুক্তভাবে লেখা হয় ।

إِنْ صَنَعْتُمْ كَيْدٌ سَحَرٍ إِنْ مَا صَنَعُوهُ كَيْدٌ سَاحِرٍ (ব্যাখ্যা করো)

ظرف المكان এর لا يفلح (ব্যাখ্যা করো) এটি مكان إتيانه অর্থাৎ

حيث اتي (জাদুগর তার আগমনের স্থানে সফল হয় না)

তরজমা : আমি বললাম, ভয় করো না, (কারণ) তুমিই তো বিজয়ী হবে ।

আর তোমার ডান হাতে যে লাঠি আছে, তুমি তা নিক্ষেপ

করো, (তখন) তা গ্রাস করে ফেলবে ঐ সবকিছু যা তারা

করেছে । নিঃসন্দেহে তারা যা কিছু করেছে তা শুধু জাদুগরের

চক্রান্ত । আর জাদুগর যেখানেই আসুক, সফল হয় না ।

(২৭) فَالْفَى السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى \* قَالَ

أَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ \*

فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلاُصْلَبُنْكُمْ فِي

جَذْوَعِ النَّخْلِ وَتَعْلَمُنَ أَنَّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى \*

শব্দবিশ্লেষণ

سحرة এটি ساحر এর বহুবচন (দেখো, ৯/৩)

سجدا এটি ساجد এর বহু, সিজদাকারী ।

لا تظنن এ সম্পর্কে দেখো, ৪/১৮ এবং ৯/২১

لأصلبن (ن) শূলে চড়ানো ।

سَجَبٍ ও صَلَبٍ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো ।

جذوع এটি جَذْعُ এর বহু । বৃক্ষের কাণ্ড (বিশেষতঃ খেজুর ও এ জাতীয়) ।

نَخْلَةٍ একটি খেজুরবৃক্ষ نَخْلٌ হচ্ছে اسم جنس (শ্রেণী বা জাতিবাচক শব্দ)

খেজুরবৃক্ষ, نَخِيلُ খেজুর বাগান ।

تعلمن যুক্ত نون التوكيد এবং لام التوكيد শুরুতে تعلمون মূলত

হয়েছে এবং নিয়ম মত الإعراب نون পড়ে গেছে, আর দুই সাকিন

একত্র হওয়ার কারণে حرف العلة পড়ে গেছে।

أي এটি প্রশ্ন-শব্দ اسم استفهام অর্থ- কে? কোন্?

أبقى এটি বাক্য-এর اسم التفضيل

বাক্যবিশ্লেষণ

سجدا এটি ألقى এর نائب الفاعل থেকে দোহা, ১৯/১০

كبيركم এর শুরুতে যুক্ত لام হচ্ছে তوكيد এর জন্য।

السحر মাওছুল-ছিলাহ মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলা।

مِنْ خَلْفٍ অর্থ- উল্টোভাবে, এটি مُخْتَلِفَات এর সমার্থক। তারকীবে এটি

মূলরূপ-

فَلَا تُطْعَمُنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مُخْتَلِفَاتٍ (অবশ্যই আমি কর্তন করবো

তোমাদের হাত ও পা এমন অবস্থায় যে তা বিভিন্ন)

أَيْنَا এটি প্রশ্ন-শব্দ এবং মুবতাদারূপে মারফু' অশ্দ হচ্ছে খবর, عَذَابًا

হচ্ছে তামীয। এটি স্বতন্ত্র বাক্য, পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে যার

কোন তারকীবী সম্পর্ক নেই।

কিংবা তা (هو) أَشَدَّ اِسْمُ مَوْصُولٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ তখন أَشَدَّ বাক্যটি

হবে ছিলা। আর ছিলা-মাওছুল মিলে مَفْعُولٌ بِهِ (তোমরা অবশ্যই

জানতে পারবে আমাদের ঐ ব্যক্তিকে যে, শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে

ভীষণতর এবং অধিকতর স্থায়ী।)

তরজমা : তখন জাদুগরেরা সেজদায় নিষ্কিণ্ড হলো। তারা বললো, আমরা হারুন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। ফেরআউন বললো, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! আসলে সে তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা কর্তন করবো উল্টোভাবে এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে খেজুরবৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াবো। আর অবশ্যই তোমরা জানতে পারবে, আযাব দেয়ার দিক থেকে আমাদের কে অধিকতর কঠোর এবং অধিকতর স্থায়ী।

(٢٨) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا،

## শব্দ বিশ্লেষণ

১। বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।  
 هذه الحياة الدنيا অর্থاً

إمنا برنا ليغفر لنا হরফুলজরগুলো কার সাথে متعلق বলো ।

معطوف এর উপর مفعول به পূর্ববর্তী মাওচুল মিলে ছিলাহ-ما اكرهتنا

জাদুগ্রন্থদেরকে কিসের উপর বাধ্য করা হয়েছিলো ?

জাদুগ্রন্থদর্শনের উপর । সুতরাং ‘জাদুগ্রন্থদর্শন’ হচ্ছে ما এর স্থানীয় অর্থ, যা পরে বয়ান আকারে এসেছে । (যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপসমূহ এবং ঐ জিনিস যার উপর তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছ, অর্থাৎ জাদুগ্রন্থদর্শন ।)

সহজ তরজমা- যেন তিনি ক্ষমা করেন আমাদের পাপসমূহ এবং ঐ জাদুগ্রন্থদর্শন যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছো । জাদুগ্রন্থদর্শনের পাপও خطايا এর অন্তর্ভুক্ত, তবে গুরুতর পাপ হিসাবে তা আলাদাভাবে উল্লেখিত হয়েছে ।

তরজমা : তারা বললো, আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেবো না । সুতরাং তুমি যে ফায়ছালা করবে, তা করো । তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই ফায়ছালা করতে পারবে । আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং যে জাদুগ্রন্থদর্শনের উপর তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছো তা মাফ করে দেন । আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী ।

(২৭) اِنَّهٗ مِنْ يَّاتٍ رَبِّهٖ مُجْرِمًا فَاِنْ لَهٗ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى \*  
وَمِنْ يَّاتِيهِمْ هُمْزِمْنَا قَدْ عَمِلَ الصَّٰلِحٰتِ فَاولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ  
الْعُلٰى \* جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا،  
وَذٰلِكَ جَزَآءٌ مِّنْ تَزَكٰى

শব্দবিশ্লেষণ

لا يحى (বাঁচবে না, প্রাণধারণ করবে না)

يَحْيٰى - جِي (حَيَاةً، حَيَوَانًا، س)

جِي (حَيَاةً، س) তাকে লজ্জা পেলো ।

العلی (উঁচু) এর اَعْلٰى হচ্ছে اَفْضَلُ এর عَلٰی এর বহু

الدَّرَجَةُ الْعُلٰى (ال) যোগে (ال) সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহ

## বাক্যবিশ্লেষণ

إنه এটি ضمير الشأن এ সম্পর্কে দেখো- ৭/২৩

من এটি যুগপৎ و شرط সূত্রাৎ পরবর্তী বাক্যটি ছিলাহ ও শর্ত। এবং এ কারণেই তা মাজযুম হয়েছে।

إن لهم -এর তারকীব করো এবং তারকীবে কী হয়েছে বলো

و অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো ?

قد عمل الصلحت এ বাক্যটি يأت এর ফায়েল থেকে দ্বিতীয় হালরূপে নছবের স্থানে এসেছে।

اولئك لهم ... বাক্যটির তারকীব করো। যামীরে মাজরুরকে বাদ দিলে বাক্যটি কেমন হবে ?

جنة عدن এটি বদল হওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

তরজমা : যে তার প্রতিপালকের কাছে অপরাধী অবস্থায় আসে নিঃসন্দেহে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে আসে মুমিন অবস্থায় এবং এমন অবস্থায় যে, তারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মরতবা, অর্থাৎ বসবাসের এমন বাগবাগিচা, যার তলদেশ দিয়ে ঝরগাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেটা তাদের পুরস্কার যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।

(৩০) وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى \* وَ كَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يَأْتِ بِآيَةٍ ربه، وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَى \*

## শব্দবিশ্লেষণ

سے তাকে উপেক্ষা করলো, তাকে এড়িয়ে গেলো।

معيشة যা দ্বারা জীবন ধারণ করা হয়।

ضنك (উভয় লিঙ্গে) সংকীর্ণ, অনটনপূর্ণ معيشة ضنك অনটনপূর্ণ জীবন

## বাক্যবিশ্লেষণ

- من      পিছনে তিন প্রকার من এর কথা জেনেছো, এটি কোন প্রকার?  
 فان      এই অব্যয়টির পরিচয় বলো।  
 أعمى      এর তারকীব বলো।  
 وقد ...      এ বাক্যটি مفعول به এর حشرت থেকে দ্বিতীয় حال হয়েছে।

তরজমা : আর যে আমাকে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য থাকবে অনটনপূর্ণ জীবিকা এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় একত্র করবো। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় একত্র করলেন, অথচ আমি তো চক্ষুস্খান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিলো, আর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। এভাবেই আমি প্রতিফল দেবো ঐ ব্যক্তিকে যে সীমালঙ্ঘন করে, আপন প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে না। আর আখেরাতের আযাব অবশ্যই অধিকতর কঠিন এবং অধিকতর স্থায়ী।



( ১ ) اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

غفلة গাফলত, উদাসীনতা (ن) غَفْلَةً وَ غَفُولًا গাফিল/উদাসীন হওয়া।  
 غَفْلَ عَنْ شَيْءٍ কোন কিছুর ব্যাপারে উদাসীন হলো। কোন কিছু  
 ভুলে গেলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

অর্থ... في ارفاء (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
 (انْفَسَرَ فِي الْمَعَاصِي) ডুবে থাকা, লিপ্ত হওয়া।  
 (لَا تَقْمِيسُ يَدَكَ فِي إِيَاءٍ) ডোবানো, লিপ্ত করা।  
 (عَنْ رَبِّهِمْ) এটি দ্বিতীয় খবর।

তরজমা : মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় ঘনিজে এসেছে, অথচ তারা  
 গাফলতে রয়েছে, (আপন প্রতিপালক হতে) বিমুখ হয়ে আছে।

( ২ ) مَا أَمْنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ \* وَ مَا  
 أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ  
 لَا تَعْلَمُونَ \* وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا  
 كَانُوا خَلْدِينَ \* ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَ مِنْ نَشَاءٍ وَ  
 أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ \* لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ،  
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

صدقنا (ن) سَدَقْنَا সত্য বলা।

صَدَقَ فَلَانٌ فِي الْحَدِيثِ অমুক সত্য কথা বলেছে।

صَدَقَ فَلَانٌ (الْحَدِيثُ) অমুককে সত্য কথা বলেছে।

صدق فلاناً الوعد অমুককে দেয়া ওয়াদা রক্ষা করেছে।

কোরআনে আছে— وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ

(আল্লাহ তোমাদেরকে দেয়া তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছেন)

বাক্যবিশ্লেষণ

فَرِيَةٍ এটি শব্দগতভাবে مِنْ এর মাজরুর, আর অর্থগতভাবে مَا اَمَنْتَ  
এর ফায়েল, اَهْلَكْنَهَا বাক্যটি তার হিফাত।

نَكْرُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) لَا يُؤْمِنُونَ অর্থاً ۱ فَنُكْرُ فَنُكْرُ

۱! নফীর পরে ۱! ব্যবহৃত হলে তা حَصْر বা বিশিষ্টায়ন ও সীমাবদ্ধা-  
য়নের অর্থ প্রদান করে। (আপনার পূর্বে আমি প্রেরণ করিনি  
[কাউকে] কিন্তু এমন কতিপয় লোককে যাদের প্রতি আমি অহী  
নাযিল করি)

সরল অর্থ— আপনার পূর্বে আমি এমন কতিপয় মানুষকেই শুধু  
প্রেরণ করেছি যাদের প্রতি আমি অহী নাযিল করে থাকি।

فَنَسْنُلُوا এই رابطه ف হচ্ছে এখানে শর্ত ও শর্তের অব্যয় উহ্য রয়েছে।

পরবর্তী فَنَسْنُلُوا হচ্ছে তার فَرِيَةٍ আর এই শর্ত-এর  
জওয়াব উহ্য রয়েছে, যার فَرِيَةٍ হচ্ছে পূর্ববর্তী جواب الشرط

جَسَدًا এটি مفرد তবে এখানে جمع উদ্দেশ্য। কিংবা এখানে مضاف উহ্য  
রয়েছে। অর্থاً ۱ ذَوِي جَسَدٍ

لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

তরজমা : তাদের পূর্বে বহু জনপদ ঈমান আনেনি, যাদের আমি ধ্বংস  
করেছি, সুতরাং এরা কি আর ঈমান আনবে? (আনবে না)  
আপনার পূর্বে তো কতিপয় মানুষকেই আমি প্রেরণ করেছি,  
যাদের কাছে আমি অহী পাঠাতাম, সুতরাং তোমরা যদি না  
জানো তাহলে আহলে ইলুমকে জিজ্ঞাসা করো। আর আমি  
তো তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যারা খাদ্য গ্রহণ  
করতো না, আর তারা অমরও ছিলো না। তারপর আমি  
তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি, অর্থاً ۱ নাজাত দিয়েছি  
তাদেরকে এবং যাদেরকে আমি ইচ্ছা করেছি, আর অবিচার-  
কারীদেরকে আমি বরবাদ করেছি। আর আমি তোমাদের প্রতি  
একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে তোমাদের প্রতি  
উপদেশ। সুতরাং তোমরা কি উপলব্ধি করো না।

( ৩ ) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

ما بينهما এর তারকীব করো, এবং তা কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

لِعِبِين এটি হাল হয়েছে خلقنا এর ফায়েল থেকে।

তরজমা : আর আসমান ও যমীন এবং তাদের মাঝে যা কিছু রয়েছে তা আমি খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

( ৪ ) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ \* يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

استكبر অহংকার করলো। استكبر عن شيء অহংকারবশত কোন কিছু বর্জন করলো। استحسَرَ বিতৃষ্ণ হলো।

فُتُورًا নিস্তেজ হওয়া, কিমিয়ে আসা। শিথিল হয়ে পড়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

لَهُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ এর তারকীব বলো।

من عنده ছিলা-মাওছুল মিলে মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি খবর।

لا يفترُونَ এটি يسبحون এর فاعل থেকে হাল।

তরজমা : আর তাঁরই মালিকানাধীন ঐ সকল সৃষ্টি যা আসমানে ও যমীনে রয়েছে। আর যারা তাঁর নিকটে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদতের বিষয়ে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাত-দিন তার পবিত্রতা বর্ণনা করে, কখনো ক্লান্ত হয় না।

( ৫ ) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ \* لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

শব্দবিশ্লেষণ

سبحان এটি سَبَّحَ এর মাছদার। আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার জন্য বলা হয় سبحان الله - কোন বিষয়ে বিশ্বয় বা মুগ্ধতা প্রকাশের জন্য বলা হয় سبحان منه যেমন কোন কিছুর সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা

প্রকাশ করে বলা হয়- سبحانه من جماله (কী অপূর্ব তার সৌন্দর্য)  
 بصفون (তারা বর্ণনা করে, আখ্যায়িত করে) দেখো, ১৩/৮  
 لو এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

(ক) حرفُ غرض (আবদার-অব্যয়) অর্থাৎ কোমলভাবে কোন কিছু  
 চাওয়া। এখানে 'ফা-পরবর্তী' مضارع টি উহ্য أن দ্বারা মানচুব  
 হয়। উদাহরণ- لو تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَتَنَالَ خَيْرًا (যদি তুমি আমাদের  
 কাছে অবস্থান করতে! যাতে কল্যাণ লাভ করো।)

(খ) حرفُ تمنٍّ (আকাঙ্ক্ষা-অব্যয়) (এখানেও 'ফা-পরবর্তী' مضارع টি  
 উহ্য أن দ্বারা মানচুব হয়।) উদাহরণ-

لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (যদি আমাদের জন্য ফিরে যাওয়া  
 সাব্যস্ত হতো! যাতে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হই)

(গ) حرفُ مصدرٍ (যা পরবর্তী ফেয়েলকে মাছদারে পরিণত করে  
 এবং তাকে বাক্যের অংশ-রূপে সাব্যস্ত করে।) উদাহরণ-  
 أَوْدُ اجْتِهَادِكَ أَوْدُ لَوْ تَجْتَهِدُ

(ঘ) حرفُ شرطٍ للماضি অতীতকালীন শর্তের অব্যয়। এর অন্য নাম  
 কারণ এটি এ কথা বোঝায় যে, শর্ত বিদ্যমান হলে  
 حَرْفُ امْتِنَاعٍ অবশ্যই বিদ্যমান হতো, যেহেতু শর্ত বিদ্যমান হয়নি  
 সেহেতু جواب الشرط বিদ্যমান হয়নি। আলোচ্য আয়াতে لو এ  
 অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ لا مَتْنَعُ الْفَسَادِ لا مَتْنَعُ وُجُودِ غَيْرِ اللَّهِ (যদি  
 (আসমান যমীনের) ফাসাদ অবাস্তব হয়েছে গায়রুল্লাহর অস্তিত্ব  
 অবাস্তব হওয়ার কারণে। (দেখো, ৫/৮)

#### বাক্যবিশ্লেষণ

الهة এটি এন ইসম, لا এটি গিব্র এর সমর্থকরূপে, এটি এর ছিফাত,  
 ছিফাতের ইরাবটি إليه এ প্রকাশ পেয়েছে।

كان এর অর্থবর্তী খবর।

مَصْدَرٌ وَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِفَعْلٍ مَحْذُوفٍ, وَ رَبُّ الْعَرْشِ يَذَلُّ مِنَ اللَّهِ, এটি سبحانه  
 وَ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالصَّادِرِ

তরজমা : যদি আসমানে ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য থাকতো  
 তাহলে আসমান-যামীন ধ্বংস হয়ে যেতো। সুতরাং তারা যা

বর্ণনা করে তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ চিরপবিত্র।  
তাঁর কর্ম সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় না, কিন্তু (তাদের  
কর্ম সম্পর্কে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

( ৬ ) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
أَنَا فَاعْبُدُونِ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

من قبلك (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) অর্থাৎ  
من رسول এটি শব্দগতভাবে .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)  
إِلَّا এটি হচ্ছে الحَصْرُ - বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করো।  
فاعبدون (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) إِنْ صَدَقْتُمُونِي فَاعْبُدُونِي অর্থাৎ

তরজমা : আর আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার কাছে  
এ অহীই প্রেরণ করেছি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই,  
সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।

( ৭ ) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، كُلٌّ فِي  
فَلَكَ يَسْبَحُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

فلك আরবদের ভাষায় যে কোন গোল বস্তুকে 'فلك' বলে, বহুবচনে  
أَفلاك - আকাশে গ্রহ-তারার প্রদক্ষিণপথকে فلك বলে। বাংলায়  
বলে 'কক্ষপথ'।

বাক্যবিশ্লেষণ

متعلق এর সাথে يسبحون এটি في فلك  
هو الذي خلق ... এর তারকীব করো।  
كل শব্দটি মুবতাদা। نكرة শর্তসাপেক্ষে মুবতাদা হয়। একটি শর্ত  
হলো নাকেরা শব্দটির অর্থে ব্যাপকতা থাকা। এখানে كل  
শব্দটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক।  
كُلُّهُمَّ উহা রয়েছে। إِيَّاهُ অর্থাৎ

তরজমা : তিনিই ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও  
চন্দ্র। প্রত্যেকে একটি কক্ষপথে বিচরণ করে।

( ৮ ) وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ \*  
 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، وَ نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ  
 إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

خُلْد অমরত্ব (ন) خُلُودًا অমর হওয়া। চিরস্থায়ী হওয়া।  
 مِتَّ নিয়ম হিসাবে বাবে নাছারার ফেয়েল مِتَّ হওয়ার কথা, কিন্তু  
 নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে مِتَّ হয়েছে।  
 نَبْلُو (পরীক্ষা করবো) (ن) بِلَاءٍ (পরীক্ষা করা দেখো, ৯/১৫)

বাক্যবিশ্লেষণ

الخُلْد এটি جَعَلْنَا এর মাফউল এটি مِتَّ এর ان شرط পরবর্তী বাক্যটি  
 رَابِطَةٌ অব্যয়টি ف আর جَوَابُ الشَّرْطِ  
 اِ এখানে هِمزة টি প্রশ্নের জন্য নয়, বরং অস্বীকারের জন্য।  
 الموت এটি مَضَافٌ إِلَيْهِ إِعْرَابًا وَ مَفْعُولٌ بِهِ مَعْنَى لِأَسْمِ الْفَاعِلِ  
 فِتْنَةً এই মাছদারটি مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ রূপে মানছুব, কিংবা فَاتِنٍ অর্থ  
 এর فَاعِل থেকে  
 بِلَاءٍ ও فِتْنَةٍ প্রায় সমার্থক, যেমন পরীক্ষা করা ও যাচাই করা,  
 প্রায় সমার্থক।  
 نَبْلُوكُم فَتْنَةً (আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যাচাই করার  
 জন্য) এখানে ফেয়েলের সমার্থক মাছদারকে مَفْعُولٌ বা حَال  
 রূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য বক্তব্যকে তাকীদ করা।  
 মতলব- আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা  
 করবো এবং যাচাই করে দেখবো যে, কে শোকর করে ও ছবর  
 করে, আর কে করে না।

তরজমা : আপনার পূর্বেও কোঈ মানুষের জন্য আমি অমরত্ব নির্ধারণ  
 করিনি, সুতরাং আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তারা কি  
 অমর হবে! প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুকে আশ্বাদন করবে। আর আমি  
 তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি ভালো ও মন্দ দ্বারা, যাচাই  
 করার জন্য। আর আমারই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন  
 করানো হবে।

( ৯ ) وَ إِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ، أَ هَذَا الَّذِي

يَذْكُرُ إِلَهُتَكُمْ وَ هُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

হুজা মাছদারটি اسم المفعول অর্থে ব্যবহৃত। যাকে উপহাস করা হয়।  
উপহাসের পাত্র। (দেখো- ১৬/৭)

বাক্যবিশ্লেষণ

إِذَا এর جواب الشرط ও شرط করা। যে কোন 'জাওয়াবে শর্ত'  
إِنْ বা যুক্ত হলে তাতে رابطة থাকা জরুরী। পক্ষান্তরে إِذَا এর  
জওয়াব ও যুক্ত হলে তা رابطة থেকে মুক্ত থাকে, যেমন  
এই আয়াতে তুমি দেখতে পাচ্ছে।

হুজা এটি يتخذ এর দ্বিতীয় مفعول به

প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয় প্রকাশ করা। আর هَذَا এর ব্যবহার  
তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্য। এটি মুবতাদা।

১৭/১৫ يذكر ছিল-মাওছুল মিলে খবর। দেখো الذي يذكر الهتك

এর فاعل থেকে। هُمْ كَافِرُونَ এ বাক্যটি حال হয়েছে।

এটি بذكر الرحمن এর সাথে متعلق আর দ্বিতীয় هُمْ হচ্ছে প্রথমটির

وَهُمْ كَافِرُونَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ - বাক্যটির মূলরূপ হচ্ছে مؤكِّد

তরজমা : আর যারা কুফুরি করেছে তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন  
তারা আপনাকে শুধু উপহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ করে (আর  
বলে) এ-ই কি ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা  
করে, অথচ তারাই রহমানের আলোচনাকে অস্বীকার করে।

( ১০ ) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ ، سَأَرِكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ \*

وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* لَوْ يَعْلَمُ

الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ لَا عَنْ

ظُهُورِهِمْ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُونَ \* بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ \*





তরজমা : মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়া (এর স্বভাব) দিয়ে, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, সুতরাং তোমরা আমার কাছে ‘তাড়াহুড়া’ চেয়ো না। আর তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এ ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? যারা কুফুরি করেছে তারা যদি ঐ সময়টিকে জানতো যখন তারা তাদের অগ্র ও পশ্চাত থেকে আগুনকে রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না (তাহলে তারা আযাবের তাড়াহুড়া চাইতো না)।

দৃষ্টব্য : ‘অগ্র ও পশ্চাত’ এটি ভাব তরজমা।

(۱۱) قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ \* وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَسَّلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ \* وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، وَكَفَىٰ بِنَا حُسْبِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

صُمُّ এটি أَصَمُّ এর বহু। বধির। أَصَمُّ বধির হলো, বধির করলো  
مَسَّتْ (স্পর্শ করে, মাযীকে মোযারে অর্থে) দেখো, ৭/২৮  
نَفْحَةٌ مِنْ شَيْءٍ কোন কিছুর ঝাপটা।

لَيَقُولُنَّ এর বিশ্লেষণ نَعْلَمُنَّ এর (প্রায়) অনুরূপ, দেখো, ১৬/২৭  
يَا এখানে নিদা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুতাপ প্রকাশ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

وَلَيْنَا (আমাদের ধ্বংস) এটি مَنَادَى রূপে মানচূব হয়েছে।

নিজেদের ধ্বংসকে সম্বোধন করে অনুতাপ প্রকাশ করা হচ্ছে।

শাব্দিক অর্থ, হে আমাদের ধ্বংস! সরল অর্থ, হায় আফসোস!

إِذَا এখানে এটি শুধু اسم الظرف তাতে শর্তের অর্থ নেই। সুতরাং এটি

لا يَسْمَعُ এর ظرف - আর পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে এর

مَضَافُ إِلَيْهِ আর مَ অব্যয়টি অতিরিক্ত। বাক্যটির মূলরূপ-

لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ حِينَ إِنْذَارِهِمْ

- القسط (ইনসাফ) অর্থাৎ ذَوَاتِ الْفِسْطِ (ইনসাফওয়ালা) এটি الموازين এর  
 ছিফাত। ذَوَاتِ এর ইরাব ব্যাখ্যা করো  
 نفس তারকীবে কী হয়েছে বলো।  
 شينا এটি ظلما মাহ্দারের نائب বা স্থলবর্তী রূপে مفعول مطلق হয়েছে।  
 মূলরূপ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ ظُلْمًا مَّا (كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا) কোন নফসকে  
 (ছোট বড়) কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।  
 كان এর মাঝে সুপ্ত هو যামীর হচ্ছে তার ইসম, যা ফিরেছে পূর্ববর্তী  
 বক্তব্য থেকে অনুভূত العمل এর দিকে।  
 من خردل অর্থাৎ معدودة من خردل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
 أتينا بها বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

তরজমা : আপনি বলুন, আমি তো শুধু অহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক  
 করি, কিন্তু বধিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা ডাক  
 শুনতে পায় না। আর যদি আপনার প্রতিপালকের আযাবের কোন  
 ঝাপটা তাদেরকে স্পর্শ করে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, হায়  
 আফসোস! আমরা অবশ্যই (নিজেদের উপর) অবিচারকারী  
 ছিলাম। আর আমি কেয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের পাল্লা স্থাপন  
 করবো, সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। যদি  
 কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত  
 করবো, আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমি যথেষ্ট।

(১২) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَ ذِكْرًا  
 لِلْمُتَّقِينَ \* الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ  
 مُشْفِقُونَ \* وَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

শব্দবিশ্লেষণ

- الفرقان এটি মুহ্দের (ن) فَرْقًا وَ فُرْقَانًا দু'টি জিনিসকে  
 পরস্পর থেকে পৃথক করলো।  
 فَرْقٌ দুই প্রতিপক্ষের মাঝে ফায়ছালা করলো।  
 এটি اسم الفاعل অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মাঝে  
 পার্থক্যকারী (প্রমাণ), কোরআনকেও الْفُرْقَان বলা হয়।

ضياء (আলো) ضياءُ شَيْءٍ (ضَوْءًا، ضِيَاءًا، ن) আলোকিত হলো।  
 (إِضَاءَةً) আলোকিত হলো/করলো  
 مُشْفِقُونَ (শংকিত) কোন কিছু থেকে ভীত হলো। কোন  
 কিছুকে ভয় করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

وَلَقَدْ جَاءَ الْقَوْمَ مِنْ أَشْجَارِهِمْ آلَاتٌ بَشَرًا ۚ فَمِنْهُمْ مَن يَخْتَصِمُ فَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ كَذِبٌ ۖ فَاسْتَفْتَاهُ قَوْمُهُ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَأَمَّا الْفِرْعَوْنُ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

এখানে উহ্য রয়েছে, পরবর্তী বাক্যটি  
 আর এসেছে।  
 সমস্ত সম্পর্কে একই কথা।  
 يَخْتَصِمُ : ذَكَرًا و "من الساعة" يَتَعَلَّقُ بِ : مُشْفِقُونَ  
 এ বাক্যটি ذَكَرُ এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা ذَكَرُ থেকে কারণ  
 এ ছিফাতযুক্ত হওয়ার কারণে তার নাকিরাত্ব কমে গেছে।  
 এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তিরস্কার করা।

তরজমা : আর অবশ্যই আমি মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীমাংসা-  
 কারী গ্রন্থ এবং আলো এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ, যারা  
 তাদের প্রতিপালককে গায়বের মাধ্যমে ভয় করে এবং কেয়ামত  
 থেকে শংকিত থাকে। আর এটা হলো বরকতপূর্ণ উপদেশ, যা  
 আমি নাযিল করেছি, সুতরাং তোমরা কি তা অস্বীকার করবে!

(١٣) وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ \* إِذْ قَالَ  
 لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ \*  
 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عُبْدِينَ \* قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ  
 آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

رُشْدُ প্রাপ্তবয়স্কতা, জ্ঞান ও সুবোধ, হেদায়াত।  
 بَلَغَ الْبَالِغُ الْبَالِغُ বালকটি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে।  
 فَجَدَّ جَدُّهُ জ্ঞান ও সুবোধ হারিয়েছে, ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে  
 عَاكِفٌ (عَاكِفًا، عَاكِفًا، ن) (অবিচলভাবে গ্রহণকারী)  
 عَاكِفٌ অবিচলভাবে অবস্থান করলো।  
 عَاكِفٌ لِّشَيْءٍ/عَاكِفٌ عَلَى شَيْءٍ কোন কিছুকে অবিচলভাবে গ্রহণ করলো

## বাক্যবিশ্লেষণ

من قبلُ অর্থাৎ قبلُ موسى (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

به এটি معلمي এর সাথে متعلق

إذ এর পরিচয় বলো। এখানে এটি اتينا এর ظرف পুরো বাক্যটির মূলরূপ বলো (তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো)

انتهم لها عكفون এর তারকীব করো।

عبيدین এটি مفعول به এর দ্বিতীয় مفعول به আর উভয় مفعول به মূলত ছিলো মুবতাদা ও খবর।

انتهم এখানে এর অবস্থান সম্পর্কে কী জানো বলো। (১৬/২২)

তরজমা : আর আমি ইবরাহীমকে ইতিপূর্বে জ্ঞান ও সুবোধ দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলাম। (ঐ সময়কে স্মরণ করুন) যখন তিনি তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কী, যাদের সামনে তোমরা অবিচল হয়ে আছো? তারা বললো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছো।

(১৬) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ \* قَالَ بَلْ رَأَيْتُمْ رَبَّ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذُلِّكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ \*  
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنُمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ \* فَجَعَلَهُمْ  
جُذَا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

وَلَوْ مُدْبِرِينَ সে পিছন ফিরে চলে গেলো, বহুবচনে تَوَلَّوْا  
لاکیدن দেখো, ১২/২০ جذا টুকরো টুকরো। গুঁড়ো গুঁড়ো

## বাক্যবিশ্লেষণ

من اللاعبين অর্থাৎ ... معدود من (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

بل পূর্বে বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ ... ليس ما قلتموه صحيحاً

الذي এটি رب السَّمَوَاتِ এর ছিফাত কিংবা তা থেকে বদল।

متعلق بالشاهدين এর সাথে অগ্রবর্তী  
 على ذلكم (ব্যাখ্যা করো) أنا معدود من الشاهدين على ذلكم  
 অর্থঃ ১৩/৭ দেখো, ১৩/৭

এটি তোলন এর ফاعল থেকে (উদ্দেশ্য তাকীদ করা)  
 مدبرين  
 سے چلے গেছে (পিছনের দিকে)

سے پیٹ দেখাল, পিছনের দিকে চলে গেলো।

سے چلے গেলো পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী অবস্থায়

هم এ যামীর أصنام এর দিকে ফিরেছে। উপাস্য হিসাবে এগুলোকে  
 جمع مذكر عاقل ধরা হয়েছে।

لا এটি مُسْتثنى (ব্যতিক্রম) أداة الاستثناء এখানে বড় মূর্তিটিকে  
 সাব্যস্ত করা হয়েছে মূর্তিগুলোর উপর আরোপকৃত হুকুম থেকে,  
 (মূর্তিগুলোর উপর আরোপকৃত হুকুমটি কি তা বুঝিয়ে বলো)  
 এবং مُسْتثنى منه চিহ্নিত করো।

هم এটি উহ্য ثابت এর সাথে متعلق যা كَبِيرًا এর صفة (ঐ বড় মূর্তিটি  
 ছাড়া যা মূর্তিগুলোকে জন্য সাব্যস্ত রয়েছে)  
 إِلا كَبِيرَهُم এখানে মূল তারকীব হচ্ছে ইযাফতের, অর্থঃ ১৩/৭

তরজমা : তারা বললো, তুমি কি আমাদের সামনে সত্যকে উপস্থিত  
 করেছো, না তুমি কৌতুক করছো। তিনি বললেন, (তোমাদের  
 বক্তব্য ঠিক নয়) বরং তোমাদের রাব্ব হলেন আসমান ও  
 যমীনের রাব্ব, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এ  
 বিষয়েরই সাক্ষ্যদানকারী। আর (তিনি মনে মনে বললেন)  
 আল্লাহর কসম! তোমরা পিছন ফিরে চলে যাওয়ার পর আমি  
 তোমাদের মূর্তিগুলোকে শায়েস্তা করবো। তারপর তিনি  
 সেগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন, ওদের বড়টিকে ছাড়া, যাতে  
 তারা তার কাছে ফিরে আসে।

(১৫) قالوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ \* قالوا سَمِعْنَا  
 فَتَنَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ \* قالوا فَاتُوا بِهِ عَلَى أَغْيَنِ النَّاسِ  
 لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ \* قالوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا

إبراهيم \* قال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا  
يَنْطِقُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

على اعين الناس (লোকদের চোখের সামনে, অর্থাৎ প্রকাশ্যে)

يشهدون (তারা অবলোকন করবে) (س) (তারা অবলোকন করা, উপস্থিত

شَهِدَ مُجَلِّسًا - شَهِدَ أَمْرًا

থাকা) (ض) ينطقون কথা বলা, উচ্চারণ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

من فعل هذا ... প্রশ্ন-শব্দ, মুবতাদারূপে রফার স্থানে এসেছে।

إنه لمن بাক্যটি খবর, কিংবা ছিলা-মাওছুল মিলে মুবতাদা

الظلمين বাক্যটি খবর। (যে এটা করেছে সে অবশ্যই যালিম।)

يذكرهم এখানে এই متعلق টি উহ্য রয়েছে। বক্তব্যের পরিবেশ

থেকে তা বোঝা যায়। কেননা শত্রু তো মন্দভাবেই আলোচনা

করবে। বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

إبراهيم এর তারকীব বলো।

... على أعين ... এটি যামীরে মাজরুর থেকে حال যা অর্থগতভাবে

পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به (তাকে উপস্থিত করো এমন অবস্থায়

যে, সে মানুষের সামনে প্রকাশিত।)

هذا এটি إبراهيم থেকে بدل রূপে রফার স্থানে এসেছে।

اسألهم হচ্চে إن كانوا ينطقون পরবর্তী إن كانوا ينطقون فأسألهم অর্থাৎ

পূর্ববর্তী উহ্য شرط এর ব্যাখ্যা।

তরজমা : তারা বললো, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করলো, সে তো বড় যালিম। তারা বললো, আমরা ইবরাহীম নামক এক যুবককে তার সমালোচনা করতে শুনেছি। তারা বললো, তাকে মানুষের সামনে আনো, যাতে তারা (বিষয়টি) প্রত্যক্ষ করে। তারা বললো, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ করেছো? তিনি বললেন, বরং এদের এই বড়ুটি তা করেছে, সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তারা কথা বলতে পারে।

(১৬) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ \* أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ \* قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ \* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أف এটি اسم الفاعل এর সমার্থক (আমি বিরক্তি প্রকাশ করছি বা আফসোস করছি)

بردا এটি মাছদার, اسم الفاعل অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ باردة শীতল হলে।

أخسر এটি অফল এর ক্ষতিগ্রস্ত। দেখো- ৭/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

ما থেকে অথবর্তী এটি (মعدودًا) من دون الله (তোমরা কি ঐ সকল উপাস্যের উপাসনা করবে যা আল্লাহর গায়ের থেকে গণ্য)

لكم এটি (أف) এর সাথে متعلق আর পরবর্তী হরফুলজর ও মাজরুরটি معطوف এর উপর

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) ما تَعْبُدُونَهُ معدودًا من ... অর্থাৎ ... ما تعبدون من ... চিহ্নিত করো। এখানে جواب الشرط কনتم فعلين

তরজমা : তিনি বললেন, তারপরো কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু ইবাদত করবে, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের জন্য এবং ঐ সকল উপাস্যের জন্য যাদের তোমরা উপাসনা করো আল্লাহকে ছেড়ে। এরপরো কি তোমরা বোঝবে না? তারা বললো, একে পুড়িয়ে ফেলো এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। আর তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে চাইলো, তখন আমি তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত বানালাম।

দ্রষ্টব্য : 'তাকে পোড়াও' এ তরজমার ক্রটি এই যে, তাতে ক্রোধের পরিবেশটি বিবেচনায় আসেনি।

(১৭) وَنَجَّيْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ \* وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ \* وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

نافلة প্রাপ্যের অতিরিক্ত বা ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত, দান, নাতি, পৌত্র (এখানে এটিই উদ্দেশ্য)

বাক্যবিশ্লেষণ

إلى এটি مُجِّنَا এর স্থলবর্তী أوَّلْنَا এর সাথে متعلق একটি জরুরী কথা

কোন ফেয়েলের পরে তার অনুপযোগী হরফুলজর এলে তার মাঝে এমন ফেয়েলের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয় যার সাথে ঐ হরফুলজরটি متعلق হতে পারে। নাহবের পরিভাষায় এটাকে تضمن বলে।

إلى অব্যয়টি مُجِّنَا এর সাথে متعلق হওয়ার উপযুক্ত নয়। তাই তাতে إلى এর উপযোগী أوَّلْنَا এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরবীতে تضمن এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

نافلة এটি يَعْقُوبَ থেকে حال (আর তাকে দান করেছে 'ইয়াকুব' এমন অবস্থায় যে, সে অতিরিক্ত) (পৌত্র তো বাস্তবে পুত্রের অতিরিক্ত)

كلا এটি جَعَلْنَا এর অর্থবর্তী প্রথম مفعول به আর صَالِحِينَ হচ্ছে مفعول به দ্বিতীয় جَعَلْنَا

أئمة এর তারকীব এবং পরবর্তী বাক্যটির তারকীবী অবস্থান কী ?  
... الأرض التي ... দ্বারা বাইতুল মাকদিস ও তার সংলগ্ন অঞ্চল উদ্দেশ্য।

তরজমা : আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে ঐ ভূমিতে পৌঁছে দিলাম যেখানে আমি বিশ্বের সকলের জন্য বরকত রেখেছি। আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক, এবং (দান করলাম)



ইয়াকুবকে পৌত্র রূপে। আর প্রত্যেককেই আমি নেককার বানিয়েছি। আর তাদেরকে আমি এমন ইমাম বনালাম যারা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করে। আর আমি তাদের প্রতি অহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার এবং নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার, আর তারা আমার ইবাদাতকারী ছিলো।

দ্রষ্টব্য : তরজমায় তাযমীনের অর্থটি বিবেচনায় আনা হয়েছে।

(১৮) وَ نُوحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَ نَصْرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا، اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمٌ سَوِءٌ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اٰجْمَعِيْنَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

استجبنا (কবুল করলাম) استجابة সাড়া দেয়া, কবুল করা (J অব্যয়যোগে)

أدعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ - কোরআনে আছে-

كرب বিপদ, মুহীবত, বহু كُوب

قومٌ سوء মন্দকর্মের সম্প্রদায়। দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়।

বাক্যবিশ্লেষণ

نوحا অর্থাৎ وَ اِذْ كَرَّ خَبَرَ نوح (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إِذْ نَادٰى অর্থাৎ جِئْنَا نِدَائِهِ فَاسْتَجَبْنَا لَه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

এটি উহ্য মুযাফ্রُ خَبَرَ نوح এর طرف হয়েছে। (নূহের [আমাকে]

ডাক দেয়ার এবং তার ডাকে আমার সাড়া দেয়ার সময়ে [ঘটিত]

তার ঘটনা উল্লেখ করুন।)

من قبل অর্থাৎ قَبْلُ لَوْط (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

مِنَ الْقَوْمِ এটি متعلق এর কারণ তাতে مَنَعْنَا এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (বাংলায় তরজমা হয় এরকম, আমি তাকে সাহায্য করেছি ঐ কাওমের মোকাবেলায় যারা ....)

শাব্দিক অর্থ- আমি তাকে সাহায্য করে তার কাওম থেকে তাকে রক্ষা করেছি যারা .....

أَجْمَعِينَ শুধু أَغْرَقْنَاهُمْ দ্বারা ধারণা হতে পারে যে, কেউ কেউ বেঁচে গেছে,

তাই جميعين দ্বারা তাকীদ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, সকলকে ডোবানো হয়েছে, কেউ বাঁচেনি।

তরজমা : আর স্বরণ করুন নূহ-এর ঘটনা, যখন তিনি এর পূর্বে দু'আ করেছিলেন, আর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম, তারপর তাকে ও তার পরিবারকে বিরাট বিপদ থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। আর আমি তাকে তার কাওমের মোকাবেলায় সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিলো। নিঃসন্দেহে তারা ছিলো মন্দ স্বভাবের পাপাচারী সম্প্রদায়। তাই আমি তাদেরকে, সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।

দ্রষ্টব্য : 'তার কাওম' تَبَيَّرَ هَذِهِ التَّجَمَّةُ إِلَى أَنَّ "أَل" عَوُضٌ عَنِ الْمَضَافِ إِلَيْهِ

(١٩) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

কফরান (অকৃতজ্ঞতা) (দেখো- ১/১০)

من এটি যুগপৎ شرط اسم موصولٍ সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি شرط এবং  
لا কফরান لِسَعْيِهِ মিলে মুবতাদা বাক্যটি  
خبر এবং جواب الشرط

من এটি تَبَيَّضِي বা بعض এর সামার্থক অব্যয় এবং এখানে তা  
متعلق এর সাথে সুতরাং বাক্যের মূলরূপ হবে এই --  
فمن يعمل بعض الصَّالِحَاتِ

و هو مؤمن এর তারকীবী অবস্থান বলো।

لا এটি النافية للجنس আর كُفْرَانَ হচ্ছে তার ইসম আর لِسَعْيِهِ উহা  
تَابِتٌ এর সাথে متعلق এবং তা النافية للجنس এর খবর।  
(কোন অকৃতজ্ঞতা সাব্যস্ত নেই তার মেহনতের জন্য)

له অর্থাৎ كَاتِبُونَ لِأَعْمَالِهِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : সুতরাং যারা মুমিন অবস্থায় কিছু নেক আমল করবে তাদের মেহনতের প্রতি কোন অকৃতজ্ঞতা হবে না, বরং আমি তাদের আমল লিখে রাখবো।

(২০) اِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ، اَنْتُمْ لَهَا  
وَارِدُونَ \* لو كَانَ هَؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَا وَرَدُّوْهَا، وَ كُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُونَ \*  
لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

حَصَبٌ (আগুনে যা ফেলা হয়) জ্বালানীদ্রব্য  
واردون (অবতরণকারী) وُرودًا (অবতরণ করা (ব্যবহার)  
وَرَدٌ জলাশয়ে বা পানিতে নামলো বা পৌছলো।  
وَرَدَ الْمَوْرَدُ পানির ঘাটে নামলো বা পৌছলো।  
وَرَدَ حَدِيثٌ একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।  
وَرَدَ إِشْكَالٌ একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।  
زفير লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়া, এর বিপরীত হলো شَهِيقٌ লম্বা শ্বাস নেয়া।  
لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ অন্য আয়াতে আছে  
زَفَرَ (زَفَرًا، زَفِيرًا، ض) লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লো।  
زَفَرَتِ النَّارُ আগুনের আওয়াজ হলো।  
شَهِقَ (شَهِيقًا، س) লম্বা শ্বাস নিলো। ফুপিয়ে কাঁদলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

ছিলো-মাওছুল মিলে কার উপর معطوف বলো। বাক্যটির উহ্য  
ما تعبدون (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) (ه معدودًا) من دون الله  
রূপ- این এর খবর চিহ্নিত করো।  
لو كان এখানে لو এর পরিচয় বলো এবং সে আলোকে আয়াতটি ব্যাখ্যা  
করো। (সম্পর্কে দেখো- ১৭/৫ এবং ১৬/৯)  
لَهُمْ فِيْهَا زَفِيرٌ বাক্যটির তারকীব করো এবং শাব্দিক অর্থ বলো।

তরজমা : নিঃসন্দেহে তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের  
উপাসনা করো সেগুলো জাহান্নামের ইক্বন (হবে)। তোমরা  
তাতে উপনীত হবে। এই মূর্তিগুলো যদি (সত্য) উপাস্য হতো  
তাহলে তারা জাহান্নামে উপনীত হতো না। আর প্রত্যেকে  
তাতে চিরকাল থাকবে। তারা সেখানে চিৎকার করবে, আর  
সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।

(২১) قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

অন ও এন এর সাথে যুক্ত মা এর পরিচয় বলো।

এখানে এন তার পরবর্তী জুমলাকে মাছদারে পরিণত করেছে

এবং এর পদ্ধতি হচ্ছে খবর থেকে মাছদারকে বের করে

ইসমের দিকে ইয়াফত করা। যেমন أَعْرَفْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ

সেই হিসাবে বাক্যটির মূলরূপ হবে এই—

يُوحِي إِلَيَّ وَحْدَانِيَّةَ إِلَهُكُمْ (তোমাদের ইলাহের একত্বের বিষয়টি

আমার কাছে অহীরূপে পাঠানো হয়েছে।)

جواب এর شرط উহ্য এটি (ব্যাখ্যা করো) فَأَسْلِمُوا অর্থاً

إِنْ جَاءَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكَ فَ... অর্থاً

তরজমা : আপনি বলুন, আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে?

(২২) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم، إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ

عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ

تَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَ مَا هُمْ

بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

زلزلة (ভীষণ কম্প) (زَلَزَلْنَا زَلْزَلَةً، زَلَزَلْنَا) ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিলো

زلزلة ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো।

زلزلة ভূমিকম্প, বহু

تذهل (ভুলে যাবে) (ذَهَلْنَا عَنْ شَيْءٍ، ذَهَلْنَا) ভুলে গেলো

تذهل একই অর্থ এবং একই ব্যবহার।

أَذْهَلَهُ عَنْ شَيْءٍ তাকে কোন কিছু ভুলিয়ে দিলো।

مَرْضِعَةٍ (و مَرْضِعَةٍ) স্তন্যদান কারিণী

إِرْضَاعًا স্তন্যদান করা اِرْتِضَاعًا স্তন্য গ্রহণ করা।

تضع (প্রসব করবে) (وَضَعَتْ، فَ) স্ত্রীপ্রাণীটি গর্ভ  
 প্রসব করলো। ذاتُ حَمِيلٍ গর্ভবতী।  
 سُكِرُوا এটি سَكِرَانُ এর বহু, স্ত্রীলিঙ্গে سَكِرُوا  
 (سَكِرَ، س) পানে মাতাল হলো।  
 سَكِرَ مِنَ الْغَضَبِ ক্রোধে উন্মত্ত হলো।  
 أَسَكَّرَهُ الشَّرَابُ পানীয় তাকে মাতাল করলো।

### বাক্যবিশ্লেষণ

يوم... অর্থাৎ رُؤْيَيْكُمْ إِيَّاهَا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
 طرف الزمان এর تذهل এ অংশটি  
 عما... অর্থাৎ أَرْضَعْتَهُ এটি متعلق এর শিঙকে ভুলে যাবে যাকে  
 সে স্তন্যদান করেছে)  
 ما هم অর্থাৎ لَيْسُوا (ব্যাখ্যা করো) ب অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো?  
 ترى... বাক্যটির তারকীব করো।  
 ما هم... এটি ترى এর مفعول به থেকে দ্বিতীয় হাল।

তরজমা : হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো।  
 নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন এক ভয়ংকর বিষয়। ঐ ভূ-কম্পটি  
 দেখার দিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী তার দুধের শিঙকে ভুলে  
 যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভকে প্রসব করে ফেলবে,  
 আর লোকদের তুমি মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবে, অথচ তারা  
 মাতাল নয়। আসলে আল্লাহর আযাব ভয়ংকর।

দ্রষ্টব্য : عما أَرْضَعَتْ এর ভাব তরজমা করা হয়েছে।

(٢٣) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ  
 فِي الْقُبُورِ \*

### শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

حق সত্য, পরম সত্য, সুপ্রমাণিত يبعث (পুনরুত্থিত করবেন) ২/২০  
 ذلك এটা দ্বারা ইশারা করা হয়েছে মানব সৃষ্টি এবং পৃথিবীকে  
 সজীবতা দান করার দিকে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

متعلق সাথে এর شبه الفعل উহ্য এমন একটি উহ্য এখানে ب অব্যয়টি যেটিকে বক্তব্যের ধারা দাবী করে। উহ্যরূপটি এই-  
ذلك المذكور  
شاهد بأن الله...

তরজমা : ঐ উল্লেখিত বিষয় এ কথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই চিরসত্য এবং তিনি মৃতদেরকে জীবন দান করবেন এবং তিনি সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং আল্লাহ কবরবাসীদেরকে পুনর্জীবিত করবেন।

(২৪) إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ \*

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে 'বাগ-বাগিচায়' দাখেল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তো তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

দ্রষ্টব্য : নীচের আয়াতটি সিজদার আয়াত, সুতরাং আয়াতটি পাঠ করার পর যথানিয়মে তিলাওয়াতি সিজদা করো।

(২৫) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

দোব এটি ʿদাবেʿ এর বহু, পৃথিবীতে বিচরণকারী যে কোন প্রাণী।  
حق বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হলো। (حقًا, ض)  
حق কোন কিছু তার উপর অবশ্যসাব্যস্ত হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

يسجد এর ফاعল কোন্টি? ছিলাহ-এর তারকীব করো।

এটি كثير এর ছিফাত, দ্বিতীয় হচ্ছে মুবতাদা, (معدود) من الناس

নাকিরা মুবতাদা হতে পেরেছে, الناس معدود এই উহ্য  
ছিফাতের কারণে। পূর্ববর্তী الناس হচ্চে কারীনা।

كثير এর বাক্যটি حَقُّ عَلَيْهِ الْغَذَابُ এর খবর।

এটি অতিরিক্ত, অর্থাৎ শব্দটি ... (বক্তব্য পূর্ণ করো) من ...

এটি ليس এর সমার্থক ما এর খবর, (ثَابِتٌ لَهُ) এটি  
আমল করতে পারে না।

তরজমা : তুমি কি দেখো নি যে, আল্লাহ, তাঁকে সিজদা করে যা কিছু  
রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে এবং সূর্য, চন্দ্র,  
তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক  
মানুষ। আবার অনেকের উপর আযাব অবধারিত হয়েছে। আর  
আল্লাহ যাকে অপদস্থ করেন তাকে কোন সম্মানদানকারী নেই,  
আর আল্লাহ তো তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।

(২৬) إِنْ اللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ  
لُؤْلُؤًا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ \* وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ  
الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يحلون (তাদেরকে অলংকার পরানো হবে) حُلًى অলংকার, جُلًى বহুবচন  
এর বহু, أساورُ এটি سوارُ এর বহু, বালা।  
حُلًى অলংকার, حُلًى অলংকার পরালো, অলংকার দ্বারা সজ্জিত করলো  
تَحَلَّى অলংকার পরলো, অলংকার দ্বারা সজ্জিত হলো

বাক্যবিশ্লেষণ

এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত, সুতরাং ..... (বক্তব্য পূর্ণ করো) من أساور

এর أساورُ এটি (مصنوعة) من ذهب

এটি معطوف হয়েছে أساورُ এর অর্থগত অবস্থানের উপর। لُؤْلُؤًا

এর সাথে معدودًا এটি من القول (উত্তম কথার দিকে) إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ

আর তা الطَّيِّبِ থেকে (তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা

হয়েছে উত্তম জিনিসের দিকে, এমন অবস্থায় যে তা কথার মধ্য

হতে গণ্য) গ্রহণযোগ্য বাংলা তরজমা হবে মাওছূফ-ছিফাত,  
 اهدا إلى القول الطيب

দ্রষ্টব্য : বহুবচনের ক্ষেত্রে তরজমা 'জান্নাত' হবে না,  
 উদ্যান বা বাগ-বাগিচা হবে।

তরজমা : যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে আল্লাহ  
 অবশ্যই দাখেল করবেন এমন সব উদ্যানে যার তলদেশ দিয়ে  
 নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে সেখানে পরানো হবে  
 সোনার বালা এবং মুক্তা এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে  
 রেশমী। তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছিলো উত্তম কথার  
 দিকে এবং পরিচালিত করা হয়েছিলো পরম প্রশংসিত-এর পথে।

(২৭) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،  
 كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، وَبَشِّرِ  
 الْمُحْسِنِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

سخر (বশীভূত করেছেন) দেখো, ১৩/৩৮

ينال লাভ করা, পৌছা (স)

نال فلان شيئاً অমুক কোন কিছু অর্জন করলো।

نال فلان شيئاً কোন কিছু অমুকের কাছে পৌছলো।

كبر الله আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

منكم অর্থাৎ ظاهرٌ منكم (তাঁর কাছে পৌছে তাকওয়া, এমন অবস্থায় যে

তা তোমাদের থেকে প্রকাশিত) বাংলা তরজমা হবে- نتواكم

شاكرين على هدايته إياكم অর্থাৎ على ما هداكم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : এগুলোর গোশত এবং এগুলোর রক্ত তো আল্লাহর কাছে পৌছে  
 না, বরং তাঁর কাছে পৌছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি  
 এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা  
 আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করো, তোমাদেরকে হেদায়াত দান করার  
 কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।



(২৮) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ \* وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ \* وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، وَكَذَّبَ مُوسَى، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

সাজা, শাস্তি, আযাব নকির - أَمْلَيْتُ - 'মিলি - إِمْلَاءٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

অর্থ ৭: فَلَا تَحْزَنْ পরবর্তী অব্যয়টি হেতুবাচক।

নকির এটি كَانَ এর ইসমরূপে মারফু। রফার আলামত হচ্ছে, এর উপর অপ্রকাশিত যাম্মা। কারণ يَا الْمُتَكَلِّم এর পূর্ববর্তী হরফ মাকসূর হয়, এখানে الْمُتَكَلِّم কে সহজায়নের জন্য হযফ করা হয়েছে।

কিফ হচ্ছে كَانَ এর খবর। এটি مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ এটি অগ্রবর্তী হলো কেন?

তরজমা : আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে (আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ) আপনার পূর্বে কাওমে নূহ, আদ ও হামূদ এবং কাওমে ইবরাহীম ও কাওমে লূত এবং মাদয়ানের অধিবাসীরা (তাদের নবীদেরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে এবং মুসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। আর কী ভীষণ ছিলো আমার শাস্তি!

(২৯) أَلَمْ يَأْتِكُمْ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ \* وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ \* كَيْدُخْلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

يومئذ সেদিন, نعيم নেয়ামত, যা ভোগ করা হয়।  
 مدخلا এটি ইফ'আলের ظرف اسم প্রবেশ করানোর স্থান। (ছুলাহী  
 মাযীদ-এর ظرف اسم সর্বদা اسم المفعول এর ওজনে আসে) اسم  
 ظرف এর পরিচয় বলো, প্রয়োজনে দেখো- ১৯/৭

## বাক্যবিশ্লেষণ

يومئذ এটি উহ্য খবর ثابت এর অথবর্তী যরফ لله হচ্ছে ثابت এর متعلق  
 এবং তা খবর।  
 في جنت النعيم এটি مقیمون এর সাথে متعلق  
 এটি মুবতাদা, أولئك لهم عذاب এখানে  
 'শর্ত'-এর আভাস রয়েছে, তাই رابطة এসেছে।

أولئك لهم عذاب مهين এর তারকীব করো। একক বাক্য থেকে দ্বৈত বাক্যে  
 এর রূপান্তর প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করো।

مدخلا এটি ليدخلن এর দ্বিতীয় به مفعول  
 يرضون এ বাক্যটি مدخلا এর ছিফাত।

তরজমা : রাজত্ব সেদিন আল্লাহরই জন্য হবে। তিনি তাদের মাঝে বিচার করবেন। অতএব যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারা নেয়ামতের উদ্যানে থাকবে। আর যারা কুফুরি করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে 'মিথ্যা' বলবে তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারপর নিহত হয়েছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে; অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন, আর আল্লাহই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা। অবশ্যই তিনি তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সহনশীল।

(৩০) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً  
 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

مخضرة (সবুজ) اخضر، يخضر، اخضراراً (সবুজ হওয়া) থেকে اسم الفاعل  
 لطيف আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম, মহাসূক্ষ্মদর্শী, সূক্ষ্ম।

তরজমা : তুমি কি দেখো নি যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছেন, ফলে পৃথিবী সবুজ হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাসম্পদশী, সর্ববিষয়ে অবগত।

(৩১) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُغْيِيكُمْ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ \*

তরজমা : তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, তারপর পুনর্জীবন দান করবেন। নিঃসন্দেহে মানুষ ভীষণ অকৃতজ্ঞ।

(৩২) وَإِنْ جَدُّكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ \* اللَّهُ يُحْكَمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

শেষ বাক্যটির তারকীব করো। দেখো, ১/২৫

তরজমা : যদি তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে তাহলে আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অধিক অবগত। আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

(৩২) يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ \* مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

(ض) উদাহরণ বর্ণনা করলো (J অব্যয়যোগে)

(ن) سَلَبَ ছিনিয়ে নেয়া। سَلَبَ তার থেকে ছিনিয়ে নিলো

استنقاذا উদ্ধার করা।

ما قدروا (তারা মর্যাদা দান করেনি) (ض) قَدَرُوا (অমুককে মর্যাদা দান করলো)।

বাক্যবিশ্লেষণ

(বিষয়টি ব্যাখ্যা) تَدْعُونَ (হুম মَعْدُودِينَ) مِنْ دُونِ اللَّهِ (অর্থাৎ তদعون من دون الله এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো) ।

إِنْ এর شرط ও جواب নির্ধারণ করো ।

لَهُ (অর্থাৎ لِيُخَلِّفَهُ) (মাছিকে সৃষ্টি করার জন্য)

তরজমা : হে লোকসকল! একটি উদাহরণ বর্ণনা করা হলো, সুতরাং তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সেজন্য একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাহলে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। উপাসক ও উপাস্য উভয়ে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য কদর করেনি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী।

(৩২) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \*

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু করো এবং সিজদা করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং নেক আমল করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

( ১ ) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ \* ..... وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

خاشعون (খুশুখুযু অবলম্বনকারী) (ف) অনুগত হওয়া, বিনয়নম্র হওয়া, ভয় পাওয়া।

خَشَعَ প্রতিপালকের প্রতি নিবেদিত ও বিনয়ানবনত হলো।

خَشَعَ নামাযে ‘খুশুখুযু’ (অর্থাৎ একাগ্রতা, নিমগ্নতা ও ভয়ভাব) অবলম্বন করলো।

لغو (বেহুদা কথা) (ن) বেহুদা কিছু করলো।

لَغَا فِي الْقَوْلِ বেহুদা কথা বললো।

راعون (রক্ষাকারী) (ف) رَعَى, رِعَايَةً হেফাজত/রক্ষা করলো। তদরাক ও দেখভাল করলো। দায়িত্বভার গ্রহণ করলো।

عهد প্রতিশ্রুতি عُهود বহুবচন (উত্তরাধিকারী) দেখো, ৯/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রতিটি হরফুলজর তার পরবর্তী ফেয়েল বা شبه الفعل এর সাথে متعلق হয়েছে, তবে ‘সুরছন্দ’ রক্ষা করার জন্য সেগুলোকে ফেয়েল থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। মাওছুলগুলো عطف এর মাধ্যমে الْمُؤْمِنُونَ এর ছিফাত। শেষ মাওছুলটি তার ছিলাকে নিয়ে الْوَارِثُونَ এর ছিফাত হয়েছে।

তরজমা : অব্যশই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়নম্র, যারা বেহুদা কথা থেকে নির্লিপ্ত, যারা যাকাত

আদায়কারী। ..... যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষাকারী, আর যারা তাদের নামাযগুলোকে হেফাযত করে, তারাই হলো উত্তরাধিকারী যারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

( ২ ) وَ لَقَدْ ارْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ \* فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَّرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ، وَ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَانْزَلَ مَلٰٓئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ \* اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جَنَّةٌ فْتَرٰىصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

تَفَضَّلَ তার প্রতি অনুগ্রহ করলো, তার উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলো। (দ্বিতীয় অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য)

جنة (الجن) মস্তিষ্ক বিকৃতি। অন্য অর্থ- জিনজাতি (جُنُون)  
تَرٰىصُوْا তার কল্যাণের বা অকল্যাণের অপেক্ষা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

ما لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهٖ এ অর্থটি ليس এর সমার্থক। তবে খবরের অগ্রবর্তিতার কারণে তার আমল রহিত। (প্রয়োজনে ৮/২৭)

مِنْ قَوْمِهِ অর্থاً ৭ معدودين مِنْ قَوْمِهِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ما এটি لا এর উপস্থিতির কারণে আমল-রহিত

مُسْتَنٰى بِشَرِّ هَحْصِهٖ খবর ও مُسْتَنٰى مِنْهُ আর هَحْصِهٖ

مِثْلُكُمْ এটি بشر এর ছিফাত।

... لَوْ شَاءَ اللّٰه ... বাক্যটির তারকীব করো।

فِيْ اٰبَآئِنَا اর্থاً ৭ فِيْ اٰخَاۡرِ اٰبَآئِنَا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

... اِنْ ... এ অব্যয়টি ليس এর সমার্থক, কিন্তু তার আমল রহিত, কেন?

هو হচ্ছে মুবতাদা, এর খবরটি তুমি চিহ্নিত করো।

بِهٖ جَنَّةٌ اর্থاً ৭ اِجْنَۢمَةٌ عَنْ رَجُلٍ এ বাক্যটি এর ছিফাত।

فَتَرٰىصُوْا اর্থاً ৭ اِنْ اَرَدْتُمْ مَعْرِفَةَ حَقِيْقَتِهٖ ف ... (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : আর আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা কি ভয় করবে না! তখন তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফুরি করেছিলো, বললো, এ তো তোমাদেরই মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তো ফিরেশতাদেরকেই নাযিল করতেন। আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনায় এ ধরনের কথা শুনি। সে তো শুধু এমন ব্যক্তি যার মাঝে রয়েছে মস্তিষ্কবিকৃতি। সুতরাং (যদি তার আসল অবস্থা জানতে চাও তাহলে) কিছুকাল অপেক্ষা করো।

( ৩ ) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ \* فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ফার বাবে নাছারা থেকে فَوْرًا ও فَوْرًا বলক দিয়ে ওঠা  
 ʾالْمَاءُ ভূমির অভ্যন্তর থেকে সবেগে পানি বের হলো।  
 تنوير চুল্লী, মাটিতে গর্ত করে তৈরী করা চুল্লী। বহু  
 فاسلك (ن) চলা, প্রবেশ করা, প্রবেশ করানো।  
 سَلَكَ কোন পথে চললো  
 سَلَكَ مَكَانًا/فِي مَكَانٍ/بِمَكَانٍ কোন স্থানে প্রবেশ করলো।  
 سَلَكَ شَيْئًا فِي شَيْءٍ প্রবেশ করলো।  
 سبق (আগেই সাব্যস্ত হয়ে গেছে) سَبَقًا (ض) ছাড়িয়ে যাওয়া, আগে  
 চলে যাওয়া (ব্যবহার) سَبَقْنِي إِلَى شَيْءٍ সে কিছুর দিকে  
 আমার আগে উপনীত হয়েছে।  
 سَبَقْنِي فِي الْفَضْلِ শ্রেষ্ঠত্বে সে আমাকে ছাড়িয়ে গেছে।  
 سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ তার বিষয়ে আগেই ফায়ছালা হয়ে গেছে

## বাক্যবিশ্লেষণ

بـ ا ব্যবয়টি হেতুবাচক। ما এর পরিচয় দাও। ফেয়েলের সঙ্গে যুক্ত ن সম্পর্কে যা জানো বলো। বাক্যটির মূলরূপ হলো—

أُفْصِرُنِي بِتَكْذِيبِهِمْ إِيَّايَ

أَنْ اَصْنَعُ এই اَنْ সম্পর্কে যা জানো, বলো। প্রয়োজনে দেখো, ১৩/২৮

بَاعِيْنَا এটি উহ্য مُسْتَعِينًا এর সাথে متعلق এবং তা হাল।

শাব্দিক অর্থ— তুমি কিশতি তৈরী করো, আমার তত্ত্বাবধান ও আমার নির্দেশনা দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করা অবস্থায়।

فَاسْلُكُ এই ف সম্পর্কে কী জানো বলো। (اِصْلَاحًا)

متعلق এটি اَسْلُكُ এর সাথে দ্বিতীয় مِنْ كُلِّ

زَوْجَيْنِ এটি اسْلُكُ এর مَفْعُولُ بِهِ আর اِثْنَيْنِ হচ্ছে তার হিফাত। উদ্দেশ্য হলো দ্বিবাচনত্বকে তাকীদ করা।

اهْلُكُ এ শব্দটি কীভাবে কী ইরাব গ্রহণ করেছে বলো।

اِلا ব্যবয়টি দ্বারা এখানে কী বোঝানো হয়েছে?

مَنْهُمْ এটি عَلَيْهِ এর যামীর থেকে হাল। (مَعْدُودًا)

فِي اَمْرِ الَّذِينَ اَرْتِثًا

**তরজমা :** তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কারণে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি তার কাছে অহী পাঠালাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার নির্দেশনায় কিশতি তৈরী করো। তারপর যখন আমাদের আদেশ আসবে এবং চুল্লী বলক দিয়ে ওঠবে তখন কিশতিতে তুলে নাও প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্য থেকে যাদের উপর ফায়ছালা সাব্যস্ত হয়ে গেছে তাদেরকে ছাড়া। আর তুমি ঐ লোকদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না যারা অবিচার করেছে। তাদেরকে তো ডুবিয়েই দেয়া হবে।

( ٤ ) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكَ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \* وَقُلْ رَبِّ انْزِلْنِي مُنْزَلًا

مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ \*



## শব্দবিশ্লেষণ

... استوى على ... ঠিকঠাকমত (পোক্ত হয়ে) বসলো। দেখো, ১৬/১৮  
منزلا ... هَذَا ثلاثي مجرد اسم الظرف এর একটি

## বাক্যবিশ্লেষণ

أنت এখানে এর ভূমিকা কী বলো, দেখো, ১৬/২২  
على অব্যয়টি কার সাথে متعلق বলো।  
وأنت ... এ বাক্যটি أَنْزَلَ এর ফায়েল থেকে হাল, কিংবা স্বতন্ত্র বাক্য, যা  
পূর্ববর্তী বাক্যের হেতু বর্ণনা করেছে।

তরজমা : যখন তুমি ও তোমার অনুগামীরা নৌকায় অবস্থান গ্রহণ করবে  
তখন তুমি বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে  
জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, আরো বলো,  
হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে কল্যাণপূর্ণ স্থানে  
অবতারণ করুন, কেননা আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

( ٥ ) إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَلْتِ وَيَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ \* ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ  
قَرْنًا آخَرِينَ \* فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا  
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، أَفَلَا تَتَّقُونَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

مبتل পরীক্ষাকারী, বহুবচনে مَبْتَلُونَ মাছদার ابتلاء পরীক্ষা করা।  
قَرْنٌ শতাব্দী القَرْنُ العِشْرُونَ বিংশ শতাব্দী। هَرِيْغَرِ শিং  
বহু قرون - এখানে اهل القرن (জাতি ও সম্প্রদায়) অর্থে ব্যবহৃত।

## বাক্যবিশ্লেষণ

المُسْتَبْرَأُ প্রথম বাক্যটির তারকীব করো। أَلَيْتَ এর ইরাব বলো।  
إِنْ এর লঘুরূপ, আর লঘুরূপে তার আমল রহিত হয়ে  
যায়, এবং তা ফেয়েলের শুরুতেও আসে।  
قَرْنَا এটি قوم অর্থে ব্যবহৃত বলে তার ছিফাত বহুবচন হয়েছে।

তরজমা : নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন। আর আমি তো  
(রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে বান্দাদেরকে) পরীক্ষা করি। তারপর  
তাদের পরবর্তীতে অন্য এক সম্প্রদায়কে আমি সৃষ্টি করেছিলাম।

তারপর তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে (এই নির্দেশ দিয়ে) একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কি ভয় করবে না?

( ٦ ) وَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتَرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ \* وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونَ \* أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَ عِظَامًا أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ \* إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ \*

#### শব্দবিশ্লেষণ

أترفنا (বিলাস-প্রাচুর্য দিলাম) শব্দটিও কোরআনে এসেছে।

(لازم) أَتَرَفَ فُلَانٌ স্বচ্ছাচারে মেতে থাকলো।

أترف فلانًا অমুককে বিলাস-প্রাচুর্য দান করলো।

أترفته النعمة প্রাচুর্য তাকে দুর্বিনীত করলো।

هيئات এটি اسم الفعل এর সমার্থক এবং তা ফাতহার উপর স্থির

শব্দ। এর পরবর্তী ইসমটি তার ফায়েলরূপে মারফু হয়।

#### বাক্যবিশ্লেষণ

حال থেকে الملا এবং তা متعلق এর সাথে معدودين এটি من قومه

الذين এর পরবর্তী তিনটি বাক্য হলো ছিলাহ। তুমি প্রতিটি বাক্যের

নির্ধারণ এائد إلى الموصول

ছিলো-মাওচুল মিলে قوم এর ছিফাত।

أنكم প্রথমটির খবর হচ্ছে مُخْرَجُونَ দ্বিতীয় أَنْكُمْ হচ্ছে প্রথমটির

মুআক্কিদ أَنْ এর ইসম ও খবরের মাঝে দীর্ঘ ব্যবধানের কারণে

করা হয়েছে (تكرار) ও তার ইসমের পুনরুক্তি (تكرار) (طول الفصل)

إذا ظرف এটি مضاف إليه তার বাক্যটি اسم الطرف শুধু এটি  
হয়েছে এই الفعل مخرجون এর।

ছিল-মাওছুল মিলে এহি ফায়েল, لام অব্যয়টি অতিরিক্ত।  
দ্বিতীয় এহি প্রথমটির মুআক্কিদ।

مرجع هذا الضمير هو "الحياة المفهومة من الكلام السابق" এখানে  
اسم ما، و الباء حرف جر زائد، و مبعوثون مجرور لفظاً، منصوب  
مفعلاً، لأنه خبر ما

বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

তরজমা : তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফুরি করেছিলো এবং আখেরা-  
তের সাক্ষাৎকে 'মিথ্যা' বলেছিলো এবং যাদেরকে আমি পার্থিব  
জীবনে প্রাচুর্য দান করেছিলাম তারা বললো, এ তো তোমাদেরই  
মত একজন মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তোমরা যা পানাহার  
করো সেও তা থেকেই পানাহার করে। তোমরা যদি তোমাদেরই  
মত একজন মানুষের আনুগত্য করো তাহলে অবশ্যই তোমরা  
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে,  
তোমরা যখন মারা যাবে এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবে  
তখন তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে? তোমাদেরকে দেয়া  
ওয়াদা বহু দূরবর্তী (অর্থাৎ তা ঘটা অসম্ভব) সে তো আমাদের  
পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মৃত্যুবরণ  
করি এবং জীবন ধারণ করি। এরপর আমরা পুনরুত্থিত হবো  
না। সে তো এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয় যে আল্লাহর নামে  
মিথ্যা আরোপ করেছে। আমরা তো তার প্রতি বিশ্বাস রাখি  
না।

দ্রষ্টব্য : 'পানাহার' এটি সংক্ষেপিত তরজমা, বিশদ তরজমাও করা যায়।

( ٧ ) ثم أرسلنا موسى وإخاه هرون بإيتنا و سلطن مبين \* إلى  
فرعون و ملاته فاستكبروا وكانوا قوماً عالين \* فقالوا أ نؤمن  
لبشرين مثلنا و قومهما لنا عبدون \* فكذبوهما فكانوا من  
المهلكين \* و لقد آتينا موسى الكتاب لعلمهم بهتدون \* و  
جعلنا ابن مريم و أمه آيةً و آويناها إلى رثوة ذات قرارٍ ومعينٍ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

عالم দম্ভকারী, দাম্ভিক (ن) دَمْبُ كَرًا, বড়ত্ব দেখানো।  
 অন্য আয়াতে আছে- إن فرعونَ علا في الأرض  
 اورنا (আশ্রয় দিলাম) দেখো, ১০/৪  
 رِسْوَةٌ উঁচু ভূমি, বহু رِسْوٍ এটি رَابِيَةٌ এর সমার্থক, এর বহু رَوَابٍ  
 বলা হয়- أَخَذَهُ أَخَذَهُ رَابِيَةً তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলো  
 قرار স্থিতি, স্থিরতা, ذات قرار স্থিরতাপূর্ণ।  
 رِسْوَةٌ এমনি উঁচু ভূমি যেখানে স্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে  
 বাস করা যায়। সমতল বিস্তীর্ণ ভূমি কিংবা ফলফলাদিপূর্ণ ভূমি  
 উদ্দেশ্য। معين ঝরণা, উপত্যকায় প্রবাহিত পানি।

## বাক্যবিশ্লেষণ

أَنُؤْمِنُ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান।  
 هَذِهِ الْهَمَزَةُ لِلنِّكَارِ، لَا لِلِاسْتِفْهَامِ، أَيُّ لَا نُؤْمِنُ  
 مثلنا এটি بَشَرَيْنِ এর ছিফাত। পরবর্তী বাক্যটি بشرين এই মাওছূফ  
 নাকিরাহ থেকে حال হয়েছে।

من المهلكين অর্থাৎ ... معذودين (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

... দেখো- ১৭/১২

معين এটি উহ্য মাওছূফের ছিফাত, অর্থাৎ معين প্রবাহিত পানি।

তরজমা : তারপর আমি মূসা ও তার ভাই হারুনকে প্রেরণ করেছিলাম  
 আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ, ফিরআউন ও তার  
 অনুচরদের কাছে। তখন তারা অহংকার করলো, আর তারা  
 ছিলো উদ্ধত সম্প্রদায়। তারা বললো, আমরা আমাদেরই মত  
 দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনবো, অথচ তাদের সম্প্রদায়  
 হলো আমাদের দাসত্বকারী! তারপর তারা তাদের দু'জনকে  
 মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। আর অবশ্যই  
 মূসাকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা হেদায়াত লাভ  
 করে। আর মারয়াম-পুত্র ও তার আশ্মাকে আমি (মানব সম্প্রদা-  
 যের জন্য আমার কুদরতের) নিদর্শন বানিয়েছিলাম এবং তাদেরকে  
 আশ্রয় দিয়েছিলাম স্থিতিপূর্ণ ও স্বচ্ছ পানিপূর্ণ এক উঁচু ভূমিতে  
 (বাইতুল মাকদিসে)

( ৮ ) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ، بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُم لِلْحَقِّ كَرِهُونَ \*  
وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ  
فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

كَرِهَ (অপছন্দকারী) দেখো, ১১/২০  
هُوَ বহু প্রবৃত্তি, খায়েশ (হুয়ী, স.) ভালোবাসলো  
بِذِكْرِهِمْ এখানে ذکر দ্বারা উদ্দেশ্য এমন জিনিস যা তাদের সুখ্যাতির  
কারণ হবে, অর্থাৎ কোরআন।

বাক্যবিশ্লেষণ

حَالٌ مِنْ مَفْعُولٍ "جَاءَ"، وَ لِلْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِ : كَرِهُونَ ...  
এখানে جمع غير عاقل এর যমীর ফিরেছে এখানে جمع مؤنث عاقل এর  
দিকে। এটা ব্যতিক্রম, তবে এর প্রচলন রয়েছে جمع غير عاقل  
স্বাভাবিক নিয়মে واحد مؤنث এর মত ব্যবহৃত হয়।  
পুরো جواب الشرط এর তারকীব করো।  
كَارِهِمْ কার সাথে متعلق বলো।

তরজমা : না কি তারা বলে যে, তার মাঝে মস্তিষ্কবিকৃতি রয়েছে। বরং  
তিনি তো তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন, তবে তাদের  
অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তিকে  
অনুসরণ করতো তাহলে আসমান ও যমীন এবং তাতে যারা  
রয়েছে সব কিছু বরবাদ হয়ে যেতো। বরং আমি তো তাদেরকে  
দান করেছি তাদের উপদেশ (কিংবা তাদের সুখ্যাতির বিষয়)  
কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকে বিমুখ থাকে।

( ৯ ) وَإِنْكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاَكِبُونَ (مائلون)

তরজমা : নিঃসন্দেহে আপনি তাদেরকে সরল পথের দিকে আহ্বান  
করছেন। কিন্তু যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা তো  
সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

(১০) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ \* وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ

শব্দবিশ্লেষণ

فَرَأَى

হৃদয় বহু

مَا

এ অব্যয়টি নাকিরার পরে এসে নাকিরাত্বকে গভীরতা দান করে।

কোন একজন লোক, رجلٌ একজন লোক।

اختلاف الليل والنهار রাত ও দিনের আবর্তন (রাতের পর দিনের এবং দিনের পর রাতের আসা-যাওয়া)

বাক্যবিশ্লেষণ

قَلِيلًا

এটি উহ্য মাছদার شُكْرًا এর ছিফাত রূপে এর নানব এর মفعول مطلق

বা স্থলবর্তী।

اختلاف ... এটি পশাদবর্তী মুবতাদা, আর له (لَهُ) হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর

তরজমা : তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন (কিছু) তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকো। আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন, আর রাত ও দিনের বিবর্তন তাঁরই কাজ। তবু কি তোমরা বোঝবে না!

দ্রষ্টব্য : তরজমায় ‘খুব’ এবং ‘ই’ যুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, قَلِيلًا কে অগ্রবর্তী করার কারণে তাতে ‘হাছর’-এর অর্থ এসেছে, আর مَا দ্বারা قَلِيلًا এর নাকিরাত্বকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(১১) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ \* قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ \* لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ \*

## শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

أَسَاطِيرُ এটি أَسْطُورَةٌ এবং أَسْطُورَةٌ এর বহু। অলীক ও অবাস্তব  
কথারিতি। রূপকথা।

ما অর্থাৎ مِثْلَ قَوْلِ الْأَوَّلِينَ কিংবা اسم موصول তার স্থানীয় অর্থ-কلام  
(কথা) যা পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়। তখন عِنْدَ উহ্য থাকবে  
দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে কিংবা قَالَ থেকে বদল।

إِذَا উহ্য جَوَابُ الشَّرْطِ হচ্ছে এবং إِذَا হচ্ছে তার যরফ। এ  
খবরটি হচ্ছে উহ্য جَوَابُ الشَّرْطِ এর কারীনাহ।

إِذَا কে مِعْوُثُونَ এর ظرف বলা সম্ভব নয়। কেননা إِنْ এর পরবর্তী  
শব্দ إِنْ এর পূর্ববর্তী শব্দে আমল করতে পারে না।

نَحْنُ এ সম্পর্কে দেখো, ১৬/২২ أَبَاؤُنَا কার উপর مَعْطُوف বলো।

هَذَا এটি مَجْهُول এর দ্বিতীয় مَفْعُولُ بِهِ আর تَا হচ্ছে তার فَاعِل বলো।

তরজমা : বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলতো, তারা বলে  
যখন আমরা মারা যাবো এবং মৃত্যিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো  
তখনো কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? ইতিপূর্বে তো আমাদেরকে  
এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিলো।  
এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্পকথা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(১২) إِنْ الَّذِينَ يَجِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاجِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ \*

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

أَنْ تَشِيعَ (ছড়িয়ে পড়া) شِيعُوا (ض) ছড়িয়ে পড়া, বিস্তার লাভ করা।

أَشَاعَ شَيْئًا/بِشَيْءٍ (إِشَاعَةً) কোন কিছু ছড়ালো।

فَاجِشَةٌ দেখো- ৩/৭ (ك) فَحَشَ الْقَوْلُ (فَحَشًا, ك) অশ্লীল হলো।

فَحَشَ الْأَمْرُ বিষয়টি চরম হলো।

رَؤُوفٌ কোমল, করুণাময়, দয়ালু (رَافَةٌ, ف) তার প্রতি অত্যন্ত

করুণা করলো। (رَافَةٌ, رَافَةٌ, ك) একই অর্থ।

## বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম-ও খবর নির্ধারণ করো।

متعلق এর সাথে এটি في الدنيا و ...

لولا এটি حرف شرطٍ غير جازم এর অর্থ এই যে, শর্ত অস্তিত্ব লাভ করায়

موجودٌ مُুবতাদা فضلُ الله عليكم অস্তিত্ব লাভ করেনি جواب الشرط

هচ্ছে খবর, যা محذوفٌ وجوباً আর لَهَلَكْتُمْ হচ্ছে উহ্য جواب الشرط

অর্থাৎ معطوف এর উপর رحمة এর উপর পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে

وَأَن الله ... لولا فضلُ الله عليكم ورحمته و رَأْفَتُهُ (এর অন্য অর্থ দেখো, ১৮/২৩)

তরজমা : যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার চায় নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো এবং আল্লাহ মমতাময় ও করুণাময় না হতেন (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে)।

(۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ، وَ مَنْ يَتَّبِعْ

خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَانْه يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ، وَ لَوْلَا

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَ

لَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مِنْ يَشَاءُ، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

خُطُوت (পথসমূহ) بھ خُطُوت و خُطَى পদক্ষেপ, হাঁটার সময় দুই

পায়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব خُطْوَةٌ বহু, خطأ একই অর্থ।

(خُطُوتًا, ن) পদক্ষেপ করলো। হাঁটলো (خُطُوتًا, ن)।

زَكَا এটি কোরআনের লিপিবিধান, সাধারণ লিপিবিধানে زَكَا

কারণ يَزْكُو হচ্ছে তার মোযারে' يَزْكِي নয়।

زَكَا وَ زَكَاة (ن) পবিত্র/সংশোধনপ্রাপ্ত হওয়া। দেখো, ১/২৭

## বাক্যবিশ্লেষণ

من এর شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো।

فانْه ... বাক্যটি নিষেধের বা উহ্য جواب الشرط এর কারণ।



(না আসে না) لا التوكيد ক্ষেত্রে (নফীর জবাব الشرط এর لولا বাক্যটি এ ... ما زكى ...  
 (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) أحد (অর্থاً من أحد থেকে অগ্রবর্তী হাল।  
 (মعدوداً) منكم

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পথ অনুসরণ করো না।  
 যে ব্যক্তি শয়তানের পথ অনুসরণ করবে (সে বরবাদ হবে)। কারণ  
 সে তো অশ্লীল ও অন্যায় কাজের আদেশ করে। যদি তোমাদের  
 উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো তাহলে তোমাদের কেউ  
 কখনো পবিত্র হতো না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে  
 পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(١٤) إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا  
 وَ الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ  
 وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* يَوْمَئِذٍ يُؤْفِقُهُمُ  
 اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يرمون (অপবাদ আরোপ করে) رَمَاةً (অপবাদ করা।

رَمَى কৌন কিছু নিষ্ফেপ করলো।

رَمَاهُ তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো

رَمَى فُلَانًا/فُلَانَةً بِأَمْرِ قَبِيحٍ অমুকের নামে কৌন মন্দ বিষয়ের  
 অপবাদ দিলো।

الْمُحْصَنَاتِ (সতী ও পবিত্র নারিগণ) أَحْصَنَ বিবাহ করলো, চরিত্রবান হলো

(نَصْر) الرجلُ مُحْصَنٌ وَ الْمَرْأَةُ مُحْصَنَةٌ

أَحْصَنَ কৌন কিছু রক্ষা করলো, হেফাজত করলো।

الْغُفْلَتِ (সরল ও ভোলাভালা নারিগণ)

يَوْمَ يَأْتِي فُلَانًا حَقُّهُ (তَوْفِيَةً) (পূর্ণ করে দেবেন) অমুককে তার

হক পূর্ণরূপে প্রদান করলো।

يَوْمَ يَأْتِي حَقُّهُ সে নিজের হক পূর্ণরূপে গ্রহণ করলো।

يَوْمَ يَأْتِيهِ اللَّهُ تَوْفَاهُ اللَّهُ

أَوْفَى بِالْوَعْدِ/بِالْعَهْدِ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলো।

أَوْفَى نَذْرَهُ/بِنَذْرِهِ সে তার 'নয়র' পূর্ণ করলো।

أَوْفَى الْكَفْلِ পাত্রে মাপ পূর্ণ পরিমাণে প্রদান করলো।

أَوْفَى شَيْءٍ (وَفَاءٌ، ج) পূর্ণ হলো।

دين ধর্ম, দ্বীন, প্রতিদান, প্রাপ্য শাস্তি বা পুরস্কার (এটিই উদ্দেশ্য।)

الحق অবশ্যসাব্যস্ত, অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত।

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

মূলরূপ- مَضَاءٌ إِلَى "يَوْمٍ" وَهُوَ ظَرْفٌ لِحَبْرِ الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ أَ تَشْهَد ...

عَذَابٍ عَظِيمٍ ثَابِتٌ لَهُمْ يَوْمَ شَهَادَةِ السَّنَةِ ... عَلَيْهِمْ بِعَمَلِهِمْ

এটি এর য়ফী يومئذ

তরজমা : যারা সতী, সরল, মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়াতে ও আখেরাতে অভিশপ্ত হবে, আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি, যেদিন তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের সমুচিত শাস্তি পূর্ণরূপে দান করবেন। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই ন্যায়পর, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।

(١٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بَيْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا অর্থাৎ حتى تستأذِنُوا

أَفْعَلٌ (দেখো, ১৮/১৩) এর زَاكَ বিষয় পবিত্রতার অর্থ অধিক

এটি এর বিবুতা غیر بیوتیک

لَا تَدْخُلُوا حَتَّى اسْتِئْذَانِكُمْ وَ سَلَامِكُمْ অর্থাৎ حتى

وَرَجُوعِكُمْ (দেখো, ৪/৭) অর্থাৎ هو

তরজমা : হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যান্য ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দাও। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারো। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তবে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না, আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যেয়ো। সেটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতার বিষয়। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

(১৬) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفٌّ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ \* وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْيَوْمِ الْمَصِيرِ

শব্দবিশ্লেষণ

صَوَاتٌ وَ صَوَاتٌ বহু صَافٌ (ডানা বিস্তার করে উড্ডয়নকারী) صَافٌ (সারিবদ্ধ হওয়া, সারিবদ্ধ করা। দেখো, ১৫/২৫) (ن) صَفَّ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ পাখি আকাশে ডানা বিস্তার করে উড়লো। مَصِيرُ الْمَاءِ। اسم الطرف صار - يصير এটি (পানির প্রবাহ পথ) পরিণতি, পরিণাম مَصِيرُ الْقَوْمِ (পানির প্রবাহ পথ) পরিণতি, পরিণাম (ض) صَيْرُورَةٌ وَ مَصِيرًا এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া (إلى) অব্যয়যোগে) উপনীত হওয়া, প্রত্যাবর্তন করা

বাক্যবিশ্লেষণ

الم تر প্রশ্নের উদ্দেশ্য, পরবর্তী বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ।  
الطير এটি معطوف হয়েছে يسبح এর ফায়েল من এর উপর  
صافات এটি الطير থেকে হাল।  
كل শব্দটি গুণগতভাবে নাকিরাহ নয়, কারণ إله উহা রয়েছে। অর্থাৎ كل واحد منهم কিংবা এটি ব্যাপকতাজ্ঞাপক শব্দ।  
علم এর ফায়েল হচ্ছে তার মাঝে সুপ্ত যামীর, যা كل এর দিকে ফিরেছে। পরবর্তী যামীরে মাজরুর দু'টিও সেদিকেই ফিরেছে।  
المصير মুবতাদা, আর إلى الله (ثابت) হচ্ছে খবর।

তরজমা : তুমি কি দেখো নি যে, আল্লাহ, তাঁরই জন্য পবিত্রতা ঘোষণা করে যারা আসমানে ও যমীনে রয়েছে এবং ডানাবিস্তার করে উড়ন্ত পাখীরা। তাদের প্রত্যেকেই তার উপযুক্ত ছালাত ও তাসবীহ জেনে নিয়েছে। আর আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর আসমান ও যামীনের রাজত্ব আল্লাহরই জন্য। আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন সাব্যস্ত হবে।

দ্রষ্টব্য : তরজমায় 'সম্যক' শব্দটি যুক্ত করার কারণ চিন্তা করো

(١٧) يَغْلِبُ اللَّهُ الْكَيْلَ وَ النَّهَارَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ \*  
وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ  
وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى  
أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يَغْلِبُ (আবর্তন করেন)

(ض) اُغْلِبْ উল্টানো, উপর-নীচ করা।

فَلَبَّ صَفْحَةً পাতা বা পৃষ্ঠা উল্টালো।

فَلَبَّ شَيْئًا উপুড় করলো, উপর-নীচ করলো।

فَلَبَّ (এতে অতিশয়তার অর্থ রয়েছে, অর্থাৎ) ভালোভাবে বা বেশীভাবে উলটপালট করলো। (দেখো, ৯/২১)

عِبْرَةٌ শিক্ষা, উপদেশ اِغْتَبِرْ বহু اِغْتَبِرْ বিবেচনা করলো, গণ্য করলো  
(ب) অব্যয়যোগে) কোন কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলো।

أُولُو الْأَبْصَارِ (চক্ষুস্থান ব্যক্তিগণ) أُولُو সম্পর্কে দেখো, ২/১১

বাক্যবিশ্লেষণ

أُولُو الْأَبْصَارِ এটি لَأُولُو এর সাথে متعلق - তুমি বাক্যটির পূর্ণ তারকীব করো। এ বাক্যটি হেতুবাচক, অর্থাৎ আল্লাহ রাত্র-দিনের আবর্তন কেন ঘটান তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

ف) অব্যয়টি পূর্ববর্তী বক্তব্যের বিশদ বিবরণনির্দেশক।

.. من يمشي এটি পশ্চাদবর্তী মুবতাদা, আর منهم হচ্ছে معدود এর সাথে  
متعلق যা অগ্রবর্তী খবর। (যারা নিজেদের পেটের উপর গড়িয়ে  
হাঁটে তারা (যমীনে বিচরণকারী) প্রাণীদের মধ্য হতে গণ্য।)  
পরবর্তী বাক্য দু'টির তারকীবও অভিন্ন।

তরজমা : আল্লাহ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান। নিঃসন্দেহে তাতে  
অন্তর্দৃষ্টির অধিকারীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। আর আল্লাহ  
বিচরণকারী প্রতিটি জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের  
কতিপয় বুকে ভর দিয়ে চলে, আর তাদের কতিপয় দু' পায়ের  
উপর চলে, আর কতিপয় চলে চার পায়ের উপর, আর আল্লাহ  
যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল  
কিছুর উপর 'পূর্ণ' ক্ষমতাবান।

(১৮) لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ \* وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ \* وَ  
إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يتولى (ফিরে যায়) ... تَوَلَّى عَنْ ... থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

মাছদার تَوَلَّى দেখো, ৬/২২ অনুগত, একান্ত বাধ্যগত

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا (দেখো, ৯/৩) তারকীবে এর কোন ভূমিকা নেই।

فَرِيقٌ এটি নাকিরাহ হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হতে পেরেছে,  
কারণ পরবর্তী ছিফাত দ্বারা তাতে কিছুটা বিশিষ্টতা এসেছে,  
ফলে শব্দটির নাকিরাত্ব হ্রাস পেয়েছে।

معروضون এটি খবর। আর বাক্যটি পূর্ববর্তী 'শর্ত'-এর জওয়াব।

الحق (প্রাপ্য) এটি يَكُن এর ইসম, لهم (ثابتاً) হচ্ছে তার খবর।

অব্যয়টি অনুকূলতা এবং على অব্যয়টি প্রতিকূলতা বোঝায়



## বাক্যবিশ্লেষণ

ارتابوا এখানে متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ **فِي نَبِيِّهِ**

... أن হরফুলমাছদার দ্বারা ফেয়েলকে মাছদারে রূপান্তরিত করা

হলে নাহবের পরিভাষায় সেটাকে مصدر مؤول বা রূপান্তরিত

মাছদার বলে। এখানে **أن** হচ্ছে مصدر مؤول এবং তা كان

এর পশ্চাদ্বর্তী ইসমরূপে রফার স্থানে রয়েছে।

আর **بينهم** ... **قول المؤمنين** হলো كان এর অগ্রবর্তী খবর।

إذا এটি শর্তের অর্থমুক্ত নিছক **اسم الظرف** যা **قول** এর **ظرف**

এর পূর্ণ তারকীব করো।

من এটি **اسم موصول** ও **شرط** পরবর্তী তিনটি ফেয়েল হচ্ছে শর্ত ও ছিলো,

ছিলো-মাওছুল মিলে মুবতাদা, **جواب** ও খবর তুমি নির্ধারণ করো

**يعتق** ও **يخش** এর **إعراب** আলোচনা করো।

**يقتل** মূলত **ق** এর নীচে কাসরাহ ছিলো, উচ্চারণের সহজায়নের

জন্য **ق** কে সাকিন করা হয়েছে।

তরজমা : তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা (তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে) সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর অবিচার করবেন? বরং তারাই তো অবিচারকারী। মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যেন তিনি তাদের মাঝে ফায়ছালা করেন, তখন তাদের বক্তব্য তো শুধু এই যে, তারা বলবে, শুনলাম এবং মানলাম, আর ওরাই তো সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর আযাব থেকে বেঁচে থাকবে তারাই হবে কৃতকার্য।

(২০) **قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ**

**مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَ**

**مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ \***

## শব্দবিশ্লেষণ

تولوا (মুখ ফিরিয়ে নেয়) মূলত **تَوَلَّوْا** (মুযারে) (দেখো, ৬/২২)

حمل (তার উপর চাপানো হয়েছে) দেখো, ৩/১৪ (ض) এর অনেক অর্থ রয়েছে, প্রধান অর্থ বহন করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

إِنْ تَوَلَّوْا (বিষয়টির ব্যাখ্যা করো) عَنْ إِطَاعَتِهِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ (অর্থ) ৯  
অব্যয়টি হচ্ছে হেতুবাচক।

مَا حُمِّلَ (এটি হিলা-মাওছুল মিলে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, عليه হচ্ছে উহা  
واجب এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

শেষ বাক্যটির তারকীব করো, প্রয়োজনে দেখো, ৭/১০

উপরের প্রতিটি ما সম্পর্কে আলোচনা করো।

তরজমা : আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে তাঁর অর্থাৎ রাসূলের কোন ক্ষতি নেই) কারণ তাঁর উপর বর্তাবে ঐ বিষয় যা তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আর তোমাদের উপর বর্তাবে ঐ বিষয় যা তোমাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করো, তাহলে হেদায়তপ্রাপ্ত হবে। আর স্পষ্ট পৌছানো ছাড়া রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব নেই।

(٢١) أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \* لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

معجزين (অক্ষমকারী) إعجازًا অক্ষম করা কোরআনের অক্ষম

করার গুণ (অলৌকিকত্ব) القرآن مُعْجِزٌ কোরআন অলৌকিক

(মানুষকে তার সামান্য নমুনাও পেশ করতে অক্ষমকারী)

(عن অব্যয়যোগে) অক্ষম/অপারগ হওয়া عَجَزًا (ض)

مأوى মূলত مأوى আশ্রয়স্থল। দেখো, ১০/৪

বাক্যবিশ্লেষণ

مُعْجِزِينَ এর যামীর থেকে হাল, আর مُعْجِزِينَ হচ্ছে  
مفعول به এর দ্বিতীয় لَا تَحْسَبَنَّ



يُنْسِرُ (ও) এদু'টি অরুপান্তরযোগ্য ফেয়েল। ছরফের পরিভাষায় এগুলোকে  
 فعل جامد বলে। فعل جامد সংখ্যায় দু' একটি মাত্র।

يُنْسِرُ কারো প্রতি বা কোন কিছুর প্রতি মনের নিন্দাভাব প্রকাশ  
 করার জন্য এবং نَعِمُ প্রশংসাব্যবহার প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত।

فَاعِلُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ এর পরে দু'টি অংশ থাকে, প্রথমটি তার فاعِل  
 আর দ্বিতীয়টি مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ (নিন্দা-পাত্র) বা مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ  
 (প্রশংসা-পাত্র) যেমন—

يُنْسِرُ الرَّجُلُ رَاشِدٌ শাব্দিক অর্থ— লোকটি অর্থাৎ রাশেদ মন্দ  
 হয়েছে। (মতলব, রাশেদ লোকটি কত না মন্দ!)

يُنْعِمُ الرَّجُلُ أَنْتَ শাব্দিক অর্থ, লোকটি অর্থাৎ তুমি উত্তম হয়েছে।  
 (মতলব— তুমি মানুষটি কত না উত্তম!)

يُنْسِرُ الْمَصِيرُ এখানে هَاجِرٌ এর ফায়েল। আর مَخْصُوصٌ بِالذَّمِّ উহ্য  
 রয়েছে। অর্থাৎ يُنْسِرُ الْمَصِيرُ তা (জাহান্নাম) কত না মন্দ  
 পরিণাম (গমনস্থান)!

তরজমা : তোমরা নামায কয়েম করো এবং যাকাত আদায় করো এবং  
 রাসুলের আনুগত্য করো, যমতে তোমাদেরকে অনুগ্রহ করা হয়।  
 আর তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে 'পরাক্রমশালী' মনে করো না।  
 তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, আর তা বড়ই মন্দ 'গমনস্থান'।

(۲۲) وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الْهَةِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ  
 لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ  
 لَا حَيَوةً وَ لَا نَشُورًا \*

বাক্যবিশ্লেষণ

من دونه এর তারকীব বলো। দেখো— ১৭/১৬

এর لا يخلقون এটি هم يخلقون, هِة এটি لا يخلقون শিনা  
 ফায়েল থেকে حال

তরজমা : তারা তাঁর পরিবর্তে এমন কতিপয় উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা  
 কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়  
 (হয়েছে)। আর তারা নিজেদের ভালো ও মন্দের মালিক নয়,  
 এবং মৃত্যু ও জীবন ও পুনর্জীবনেরও মালিক নয়।

(২৩) وَ قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ،  
لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْزًا أَوْ  
تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَ قَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا  
رَجُلًا مَسْحُورًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

ل هذا সাধারণ 'লিপিবিধানে' লেখা হয়।

كنز (সঞ্চিত সম্পদ) দেখো- ১০/৯

مسحور (জাদুগ্রস্ত) দেখো- ৯/৩

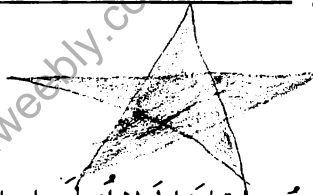
বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি মুবতাদা لهذا الرسول (ন্যূত) হচ্ছে খবর

لولا এটি تحضيض (উদ্বুদ্ধ করার এবং ক্ষোভের সাথে দাবী  
জানানোর অব্যয়)

এখানে السبيغة এর পরবর্তী مضارع টি উহ্য أن দ্বারা মানচুব  
হয়েছে। পরবর্তী ফেয়েল দু'টি أنزل এর উপর معطوف হয়েছে, যা  
মাযী হলেও মুযারে (يُنزل) এর অর্থ প্রদান করে।

তরজমা : তারা বলে, এই রাসূলের হলো কী যে, তিনি খাদ্য গ্রহণ করেন  
এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করেন? কেন তার কাছে কোন  
ফিরেশতা নাযিল করা হলো না, যাতে সে তার সঙ্গে  
সতর্ককারী হয়, কিংবা কেন তার কাছে কোন ধনভাণ্ডার নিক্ষেপ  
করা হয় না, কিংবা কেন তার জন্য একটি বাগান হয় না, যা  
থেকে তিনি আহার করতে পারেন। আর জালিমরা বলে,  
তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত লোকেরই শুধু অনুসরণ করছো।



( ١ ) وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمُنْتَكَةُ أَوْ نَرَىٰ رُسُلَنَا، لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا \* يَوْمَ يَرَوْنَ الْمُنْتَكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا \* وَ قَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

শব্দবিশ্লেষণ

عتوا (তারা স্বেচ্ছাচার করলো) (ন) সীমালঙ্ঘন/স্বেচ্ছাচার করা  
 عتاءٌ বহু (العَاتِي যোগে) স্বেচ্ছাচারকারী  
 حِجْرًا এটি মাছদার, বাবে ফাতাহা, নিষিদ্ধ করা, রোধ করা।  
 قدمنا (ব্যবহার) আগমন করা, শুরু করা, অগ্রসর হওয়া। (قَدُومًا (স)  
 قَدِمَ الْمَدِينَةَ শহরে আগমন করলো।  
 قَدِمَ عَلَىٰ أَمْرٍ কোন বিষয় শুরু করলো।  
 قَدِمَ إِلَىٰ أَمْرٍ কোন বিষয়ে অগ্রসর হলো।  
 هباءً ছিদ্রপথে সূর্যালোকে দৃশ্যমান ধূলোকণা।  
 منثور (বিক্ষিপ্ত) (ن) বিক্ষিপ্ত করা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা।

বাক্যবিশ্লেষণ

معطوف এর উপর أو অব্যয়যোগে এ বাক্যটি نرى ...  
 قد ১৭/১২ অব্যয়টি পরবর্তী বক্তব্যকে জোরদার দেখে, ...  
 করে। সাধারণত মাযীর শুরুতে আসে। মুযারের শুরুতে এলে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহতা বোঝায়।  
 (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) অর্থাৎ الْمُنْتَكَةُ আরُون يوم ...  
 অর্থাৎ معطوف এর উপর আরُون يوم ...  
 এটি حِجْرًا এর হিফাত, উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকীদ হচ্ছে  
 এই উহ্য ফেয়েলের مطلق (তাকে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে [জান্নাত থেকে], এটি 'অভিশাপ বাক্য')

সমগ্র বাক্যটির শাদিক অর্থ- তাদের ফিরেশতাদেরকে দেখার এবং (তাদের উদ্দেশ্যে) ফিরেশতাদের *جبراً محجوراً* বলার দিনটিকে স্মরণ করো।

... لا بشرى ... এটি *معطوف عليه* এর মাঝে 'মধ্যবর্তী বাক্য' বা (*جملة معترضة*) পূর্বাপরের সাথে এর তারকীবগত সম্পর্ক নেই, তবে অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে।

এটি *يَوْمَئِذٍ* তার *ثَابِتٌ* ইসম *لا النافية للجنس* এটি *بشرى* (১২/৮) *متعلق* আর *ل* অব্যয়টি তার *ثَابِتٌ* এর *طرف* আর *ل* অব্যয়টি তার *ثَابِتٌ*

এখানে *عائد إلى الموصول* উহ্য রয়েছে, আর *من عمل* হচ্ছে *ما* এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা।

هـ. এটি *مفعول به* এর দ্বিতীয় *جعلنا* এর *هـ*

তরজমা : আর যারা আমার সাক্ষাতের আশা (বিশ্বাস) করে না তারা বলে, কেন আমাদের উপর ফিরেশতাদের অবতীর্ণ করা হয় না, কিংবা কেন আমরা আমাদের প্রতিপালককে (স্বচক্ষে) দেখি না! অবশ্যই তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং চূড়ান্ত-ভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে।

ঐ দিনটিকে স্মরণ করো যেদিন তারা (মৃত্যুর) ফিরেশতাদের দেখবে- সেদিন অবশ্য অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ নেই - আর ফিরেশতারা বলবে, 'বঞ্চিত করা হোক'

আর তারা যেসব আমল করেছে সেগুলোর দিকে আমি অগ্রসর হবো, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত 'ধূলিকণা' বানিয়ে দেবো।

( ٢ ) وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ

الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يُؤْتِلْنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلاً \* لقد

أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ

خَذُولاً \* وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبْ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ

مَهْجُورًا \* وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، وَ

كَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَ نَصِيرًا \*

## শব্দবিশ্লেষণ

يعض (কামড়াবে) (ف) كَامِضًا (সাধারণত على অব্যয়যোগে, তবে  
সুরাসরি ব্যবহারও রয়েছে, রূপক অর্থ- আকড়ে ধরা)

عَصَوْا عَلَى السُّنَّةِ بِالنَّوَاجِدِ (তোমরা সুন্নাহকে প্রবলভাবে আকড়ে ধরো)  
 نَاجِدٌ মাড়ির দাঁত, نَوَاجِدٌ (শাব্দিক অর্থ- তোমরা সুন্নাহকে  
 মাড়ির দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরো)

عَصْرٌ عَلَى يَدِهِ অর্থ- সে হাত কামড়ালো, (রূপক অর্থ) সে আফসোস বা অক্ষম ক্রোধ প্রকাশ করলো।

وَيْلٌ      কলংক, লজ্জা । (এটি مَوْت এর وَيْلٌ নয়) অর্থ ধ্বংস ।

মহজুর (পরিত্যক্ত) দেখো, ১৬/১৪

خَذُول (ব্যবহার) خَذَلًا، خَذَلْتُ (ن) (পরিত্যাগকারী) خَذُول  
তাকে পরিত্যাগ করলো। خَذَلَهُ أَوْ عَنْهُ

## বাক্যবিশ্লেষণ

يا ليتني এটি মূলত, **حرف النداء** বা সম্বোধন-অব্যয়। তবে যেখানে সম্বোধনের অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয় সেখানে অন্যান্য অর্থ উদ্দেশ্য হয়, যেমন- আফসোস বা অনুতাপ প্রকাশ করা এবং সতর্ক বা সচেতন করা।

مفعول به د্বিতীয় ও প্রথম এর لم اتخذ এটি ফলানা খিলা  
(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) اذكركم يوم عَص الطالِم على يَدِه ৯ অর্থাৎ يوم بعض

এ বাক্যটি প্রথম লিট এর খবর, আর লিট হচ্ছে দ্বিতীয় লিট এর খবর

وَيْلَتَا مূলত وَيْلَتِي সুতরাং এটি مضاف এখানে المتكلم يا، আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। আফসোস প্রকাশের ক্ষেত্রে এরূপ করা হয়। নিজেদের বরবাদিকে নিদা করে আফসোস ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

بعد এটি مضاف এবং اَصْلِي এর ظرف রূপে মানছুব  
 إذ এটি بعد এর مضاف إليه আবার الطرف اسم হওয়ার কারণে  
 পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف হয়েছে। বাক্যটির মূলরূপ—  
 (উপদেশ আসার সময়ের পরে) بعدَ وقتٍ مَجْبِي الذِكر

তরজমা : ঐ দিনটিকে স্মরণ করুন যখন জালিম তার হাত কামড়াবে আর বলবে, হায়, যদি আমি রাসূলের সঙ্গে (হেদায়াতের) পথ গ্রহণ করতাম! হায় আফসোস, যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পর অবশ্যই সে আমাকে তা থেকে বিচ্যুত করেছে, আসলে শয়তান মানুষকে (বিপদের সময়) পরিত্যাগ করে।

আর রাসূল (মুহাম্মদ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার কাওম (কোরাযশ) তো এই কোরআনকে 'পরিত্যক্ত' সাব্যস্ত করেছে। তদ্রূপ আমি প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রেই অপরাধীদের মধ্য হতে একদল শত্রু নির্ধারণ করেছি, তবে হেদায়াতকারী এবং সাহায্যকারী হিসাবে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

( ৩ ) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا \* فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا، فَدَّمَارْنَهُمْ تَذْمِيرًا \* وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ اغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا \* وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرُّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا \* وَكُلًّا صَرْفْنَا لَهُ الْآمَثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

তদমিরা ও তদমিরা ধ্বংস করা قرون (বিভিন্ন জাতি) দেখো, ১৮/৫

الرس একটি প্রাচীন কূপের নাম। সেই কূপের চারপাশে যারা বাস করতো। এরা মূর্তিপূজক ছিলো, আল্লাহ হযরত শোআইব (আঃ)-কে তাদের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তখন আল্লাহ তাদেরকে কুয়ার চারপাশে ভূমিধ্বস ঘটিয়ে ধ্বংস করেছিলেন।

বাক্যবিশ্লেষণ

وزيرا (সাহায্যকারী) এটি جعلنا এর দ্বিতীয় তুমি مفعول به এর তারকীব বলো।

جعل এবং এ জাতীয় আরো কিছু ফেয়েলের به মূলত

قوم نوح

মুবতাদা-খবর। যেমন এখানে মূলত ছিলো أَخُوهُ هَارُونَ وَزِيرُهُ  
এটি উহ্য ফেয়েল أَغْرَقْنَا এর পরবর্তী أَغْرَقْنَا হচ্ছে তার  
ব্যাক্তা। যেহেতু পরবর্তী ফেয়েলটি قَوْمَ نوح এর যমীরকে مفعول به  
বানিয়েছে সেহেতু قَوْمَ نوح কে তার অগ্রবর্তী مفعول به বলা সম্ভব  
নয়। যেমন نَصَرْتُ رَاشِدًا বাক্যে رَاشِدًا হচ্ছে نَصَرْتُ এর অগ্রবর্তী  
نَصَرْتُ رَاشِدًا উহ্য ফেয়েল হচ্ছে رَاشِدًا বাক্যে رَاشِدًا مفعول به  
এর مفعول به অর্থাৎ এখানে বাক্য দুটি।

مفعول به এর أَهْلَكْنَا উহ্য مفعول به عليه ও معطوف এবং عَادًا و  
এটি উহ্য عَاشِرًا এর ظرف এবং বাক্যটি قُرُونًا এর প্রথম ছিফাত,  
بين ذلك هচ্ছ দ্বিতীয় ছিফাত।

قرونًا

এখানে أَقْوَامًا অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং তার ছিফাত বহুবচন হওয়ার  
কথা, তবে كثير শব্দটি বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়, যেমন কোরআনে  
আছে— رَجُلًا كَثِيرًا

১৫

প্রথমটি উহ্য أَنْذَرْنَا এর مفعول به যা পরবর্তী ফেয়েল দ্বারা বোঝা  
যায়, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে تَبَيَّنَّا এর অগ্রবর্তী مفعول به

তরজমা : নিঃসন্দেহে মূসাকে আমি কিতাব দান করেছি এবং তার সঙ্গে  
হারুনকে (তার) সাহায্যকারী বানিয়েছি। তারপর তাদেরকে  
বলেছি, তোমরা আমার নিদর্শনসহ ঐ কাওমের নিকট গমন  
করো যারা আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।  
তারপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।

আর নূহের কাওমকে আমি ডুবিয়ে দিলাম যখন তারা রাসূলদের  
প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, আর তাদেরকে আমি পরবর্তী  
লোকদের জন্য নিদর্শন বানালাম। আর যালিমদের জন্য আমি  
যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করেছি।

আর আমি ধ্বংস করেছি আদ, হামূদ এবং কূপের (নিকুটের)  
অধিবাসীদেরকে এবং ঐ সময়ের মাঝে বিদ্যমান বহু সম্প্রদায়কে,  
আর সবাইকে আমি সতর্ক করেছি বিভিন্ন উদাহরণ বর্ণনা করে।  
আর সবাইকে আমি সমূলে ধ্বংস করেছি।

দ্রষ্টব্য : ‘ধ্বংস করলাম’ এর পরিবর্তে ‘ধ্বংস করে দিলাম’ কেন  
বলা হলো, চিন্তা করো।

এই উদ্দেশ্য হচ্চে পূর্ববর্তী ফেয়েলকে তাকীদ করা, বাংলায় 'তাকীদ' এসেছে 'সমূলে' দ্বারা।

( ৬ ) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوَاءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، بَلْ كَانُوا لَا يَزْجُونَ نَشُورًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَمْطَرَ (তাকে বৃষ্টিকবলিত করা হয়েছে)  
 (ن) السَّمَاءُ বা مَطَرًا, مَطَرًا বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া। এটি সাধারণত مَطَرُ السَّحَابِ এর দিকে মসন্দ হয়, যেমন مَطَرَتِ السَّمَاءُ ও مَطَرَتِ السَّحَابُ বলা হয়- مَطَرَتِ السَّمَاءُ: القومُ - একই অর্থে- أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ এবং أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ: القومُ - একই অর্থে- أَمْطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً

বাক্যবিশ্লেষণ

مَطَرُ السَّوَاءِ এটি أَمْطَرَتْ এর মفعول مطلق ফেয়েল ও মাছদারের বাব এখানে ভিন্ন, তবে মাদ্দাহ অভিন্ন। مَطَرُ السَّوَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রস্তর বর্ষণ।

তরজমা : নিঃসন্দেহে তারা (মক্কাবাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছে, যার উপর মন্দবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছে। সুতরাং তারা কি ঐ জনপদকে (শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে) দেখতো না। আসলে তারা পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করে না।

( ৫ ) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا \* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا \* الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ خَبِيرًا \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا \*



## শব্দবিশ্লেষণ

ظهير পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী।

استوى على العرش আরশে অধিষ্ঠিত হলেন (আরশে আল্লাহর অধিষ্ঠান কেমন, তা বোঝার সাধ্য বান্দার নেই। সেটা আল্লাহ-ই জানেন, আমরা শুধু আল্লাহর কথা বিশ্বাস করি)

نفور (বিতৃষ্ণা) نفور من شيء কোন কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা হলো  
نفرا، نفورا، ض) সফর করলো, পরিভ্রমণ করলো।

خبير কোন বিষয়ে বিজ্ঞ, পূর্ণ অবগত।

## বাক্যবিশ্লেষণ

..... لا ছিলো ও মাওছুল মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো

من دون الله এর তারকীব করো, (১৭/১৬) পুরো বাক্যটির স্বাদিক অর্থ বলো

على ربه অর্থাৎ على عَصَبَانِ رَبِّهِ আর এটি ظهيرا এর সাথে متعلق তার আগে  
উহ্য রয়েছে।

عليه এটি اسأل এর সাথে متعلق আর যমীরের مرجع হচ্ছে التبليغ যা  
পূর্ববর্তী أرسلنا থেকে মাহুম হয়।

من أجر অর্থাৎ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করে)

لا এটি لكن এর সমার্থক

فليفعل অর্থাৎ جواب الشرط উহ্য রয়েছে, من شاء

এটি بذنوب عبادে এর সাথে متعلق এবং তা كفى এর فاعل থেকে হাল  
এর ফায়েল তুমি চিহ্নিত করো

... الذي ছিলো-মাওছুল মিলে মুবতাদা الرحمن হচ্ছে খবর (তরজমায়  
অবশ্য 'রহমান'কে মুবতাদা ধরা হয়েছে)

ف এটি رابطه এখানে شرط ও شرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ إن  
شئتَ العلمَ بذلكَ ...

متعلق এর সাথে خبيرا به

إذا এর ظرف এবং পরবর্তী  
বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক কী? পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী?

لا تأمرنا অর্থাৎ لا أمرن (বিষয়টি ব্যাখ্যা করে)

زادهم نفورا সুপ্ত যামীর হাচ্ছে ফায়েল, যা ফিরেছে قبل এর মাছদারের দিকে। (দেখো- ৪/৭) মূলত ছিলো- زادُ نفورهم  
 مضاف بيه কে তামীয করা হয়েছে  
 (দেখো- ৯/২২) এখানে من الدين উহ্য রয়েছে।  
 (ঐ বক্তব্য তাদেরকে বৃদ্ধি করেছে দ্বীনের প্রতি বিতৃষ্ণার দিক থেকে; অর্থাৎ ঐ বক্তব্য দ্বীনের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দিয়েছে)

**তরজমা :** তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন উপাস্যের উপাসনা করে যা তাদের না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে কাফির তার প্রতিপালকের (নাফরমানির) বিষয়ে (শয়তানের) সাহায্যকারী।

আর আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি। আপনি বলুন, এই তাবলীগের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। তবে যে তার প্রতিপালকের দিকে গমনের পথ গ্রহণ করতে চায় (সে যেন তাই করে)।

আর আপনি ঐ চিরঞ্জীব সত্তার উপর নির্ভর করুন, যার মৃত্যু নেই। আর আপনি তার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

আর রহমান তো তিনি যিনি আসমান-যমীনকে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। (তুমি যদি এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চাও) তাহলে তাঁর বিষয়ে অবগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা রহমানকে সিজদা করো তখন তারা বলে, রহমান আবার কী? আমরা কি শুধু তোমার 'হুকুমের' কারণে সিজদা করবো। আসলে সিজদার আদেশ দ্বীনের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে দেয়।

**দ্রষ্টব্য :** ٥: ٧٢ এর তরজমায় ٧ যমীরটি অনুক্ত রয়েছে। আর আদেশের পরিবর্তে হুকুম শব্দটিই এখানে অধিকতর উপযুক্ত।

( ٦ ) وَ إِذِ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَتَيْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* قَوْمٌ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ \* وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ \* وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ \* قَالَ كَلَّا، فَاذْهَبَا بِأَيْتِنَا، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ \* فَاتَّبَعَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

শব্দবিশ্লেষণ

يضيق (অপ্রসন্ন হয়ে পড়বে) ضيقًا (সংকীর্ণ হওয়া) (অপ্রসন্ন হয়ে পড়বে) يضيق

ضائق الطريق পথটি সংকীর্ণ হলো

ضاق صدره يشيء কোন কিছুর প্রতি তার মন অপ্রসন্ন হলো

لا ينطلق (সাবলীল হয় না, জড়তামুক্ত হয় না) انطلق চলল। রওয়ানা হলো

انطلق তার জিহ্বা বা কথা সাবলীল হলো।

رسول (প্রেরিত পুরুষ) এটিকে مفرد আনার কারণ এই যে, এটি ঐ

শব্দগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো বহুবচনেও ব্যবহৃত হতে পারে।

বাক্যবিশ্লেষণ

وَ إِذِ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) وَ إِذِ نَادَى

القوم বাহ্যত এটি مفعول فيه কারণ তরজমা হলো (জালিম কাওমের কাছে যাও) প্রকৃতপক্ষে তা مفعول به যদি এভাবে অর্থ করি, (যালিম কাওমকে গমনের ক্ষেত্র বানাও) তাহলে مفعول به এর অর্থ স্পষ্ট হয়

قوم فرعون এটি তারকীবে কী হয়েছে বলা।

أرسل إلى ف..... অর্থاً جواب শর্তের উহা এটি

أرسل إلى এটি উহা শর্তের উহা এখান থেকে হজে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা, আর হরফুলজরদু'টি متعلق এই উহা খবরের সাথে ثابت

بأيتنا অর্থاً اذْهَبَا مُتَلَبَّسَيْنِ بِأَيْتِنَا (আমার নিদর্শনসমূহের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় যাও) বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

أن أرسل এটি حرف التفسير কারণ পূর্ববর্তী رسول এ এর অর্থ রয়েছে।

তরজমা : আর ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে 'নিদা' করলেন যে, তুমি যালিম কাওমের কাছে, অর্থঃ কাওমে

ফিরআউনের কাছে যাও। (এবং জিজ্ঞাসা করো) তারা কি (আল্লাহর আযাবকে) ভয় করবে না? মুসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, তারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে এবং (এ কারণে) আমার হৃদয় অপ্রসন্ন হয়ে পড়বে এবং আমার কথা সাবলীল হবে না। সুতরাং আপনি (আমার ভাই) হারুনের কাছে অহী প্রেরণ করুন।

আর তাদের তো আমার বিরুদ্ধে অপরাধের দাবী রয়েছে। তাই আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।

আল্লাহ বললেন, কক্ষনো না, সুতরাং তোমরা আমার নিদর্শনা-বলীসহ গমন করো, আমি অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থেকে

- (কথাবার্তা) শ্রবণ করবো (এবং সাহায্য করবো)।

সুতরাং তোমরা ফিরআউনের কাছে উপস্থিত হও এবং বলো, আমরা দু'জন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের বার্তাবাহক, এই মর্মে যে, আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও। (তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখো না)

( ৭ ) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ \* قَالَ

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ \* قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

لَمَجْنُونٌ \* قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ \*

قَالَ لَيْسَ اتَّخَذَتِ الْهَاءُ غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ \* قَالَ أَوْ

لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ \* قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

إِيقَاتًا (বিশ্বাসকারী) মوقিন (বিশ্বাস করা, বিশ্বাস করা)।

حول

চারপাশে

مشرق

এটি اسم الظرف উদয়ের স্থান, مغرب অস্ত যাওয়ার স্থান।

سُورَتِ الشَّمْسِ (شَرْقًا, شَرْقًا, ن) সূর্য উদিত হলো।

أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ একই অর্থ

নাহবের পরিভাষায় طرف মানে ঐ শব্দ যা পূর্ববর্তী ফেয়েল

ঘটার সময় বা স্থান বোঝায়, আর اسم الظرف মানে ঐ সকল শব্দ যা স্থান বা কাল বোঝায়, কতিপয় اسماء الظروف হচ্ছে معرب আর কতিপয় হচ্ছে مبني

ছরফের পরিভাষায় اسم الظرف হলো মাছদার থেকে তৈরী শব্দ, যা ঐ মাছদারের ঘটার সময় বা স্থান বুঝায়। ছুলাছী মুজাররাদ থেকে اسم الظرف এর ওজন হলো مفعول ও مفعল আর অন্যান্য বাবের اسم الظرف ঐ বাবের اسم المفعول এর ওজনে আসে।

مسجون (যাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে)

سَجَنَهُ (سَجَنًا، ن) তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো।

#### বাক্যবিশ্লেষণ

وما بينهما এর তারকীব করো। পুরো অংশটি উহ্য هو এর খবর।

فَأَمِنُوا بِهِ جواب এর شرط কন্تم موقنين (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) حَوْلَهُ (موجود) অর্থাৎ

পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ এর পূর্ণ তারকীব করো।

এখানে جواب الشرط ও شرط লئن (১৯/১৩)

مَفْعُولٌ بِهِ দ্বিতীয় এর أَجْعَلُ আর (معدودًا) من المسجونين

এর جواب হচ্ছে تَسْجُنُنِي পূর্ববর্তী বাক্য হচ্ছে কারীনা

إِنْ كُنْتُ ... فَأَتِ بِهِ অর্থাৎ ان كنت ...

তরজমা : ফিরআউন বললো, রাক্বুল আলামীন আবার কে ? তিনি বললেন, (তিনি) আসমান-যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা ইয়াকীনকারী হও (তাহলে তাঁর প্রতি ঈমান আনো) সে তার চারপাশের লোকদের (উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে) বললো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছে না? তিনি বললেন, (তিনি) তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের আদিপূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। সে বললো, তোমাদের রাসূল, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে আস্তো পাগল। তিনি বললেন, (তিনি) মাশরিক ও মাগরিবের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা বোঝো (তাহলে তাঁর প্রতি ঈমান আনো।) সে বললো, যদি তুমি আমার 'গায়রকে' ইলাহ বলে গ্রহণ করো

তাহলে অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো। তিনি বললেন, যদি তোমার সামনে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করি (তাহলেও কি তুমি তা করবে?) সে বললো, তাহলে তুমি তা পেশ করো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

( ৮ ) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ \* وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظَرِ \* قَالَ لِلْمَلِكِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ \* يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ \* قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ \* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مدن ও مدائن (শহর) বহু مدائن এ সম্পর্কে দেখো- ৯/৩  
ارجعه এটি ساحر এর অতিশয়ী শব্দ।  
سحار

বাক্যবিশ্লেষণ

فإذا এটি আকস্মিকতাজ্ঞাপক শব্দ। (দেখো- ৯/৩)

لنظرين এটি مُعْجَبَةٌ (মুগ্ধকারী) এর متعلق এবং দ্বিতীয় খবর।

حوله حال الملا থেকে এটি (মوجودين)

ماذا مفعول به এটি تأمرُونَ এর

يريد أن ... এ বাক্যটি ساحر এর দ্বিতীয় ছিফাত।

ابعث في এখানে إلى এর পরিবর্তে في এসেছে। কারণ এখানে انشر এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটাকে تضمين বলে। দেখো- ১৭/১৭

তরজমা : সে তার চারপাশের দরবারীদের বললো, নিঃসন্দেহে এ বিজ্ঞ জাদুগর, যে তার জাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের বাসভূমি থেকে বের করে দিতে চায়। সুতরাং তোমরা কী পরামর্শ দাও? তারা বললো, তাকে এবং তার ভাইকে অবকাশ দান করুন, আর বিভিন্ন শহরে ঘোষণাকারীদের প্রেরণ করুন, তারা আপনার কাছে অতি বিজ্ঞ সকল জাদুগরকে উপস্থিত করবে।

( ৯ ) فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ \* وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ \* لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ \*

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّا لَمُنَافِعُ أَنْ يَأْتِيَنَا الْفُلُ أَنْ نَكُنَّا نَحْنُ  
الْغَالِبِينَ \* قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقْرُوبِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مَوَاقِيْتُ কোন কাজের জন্য নির্ধারিত সময় বা স্থান। বহু মَوَاقِيْتُ

مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ - মওাকিত্‌-ই-সলাত্

مَعْلُوم এটি থেকে المفعول (যাকে জানা হয়েছে, অর্থাৎ) নির্দিষ্ট, পরিচিত, জানা।

বাক্যবিশ্লেষণ

هل এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো উদ্ভুদ্ধকরণ এবং আদেশ দান।

هم এটি كانوا এর সাথে যুক্ত যামীরে মারফু এর মুআক্কিদরূপে রফার স্থানে এসেছে। অথবা এটি মুবতাদা ও খবরের মাঝে ضمير الفصل

تَتَّبِعُهُمْ পূর্ববর্তী বাক্যটি এর কারীনা

لما এ সম্পর্কে যা জানো বলো। পূরো বাক্যটির মূলরূপ বলো।

لأَجْرٍ মুবতাদার শুরুতে তাকীদের জন্য যুক্ত لام কে لام الابتداء বলে

إِنْ এর ইসম। এর খবর চিহ্নিত করো

... جَوَابُ الشَّرْطِ ও কারীনা উল্লেখ করো।

لَمْ التَّوَكِيدُ হুচ্ছে আর لَمْ এর খবর, আর مِنْ الْمَقْرُوبِينَ

তরজমা : তখন একটি পরিচিত দিনের নির্ধারিত সময়ের জন্য জাদুগর-দেরকে একত্র করা হলো। আর লোকদেরকে বলা হলো, তোমরা কি সমবেত হবে? যাতে আমরা জাদুগরদের অনুগমন করতে পারি, যদি তারাই বিজয়ী হয়।

আর জাদুগররা যখন উপস্থিত হলো তখন তারা ফিরআউনকে বললো, আমাদের জন্য কি নিশ্চিত প্রতিদান রয়েছে, যদি আমরাই বিজয়ী হই? সে বললো, হ্যাঁ, আর নিঃসন্দেহে তখন তোমরা নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে।

(١٠) قَالَ لَهُمْ مُوسَى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ \* فَاَلْقَوْا حِجَالَهُمْ وَ عَصِيَّتَهُمْ

وَ قَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اَنَا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ \* فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ

فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ \*  
 قالوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ \* رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ \* قَالَ أَمْنْتُمْ  
 لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ، فَلَسَوْفَ  
 تَعْلَمُونَ، لَا قُطْعَنٌ أَيْدِيَكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صُلْبَكُمْ  
 أَجْمَعِينَ \* قالوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ \* إِنَّا نَطْمَعُ  
 أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

تَلْقَفُ (গ্রাস করছে, গিলছে) (س) لَقَفَ شَيْئًا (أَقْفًا) (ض)  
 يَأْفِكُونَ (কারসাজি করে তৈরী করেছে) (ض) إِفْكًا মিথ্যা আরোপ করা  
 لَاقِطَعْنَ مِنْ خِلَافٍ ও لِأَصْلَبِنَ ও لَاقِطَعْنَ সম্পর্কে দেখো- ১৬/২৭ এবং ৯/২১  
 ضير ক্ষতিকরণ, ক্ষতি  
 مُنْقَلِبُونَ (প্রত্যাবর্তনকারী) (দেখো- ৬/১৫) اسم الفاعل এর

বাক্যবিশ্লেষণ

১১/২১- দেখো এ সম্পর্কে القوا ما انتم ملقون  
 متعلق এর نُقَسِمُ উহ্য এটি بعزة  
 إن এর খবর। শব্দটি الفُلبون শুধু কিংবা এ বাক্যটি نحن الفُلبون  
 এ হি বাক্যটি পুরো মفعول به এর تَلْقَفُ এটি ما يَأْفِكُونَ অর্থাৎ  
 খবর।

فَالْقِيَ এখানে না বলা وَقَعَ এখানে বলা الْيَقِي বলা হয়েছে এ কথা বোঝানোর জন্য  
 যে, এর পিছনে একটি গায়বী কুদরত কাজ করেছে।  
 سَاجِدِينَ এর তারকীব ও তরজমার পার্থক্য আলোচনা করো।

এ বাক্যটির তারকীব করো।

১৭/১৮- দেখো সম্পর্কে

এটি উহ্য ثَابِتٌ عَلَيْنَا ই সম। এবং لا النافية للجنس  
 খবর (আমাদের উপর কোন ক্ষতি সাব্যস্ত নেই) (১২/৮)

আমরা আশা করি) (দেখো- ১/১৯)

لِكُونِنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ- মূলরূপ, এটি উহ্য التعليل এর ...



তরজমা : মুসা তাদেরকে বললেন, তোমরা নিষ্কেপ করো যা নিষ্কেপ করবে। তখন তারা তাদের লাঠি ও দড়ি(গুলো) ফেললো, আর বললো, ফিরআউনের মহাপরাক্রমের কসম! অতি অবশ্যই আমরাই বিজয়ী হবো।

তারপর মুসা তাঁর 'আছা' নিষ্কেপ করলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেলো যে, তা গিলে ফেলছে ঐ সব সামগ্রীকে যা তারা মিথ্যারূপে তৈরী করেছে।

তখন জাদুগরেরা সিজদায় নিষ্কিপ্ত হলো। তারা বললো, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতিপালক, অর্থাৎ মুসা ও হারুনদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।

ফিরআউন বললো, আমি অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! সে তো তোমাদের নেতা, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে (আমার অবাধ্যতার পরিণাম)। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা উল্টোভাবে কেটে ফেলবো এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে ছাড়বো। তারা বললো, আমাদের কোন ক্ষতি নেই, কেননা আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। আমরা তো আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। কারণ আমরা ঈমান আনয়নকারীদের প্রথম ছিলাম।

দ্রষ্টব্য : قطع ও صلب এর তরজমা চিন্তা করো।

মুছা (আঃ) এর লাঠি তো সাধারণ লাঠি ছিলো না, তাই সাধারণ শব্দের পরিবর্তে 'আছা' এই বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(১১) وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ \* فَارْتَلْ فرعونُ في المدائنِ حُشْرِينَ \* إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ \* وَأَنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ \* وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حُذْرُونَ \* فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ \* وَ لَكُمْ نَزِيرٌ وَ مَقَامٌ كَرِيمٌ \* كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ \* فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ \* فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمَذْكُورُونَ \* قَالَ كَلَّا، إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

اسر (নৈশযাত্রা কর) اسرأ - يسري - اسرأ রাতে যাত্রা করা  
(ব্যবহার) اسرأ الليل/بالليل রাতে পথ চলা/সফর করা।  
اسرأ فلان/بفلان কাউকে নিয়ে রাতে সফর করা, কাউকে রাতে  
সফর করানো।

متبعون (যাদেরকে অনুসরণ করা হয়) اسم المفعول 'আল-এর اسم  
اتبع فلان অমুককে অনুসরণ করলো (এর দুটি অর্থ)  
(ক) তার অনুকরণ করলো, আদর্শ গ্রহণ করলো।  
(খ) (যে কোন উদ্দেশ্যে) তার পিছনে পিছনে গেলো (এখানে  
দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য।)

شرذمة বহু شرذم কোন কিছুর অংশ বা টুকরো  
غائط (ক্রুদ্ধকারী) غائط (ض) তাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করলো।  
جميع এটি اسم جمع এর নিজস্ব ধাতুগত নেই مِنْ لَفْظِهِ  
এখানে এটি جماعة বা قوم অর্থে এসেছে।

حاذر (এখানে অর্থ- প্রস্তুত) س حذراً সতর্ক/প্রস্তুত হওয়া  
কোন কিছু থেকে সতর্ক হলো।

عين ঝরনা, বহু عيون (অন্য অর্থ- চক্ষু)

أورثنا (স্থলবর্তী করলাম) দেখো- ৯/৭

اتبعوا (তারা ধাওয়া করলো) اتبع شينا অনুসরণ করলো।

مشرق (উদয়কাল যাপনকারী)

أشرق القوم লোকেরা সূর্যোদয়কাল যাপন করলো। ১৯/৭

تراء এটি تفاعل এর ফেয়েল। এ বাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো  
পরস্পরতা; তখন ফায়েল একাধিক হওয়া অপরিহার্য।

ترأى - يرأى - ترأى মুখোমুখি হওয়া, একে অপরকে দেখা

جمع দল, বাহিনী, বহু جمع

مدرك (ধৃত) إدراك ধরা, পাকড়াও করা।

## বাক্যবিশ্লেষণ

أ এ অব্যয়টি সম্পর্কে যা জানো বলো। ১৪/১৩ এবং ১৩/২৮

ب অব্যয়টি সঙ্গ বোঝানোর জন্য (لِلْمَصَاحِبِ) অর্থাৎ আমার

বান্দাদেরকে সঙ্গে করে রাতে যাত্রা করো। কিংবা للتعبية

انكم ... এ বাক্যটি হেতুবাচক।

قليلون এটি ছিফাত, তবে شزيمة এর মাঝেই সল্পতার অর্থ রয়েছে।

সুতরাং এই ছিফাত দ্বারা তাতে নতুন অর্থের সংযোজন হচ্ছে

না, বরং শুধু তাকীদের মাত্রা যোগ হচ্ছে।

لنا অব্যয়টি অতিরিক্ত, অর্থকে জোরদার করছে। সুতরাং অর্থগত  
مفعول به এর غائظون না হচ্ছে

لغائظون এই লাম হচ্ছে التوكيد

مشرقين এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা : আর আমি মূসার নিকট অহী পাঠালাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাদেরকে সঙ্গে করে তুমি নৈশযাত্রা করো। কারণ তোমাদেরকে অনুসরণ করা হবে।

তখন ফিরআউন বিভিন্ন শহরে একত্রকারী (ঘোষক) পাঠালো।

(তারা এই ঘোষণা দিলো,) নিঃসন্দেহে এরা অতিক্ষুদ্র দল। আর এরা আমাদেরকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করেছে। আর আমরা পূর্ণ প্রস্তুত একটি বাহিনী।

এভাবে আমি তাদেরকে বের করলাম বাগবাগিচা থেকে এবং নহর-ঝর্ণা থেকে এবং ধনসম্পদ থেকে এবং উৎকৃষ্ট স্থান থেকে। এভাবে আমি বনী ইসরাঈলকে সেগুলোর উত্তরাধিকারী বানালাম। আর তারা তাদেরকে উদয়কালে ধাওয়া করলো।

যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেলো তখন মূসার অনুগামীরা বলে উঠলো, আমরা তো ধরা পড়লাম। (আমরা অবশ্যই ধৃত হবো) তিনি বললেন, কিছুতেই না। (কারণ) আমার সঙ্গে তো আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।

(১২) كَذَّبَتْ قَوْمُ نوحٍ المرسلين اذ قال لهم نوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ \* اِنِّى لَكُمْ

رَسُولٌ اٰمِيْنٌ \* فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنِ \* وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ

مِنْ اَجْرٍ، اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ \* فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنِ \*

قالوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْارْذٰلُونَ \* قال و ما علمى بما كانوا

يَعْمَلُونَ \* إِنَّ حِسَابَهُمُ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ \* وَ مَا أَنَا بِطَارِدٍ  
المؤمنين \* إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

الأردلون এবং الأراذل হচ্ছে الأردل এর বহু, নিকৃষ্ট, ইতর, নীচ।

বাক্যবিশ্লেষণ

إِذْ এখানে إِذْ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

عليه যামীরের مرجع নির্ধারণ করো। (প্রয়োজনে- ১৯/৫)

من أجرة এর তারকীব ব্যাখ্যা করো। (প্রয়োজনে- ১৯/৫)

نؤمن এটি যামীরে মাজরুর থেকে حال কারণ অর্থগতভাবে তা اتبعك الأردلون

এর مفعول به

ما এটি যুবতাদা أي شيء এর সমার্থক علمي হচ্ছে খবর; কিংবা

এটি ليس এর সমার্থক ما আর ثابتًا হচ্ছে তার উহ্য খবর।

عَلَمِي بِعَمَلِهِمْ অর্থাৎ بما كانوا ...

طارِدُ المؤمنین এবং طَارِدُ المؤمنین এর তারকীব বলো। (দেখো, ১২/৪)

তরজমা : নূহের কাওম প্রেরিতদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, যখন তাদেরকে তাদের ভাই নূহ বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আর এই তাবলীগের বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো শুধু রাক্বুল আলামীনের যিম্মায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

তারা বললো, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনবো, অথচ তোমার অনুগমন করেছে ইতর লোকেরা!

তিনি বললেন, তাদের আমল সম্পর্কে আমার কী জানা আছে? (কিছুই জানা নেই) তাদের হিসাব-কিতাব তো শুধু আমার প্রতিপালকের যিম্মায়। যদি তোমরা (এটা) বুঝতে (তাহলে ভালো হতো) আর আমি তো মুমিনদের তাড়াতে পারি না। কারণ আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

(১৩) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ \* قَالَ رَبِّ  
 إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ \* فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَ  
 مِنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ  
 الْمَشْحُونِ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، وَمَا كَانَ  
 أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

২/৯- انتہاء (যদি তুমি বিরত না হও) لنن لم تنته

১২/১৩ (যাকে পাথর মারা হয়েছে) (দেখো- ১২/১৩) مرجوم

افتح (ফায়ছালা করুন) (ف) দুই প্রতিপক্ষের মাঝে ফায়ছালা করলো।

مشحون (বোঝাইকৃত) (شحنًا، ف) জাহাজ বোঝাই করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

لئن এই লাম হচ্ছে কসমের আভাস দানকারী, আর পরবর্তী লাম  
 উহ্য اُنِّيمُ وَاللَّهُ শুরুতে حرف الشرط হচ্ছে إن আর لام القسم  
 রয়েছে। (সমস্ত لنن সম্পর্কে একই কথা)

لم تنته এটি এখানে عَنْ دَعْوَتِكَ شرط উহ্য রয়েছে।

تكونن এটি جواب الشرط নয়, কারণ 'কসম' আগে এসেছে।  
 এখানে جواب الشرط উহ্য হবে, আর جواب القسم হবে তার কারীনা  
 এটি (معدودًا) من المرجومين এর খবর।

و من معي من المؤمنين এর বিশদ তারকীব করো।

مع এটি উহ্য شبه الفعل আর ظرف في হচ্ছে তার সাথে

بعد ظرف بعدُ اُنْجَيْنَاهُمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) এটি اَغْرَقْنَا এর

তরজমা : তারা বললো, হে নূহ! তুমি যদি (তোমার দাওয়াত থেকে)  
 বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি 'পাথর-নিষ্ফিণ্ড' হবে।  
 তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার কাণ্ডম তো  
 আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। সুতরাং আপনি আমার  
 মাঝে এবং তাদের মাঝে উত্তম ফায়ছালা করুন এবং আমাকে

ও আমার সঙ্গে উপস্থিত মুমিনদেরকে নাজাত দান করুন। তখন আমি তাকে এবং তার সাথে বোঝাইকৃত নৌকায় বিদ্যমান লোকদেরকে নাজাত দিলাম। তারপর অবশিষ্টদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে বিরাট নিদর্শন। তবে তাদের অধিকাংশ মুমিন ছিলো না। আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকই মহাপরাক্রমশালী, দয়ালু।

(১৬) طُس، تِلْكَ أَيْتُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُبِينٍ \* هُدًى وَ بُشْرَى  
لِلْمُؤْمِنِينَ \* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ  
أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَغْمَهُونَ \* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَ هُمْ  
فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

دِشَهَارَا হওয়া। পথে কোন্ দিকে যাবে,  
বুঝতে না পারা كَوْنِ عَمِهِ فِي أَمْرِ কোন বিষয়ে দিশেহারা হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

تِلْكَ এ দ্বারা আলোচ্য সূরার দিকে ইশারা করা হয়েছে। দূরবর্তী  
'ইশারা-শব্দ' ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো মর্যাদা প্রকাশ করা।  
كِتَاب এর معطوف عليه এবং تِلْكَ এর খবর চিহ্নিত করে।  
لِلْمُؤْمِنِينَ এটি بشرى এর সাথে متعلق  
هُدًى এটি هَادِيَةٌ এর অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ...  
মুমিনগণ তো পূর্ব থেকেই হেদায়াতপ্রাপ্ত, সুতরাং এখানে অর্থ  
হবে, হিদায়াত বৃদ্ধিকারী।

... الَّذِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ... ছিলো-মাওছুল মিলে তারকীবে কী হয়েছে ?

هُم প্রথমটি মুবতাদা, দ্বিতীয়টি প্রথমটির مُؤَكِّد সুতরাং উভয়টি  
মুবতাদা ও তার مُؤَكِّد রূপে রফার স্থানে রয়েছে।

بِالْآخِرَةِ এটি يوقنون এর সাথে متعلق এবং তা هُمْ এই মুবতাদার খবর  
فِي الْآخِرَةِ এটি কার সাথে متعلق বলো।

لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ এর তারকীব করো এবং তারকীবে কী হয়েছে বলো

তরজমা : ত্বাসীন। এই সূরা হচ্ছে কোরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ। তা মুমিনদের জন্য হিদায়াত এবং সুসংবাদ, যারা ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আর তারাই আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাদের (মন্দ) আমল-গুলোকে অবশ্যই আমি তাদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি। ফলে তারা দিশেহারা হয়। ওরাই হলো ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে মন্দ আযাব। আর তারাই আখেরাতে 'চূড়ান্ত' ক্ষতিগ্রস্তের দল।

(১৫) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ \* وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًّا، فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مبصرة (সুস্পষ্ট, আলোকিত) (দেখো- ১১/২০)

جحدوا (তারি অস্বীকার করলো) (ف) جَحَدًا، جُحُودًا (ব্যবহার)

جَحَدَ الْأَمْرَ / بِالْأَمْرِ

استيقن (নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করেছে) (ব্যবহার)

استيقن شينا/بشيء কোন কিছু বিশ্বাস করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

لما সম্পর্কে কী জানো বলো। পরবর্তী দু'টি বাক্যের সঙ্গে ۱ এর কী সম্পর্ক? পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী? ۱-۵۷ ۱۵

مبصرة এটি جاء এর فاعل থেকে হয়েছে।

اسم الفاعل তা كينما أو جحدوا এর لأجله এ দু'টি মাছদার ظلما و علوا

حال থেকে ফেয়েলের ফায়েল থেকে

শেষ বাক্যটির তারকীব প্রয়োজনে দেখো- ৪/১৪

তরজমা : যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ পৌছলো তখন তারা বললো, এ তো স্পষ্ট জাদু। আর তারা অবিচার ও দস্তুর কারণে তা অস্বীকার করলো, অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে বিশ্বাস করেছে। সুতরাং তুমি দেখো, কেমন ছিলো ফার্সাদকারীদের পরিণাম?

(১৬) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ \* وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ \* وَحِشْرَ لِّسْلِيمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ النَّمْلِ قَالَتْ فِئْلَةٌ مِّنْهَا يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ، لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ورث (উত্তরাধিকারী হলেন) দেখো- ৯/৭  
 فضل শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন  
 منطق কথা বলা, উচ্চারণ করা (কথা, ভাষা) (ض) مُنْطَقًا, مَنْطِقًا  
 جند বাহিনী, বহু جندي বাহিনীর একজন সৈনিক  
 اِزْعَا (এখানে) বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। তাওফীক দান করা। (يُوزَعُ - اِزْعَا)  
 উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।)  
 واد أَوْدِيَّةٌ উপত্যকা, বহু (الوادي যোগে ال)  
 النمل نمل পিঁপড়ে জাতি। একটি فِئْلَةٌ (উভয় লিঙ্গে) বহুবচনে  
 لا يحطمن (যেন পিষে না ফেলে) مضارع এর শুরুতে শেষে  
 নোন ত্বক্কিদ যুক্ত হয়েছে।  
 (ض) حَطَمًا ভাঙ্গা, বিধ্বস্ত করা।  
 حَطَمَهُ তাকে গুঁড়িয়ে দিলো। বিধ্বস্ত করে ফেললো।

বাক্যবিশ্লেষণ

داود এটি ورث এর তবে বাংলা তরজমায় ভিন্ন তারকীব  
 النمل বাক্যটির তারকীব করে।



من عباده এটি উহ্য متعلق আর তা كثير এর ছিফাত  
 حال نائب الفاعل এর حشر এটি (معدودين) من الجن و ...

(সুলায়মানের জন্য সমবেত করা হলো তার বাহিনীগুলোকে এমন অবস্থায় যে, তারা জিনসম্প্রদায় ও মানবসম্প্রদায় ও পক্ষীসম্প্রদায় হতে গণ্য)

حتى দেখো, ১৬/১ إذا এর পরবর্তী বাক্যটি إليه مضاف আর إذا হচ্ছে حتى قالت غلّة حين إتيانهم على راد النحل - مূলরূপ ظرف এর قالت (এমনকি তাদের পিপিলিকার উপত্যকায় পৌঁছার সময় একটি পিপিলিকা বললো)

ضاحكا এটি تَبَسَّمَ এর ফায়েল থেকে حال তবে উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেয়েলের অর্থকে জোরদার করা।

من এটি ضاحكا এর সাথে متعلق এবং তা হেতুবাচক।

أنا أشكر এটি أوزعني এর দ্বিতীয় مفعول به রূপে নছবের স্থানে রয়েছে।

أنعمت এটি ছিলো এবং উহ্য যামীর ما হচ্ছে عائد

وأن أعمل এর তারকীব বলো।

ترضا এ বাক্যটি صالما এর ছিফাত

তরজমা : আর অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলায়মানকে ইলম দান করেছি।

তাই তারা বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তাঁর মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে অনেকের উপর। আর সুলায়মান (নবুওয়ত ও রাজত্বের ক্ষেত্রে) দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন, আর তিনি বললেন, হে লোকসকল! আমাকে পাখীর ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর আমাকে সকল কিছু হতে দান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটাই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। আর সোলায়মানের জন্য তার জ্বীন, মানব ও পক্ষীবাহিনীকে সমবেত করা হলো, আর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হচ্ছিলো।

এমনকি যখন তারা পিপিলিকার উপত্যকায় উপনীত হলো তখন একটি পিপিলিকা বললো, হে পিপিলিকার দল! তোমরা তোমাদের বাসস্থানে প্রবেশ করো; সোলায়মান ও তার বাহিনী না জেনে তোমাদের যেন পিষে না ফেলে।

তিনি তার কথা শুনে হেসে উঠলেন, আর বললেন, হে আমার

প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আমি আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন। আর যেন আমি এমন নেক আমল করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনি আপনার অনুগ্রহগুণে আমাকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

দ্রষ্টব্য : 'হেসে উঠলেন' এই তরজমা সম্পর্কে চিন্তা করো।

রাণী বিলকিসের ঘটনা : তারপর হৃদহৃদ পাখী এসে সোলায়মান (আঃ)-কে খবর দিলো। সে বললো-

(১৭) وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ \* اِنِي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ \* وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا  
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

سَبَإٍ ইয়ামানের শহর, যেখানে রাণী বিলকিসের রাজত্ব ছিলো।

نَبَأٍ সংবাদ। বহুবচনে أَنْبَاءُ ফেয়েলের জন্য দেখো- ১১/১

تَمْلِكُهُمْ (তাদের উপর রাজত্ব করে) প্রয়োজনে দেখো- ৬/১৩

صَد (ফিরিয়ে রেখেছে) পিছনে দেখো- ৬/৪

لَا يَهْتَدُونَ (তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় না) দেখো- ২/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

يَقِينٍ এটি نَبَأٍ এর ছিফাত।

تَمْلِكُهُمْ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

يَسْجُدُونَ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

مِنْ دُونِ اللَّهِ এটি معدودة এর সাথে متعلق, আর তা الشَّمْسِ থেকে হাল, যা

অর্থগতভাবে يَسْجُدُونَ এর مفعول به

السَّبِيلِ এখানে إِنْ অব্যয়টি إليه مضاف এর বিকল্প রূপে এসেছে। আসলে

عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ ছিলো

তরজমা : আমি সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ এনেছি। আমি এমন এক নারীকে পেয়েছি যে, তার কাওমের উপর রাজত্ব করে, আর তাকে সকল কিছু থেকে দান করা হয়েছে। আর তার রয়েছে বিরাট সিংহাসন। আর তাকে এবং তার কাওমকে আমি আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনা করা অবস্থায় পেয়েছি। আসলে শয়তান তাদের (মন্দ) আমলকে তাদের জন্য সুশোভিত করে রেখেছে। এভাবে সে তাদেরকে সত্যের পথ থেকে রোধ করে রেখেছে, ফলে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হচ্ছে না।

(১৮) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ \* اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

শব্দবিশ্লেষণ

تَوَلَّ (সরে যাও) এটি تَفَعَّلَ এর আমার। (দেখো- ৬/২২)

يَرْجِعُونَ (তারা কী ফিরিয়ে দেয়। অর্থাৎ তারা কী জবাব দেয়) দেখো- ১/১৩

বাক্যবিশ্লেষণ

هَذَا এটি كِتَابِي থেকে বদল ب অব্যয়টির অর্থ নির্ধারণ করো।

أَلْقِهِ আসলে ছিলো أَلْقَى 'হা'কে সাকিন করা হয়েছে।

তরজমা : তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি দেখবো, তুমি সত্য বলেছো, না কি তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ করো, তারপর তাদের কাছ থেকে সরে আসো এবং দেখো, তারা কী জওয়াব দেয়।

দ্রষ্টব্য : পত্রের বক্তব্য ছিলো, তোমরা আমার সামনে দম্ভ প্রকাশ করো না, বরং ইসলাম গ্রহণ করো। রাণী বিলকিস এ বিষয়ে তার দরবারীদের পরামর্শ চাইলো।

(১৯) قَالُوا نَحْنُ أَوْلَىٰ قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا يَأْمُرِينَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

فَوَضَّ الْأَمْرَ إِلَيْهِ (ব্যাক্য্য করো) الْأَمْرُ (مُفَوَّضٌ) إِلَيْكِ তার হাতে সোপর্দ করলো  
 وَأُولُو بَأْسٍ পরাক্রম। এ সম্পর্কে দেখো, ২/১১

তরজমা : তারা বললো, আমরা তো শক্তির অধিকারী এবং বিরাট পরাক্রমের অধিকারী, তবে বিষয়টি আপনার হাতে সোপর্দকৃত। সুতরাং আপনি চিন্তা করে দেখুন, কী আদেশ করবেন।

(২০) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ \* وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ، فَنَازِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

الملك এটি এন এর ইসম শর্ত ও শর্ত মিলে এন এর খবর  
إذا এখানে إذا এর বিশদ আলোচনা করো।

বাক্যের মূলরূপ - إِنَّ الْمُلُوكَ يُفْسِدُونَ قَرْيَةً ... حِينَ دَخَلُوا فِيهَا

তরজমা : রাণী বললো, নরপতিগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তা ধ্বংস করে দেয় এবং জনপদের অধিবাসীদের মর্যাদাবানদেরকে অপদস্থ করে, আর তারা তাই করবে। আমি বরং তাদের কাছে উপঢৌকন পাঠাবো এবং (অপেক্ষা করে) দেখবো, প্রেরিত-গণ কী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

(২১) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ عَفَرْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أَتَيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ \* قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

শব্দবিশ্লেষণ

عَفَرْتُ দুষ্টি ও কর্মদক্ষ জ্বিন। বহুবচনে

مَقَامُ মূলরূপ اسم الظرف এর قام (দাঁড়ানোর স্থান, স্থান) مقام  
چক্ষ, দৃষ্টি ۶/۱۵ - দেখো। ফিরলো, ফিরে এলো। اُرتد إلى

বাক্যবিশ্লেষণ

أَيُّ এটি প্রশ্ন-শব্দ। তারকীবে মুবতাদারূপে মারফু হয়েছে। পরবর্তী  
বাক্যটি তার খবর। তুমি ঐ বাক্যটির তারকীব করো।

এটি عَفَرْتُ এর ছিফাত। (معدود) من الجن

عليه অর্থাৎ **عَلَيْهِ** এটি **قَوِي** এর প্রথম খবর, আর **أَمِين** হচ্ছে দ্বিতীয় খবর।

**من الكتب** (মেরুদ) এটি **عِلْم** এর ছিফাত, এ অংশটি পশ্চাদবর্তী মুবতাদা **عنده** (মেরুদ) হলো অগ্রবর্তী খবর, আর বাক্যটি ছিলাহ।

তরজমা : তিনি বললেন, হে সভাসদগণ! তোমাদের কে রাণীর সিংহাসন আমার কাছে হাজির করতে পারে, তারা মুসলিম অবস্থায় আমার কাছে চলে আসার আগে? জিনসম্প্রদায়ের এক কর্মদক্ষ জ্বিন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে দাঁড়াবার পূর্বেই আমি তা আপনার কাছে উপস্থিত করবো। আর নিঃসন্দেহে আমি সে বিষয়ে শক্তিশালী (এবং) বিশ্বস্ত। যার কাছে কিতাবের ইলম ছিলো সে বললো, আপনার চোখের পলক পড়ার আগে আমি তা আপনার কাছে হাজির করবো।

(২২) فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ \* قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ \* فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ، قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ، وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مَنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ \* وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

**مُسْتَقِرًّا** (স্থির, স্থিত) **إِسْتَقَرَّ شَيْءٌ** কোন কিছু স্থির হলো, স্থিত হলো।  
**اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ** বিষয়টি সাব্যস্ত হলো।

**لِيَبْلُوَنِي** (আমাকে পরীক্ষা করার জন্য) **بَلَّوْا** (ن) **نَكِّرُوا** (পরিবর্তন করে দাও, অপরিচিত করে দাও)

বাক্যবিশ্লেষণ

**مُسْتَقِرًّا** এটি কার 'হাল' এবং **عنده** কার 'যরফ' বলে।

**لِيَبْلُوَنِي** এটি **مُتَعَلِّق** হয়েছে উহ্য ফেয়েল **فَضَّلَ** এর সাথে, যার কারীনা হচ্ছে পূর্ববর্তী **فَضَّلَ** শব্দটি।

من شكر এটি যুগপৎ ও شرط ও সূতরাং পরবর্তী বাক্যটি শর্ত ও ছিলো, আর ছিলো-মাওচুল মিলে মুবতাদা।  
 ف هـ رابطة পরবর্তী বাক্যটি رابطة এবং খবর।  
 ومن كفر و অর্থাৎ فلا يَضُرُّ كُفْرَانَهُ رُءُ এর হেতু  
 ننظر এটি مجزوم কেন বলো। বাক্যের মূলরূপ উল্লেখ করো।  
 من الذين কার সাথে متعلق বলো।  
 كأنه هو এটি الحرف المشبه بالفعل এবং তার ইসম ও খবর।  
 اوتينا اوتينا এর একটা مفعول به হচ্ছে العلم আর نائب الفاعل هـ نا হচ্ছে উহা রয়েছে।  
 من قبلها এটি اوتينا এর সাথে متعلق আর هـ ফিরেছে পূর্ববর্তী কালাম থেকে المفهومة (অনুভূত) المعجزة এর দিকে।

তরজমা : যখন তিনি ঐ সিংহাসনকে তার কাছে স্থির অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন তিনি বললেন, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। (তিনি অনুগ্রহ করেছেন) আমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজেরই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে অকৃতজ্ঞতা করে (তার অকৃতজ্ঞতা তার প্রতিপালকের কোন ক্ষতি করতে পারে না) কেননা আমার প্রতিপালক চির-নির্মুখাপেক্ষী, মহান। তিনি বললেন, তার সিংহাসনটিকে তার জন্য অপরিচিত করে দাও, যাতে দেখতে পারি যে, সে কি দিশা লাভ করে, না ঐ লোকদের দলভুক্ত হয় যারা দিশা লাভ করে না। যখন সে এলো তখন তাকে বলা হলো, তোমার সিংহাসন কি এমনই, সে বললো, এটা যেন সেটাই; আসলে এই মু'জিয়ার আগেই (সোলায়মানের নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে) আমাকে ইলম দান করা হয়েছে। আর আমরা 'মুসলিম' হয়ে গিয়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে ঐ উপাস্য তাকে ফিরিয়ে রেখেছিলো, আল্লাহর পরিবর্তে যার সে উপাসনা করতো। সে তো কাফির কাওমের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

(২৩) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ إِخَاهُمْ ضَلُحًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ

فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ \* قَالَ يَقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  
الْحَسَنَةِ، لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يَخْتَصِمُونَ (বিবাদ করে) اِخْتِصَامًا (বিবাদ করা)। (ইফতি‘আলের  
পরস্পরতার বৈশিষ্ট্যটি এখানে বিদ্যমান।)

تَسْتَغْفِرُونَ (তোমরা তাড়াহুড়া করো) اسْتِعْجَالًا (তাড়াহুড়া করা)।

বাক্যবিশ্লেষণ

إِذَا এটি আকস্মিকতাজ্ঞাপক অব্যয়। (দেখো- ৯/৩)

يَخْتَصِمُونَ এটি فَرِيقَانِ এর ছিফাত।

بِالسَّيِّئَةِ এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ السَّيِّئَةِ بِطَلَبِ

তরজমা : আর অবশ্যই হামুদসম্প্রদায়ের কাছে আমি তাদের ভাই  
ছালিহকে পাঠালাম (এই আদেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর  
ইবাদত করো, তখন হঠাৎ দেখা গেলো যে, তারা বিবাদে লিপ্ত  
দু’টি দল। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! কেন তোমরা  
সৎকর্মের আগে মন্দ কর্ম নিয়ে তাড়াহুড়া করো। কেন তোমরা  
ইসতিগফার করো না, যাতে দয়াপ্রাপ্ত হও।

দ্রষ্টব্য : কিন্তু ছালেহ (আঃ) এর কাওম তার দাওয়াত গ্রহণ  
করলো না, বরং তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে লাগলো।

(٢٤) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

رَهْطٌ তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার দল।

পুরো বাক্যটির তারকীব করো

তরজমা : আর শহরে ছিলো নয় জনের একটি দল, যারা যমীনে ফাসাদ  
সৃষ্টি করতো, সংশোধন করতো না।

দ্রষ্টব্য : এই দলটি ছালেহ (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত  
হলো। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন—

(٢٥) وَ مَكْرُوا مَكْرًا وَ مَكْرُنَا مَكْرًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* فَانْظُرْ

كَيْفَ كَانَ عِقَابُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَهُمْ وَ قَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكَ

## শব্দবিশ্লেষণ

## বাক্যবিশ্লেষণ

তরজমা : তারা খুব চক্রান্ত করলো, আর আমি চক্রান্তের সমুচিত জবাব দিলাম, এমন অবস্থায় যে, তারা বুঝতেও পারলো না। সুতরাং আপনি দেখুন, কেমন ছিলো তাদের চক্রান্তের পরিণতি। তা এই যে, আমি তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে, সকলকে ধ্বংস করলাম। সুতরাং ঐগুলো হলো তাদের ঘর, যা তাদের জুলুমের কারণে বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে তাতে জ্ঞানীসম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছিলো এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছিলো তাদেরকে আমি নাজাত দিলাম।

**দ্রষ্টব্য :** مکرا এই مفعول مطلق টি ফেয়েলের তাকীদের জন্য এসেছে, বাংলা তরজমায় তাকীদের অর্থ প্রকাশের জন্য 'খুব' ও 'সমুচিত' শব্দ যোগ করা হয়েছে।



( ১ ) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ؕ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا

يُشْرِكُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَمَّا এটি ম ও ۛ এর যুক্তরূপ। সাধারণ ‘লিপিবিধানে’ এটি আলাদা লেখা হয়।

বাক্যবিশ্লেষণ

سَلَامٌ এটি মুবতাদা, হরফুলজরটি উহ্য খবর ثابت এর সঙ্গে متعلق

তরজমা : আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর ‘সালাম’ (শান্তি) বর্ষিত হয় তাঁর ঐ বান্দাদের উপর (যাদেরকে) তিনি নির্বাচিত করেছেন। আচ্ছা! আল্লাহ উত্তম না কি ঐ উপাস্যরা যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।

( ২ ) وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ، قُلْ هَاتُوا

بِرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَ

الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

هَاتُوا এটি অরূপান্তরযোগ্য আমর (বা أمر جامد)-এর جمع مذكر حاضر -এর

এই আমরের মাযী ও মোযারে নেই।

হাতী - হাত - হাতী - হাতী - হাতী - হাতী - হাতী - হাতী - হাতী - হাতী

বাক্যবিশ্লেষণ

هَاتُوا মুবতাদা, مع الله হচ্ছে উহ্য খবর موجود এর যরফ।

إِنْ كُنْتُمْ এখানে جواب الشرط সম্পর্কে আলোচনা করো।

إِلَّا اللَّهُ এখানে ۛ এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। (দেখো, ১৫/১৫)

তরজমা : আর কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন? আল্লাহর সাথে কি কোন ইলাহ রয়েছে? আপনি বলুন, (তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে

তোমাদের শ্রমাণ উপস্থিত করো। আপনি বলুন, আসমানে ও  
যমীনে যারা আছে তারা কেউ গায়ব জানে না, আল্লাহ ছাড়া,  
আর তারা জানে না, কখন তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে।

( ৩ ) وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَ أَبَاؤُنَا أَنِنَّا لَمُخْرَجُونَ \* لَقَدْ  
وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ أَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ \*  
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ \*  
وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

وَعَدْنَا (আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। (দেখো, ৩/৭)

ضَيْقٍ (মনস্কুণতা, অপ্রসন্নতা) ضَائٍ صدره (অপ্রসন্ন হলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

إذا এর প্রায় অনুরূপ তারকীব দেখো- ১৮/১১

بَاقِيَاتِ الصَّالَاتِ هُنَّ آيَاتُ الْكِتَابِ وَإِنَّ أَوَّلَ آيَاتِ الْكِتَابِ هِيَ الْهُدَىٰ وَإِنَّ هِيَ لَأَوَّلُ آيَاتِنَا تَرَاءٍ

আবুনা এটি মূলরূপ এই - أَنْخَرَجَ حِينَ كُنَّا وَ أَبَانَا تُرَابًا  
এটি ব্যবধান মাঝে মাঝে مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ  
থাকার কারণে الضَّمِيرِ الْمَنْفُصِلِ দ্বারা তাকীদায়ন ছাড়াই عطف  
বৈধতা লাভ করেছে। পরবর্তী বাক্যে অবশ্য نَحْنُ দ্বারা  
তাকীদায়নের পর أَبَانَا কে نَا এর উপর عطف করা হয়েছে।

من قبل এটি وعدنا এর সাথে متعلق

مَا يَمْكُرُونَ متعلق এর সাথে ضَيْقٍ এবং هَتُّوَبَاحَكْ অব্যয়টি من مَكْرِهِمْ অর্থাৎ

তরজমা : যারা কুফুরি করেছে তারা বলে, আমরা এবং আমাদের পূর্ববর্তীরা  
যখন মৃত্তিকায় পরিণত হবো তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হবো।  
ইতিপূর্বেও তো আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে  
এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এটা পূর্ববর্তীদের আজগুবি  
কথা ছাড়া কিছুই নয়। আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে  
পরিভ্রমণ করো, তারপর দেখো, অপরাধীদের পরিণতি কেমন  
হয়েছিলো, আর আপনি তাদের বিষয়ে দুঃখিত হবেন না এবং  
তাদের চক্রান্তের কারণে মনঃস্কুণতায় থাকবেন না।

( ৬ ) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ \* وَإِنَّهُ لَهْدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ \* إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ \* فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ \* إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ \* وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، إِنَّ تَسْمِعَ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

১৭/১৪- দেখো (যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালায়) إذا ولوا مدبرين

১২/৩- দেখো- এর অর্থ এ দু'টি أَعْمَى ও صَم

يقص (বর্ণনা করে) দেখো, ৮/৫

يقضي (ফায়ছালা করেন) দেখো, ১১/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

أكثر এটি التفضيل اسم এখানে يقص এর রূপে মানছুব

الذي .... ছিলাহ ও মাওছুল মিলে مضاف إليه তুমি নির্ধারণ করো।

للمؤمنين এটি رحمة এর সাথে متعلق

لا تسمع এর দ্বিতীয় হচ্চে الدعاء যা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাযকুর এবং প্রথম ক্ষেত্রে কারীনার ভিত্তিতে মাহযুফ।

ولوا ... অর্থ, পিছনে ফিরে চলে গেছে أدبر এরও একই অর্থ। সুতরাং দ্বারা নতুন অর্থ যুক্ত হয়নি, বরং পূর্ববর্তী ফেয়েলে শুধু তাকীদ এসেছে। তাই এর তরজমা হবে, 'তারা পিছন ফিরে 'সোজা' চলে গেছে।' ('সোজা' শব্দটি তাকীদের জন্য) حال আর কোথায় ফেয়েলের তাকীদ করেছে? (দেখো, ১৯/১৬)

إن أردت الفوز ... অর্থاً جواب এর شرط এটি توكل على الله

... এটি تسمع এর ظرف रूपে নছবের স্থানে রয়েছে।

هدى العُمى এখানে اسم الفاعل তার এর দিকে مضاف হয়েছে। আর তা শব্দগতভাবে ب এর .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

العُمى কে مفعول به রেখে বাক্যটি পড়ো।

عن

এটি হাদ্‌ এর উপযুক্ত নয়, তাই তাযমীনের নিয়মে তাতে  
صارف এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (আপনি অন্ধদেরকে তাদের  
গোমরাহী থেকে ফেরাতে পারেন না)

هَادٍ وَّ صَارْفٍ উভয়কে বিবেচনা করলে তরজমা হবে, 'গোমরাহী  
থেকে ফিরিয়ে হেদায়াত দান করতে পারেন না।'

إن تسمع      এখানে مستثنى منه এই রয়েছে।

তরজমা : বনী ইসরাঈল যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ করে, এই কোরআন  
তার অধিকাংশ তাদেরকে বর্ণনা করে, আর নিঃসন্দেহে এটা  
মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

(হে নবী!) অবশ্যই আপনার প্রতিপালক (কেয়ামতের দিন)  
তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন আপন (প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ইনছাফপূর্ণ)  
ফায়ছালা অনুযায়ী। তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। সুতরাং  
আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সুস্পষ্ট  
সত্যের উপর রয়েছেন। আপনি তো মৃতদেরকে শোনাতে পারেন  
না এবং বধিরদেরকেও শোনাতে পারেন না (সত্যের) আহ্বান,  
যখন তারা পিছন ফিরে 'সোজা' চলে যায়।

( ৫ ) أَلَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا \* إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ليسكنوا (যেন তারা বিশ্রাম করে) দেখো- ১১/২০ এবং ৮/১৯

বাক্যবিশ্লেষণ

مظنا এর দ্বিতীয় মাফউল      جعلنا এর মাফউল      لم يروا এটি      جعلنا الليل ...  
উহ্য রয়েছে      هُجْرًا তার কারীনা।

هَذَا      কিংবা তা      هَذَا      এর উপর      مفعول به      এর দুই      جعلنا এ      النهار مبصرا  
হলো উহ্য থাকার      جعلنا দুই -      مفعول به      এর দুই      جعلنا  
কারীনা। তখন বাক্যের উপর বাক্যের      عطف হবে

তরজমা : তারা কি দেখে নি যে, আমি রাত্রকে (অন্ধকার) করেছি যেন তারা  
তাতে বিশ্রাম করে এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিঃসন্দেহে  
তাতে ঈমানদার কাওমের জন্য রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন।

( ৬ ) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ،  
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ ، فَمَنْ اهْتَدَى  
فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ \*  
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَيَّرَكُمْ آبَاءَهُ فَتَعْرِفُونَهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ  
عَمَّا تَعْمَلُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

البلدة দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কাতুল মুকাররামাহ।

حرمها পবিত্রতা ও সম্মান দান করেছেন (সেখানে যা ইচ্ছা তা করা যায় না)

বাক্যবিশ্লেষণ

الذي حرّمها এটি رب এর ছিফাত।

أَنْ أَتْلُو এটি কার উপর معطوف হয়েছে বলা।

أَنْ أَعْبُدَ এবং أَكُونَ أَنْ হচ্ছে এমর্ত এর দ্বিতীয় অথবা তা উহ্য  
متعلق এমর্ত এর সাথে

... فَمَنْ اهْتَدَى পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

قُل এটি جواب الشرط আর প্রত্যেক جواب الشرط এ একটি যমীর থাকা  
জরুরী যা شرط ও جواب এর মাঝে رابط (বা বন্ধন) হবে, এখানে  
তা উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فقل له

عَمَّا تَعْمَلُونَ (ব্যাখ্যা করো) এখানে عَنْ عَمَلٍ تَعْمَلُونَهُ অথবা عَنْ عَمَلِكُمْ অর্থাৎ عَمَّا تَعْمَلُونَ  
এর পরিবর্তে তার স্থানীয় অর্থ প্রকাশকারী শব্দটি  
স্থাপন করা হয়েছে।

তরজমা : আমাকে তো শুধু আদেশ করা হয়েছে যে, আমি এই নগরীর  
প্রতিপালকের ইবাদত করবো, যিনি একে 'সম্মানিত' করেছেন।  
আর সবকিছু তো তাঁরই। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে  
যে, আমি আত্মসমর্পণকারী হবো এবং কোরআন তিলাওয়াত  
করবো, সুতরাং যে ব্যক্তি হেদায়াত গ্রহণ করবে সে শুধু নিজের  
জন্য হেদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে (তাকে)  
আপনি বলে দিন, আমি তো শুধু সতর্ককারী। আরো বলুন,  
সকল প্রশংসা আল্লাহর। অচিরেই তোমাদেরকে তিনি তাঁর

নিদর্শনাবলী দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। আর আপনার প্রতিপালক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

( ৭ ) طُسَمَ \* تِلْكَ ءَايَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ \* نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْرِفِينَ \* وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

شيعه দল, বহু শি'ع

استضعفه তাকে দুর্বল গণ্য করলো। তাকে অপদস্থ করলো।

طائفة দল, সম্প্রদায় طوائف হচ্ছে বহুবচন وارث দেখো- ৯/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

تلك এটি মুবতাদা, এখানে কোন্ দিকে ইশারা এবং দূরবর্তী

কে? (দেখো- ১৯/১৪) اسم الإشارة

من ... এটি অর্থাত্‌ তব্‌ই মুসী সুতরাং শব্দগতভাবে এটি

مفعول به এর সাথে متعلق হলেও অর্থগতভাবে তা

কিংবা এখানে শিনা এই مفعول به উহ্য রয়েছে, আর من অব্যয়টি

متعلق এর ছিফাত معدودা এর সাথে

আংশিকতাজ্জপক من এর তারকীব এ দু'ভাবে করা যায়।

بالحق অর্থাত্‌ এটি متلِّبِّينَ بِالْحَقِّ এর ফায়েল থেকে

(আমি আপনাকে শোনাই সত্যের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়)

لقوم এটি কার সাথে متعلق বলো।

شيعا এটি جعل এর দ্বিতীয়

منهم অর্থাত্‌ هُمْ এর هُمْ هُجْلُهُمْ এখানে معدودة منهم

يذبح ও يستحي বাক্য দু'টি يستضعف থেকে বদল। কারণ এ দু'টি

يستضعف এরই ব্যাখ্যা।

نريد এটি অর্থে ব্যবহৃত। (পুরো বাক্যটির তারকীব করো)  
 نجعل উভয় جعل কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

তরজমা : ত্ব-সীন-মীম। ঐগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি আপনার কাছে মূসা ও ফিরআউনের কিছু ঘটনা সত্যভাবে বর্ণনা করছি ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনয়ন করে।  
 নিঃসন্দেহে ফেরআউন (তার) ভূমিতে বড়ত্ব প্রদর্শন করেছিলো এবং সে দেশের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিলো এমন অবস্থায় যে, সে তাদের একটি দলকে অপদস্থ করে (করতো), অর্থাৎ তাদের পুত্রদেরকে জবাই করে (করতো) এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানায় (বানাতো) নিঃসন্দেহে সে ছিলো ফাসাদ সৃষ্টিকারী। আর আমি ইচ্ছা করলাম যে, যাদেরকে যমীনে অপদস্থ করা হয়েছিলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবো এবং তাদেরকে ‘ইমাম’ বানাবো এবং তাদেরকেই (যমীনের) উত্তরাধিকারী বানাবো।

( ٨ ) وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي  
 الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ  
 الْمُرْسَلِينَ \* فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا، إِنَّ  
 فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ \* وَ قَالَتِ امْرَأَتُ  
 فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي وَ لَكَ، لَا تَقْتُلُوهُ، عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ  
 نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

اسم الفاعل رد (ن) এটি (অবশ্যই আমরা তাকে ফিরিয়ে দেবো) ইنا رادوه  
 (এখানে مستقبل অর্থে ব্যবহৃত) (দেখো, ৪/৩)

التقط কুড়িয়ে নিলো।

حزن দুঃখ (এখানে উদ্দেশ্য হলো দুঃখের বা দুর্গতির কারণ)

خاطي এটি اسم الفاعل এর خَطِي (س) এটি (দেখো- ১৩/১৫)

فرت চোখের শীতলতা। যার দ্বারা চক্ষু শীতল হয়। (অর্থাৎ মনে  
 শান্তি আসে) সাধারণ লিপিবিধানে فرة

## বাক্যবিশ্লেষণ

বাক্যটির বিশদ তারকীব ব্যাখ্যা করো।

أُضِيفَ اسْمُ الْفَاعِلِ إِلَى مَفْعُولِهِ وَأُسْقِطَ نَوْنُ الْجَمْعِ هَذَا  
এর ব্যাখ্যা দাও। (মূল তারকীব অনুসারে বাক্যটি পড়ো)  
এটি جاعلون به দ্বিতীয় এর সাথে متعلق অর্থাৎ—

جاعلوه معدودًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ

এটি উহ্য যুবতাদা এর খবর।

এটি قرّة এর সাথে متعلق আর قرّة শব্দটি  
এখানে ثابتة এর হিফাত লি ওلك  
বলে এখানো নাকিরাহ রয়ে গেছে।

এটি عسى এর فاعل (দেখো— ৯/৮ ও ১৬/১৪)

বাক্যটির মূলরূপ হবে—  
قرب نفعه إيانا واتخاذنا إياه ولدا  
(আমাদেরকে তার উপকার দান করা এবং আমাদের তাকে  
সন্তান বানানো নিকটবর্তী হয়েছে।)

بِعَاقِبَةِ الْأَمْرِ لَيَشْعُرُونَ অর্থাৎ

তরজমা : আর আমি মূসার আমার কাছে আদেশ পাঠালাম এ মর্মে যে,  
তাকে স্তন্যদান করো, তারপর যখন তুমি তার সম্পর্কে  
(বিপদের) আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো।  
আর তুমি (তার নিরাপত্তার বিষয়ে) ভয় করো না এবং দুশ্চিন্তা  
করো না। (কারণ) আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে  
ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূলদের একজন বানাবো।  
তারপর ফেরআউনের পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিলো, যাতে  
তিনি তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হন। নিশ্চয় ফিরআউন  
ও হামান এবং তাদের বাহিনী অপরাধকারী ছিলো। আর  
ফেরআউনের স্ত্রী বললেন, (এ শিশু) আমার এবং তোমার  
চক্ষুর শীতলতা। তোমরা তাকে হত্যা করো না। খুব সম্ভব যে,  
সে আমাদের উপকারে আসবে, কিংবা তাকে আমরা সন্তান  
বানাবো। (তারা এসব কথা বলছিলো) এমন অবস্থায় যে,  
(পরিণাম সম্পর্কে) তারা কিছুই বুঝতে পারছিলো না।

দ্রষ্টব্য : আল্লাহর কুদরতে মূসা (আঃ) ফিরআউনের ঘরে  
প্রতিপালিত হয়ে বড় হলেন। একদিনের ঘটনা—





উপর জুলুম করে ফেলেছি, সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করুন। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করলেন। তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে নেয়ামত দান করেছেন সেহেতু কিছুতেই আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

(১০) فَاصْبَحْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ \* فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُحِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أصبح (সকাল যাপন করলো) এখানে এটি ফায়েলবিশিষ্ট সাধারণ ফেয়েল  
কখনো তা صار এর সমার্থক فعل ناقص রূপে মুবতাদা  
ও খবরের আগে আসে। যেমন راشد عالما  
কখনো তা জুমলার মাযমুনকে 'সকাল' সময়ের সাথে সম্পৃক্ত  
করে। যেমন أصبح راشد مريضاً (রাশেদ সকালে অসুস্থ হয়েছে)  
يترقب (অপেক্ষা করছে) কোন কিছুই অপেক্ষা করলো  
استصرخه চিৎকার করে তাকে ডাকলো (সাহায্যের জন্য)  
غوي (ভ্রষ্ট) বহ্ غَاوِيَةٌ وَ غَاوٍ غَاوٍ ও غَاوُونَ (৮/২০)  
তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলো। শক্তভাবে  
আকড়ে ধরলো।

بَطَشْتُ بِهِمُ الْأَقْوَالُ বিভিন্ন দুর্ব্যোগ তাদেরকে পর্যুদস্ত করলো।

جبارون ও جَبَّارَةٌ মহাপরাক্রমশালী। স্বৈচ্ছাচারী। বহ্ جَبَّارُونَ

বাক্যবিশ্লেষণ

خائفا এটি أصبح এর فاعل থেকে حال আর يترقب হচ্ছে দ্বিতীয়  
أن এটি অতিরিক্ত পিছনে এর নমুনা দেখো (১৩/১৮)  
لها এটি উহ্য ثابت এর সাথে متعلق যা عدو এর হিফাত।  
قال موسى ফায়েলের সুগু যামীরটি ফিরেছে الذي -এর দিকে।

তরজমা : অতপর তিনি শহরে সকাল যাপন করলেন ভীত শংকিত অবস্থায়। তখন হঠাৎ তিনি দেখেন, গতকাল যে তার সাহায্য চেয়েছিলো সে চিৎকার করে তার সাহায্য চাচ্ছে। মুসা তাকে বললেন, তুমি তো প্রকাশ্য ভ্রষ্ট। তারপর মুসা যখন তাদের শত্রুকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করলেন তখন (তার আপন সম্প্রদায়ের লোকটি) বলে উঠলো, তুমি কি আমাকে কতল করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে কতল করেছো? তুমি তো শুধু যমীনে প্রতাপশালী হতে চাও, সংশোধনকারী হতে চাও না।

(১১) و جاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى، قال يُموسى إن المَلَأَ يَأْتِمِرُونَ بك ليقتُلوك فاخرج اني لك من النصّاحين \*  
فخرج منها خائِفًا يترقّب، قال ربّ نجني من القوم الظّلمين \*  
و لما توجّه تلقاء مدينَ قال عسى ربي أنْ يهديَني سواءَ السبيلِ

শব্দবিশ্লেষণ

أقصى (দূরতম) এটি (দূরবর্তী) (আলযোগে) القاصي (দূরবর্তী) এর  
يأتِمرون (অবশ্যই) আদেশ পালন  
يأتِمرون (চক্রান্ত করছে) - ايتمر - ايتمر - ايتمر  
করা। বলা হয় - أمرته فأتمر -

يأتِمرون লোকেরা পরস্পর শলাপরামর্শ করলো।

يأتِمرون অমুকের বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করলো।

توجه (অভিমুখী হলো) এটি وَجْهٌ এর (অনুবর্তী) (مُطَوِّعٌ وَجْهٌ) বলা হয় -  
توجه (অভিমুখী হলো) তাকে কোন দিকে অভিমুখী করলাম, আর  
সে অভিমুখী হলো।

... إلى (মূলত) اتجه (কোন দিকে অভিমুখী হলো)।

تلقاء এটি মূলত لَقِيْ এর মাছদার, তবে طرف مكان অর্থে ব্যবহৃত  
হয়। দিকে, অভিমুখে। ... السبيل সরল পথ।

বাক্যবিশ্লেষণ

يسعى এটি رجل এর ছিফাত (বাংলা তরজমায়) (حال)

فاخرج অর্থাৎ إن أردت السلامة তখন ف অব্যয়টি হবে رابطة কিংবা তা  
'নাতীজাহ' বা ফলশ্রুতিজ্ঞাপক অব্যয়। (... সুতরাং তুমি ...)

... لك (معدود) من الناصحين لك অর্থাৎ

حالٌ من فاعلٍ خرج، و تلقاء طرفٍ لـ "توجه" হচ্ছে ইতরূব ও خانفا  
 مدين এটি (এর কারণে) তানিথ ও علكية এটি মাজরুর  
 مفعول به এর ইহদী এটি سراء السبيل  
 أن يهديني ربي তার খবর ইসম, এর عسي এটি ربي  
 হলে বাক্যটি মাছদার হয়ে عسي এর فاعل হবে।

তুরজমা : আর শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো, সে বললো,  
 হে মূসা! সভাসদবর্গ তোমার বিরুদ্ধে শলাপরামর্শ করছে।  
 সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও। নিঃসন্দেহে আমি তোমার  
 হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। তখন তিনি সেখান থেকে ভীতসন্ত্রস্ত  
 অবস্থায় বের হলেন, তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক!  
 তুমি আমাকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দাও।  
 আর যখন তিনি মাদয়ানের দিকে অভিযুক্তী হলেন তখন  
 বললেন, আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ  
 প্রদর্শন করবেন।

(১২) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وَوَجَدَ  
 مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي  
 حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، وَابْنَا شَيْخٍ كَبِيرٍ \* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ  
 تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ انِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ورد (উপনীত হলেন) (هو) জলাশয়ে গমন করা (১৭/২০)  
 صدور (অব্যয়যোগে) (عن) জলাশয় থেকে ফেরা (صَدْرًا) (ن)  
 أصدر الرعاء ما يشتم (রাখালরা তাদের পশুপালকে পানি পান  
 করালো এবং জলাশয় থেকে ফিরিয়ে নিলো।

أمة বহু অম, জাতি, জনগোষ্ঠী الأمة الإسلامية ইসলামী উম্মাহ  
 من دونهم (তাদের পিছন থেকে) দেখো- ৫/১১

تذودان (ফিরিয়ে রাখছে) ذودা নাছারা (অব্যয়যোগে) রোধ করা, ফিরিয়ে  
 রাখা, রক্ষা করা। ১৪/৮ দেখো- خطب

تولى إلى ... দিকে গেলো। (অন্যান্য অর্থ দেখো, ৬/২২)

## বাক্যবিশ্লেষণ

لما এর পরিচয় বলো এবং পুরো বাক্যটির বিশদ তারকীব বলো।  
 الناس (معدودة) এটি এম্‌ এর ছিফাত (লোকদের মধ্য হতে গণ্য একটি  
 দলকে) সরল অর্থ- একদল লোককে।

يسقون এটি এম্‌ এর দ্বিতীয় ছিফাত, অথবা তা থেকে حال  
 নাকিরা থেকে حال হওয়ার বৈধতা আলোচনা করো।

حتى এটি সীমানির্দেশক হরফুলজর। পরবর্তী مضارع উহ্য أن দ্বারা  
 মাছদার হয়ে মাজরুর। মূলরূপ- لا نسقي حتى إصدارهم  
 أنا فقيرٌ لا ... মূল তারতীব হলো ... أنا فقيرٌ لا ...

إلى হচ্চে এর সাথে متعلق আর ما أنزلت إلى ছিলো-মাওছুল  
 मिले যোগে فقير এর সাথে متعلق

عائد এখানে উহ্য রয়েছে من هচ্চে এম্‌ এর স্থানীয় অর্থের  
 ব্যাখ্যা। এটি معدودا এর সাথে متعلق আর তা عائد থেকে حال  
 (আমি ঐ জিনিসের মুখাপেক্ষী যা আপনি আমার প্রতি অবতীর্ণ  
 করবেন, এমন অবস্থায় যে, তা কল্যাণ থেকে গণ্য)

তরজমা : যখন তিনি মাদয়ানের কূপের নিকট পৌছলেন তখন সেখানে  
 একদল লোককে পেলেন, যারা (তাদের পশুপালকে) পানি পান  
 করাচ্ছে। আর তিনি তাদের পিছনে দু'জন স্ত্রীলোককে পেলেন,  
 যারা (তাদের মেষপালকে) ফিরিয়ে রাখছে। তিনি বললেন,  
 তোমাদের কী বিষয়? তারা বললো, রাখালরা (তাদের মেষপাল)  
 পান করিয়ে ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত আমরা (আমাদের মেষপালকে)  
 পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। তখন  
 মুসা তাদের হয়ে (তাদের মেষপাল) পান করালেন। তারপর  
 তিনি ছায়ার দিকে গেলেন, আর বললেন, হে আমার প্রতিপালক!  
 আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণই অবতারণ করবেন, আমি তার  
 মুখাপেক্ষী।

(১৩) فَبَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ

لِيَجْزِكَ أَجْرًا سَقَيْتَ لَنَا، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

قَالَ لَا تَخَفْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

أحد যে কোন মানুষ, নারী বা পুরুষ أحد في الدار أحد ঘরে কেউ নেই  
 يا نساء النبي لستن كأحدٍ من النساء - কৌরআনে আছে-  
 ما كان محمدٌ أباً أحدٍ من رجالكم - আরো আছে-  
 সংখ্যার প্রথম অংক, এক, (এ অর্থে এটি واحد এর সমার্থক)  
 স্ত্রীলিঙ্গে إحدى!

استحيا (লজ্জাবোধ করা) মূলত استحيي দেখো- ১/১৫

## বাক্যবিশ্লেষণ

حال এর ফায়েল থেকে جاءت এর অর্থه مُسْتَحِيَةً এটি على استحيا.  
 مفعول به এর يجزي এটি أجْرَ سَفِيكِ لَنَا অর্থاً... اجر ما ...  
 مصدرٌ بمعنى المقصود، مفعولٌ به لَ: قَصْرُ এটি القصص (দেখো, ৮/৫)

তরজমা : তারপর স্ত্রীলোকদু'টির একজন 'সলজ্জ' অবস্থায় তার কাছে এলো। সে বললো, আমার আকা আপনাকে ডাকছেন, আপনাকে আমাদের হয়ে পানি পান করানোর প্রতিদান দেয়ার জন্য। যখন মূসা তার কাছে এলেন এবং তাকে ঘটনা বললেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালিম কাওম থেকে নাজাত পেয়ে গেছো।

(১৬) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ  
 أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ \*

তরজমা : যাকে আপনি ভালোবাসেন তাকে তো আপনি হেদায়াত দান করতে পারেন না, বরং আল্লাহ হেদায়াত দান করেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। আর তিনিই হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক অবগত।

(১৫) وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا، وَ مَا عِنْدَ  
 اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى، أَفَلَا تَعْقِلُونَ \*

## বাক্যবিশ্লেষণ

ما (তুমি) ما تفعل أفعل যেমন اسم موصولٍ و شرطٍ جازمٌ এটি যুগপৎ  
 যা করবে আমি তা করবো) প্রথম ফেয়েলটি শর্ত ও ছিলাহ।

ছিলা-মাওছুল মিলে মুবতাদা, দ্বিতীয় ফেয়েলটি জাব ও খবর  
এখানে أَوْتِيتُمْ হচ্ছে ছিলা ও শর্ত।

حال থেকে عائد إلى الموصول এটি উহ্য (মعدودا) من شيء  
جواب الشرط এটি উহ্য মুবতাদা هو এর খবর এবং বাক্যটি متع ....  
... ما عند الله বাক্যটির তারকীব বলো

তরজমা : আর যা কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয় তা দুনিয়ার ভোগের বস্তু  
এবং দুনিয়ার শোভা। আর যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহর কাছে  
রয়েছে তা উত্তম এবং অধিক স্থায়ী। সুতরাং তোমরা কি  
বোঝাবে না!

(১৬) و يَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ \*  
قال الذين حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، اغْوَيْنَهُمْ  
كَمَا غَوَيْنَا، تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ، مَا كَانُوا إِبْرَاءِيَّا يَعْبُدُونَ \* و قيل ادعوا  
شركاءكم فَدَعَوْهُمْ فلم يستجيبوا لهم و رَأَوْا الْعَذَابَ، لَوْ أَنَّهُمْ  
كَانُوا يَهْتَدُونَ \* و يَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ \*  
فَعِمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْإِنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ \* فاما من تاب  
و آمن و عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

১৭/২৫ القول দ্বারা উদ্দেশ্য 'আযাব'-এর আদেশ।

৮/২০ غرينا ও اغويننا

... تبرا من ... থেকে দায়মুক্ত হলো, নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করলো।

(إلى অব্যয়যোগে) নিঃসম্পর্ক ঘোষণা করে কারো আশ্রয় নিলো।

عَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْإِنْبَاءُ/الْأُمُور খবর বা বিষয়গুলো তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে

গেলো (على অব্যয়যোগে) অন্যান্য অর্থ, ১২/৩

لا তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে না।

বাক্যবিশ্লেষণ

معطوف এর উপর ينادي হচ্ছে يقول। এর তারকীব বলো يوم يناديهم

অীন এটি স্থানবাচক প্রশ্ন-শব্দ এবং ফাতহাৰ উপৰ স্থিৰ ।  
(اسم استفهام و ظرف مكان مبني على الفتح)  
খবৰ موجودন এৰ সাথে متعلق প্রশ্ন-শব্দ সৰ্বদা বাক্যেৰ অগ্ৰভাগ  
দাবী কৰে ।

... মাওছূফ ও ছিফাত মিলে পশ্চাদ্‌বৰ্তী মুবতাদা ।

تزعمون এৰ দুটি مفعول به উহ্য রয়েছে । অৰ্থাৎ تزعمونهم شرىء পূৰ্ববৰ্তী  
বাক্য হচ্ছে তার কারীনা ।

هؤلاء মুবতাদা الذين اغرينا হচ্ছে খবৰ عائد উহ্য রয়েছে  
كفرايتنا অৰ্থাৎ كما غرينا (বিষয়টি ব্যাখ্যা কৰো)

... لو أنهم এ সম্পৰ্কে দেখো- ৫/৮ এবং ৯/১

বাক্যটিৰ মূলৰূপ হলো- لو ثبتت اهتداؤم (যদি তাৰেৰ সত্য পথ  
লাভ কৰা সাব্যস্ত হতো) যদি তারা সত্য পথ লাভ কৰতো  
এখানে جواب الشرط কী এবং তার কারীনা কোন্টি?

তৰজমা : আর (ঐ দিনকে স্মরণ কৰুন) যে দিন তিনি তাৰেৰকে নিদা  
কৰে বলবেন, আমাৰ শৰীকদাৰরা কোথায়, যাৰেৰকে তোমরা  
(শৰীকদাৰ) ধাৰণা কৰতে? যাৰেৰ উপৰ আযাবেৰ ফায়ছালা  
সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা বলবে, হে আমাদেৰ প্ৰতিপালক!  
এৰাই ঐ লোক যাৰেৰকে আমাৰা পথভ্ৰষ্ট কৰেছি। আমাৰা  
তাৰেৰকে পথভ্ৰষ্ট কৰেছি, যেমন আমাৰা নিজেৰা পথভ্ৰষ্ট  
হয়েছি। আমাৰা (তাৰেৰ থেকে দায়মুক্ত হয়ে) আপনাৰ কাছে  
আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰেছি। তারা আসলে আমাদেৰ উপাসনা কৰতো  
না (বৰং নিজেৰেৰ প্ৰবৃত্তিৰ উপাসনা কৰতো) ।

আৰ তাৰেৰকে বলা হবে, তোমরা তোমাদেৰ শৰীকদাৰদেৰ  
ডাকো, (যাতে তারা তোমাদেৰ উদ্ধাৰ কৰে) তখন তারা তাৰেৰ  
ডাকবে, কিন্তু তারা তাৰেৰ ডাকে সাড়া দেবে না, আৰ তারা  
আযাব প্ৰত্যক্ষ কৰবে। যদি তারা সত্যপথ লাভ কৰতো  
(তাহলে তো আযাব দেখতো না) ।

আৰ (ঐ দিনকে স্মরণ কৰুন) যেদিন তিনি তাৰেৰকে নিদা কৰে  
বলবেন, তোমরা রাসূলদেৰ দাওয়াতেৰ কী জওয়াব দিয়েছিলে?  
তখন ঐ দিন সমস্ত সংবাদ তাৰেৰ কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাবে।  
(অৰ্থাৎ কোন জবাব দিতে পাৰবে না) এমন কি (হতভম্বতাৰ



কারণে) তারা একে অপরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। তবে যারা তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারা অচিরেই সফলতা লাভকারীদের মাঝে গণ্য হবে।

(১৭) وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَ يَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ \* وَ نَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

نزعنا (আমরা বের করে আনব) - نَزَعَا দেখো- ৩/১৯  
 شهيد (সাক্ষী) এখানে উদ্দেশ্য, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নবী  
 ضل عنهم (ضلاً, ض) হারিয়ে যাওয়া, গায়েব হয়ে যাওয়া (দেখো, ৫/৩)

বাক্যবিশ্লেষণ

من প্রথমটি হেতুবাচক এবং جعل এর متعلق আর দ্বিতীয়টি  
 আংশিকতাজ্ঞাপক এবং تبغوا এর متعلق কিংবা অতিরিক্ত।

... বাক্যটির তারকীব করো।

ضل عنهم অর্থاً غاب عنهم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো, দেখো- ১৭/১৭)  
 ما এটি اسم الموصول এর স্থানীয় অর্থ হলো বাতিল উপাস্যগণ,  
 যাদেরকে তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মত তৈরী করে নিতো।  
 ছিল-মাওছুল মিলে ضل এর ফায়েল।

তরজমা : আর তিনি আপন রহমতের কারণে তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম লাভ করতে পারো এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

আর (ঐ দিনকে স্মরণ করুন) যেদিন তিনি তাদেরকে নিদা করে বলবেন, কোথায় আমার শরীকদাররা যাদেরকে তোমরা (শরীকদার) ধারণা করতে। আর আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে

একজন সাক্ষীকে বের করে আনবো, (আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন) তখন আমি বলবো, তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ করো, তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য তো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। আর যাদেরকে তারা খেয়ালখুশি মত তৈরী করেছিলো তারা তাদের থেকে গায়েব হয়ে যাবে।

(১৮) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ  
وَلَا فَسَادًا، وَالْعِقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ \* مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ  
خَيْرٌ مِنْهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا  
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

الدار الآخرة এটি থেকে বদল এবং উভয়টি মিলে মুবতাদা, পরবর্তী  
বাক্যটি তার খবর। (তরজমা হয়েছে ইয়াফাতের)

من جاء..... منها

نائب الفاعل এর يجزى ছিলা-মাওছুল মিলে الذين ...

جاء عملهم অর্থৎ ما كانوا يعملون (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : ঐ আখেরাতের বাসস্থান, তা আমি ঐ লোকদের জন্য প্রস্তুত  
করবো যারা পৃথিবীতে বড়ত্ব ও ফাসাদ চায় না। আর উত্তম  
পরিণতি তো মুত্তাকীদেরই জন্য। যারা নেক আমল করবে  
তাদের জন্য তো রয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান। আর যারা  
মন্দ আমল করবে, তো মন্দ আমলকারীদেরকে শুধু তাদের মন্দ  
আমলেরই প্রতিদান দেয়া হবে।

(১৯) أَلَمْ \* أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \*  
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

حسب (ধারণা করেছে) দেখো- ৪/১৮

لا يفتنون (তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না) দেখো- ৯/১৫

## বাক্যবিশ্লেষণ

مفعول به এর حسب তারকীবে এবং مصدر مژول এটি أن يتركوا

أن يقولوا অর্থাৎ لِقَوْلِهِمْ أَمْنًا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

حال থেকে نائب الفاعل এর يتركوا বাক্যটি ... و هم ...

এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো, দেখো- ১৭/১২

**তরজমা :** আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করেছে যে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, শুধু এ কথা বলার কারণে যে, আমরা ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো অবশ্যই পরীক্ষা করেছি ঐ লোকদেরকে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ অতি অবশ্যই জেনে নেবেন ঐ লোকদেরকে যারা সত্য বলেছে এবং অতি অবশ্যই তিনি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নেবেন।

(২০) وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ الْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ \* فَأَنْجَيْنَاهُ وَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ \*

## শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

لَبِثَ (অবস্থান করলেন) (لُبِثًا, لُبِثًا) (অবস্থান করা।

ألف এটি اسم ظرف নয়, তবে إلى اسم ظرف হয়ে যরফ-গুণ গ্রহণ করেছে এবং لَبِث এর ظرف রূপে মানচুব হয়েছে।

إلا خمسين আলোচ্য ইস্তিহনাটি ব্যাখ্যা করো। দেখো- ১৫/১৫

مفعول به এর جعلناها آيةً (نافعةً) للعالمين

**তরজমা :** নিঃসন্দেহে নূহকে আমি তার কাওমের নিকট প্রেরণ করেছি। আর তিনি তাদের মাঝে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন। তারপর জলোচ্ছ্বাস তাদেরকে পাকড়াও করেছিলো, কারণ তারা ছিলো জালিম। তখন আমি তাকে এবং কিশতীর যাত্রীদেরকে নাজাত দিলাম এবং কিশতীটিকে জগদ্বাসীদের জন্য নিদর্শন বানালাম।

**দ্রষ্টব্য :** হাল এর তরজমা করা হয়েছে 'হেতু' দ্বারা।

(২১) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ \* وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكُونُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

তুলিবন (তোমাদেরকে ফেরানো হবে) قَلْبًا দেখো- ১৮/১৭  
 تَكَلِّفُكُمْ عَمَلًا يُرِيدُ তাকে তার ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখলো।  
 تَكَلِّفُكُمْ اللَّهُ إِلَيْهِ আল্লাহ তাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলেন  
 (অর্থাৎ তাকে মৃত্যু দান করলেন)।

বাক্যবিশ্লেষণ

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) مُعْجِزِينَ (رَبِّكُمْ موجودين) فِي الْأَرْضِ  
 ... (প্রয়োজনে ১১/৬) وَمَا لَكُمْ مِنْ ...

প্রথম ও দ্বিতীয় মুবতাদা এবং দ্বিতীয় মুবতাদার খবর চিহ্নিত  
 করো। পুরো বাক্যটিকে فاعل ও فعل এর একক বাক্যে রূপ  
 দিলে এমন হবে- يَكُونُ الَّذِينَ ..... مِنْ رَحْمَتِي  
 أَنْ قَالُوا এটি مصدر مَزُول হয়ে كان এর ইসম, আর جواب قومه হচ্ছে তার  
 খবর।

তরজমা : তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে রহম করেন। আর তোমাদেরকে তো তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

আর তোমরা যমীনে থাকো, কিংবা আসমানে, তোমাদের প্রতিপালককে অক্ষম করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। আর যারা আল্লাহর কোরআনকে এবং তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তারা (আযাব অবলোকন করার সময়) আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। আর ওদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

কিন্তু তার (ইবরাহীমের) কাওমের কোন জওয়াব ছিলো না এ কথা ছাড়া যে, তাকে মারো কিংবা জ্বালাও। তখন আল্লাহ তাকে আগুন দিলেন। নিঃসন্দেহে ইমানদার কাওম রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন।

(২২) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ \* قَالَ إِنْ فِيهَا لُوطًا، قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا، لَنَنْجِيَنَّهٗ وَ أَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

غابر (বিগত, অবশিষ্ট) (ن) غبورا অবস্থান করলো, বাকী থাকলো, রয়ে গেলো, বিগত হলো। كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ অর্থাৎ-  
كَانَتْ مِنَ الْبَاقِينَ فِي الْقَرْيَةِ فَهْلِكُوا وَ هَلَكَتْ

বাক্যবিশ্লেষণ

মূল তারকীব ছিলো এই-  
أُضِيفَ اسْمُ الْفَاعِلِ إِلَى مَفْعُولِهِ এখানে مهلكوا ...  
(তরজমা মূল তারকীব অনুযায়ী হবে)  
إِنَّا مُهْلِكُونَ أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ  
لূত (আঃ) এর অহল এর মাঝে তাঁর স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু  
لا امرأته অহল এর উপর নাজাত দানের যে 'হুকুম' আরোপ করা হয়েছে  
তা থেকে امرأته কে لا দ্বারা ব্যতিক্রম করা হয়েছে, অর্থাৎ  
তাকে নাজাত না দেয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

مَعْرُومٌ এটি কার সাথে متعلق বলো

তরজমা : আমাদের দূতগণ যখন সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে এলো তখন তারা বললো, অবশ্যই আমরা এই জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করবো। কারণ এর অধিবাসীরা যালিম। তিনি বললেন, সেখানে তো লূত রয়েছে। তারা বললো, সেখানে যারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে আমরা অধিক অবগত। আমরা অবশ্যই তাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে নাজাত দেবো, তার স্ত্রীকে ছাড়া। (কারণ) সে অবশিষ্টদের মধ্যে থেকে গিয়েছিলো।

( ১ ) اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
تَصْنَعُونَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

فحشاء দেখো- ৩/৭ মন্বদনীয় কাজ ।

ما এর এান্দ চিহ্নিত করো ।

متعلق এর সাথে اوحى এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা এবং ما এর এটি من الكتاب

কিংবা উহ্য এর معودا এর সাথে متعلق যা اوحى এর যামীর থেকে  
উভয় তারকীব অনুযায়ী শাদ্দিক অর্থ-

(ক) ঐ কিতাব তিলাওয়াত করুন যা আপনার কাছে অহী রূপে  
প্রেরণ করা হয়েছে ।

(খ) আপনার কাছে যা অহী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে তা

তিলাওয়াত করুন এমন অবস্থায় যে, তা কিতাব থেকে গণ্য ।

لا ابتداء এখানে لا অব্যয়টি তাকীদের জন্য, এটিকে لا ابتداء বলে ।

عَمَلًا تَصْنَعُونَهُ বা صَنَعْتُمْ অর্থًا ما تصنعون

(ما এর পরিবর্তে তার উদ্দিষ্ট শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে)

তরজমা : আপনি ঐ কিতাব তিলাওয়াত করুন যা আপনার কাছে অহী  
রূপে প্রেরণ করা হয়েছে, আর নামায কায়েম করুন ।  
নিঃসন্দেহে নামায (নামাযীকে) অশ্লীল ও অন্যায কাজ থেকে  
রোধ করে । আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ (সব কিছুই চেয়ে) বড় ।  
আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন ।

( ২ ) أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي  
وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ، وَالَّذِينَ  
آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

ذَكَرَى এটি মূলতَ ذَكَرَ (ন) এর মাছদার। এখানে অর্থ- উপদেশ।  
خَسِرُونَ (ক্ষতিগ্রস্ত) দেখো, ৭/২২

## বাক্যবিশ্লেষণ

أَنَا أَنْزَلْنَاهُ... (ব্যাখ্যা করো) এর তারকীব বলো।

بِالْكِتَابِ الْيَسَّرَ عَلَيْنَا বাক্যটি থেকে

ذَكَرَى এর তারকীব ও إعراب আলোচনা করো।

لَقَوْمٍ এটি ذَكَرَى এর সাথে متعلق হয়েছে।

شَهِيدًا এটি فعل ও فاعل এর نسبة থেকে তামীয, কিংবা ফায়েল থেকে حال তামীয হিসাবে বাক্যটির ব্যাখ্যা এই, كَفَايَةٍ বা যথেষ্ট হওয়ার যে نسبة বা সম্বন্ধ আল্লাহর সঙ্গে হয়েছে তা সাক্ষী হওয়ার দিক থেকে। (সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন।)

حَال হিসাবে তরজমা- সাক্ষী অবস্থায় আল্লাহ যথেষ্ট হয়েছেন।

الْخَسِرُونَ... الَّذِينَ آمَنُوا বাক্যটির তারকীব করো।

পুরো বাক্যটিকে এক মুবতাদা ও এক খবরে রূপান্তরিত করে বাক্যের মূলরূপটি বলো।

তরজমা : তাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি যা তাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়। নিঃসন্দেহে ঈমানদার কাওমের জন্য তাতে রয়েছে রহমত ও উপদেশ।

আপনি বলুন, আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট। তিনি জানেন আসমানে এবং যমীনে যা কিছু আছে। আর যারা বাতিল উপাস্যকে বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে ওরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

( ٣ ) وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَلَوْ أَنَّ أَجَلَ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ،

وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ

بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ \* يَوْمَ يَغْشَاهُمْ

الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ \* يُعْبِدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ  
فَاعْبُدُونِ \* كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَجَلٌ বহু নির্ধারিত মেয়াদ বা সময়।

مَسْمِي এটি اسم المفعول থেকে تسمية (যার নাম রাখা হয়েছে) যাকে উল্লেখ করা হয়েছে أَجَلٌ مَسْمِي এমন সময় বা মেয়াদ যা উল্লেখ করা হয়েছে, নির্ধারিত মেয়াদ।

أَجَلٌ অর্থই হলো উল্লেখকৃত অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদ। সুতরাং পরবর্তী ছিফাতটি শুধু তাকীদের মাত্রা যোগ করেছে, নতুন অর্থ যোগ করেনি।

مَحِيط (বেষ্টনকারী) إِحَاطَةُ এর مَفْعُولُ بِهِ ব্যবহৃত হয় بَ অব্যয়যোগে। যেমন أَحَاطَ اللَّهُ بِالْكَافِرِينَ (আল্লাহ কাফেরদেরকে বেষ্টন করে রেখেছেন) حَوَاطٌ মাদ্দাহ

يَغْشَى (ঢেকে ফেলবে) (غَشَا، غَشَا، س) বিষয়টি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, ঘিরে ফেললো।  
غَشِيَهُ الْمَوْتُ - غَشِيَهُ الْعَذَابُ - غَشِيَهُ الْمَوْجُ - غَشِيَهُ النَّعَاسُ

বাক্যবিশ্লেষণ

لَوْلَا দু'টি অর্থ দেয়, দেখো- ১৮/১২ এবং ১৮/২৩

أَجَلٌ مَسْمِي হচ্ছে মুবতাদা, উহ্য مَوْجُودٌ হচ্ছে তার খবর।

শাব্দিক অর্থ- নির্ধারিত মেয়াদ যদি বিদ্যমান না হতো।

بَغْتَةً এ সম্পর্কে দেখো- ১৭/১০

يَوْمٌ غَشِيَهُ الْعَذَابُ إِيَّاهُمْ - এটি مَحِيط এর ظرف মূলরূপ এই-  
أَوْ يَوْمٌ غَشِيَهُمُ الْعَذَابُ অথবা

جَزَاءٌ عَمَلِكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ অর্থ- কিস্তি বা

يَقُولُ পূর্বের বক্তব্য থেকে একজন আযাবদাতা ফিরেশতার উপস্থিতি মাফহুম হয়, يقول এর যামীর সে দিকে ফিরেছে।

الَّذِينَ آمَنُوا এটি নছবের স্থানে আছে। কারণ يَوْمَ (বক্তব্য শেষ করো)

فَاعْبُدُونِ এই অব্যয়টি অতিরিক্ত, শোভাবর্ধনের জন্য এসেছে।



إيائي এটি পরবর্তী ফেয়েলের অথবর্তী مفعول به নয়, বরং উহ্য اعبدوا  
 এর মাফুউল المفعول بفعل المحذوف  
 إيائي এর তারকীব করো এবং উভয় বাক্যের তারকীবী  
 পার্থক্যের কারণ বলো। (১৯/৩)

তরজমা : আর তারা আপনার কাছে তাড়াতাড়ি আযাব দাবী করে। বস্তুত  
 যদি নির্ধারিত মেয়াদ না থাকতো তাহলে অবশ্যই আযাব  
 তাদের কাছে এসে পড়তো। তবে অবশ্যই হঠাৎ করেই আযাব  
 তাদের কাছে আসবে, এমনভাবে যে, তারা টেরও পাবে না।  
 আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঘিরে ফেলবে ঐ দিন  
 যেদিন আযাব তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে তাদের উপর থেকে  
 এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে। আর (আযাবদানকারী ফিরেশতা)  
 বলবেন, তোমরা তোমাদের আমলের পরিণতি ভোগ করো।  
 হে আমার বান্দাগণ যারা ঈমান এনেছো, নিঃসন্দেহে আমার  
 ভূমি প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করো।  
 প্রতিটি নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তারপর তোমাদেরকে  
 আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

দ্রষ্টব্যঃ বিকল্প তরজমা. 'আযাবের বিষয়ে তারা আপনাকে তাগাদা  
 দেয়।'

( ٤ ) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ  
 الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ \* اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ، إِنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ  
 مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ  
 اللَّهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ  
 الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَ لَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَنفَكَ عَنْ ... (أَنفَكَ، ض) (তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা হচ্ছে) يُؤْفَكُونَ  
 অমুককে কোন কিছু থেকে ফিরিয়ে রাখলো।

অমুক মিথ্যা অপবাদ দিলো। (أَنْفَكَ، إِنْكَ، ض)

অমুক অমুকের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলো।

يَقْدِر (সংকুচিত/সীমিত করেন) (ض) قدرا দেখো- ১৫/৬

يَبْسُط (প্রাচুর্য দান করেন, প্রসারিত করেন) দেখো- ৬/১১

حِمْوَان (মূলত মাছদার) এখানে উদ্দেশ্য মৃত্যুহীন চিরস্থায়ী জীবন

### বাক্যবিশ্লেষণ

من এটি মুবতাদা أَيُّ ذَاتٍ (কোন সত্তা) এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, পরবর্তী বাক্যটি তার খবর। পুরো বাক্যটি سَأَلْتُ এর দ্বিতীয় রূপে নহবের স্থানে রয়েছে।

لَنْ ... এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো, প্রয়োজনে ১৯/১৩

يُؤْفِكُونَ এখানে عَنْ اللَّهِ এই উহ্য রয়েছে।

حَال (মুদৌ) এটি উহ্য থেকে

ما هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا شَيْءٌ إِلَّا لَهُوَ وَكَعِبٌ - বাক্যের মূল রূপ- ما هَذِهِ الْحَيَوةُ তুমি এর তারকীব করো।

هِيَ الْحَيَوةُ এ বাক্যটি إِنْ এর খবর।

لَوْ كَانُوا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) مَا أَثَرُوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ অর্থাৎ

তরজমা : আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্যকে (তোমাদের) বশীভূত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে (আল্লাহ থেকে সরিয়ে) তাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে!

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রদত্ত করেন, আর (যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক) সংকুচিত করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত।

আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান থেকে পানি নামিয়েছেন এবং তা দ্বারা যমীনকে -তা মৃত হওয়ার পর- জীবন্ত করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, বরং তাদের অধিকাংশ তা অনুধাবন করে না। আর এই পার্থিব জীবন খেলাধূলা ছাড়া কিছু নয়। দারুল আখিরাতই প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানতো (তাহলে দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিতো না)

দ্রষ্টব্য : এখানে موت ও حياة এর রূপক অর্থ উদ্দেশ্য, সে হিসাবে তরজমা করা যায়, ‘উষর হওয়ার পর সবুজ-শ্যামল’ করেছেন। কিংবা শুকিয়ে যাওয়া ভূমিকে সজীব করেছেন।

( ৬ ) أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَالْابْنَ السَّبِيلِ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

دُو الْقُرْبَى (আত্মীয়তা) الْقُرْبَى (আত্মীয়) (وَالْفَرَابَةِ) আত্মীয়তার অধিকারী, আত্মীয়।  
الْمَسْكِينِ পথিক, মুসাফির।  
الْابْنَ السَّبِيلِ বহু সبিল

বাক্যবিশ্লেষণ

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ অর্থاً لمن يشاء و يقدر  
حَقَّهُ এটি তারকীবে কী হয়েছে বলা।  
الْمَسْكِينِ এটি কার উপর معطوف হয়েছে ?  
الَّذِينَ হিলা-মাওছুল মিলে ذَلِكَ এর খবর এর সাথে متعلق

তরজমা : তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য) সংকুচিত করে দেন। ঐ কাওমের জন্য অবশ্যই তাতে বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান রাখে। সুতরাং আপনি আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান করুন এবং মিসকীনকে এবং মুসাফিরকে। সেটা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য উত্তম। আর ওরাই হলো সফলকাম।

( ৫ ) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

حَقُّ (অবশ্য কর্তব্য على অব্যয়যোগে ব্যবহৃত) দেখো, ১৭/২৫  
يَحِقُّ عَلَيْكَ তা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য  
كَذَا



( ৭ ) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ \*  
 فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ النُّفُسَ الدَّاعِيَةَ إِذَا وَلَّوْا  
 مُدْبِرِينَ \* وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّيِّ عَنْ صَلَاتِهِمْ، إِنَّ تَسْمِعَ إِلَّا  
 مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مصفرا (হলদে, বিবর্ণ) - اصْفَرُّ - اصْفَرُّوا (হলদে হওয়া।  
 ريح (বাতাস, ঝড়) এটি মুন্ড বহুবচনে  
 (যখন ঈমানের বাতাস প্রবাহিত হয়) إِذَا هَبَّتْ رِيحُ الْإِيمَانِ .  
 ولوا مدبرين দেখো- ১৭/১৪ এবং ২০/৪  
 فعل ناقص কুফরি করতেই থাকলো, ظل হচ্ছে

বাক্যবিশ্লেষণ

... لئن ارسلنا এর বিশদ তারকীব বলো, প্রয়োজনে ১৯/১৩

أرأوا এটি معطوف হয়েছে এর উপর।

الزرع এর দিকে, যা পূর্ববর্তী এর যামীরটি ফিরেছে

مفهوم থেকে يحيى الأرض হয়। (অনুভূত)

مصفرا এটি معطوف به এর رأوا হয়েছে

ظلا এই فعل ناقص এ কথা বোঝায় যে, খবরটি ইসমের জন্য দিনে  
 সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন ظل راشد عاملا (রাশেদ দিনে কর্মরত  
 রয়েছে) কখনো তা صار এর অর্থ দেয়। এর খবর মোঘারে হলে  
 ظل يبكي বা বারংবারতা ও অব্যাহততা বুঝায়, যেমন  
 কাঁদতে লাগলো বা কাঁদতে থাকলো।

من بعده অর্থاً ৭ يكفرون এর সাথে অথবর্তী متعلق

فانك لا تَحْزَنُ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ ... অর্থاً ৭ এটি উহা বক্তব্যের হেতু।

إِذَا এটি (اسم ظرف زمني مجرد من معنى الشرط) এটি  
 ظرف রূপে নছবের স্থানে রয়েছে।

ما أنت এই এর পরিচয় বলো এবং বাক্যটির তারকীব বলো।

عن এটি কার সাথে متعلق এবং এই تعلق কীভাবে বৈধ হয়েছে?

(প্রয়োজনে- ২০/৪) إنا من مستننى منه কোন্টি বলো।

তরজমা : আর যদি আমি (সবুজ ফসলের উপর গরম) বায়ু প্রেরণ করি, তারপর তারা ঐ ফসলকে বিবর্ণ দেখতে পায় তাহলে তারা ফসলের বিবর্ণতার পর থেকে (পূর্ববর্তী নেয়ামতের প্রতি) অকৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করতেই থাকবে। আর আপনি তো মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না, এবং বধিরদেরকে সত্যের আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পিছন ফিরে 'সোজা' চলে যায়। আর আপনি অন্ধদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা থেকে (ফিরিয়ে) হিদায়াত করতে পারবেন না। আপনি শুধু তাদেরই শোনাতে পারেন যারা আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে। ফলে তারাই হয় আত্মসমর্পণকারী।

( ٨ ) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً  
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ،  
وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ضعف (দুর্বলতা) (ك) ضَعْفًا, ضَعْفًا দুর্বল/শীর্ণ/স্বাস্থ্যহীন হওয়া। অন্য অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া।

تَضَعُفٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً  
জামাতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় পঁচিশ দরজা বৃদ্ধি পায়।

شَيْبَةً (বার্ধক্য) شَيْبًا وَشَيْبَةً وَمَشْيَبًا (ض) شَابَ رَأْسُهُ - شَابَ شَعْرُهُ - شَابَ فُلَانٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

... الله প্রথম বাক্যটির তারকীব করো।

من ضعف দুর্বল অবস্থা থেকে অর্থাৎ সামান্য পানি থেকে (পিছনে এসেছে যে, প্রতিটি প্রাণীকে আল্লাহ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন)

من بعد ضعف এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শৈশবের দুর্বল অবস্থা, আর قوة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি।

তরজমা : আল্লাহ ঐ মহান সত্তা যিনি দুর্বল অবস্থা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর দুর্বল অবস্থার পর শক্তি দান করেছেন, তারপর শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করেছেন, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

( ৯ ) وَلَقَدْ أَتَيْنَا لَقْمُنَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ \* وَإِذْ قَالَ لَقْمُنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

... لقد এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো। প্রয়োজনে দেখো- ১৭/১২  
 أَنْ এটি التفسير হলে পূর্ববর্তী أَتَيْنَا ফেয়েলটিতে এর অর্থ  
 কীভাবে সাব্যস্ত করবে, বলো।  
 فان الله এটি جواب الشرط কিংবা استغنى الله عنه হবে উহ্য  
 جواب الشرط আর অব্যয়টি হবে جواب الشرط এর হেতু।

তরজমা : আর নিঃসন্দেহে আমি লোকমানকে 'হিকমত' (ও প্রজ্ঞা) দান করেছি এ কথা বলে যে, তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সে তো নিজেরই (লাভের) জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে (আল্লাহ তার পরোয়া করবেন না,) কারণ আল্লাহ তো চিরনির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত।  
 ঐ সময়টিকে স্মরণ করো যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ দান করে বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না। (কারণ) শিরক তো বিরাট অবিচার।

( ১০ ) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، لَا يَسْتَوُونَ \* أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ \* وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

قِرَّة عَيْن চক্ষুর শীতলতা, যাতে চোখ জুড়ায়, মনে শান্তি আসে, عَيْن এর স্বল্পতাজ্ঞাপক বহুবচন عَيْنٌ সাধারণ বহুবচনে عَيْنون  
 المَأْوَى (আশ্রয় লাভের স্থান, বাসস্থান) المَأْوَى বাসস্থানের বাগবাগিচা  
 অর্থাৎ এমন বাগবাগিচা, যেখানে আরামদায়ক বাসস্থান রয়েছে  
 দেখো- ১৬/৬ (ن) فَسَقًا পাপাচার করা।  
 نَزَلَ এটি دَان (নিকটবর্তী, 'আল'যোগে الدَانِي)-এর التَفْضِيل বাবে  
 أَدْنَى নাছারা থেকে دُنُوْا নিকটবর্তী হওয়া।

## বাক্যবিশ্লেষণ

مَفْعُولُ بِهِ لا تَعْلَم মিলে-মাওছুল মিলে  
 ما أَخْفَى لَهُم এটি مَن ... এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা এবং مَعْدُودَا এর সাথে  
 متعلق যা أَخْفَى এর نَائِبُ الْفَاعِل থেকে হাল হয়েছে।  
 جَزَاءُ بِمَعْلَمِهِم অর্থাৎ جَزَاءُ এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক।  
 لِهِم جَنَّتِ الْمَأْوَى বাক্যটির তারকীব করো।  
 كَلِمَا (এ সম্পর্কে দেখো- ৩/২২) এটি শর্তের অর্থযুক্ত ظَرْفُ زَمَان  
 এটি جَوَابُ الشَّرْط এর रूपে মানছুব হয়, আর শর্তের  
 বাক্যটি كَلِمَا এর مَضَافٌ إِلَيْهِ হয়। পুরো বাক্যটির মূলরূপ-  
 أَعْبِدُوا فِي النَّارِ حِينَ إِرَادَتِهِمُ الْخُرُوجَ مِنْهَا  
 قَبِيلُ لَهُم এ বাক্যটি جَوَابُ الشَّرْط এর উপর مَعْطُوف  
 الَّذِي ... এটি মুযাফের এর ছিফাত, তুমি عَائِدٌ চিহ্নিত করো।  
 مِنْ ... এটি بَعْض এর সমার্থক অব্যয়। সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)  
 دُونَ ... এটি ظَرْف এর সমার্থক এবং نَذِيْق এর रूपে মানছুব।

তরজমা : কোন মানুষ জানে না, ঐ সকল চক্ষুশীতলকারী নেয়ামতের কথা  
 যা তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে, (দুনিয়াতে) তাদের কৃত  
 আমলের প্রতিদানরূপে।

আচ্ছা, যে (দুনিয়াতে) ঈমানদার ছিলো সে কি তার মত হতে পারে  
 যে ফাসিক ছিলো? (না,) তারা সমান হতে পারে না। বরং যারা  
 ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে  
 বাসস্থানের বাগবাগিচা, তাদের আমলের 'পুরস্কার'রূপে। আর  
 যারা পাপাচার করেছে তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। যখনই



তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর বলা হবে, ভোগ করো আগুনের ঐ আযাব যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। আর অবশ্যই আমি বড় আযাবের পূর্বে তাদেরকে ভোগ করাবো নিকটতম আযাবের কিছু (অর্থাৎ দুনিয়ার আযাব) যাতে তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে।

(১১) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، إِنَّا مِنَ

المجرمين مُنتقمون \*

বাক্যবিশ্লেষণ

من প্রথমটি প্রশংহাম এবং মুবতাদা, আর দ্বিতীয়টি من এর মাজরুর-এর স্থানে রয়েছে। পরবর্তী দু'টি বাক্য মিলে ছিলাহ হরফুলজরটি اعظم এর সাথে متعلق এবং তা খবর।

তরজমা : যাকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারপরো সে তা উপেক্ষা করেছে তার চেয়ে জালিম কে হতে পারে! অবশ্যই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।

দ্রষ্টব্য : من المجرمين ও من المؤمنين এবং من الذين أجمعوا ও ইত্যাদি ক্ষেত্রে একই তরজমা সঙ্গত নয়।

(১২) وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ يَوْمَ

الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ \*

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

بَدَلٌ وَمُجْدَلٌ مِنْهُ , ثُمَّ مَبْدَأٌ مُؤَخَّرٌ , وَ (ثَابِتٌ) مَتَى خَبَرٌ مُقَدَّمٌ এটি হَذَا الْفَتْحِ ইন কন্থম পূর্ববর্তী কারীনার ভিত্তিতে এর জবাব উহ্য রয়েছে।

يَوْمَ الْفَتْحِ এটি لَا يَنْفَعُ এর অর্থবর্তী ظرف রূপে মানছুব।

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ رابطةٌ بَيْنَ الشَّرْطِ وَ جَوَابِهِ অব্যয়টি عَنْهُمْ

إِنْ أَعْرَضُوا عَنْكَ فَ... অর্থাৎ

তরজমা : তারা (মক্কার মুশরিকরা) বলে, (আমাদের উপর তোমাদের)

এই বিজয় কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (তাহলে আমাদেরকে খবর দাও দেখি)।

আপনি বলুন, যারা কুফুরি করেছে, বিজয়ের দিন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। সুতরাং আপনি তাদেরকে এড়িয়ে যান এবং অপেক্ষা করুন, নিশ্চয় তারাও অপেক্ষা করছে।

(১৩) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا \* وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا \*

বাক্যবিশ্লেষণ

إِلَيْكَ এর তারকীব করো এবং তা তারকীবে কী হয়েছে বলো।

إِلَيْكَ এটি কন্য এর ফاعল থেকে কিংবা ফেয়েল ও ফায়েলের 'নিসবাত' থেকে তামীয।

তরজমা : হে নবী! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাবান। আর আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি যে অহী নাযিল করা হয়, আপনি তা অনুসরণ করুন। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত। আর আপনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। অভিভাবকরূপে তো আল্লাহই যথেষ্ট।

(১৪) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا \* إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا \*

## শব্দবিশ্লেষণ

جنود দেখো-১৯/১৬ غرور (ধোকা, প্রতারণা) দেখো-১০/২  
 كَوْنِ أَسْفَلَ شَيْءٍ কোন কিছুর নীচের অংশ, এর বিপরীত হচ্ছে كَوْنِ أَعْلَى شَيْءٍ কোন  
 কিছুর উপরের অংশ। (এ অর্থে এদু'টি নয়)

زَاغَ الْبَصَرُ (ভয়ে) চক্ষু উল্টে গেলো। দেখো-৩/১৬  
 حَنَجَرٌ বহু حَنَاجِرٌ কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী।  
 زَلْزَلُوا (তাদেরকে কাঁপিয়ে দেয়া হলো) দেখো-১৭/২২

## বাক্যবিশ্লেষণ

اذكروا .... جنود এ বাক্যটির তারকীব করো। (প্রয়োজনে- ৪/৪)  
 جنودا এর ছিফাত। لم تروها  
 متعلقين بصيرا এর সাথে অগ্রবর্তী  
 এটি প্রথম إذ থেকে বদল। আর পরবর্তী إذ হচ্ছে দ্বিতীয়টির  
 معطوف এবং চতুর্থ إذ হচ্ছে তৃতীয় إذ এর উপর  
 معطوف প্রতিটি إذ এর পরবর্তী বাক্যটি মাছদাররূপে তার مضاف إليه  
 হয়েছে।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! তোমরা তোমাদের প্রতি  
 আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন 'বিশাল' বাহিনী  
 তোমাদের মোকাবেলায় এসেছিলো, আর আমি তাদের বিরুদ্ধে  
 পাঠালাম 'প্রবল' ঝড় এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখতে  
 পাওনি। আর আল্লাহ তোমাদের আমল অবলোকনকারী। যখন  
 তারা তোমাদের দিকে ধেয়ে এসেছিলো তোমাদের উচ্চভূমির  
 দিক থেকে এবং তোমাদের নিম্নভূমির দিক থেকে এবং যখন  
 (ভয়ে) তোমাদের চোখ উল্টে যাচ্ছিলো এবং হৃদপিণ্ড,  
 কণ্ঠনালীতে এসে পড়েছিলো, আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে  
 বিভিন্ন বিরূপ ধারণা করতে শুরু করেছিলে। সে সময় মুমিন-  
 দেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো এবং তাদেরকে ভীষণভাবে  
 প্রকম্পিত করা হয়েছিলো।

এবং যখন বলছিলো মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি  
 ছিলো তারা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি  
 দেননি প্রতারণা ছাড়া।

দৃষ্টব্য : ‘বিশাল’ এবং ‘প্রবল’ শব্দদুটি যোগ করা হয়েছে তানবীনের বিপরীতে। তানবীন কখনো ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা বোঝায়, কখনো বিশালতা ও প্রবলতা বোঝায়।

(১৫) وَ اِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا هَلْ يَشْرِبُ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، وَ يَسْتَنْزِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ اِنْ بَيَّوتُنَا عَوْرَةً ۖ وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

عورة অরক্ষিত বাড়ী বা স্থান যেখানে শত্রুর ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। (অন্য অর্থ) সতর, যা মানুষ ঢেকে রাখে বা শরী‘আত ঢেকে রাখার আদেশ দেয়।

مقام এটি إقامة থেকে اسم الظرف (অবস্থান করার স্থান)

বাক্যবিশ্লেষণ

إِذْ এটি পূর্ববর্তী إِذْ এর উপর معطوف  
منهم এটি কার সাথে متعلق এবং তারকীবে তা কী হয়েছে বলো।  
لكم এটি متعلق এবং ثابت এর সাথে لا النافية للجنس  
إِذَا এর পূর্বে এই مستثنى منه উহ্য রয়েছে, আর مستثنى ও  
مفعول به পূর্ববর্তী ফেয়েলের مستثنى منه

তরজমা : এবং যখন তাদের একটি দল বলেছিলো, হে ইয়াছরিববাসী, (আজ) তোমাদের দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই, সুতরাং তোমরা ফিরে চলো, আর তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছিলো, বলছিলো, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত নয়। আসলে তারা শুধু পলায়নের ইচ্ছা করছিলো।

(১৬) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذَا لَا تَقْتَعُونَ اِلَّا قَلِيلًا \* قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، وَ لَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَ لَا نَصِيْرًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

لا تمتعون (তোমাদেরকে ভোগ করানো হবে না) تمتعاً ভোগ করানো  
 تمتعاً ভোগ করা। (ব) অব্যয়যোগে)

বাক্যবিশ্লেষণ

إن جواب الشرط এর নির্ধারণ করে।

من ذا الذي এর তারকীব দেখো- ৩/২

من دون الله এটি وليا থেকে অগ্রবর্তী হাল।

তরজমা : আপনি বলুন, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে বা নিহত হওয়া থেকে পলায়ন করতে চাও তাহলে পলায়ন কিছুতেই তোমাদের উপকার করবে না, আর তখন তোমাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হবে না, কিন্তু অতি অল্প সময়। আপনি বলুন, কে এ, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের প্রতি অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, অথবা তোমাদের প্রতি দয়ার ইচ্ছা করেন। আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

( ١ ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا \* هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا \* تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ، وَاعْدُدْ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا \*

## শব্দবিশ্লেষণ

بكرة: দিবসের প্রারম্ভভাগ, ভোর, সূর্যোদয়ের পূর্বপর্যন্ত, প্রত্যুষ ।

ভোরে/প্রত্যুষে বের হলো। (بَكْرًا)

‘فكر’ (এটি فكر এর অতিশয়ী) অতিপ্রত্যুষে বের হলো।

اصلا दिवसेर सायाहकाल, सूर्यास्तुर पृर्वकाल, सक्या ।

ماھدار صلا এর মূল অর্থ- দু'আ/প্রার্থনা করা। নামায যেহেতু  
প্রার্থনা সেহেতু صَلَّ অর্থ নামায পড়লো।

صَلَّى سے তার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তার

রাসূলকে বলেছেন **وَصَلِّ عَلَيْهِم**

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা বর্ষণ করলেন।

تحيه      তাফযীলের মাছদার । সালাম দেওয়া, দীর্ঘায়ু কামনা করা ।

দু'আ বাক্য- **حَسْبُكَ اللَّهُ** আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন।

سَلَامٌ، اَبْتِیَادِن، بَلِّغْ عَجَبَاتِ

## বাক্যবিশ্লেষণ

বাঁকিয়া বুলে বণ  
بُكَرَةٌ وَأَصِيلَا এর তারকীব বলো

হচ্ছে মুবতাদা, আর ছিলা-মাওছুল মিলে খবর।

ملنكتہ এটি معطوف হয়েছে। এর মাঝে সুপ্ত যামীনে ফায়েলের উপর। এ ক্ষেত্রে عطف এর বিধান কী এবং তা রক্ষিত হয় নি কেন? (প্রয়োজনে ২০/৩)

متعلق بـلـو এ অংশটির তারকীব করো এবং কার সাথে لیخرجکم

এটি যজ্ঞের দিন। পুরো বাক্যটির  
 অর্থ। **يَوْمَ لَقَائِهِمُ** অর্থ।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরেশতাগণও, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। আর তিনি তো মুমিনদের প্রতি দয়ালু। যে দিন তারা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে সেদিন তাদের সম্ভাষণ হবে ‘সালাম’; আর তিনি তাদের জন্য মহান প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন।

( ২ ) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا \* وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا \* وَلَا تَطِيعِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

بأذنه তাঁর আদেশে।  
سراج বাতি, প্রদীপ, বহুবচনে  
دع (উপেক্ষা করুন) (ف) ছাড়া, পরিহার করা  
أذى (কষ্ট, কষ্টদান) দেখো- ৩/৬

বাক্যবিশ্লেষণ

شاهدنا اسم। মোট পাঁচটি মানছুব حال হয়েছে أرسلنا به এর থেকে مفعول به  
اسم سراج। ই শুধু حال হতে পারে। مُبَشِّرًا (নিষ্পন্ন ইসম) ই শুধু  
اسم (অনিষ্পন্ন ইসম) হওয়া সত্ত্বেও হাল হতে পেরেছে এ কারণে যে, একটি اسم مشتق তার ছিফাত রূপে এসেছে।  
اسم مشتق থেকে তৈরী সেগুলোকে اسم مشتق বলে। যেমন، اسم المفعول - اسم الفاعل, ইত্যাদি।  
আর যে সকল ইসম ফেয়েল থেকে তৈরী নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবে তৈরী সেগুলোকে اسم جامد বলে।

من الله এবং لهم ঐতিহ্য আর اسم ঐতিহ্য হাছে খবর।  
উক্ত খবরের সাথে متعلق

সূত্রঃ حرف المصدر তা তেমনি الحرف المشبه بالفعل যেমন أن

পরবর্তী জুমলাকে তা মাছদার বানায়, আর জুমলাকে মাছদারে রূপান্তরের নিয়ম হচ্ছে খবর বা ফেয়েল থেকে মাছদারকে বের করে মুবতাদা বা ফায়েলের দিকে إضافة করা। সুতরাং এখানে বাক্যটির মূলরূপ—

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِبُيُوتٍ فَضْلٍ كَبِيرٍ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
কিংবা فَضْلًا এর অর্থবা (نازلاً) مِنَ اللَّهِ

শাব্দিক অর্থ— মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও তাদের জন্য বিরাট অনুগ্রহ সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে, এমন অবস্থায় যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

বাক্যটির তারকীব করো। (প্রয়োজনে— ২১/২) كُنِيَ بِاللَّهِ وَكِيلاً

তরজমা : হে নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, এবং সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশে আল্লাহর দিকে আহব্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বলপ্রদীপ রূপে। আর আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দান করুন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। আর আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না, বরং তাদের কষ্টদানকে উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আর অভি-ভাবক হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট।

দ্রষ্টব্য : উজ্জ্বল প্রদীপ যেমন পথিককে পথ দেখায় তেমনি নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সত্যের পথ দেখান। তাই তাঁকে উজ্জ্বল প্রদীপের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

( ৩ ) إِنْ لِلَّهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا \* إِنْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهٗ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا \* وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ اِثْمًا مُّبِينًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

يُؤْذُونَ (কষ্ট দেয়) إِيْذَا (কষ্ট দেয়া) দেখো— ৯/৮ ও ৩/৬

كَتَبًا (কষ্ট) অর্জন/উপার্জন করলো। একই অর্থে اِكْتَسَبَ



احتمل এর বিভিন্ন অর্থ আছে। যেমন- كَذِبًا-যেমন-  
তার কথা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।  
إِخْتَمَلَ কোন বিষয় চরম ধৈর্যের সাথে বরদাশত করলো।  
কোন কিছুতে লিপ্ত হলো। (শেষ অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য)

বাক্যবিশ্লেষণ

والذين يؤذون... ছিলাহ-মাওছুল মিলে মুবতাদা।  
...بِغَيْرِ إِكْتِسَابٍ كَيْفَ كُفِّرُوا كَيْفًا অর্থঃ অকস্বে অর্থঃ অকস্বে  
দু'টি ব্যাখ্যা করো।  
...مَوْصُولٌ بِرَابِطَةٍ مِنْ أَصْلِهِ এটি খবর।  
এর মাঝে شرط এর আভাস রয়েছে।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরেশতাগণ নবীর উপর করুণা  
বর্ষণ করেন। (সুতরাং) হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর উপর  
দুরূদ প্রেরণ করো এবং 'অবশ্যই' সালাম পেশ করো।  
নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়  
আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে অভিশপ্ত করবেন  
এবং তাদের জন্য অপমানকর আযাব তৈয়ার করবেন। আর  
যারা মুমিন নরনারীকে তাদের কোন অন্যায করা ছাড়া কষ্ট  
দেয় তারা বিরাট অপরাধে এবং স্পষ্ট পাপে লিপ্ত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : 'অবশ্যই' শব্দটি কেন যুক্ত হয়েছে চিন্তা করো।

( ٤ ) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَ  
مَا يُدِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا \* إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ  
الْكُفْرِينَ وَاعْتَدَ لَهُمْ سَعِيرًا \* خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا، لَا  
يَجْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا \* يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ  
يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ \* وَقَالُوا  
رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ \* رَبَّنَا  
إِنَّهُمْ ضَعِيفِينَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا \*

## শব্দবিশ্লেষণ

يدري জানানো, অবহিত করা। إدراة জানা (ض)

سعيরা আগুন, আগুনের শিখা سعي النار

تقلب (উল্টানো-পাল্টানো হবে) দেখো, ২০/২১

(قلب شينا قلبًا، ض) কোন কিছুকে উল্টালো (অর্থাৎ উপরের

দিক নীচে এবং নীচের দিক উপরে করলো, কিংবা ভিতরের

দিক বাইরে এবং বাইরের দিক ভিতরে করলো)

قلب এটি قلب এর অতিশয়ী ফেয়েল। ওলট-পালট করলো।

উল্টালো-পাল্টালো।

قلب পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলো।

سيد বহু سادة নেতা, সৈয়দ سيادة নেতৃত্ব।

كبراء এটি كبير এর বহু اضعاف দ্বিগুণ, বহু اضعاف

## বাক্যবিশ্লেষণ

ما يدريك এটি মুবতাদা أي شيء এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ। পরবর্তী বাক্যটি

তার খবর। (কোন জিনিস তোমাকে অবহিত করছে?)

ব্যবহারিক অর্থ- 'কে জানে!

خلدين এটি পূর্ববর্তী যমীরে মাজরুর থেকে হাল ابدأ হচ্ছে তার ظرف

উদ্দেশ্য, اخلد কে তাকীদ করা। لا يجدون দ্বিতীয় حال

يوم .... এটি اجدون এর অগ্রবর্তী ظرف পরবর্তী

বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

يا ليتنا সম্পর্কে দেখো- ১৯/২ এবং السبيل এর তারকীব বলো।

الرسولا শেষের الف অন্ত্যমিলের জন্য অতিরিক্তরূপে এসেছে।

ضعفين এটি দ্বিতীয় مفعول به العذاب (معدودين) তার ছিফাত।

وجوهم অংশ দ্বারা সমগ্র উদ্দেশ্য

তরজমা : মানুষ আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন,

তার অবহিতি (ইলম ও জ্ঞান) তো শুধু আল্লাহর কাছে রয়েছে।

আর কে জানে! হয়ত কিয়ামত নিকটবর্তীই হবে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং

তাদের জন্য (জাহান্নামের) আগুন প্রস্তুত করেছেন, যাতে তারা

চিরকাল থাকবে, এবং কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না।  
যেদিন তাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনে উল্টানো-পাল্টানো  
হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! যদি আমরা আল্লাহর আনুগত্য  
করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম। আর তারা বলবে,  
হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আমাদের নেতাদের এবং  
আমাদের বড়দের আনুগত্য করেছি, কিন্তু তারা আমাদেরকে  
পথভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে  
দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বড় অভিশাপ দিন।

( ৫ ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ  
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

সদীদ সঠিক, সুষ্ঠু। يُصْلِحْ দেখো- ২৪/৮

(ন) ফোজা সফল হওয়া। (ব) অব্যয়যোগে) অর্জন করা, লাভ করা।

فَازَ بِالْجَائِزَةِ - فاز بالجائزة

বাক্যবিশ্লেষণ

إعراب এই ফেয়েল দু'টির আলোচনা করো।

يُطِيعُ ফেয়েলটির ইরাবপূর্ব রূপ এবং রূপান্তর আলোচনা করো।

এখানে অব্যয়টির ব্যবহার জরুরী কেন বলো।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো  
এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের আমল  
সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে  
দেবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে  
তারা বিরাট সফলতা লাভ করবে।

( ৬ ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ  
فِي الْآخِرَةِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ \* يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ  
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَهُوَ  
الرَّحِيمُ الْغَفُورُ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

بلج (প্রবেশ করে) দেখো- ৩/১৯  
 يعرج (উর্ধ্বে আরোহণ করে) تَعْرُجُ الْمَلِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ  
 কোন কিছু উঁচু হলো।  
 عَرَجَ شَيْءٌ عُرُوجًا (ন) সিঁড়ি অতিক্রম করলো।  
 عَلَى السَّلَمِ  
 কোন কিছু নিয়ে উর্ধ্বে আরোহণ করলো।  
 عَرَجَ بِشَيْءٍ  
 (ফিরেশতা) রুহ বা আমল নিয়ে ...  
 عَرَجَ بِالرُّوحِ / بِالْعَمَلِ

## বাক্যবিশ্লেষণ

الحمد .... في الأرض এ বাক্যটির বিশদ তারকীব করো।  
 متعلق الحمد এটি في الاخرة  
 الخبير এটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।

তরজমা : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যার মালিকানায় রয়েছে ঐ সকল কিছু যা আসমানসমূহে আছে এবং যা যমীনে আছে। এবং আখেরাতের যাবতীয় প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনিই মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী, সর্ববিষয়ে অবগত। তিনি জানেন ঐ সকল বিষয় যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয় এবং যা আসমান থেকে অবতরণ করে এবং যা তাতে আরোহণ করে। আর তিনিই পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

( ٧ ) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ \* قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ \* قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَهْلَقْتُمْ بِهِمُ شُرَكَاءَ، كَلَّا، بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

فتاح এটি فتح এর অতিশয়ী।  
 فتاح এর সাধারণ অর্থ খোলা।  
 অন্যান্য অর্থ- জয় করা, বিজয় দান করা, বিচার করা (এখানে এটি উদ্দেশ্য)।  
 أَهْلَقْتُمْ (যুক্ত করছো) দেখো, ২৮/১৬

## বাক্যবিশ্লেষণ

من	সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করো, (দেখো, ৫/৩ ও ৩/২৪)
الله	এর পূর্ণ তারকীব বলো।
أو	এর মাধ্যমে إياكم কে إن এর ইসমের উপর عطف করা হয়েছে। বিযুক্ত যামীরে মানচুবের শুরুতে إيا যুক্ত হয়েছে।
لعلی هدی	এখানে على و في হচ্ছে إن এর ثابتون এর সাথে متعلق
عما أجرنا	عَنْ إِجْرَانَا অর্থাৎ
الذين	ছিলা-মাওচুল মিলে أَرْوْنِي এর দ্বিতীয় به
به	এটি الحَقْمَتِ এর সাথে متعلق আর شَرَكَا হচ্ছে উহ্য عائد থেকে أَلْحَقْتُمُوهُمْ به شَرَكَا অর্থাৎ حال

তরজমা : আপনি বলুন, কে তোমাদেরকে আসমান থেকে এবং যমীন থেকে রিযিক দান করেন। (উত্তরে) আপনি বলুন, আল্লাহ (রিযিক দানকারী)। আর আমরা কিংবা তোমরা অবশ্যই হিদায়েতের উপর কিংবা সুস্পষ্ট গোমরাহির মাঝে রয়েছি। আপনি বলুন, তোমাদেরকে আমাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, আর আমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

আপনি বলুন, আমাদের প্রতিপালক (হাশরের ময়দানে) আমাদেরকে একত্র করবেন, তারপর আমাদের মাঝে ন্যায্যভাবে ফায়ছালা করবেন। আর তিনিই তো উত্তম ফায়ছালাকারী, সর্বজ্ঞানী।

আপনি বলুন, তোমরা আমাকে ঐ সকল উপাস্যদেরকে দেখাও যাদেরকে তোমরা তার সাথে শরীকদার রূপে যুক্ত করেছো। কিছুতেই না, বরং তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ।

( ৮ ) وَ مَا ارسلنك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَ

لَا تَسْتَقْدِمُونَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

كافة এটি جميع এর সমার্থক।

শব্দটি كافة বা جميعا বা قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا / كَافَّةً  
جَمِيعِ النَّاسِ অর্থ ১৭ লোকের জন্য।

## বাক্যবিশ্লেষণ

لِلنَّاسِ এটি الناس হাফে আর সাথে أرسلنا এর  
শাব্দিক অর্থ- আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি (কারো কাছে)  
কিন্তু মানুষের কাছে এমন অবস্থায় যে তারা 'সমগ্র'।

বাংলায় অবশ্য মাওছূফ-ছিফাতের মত তরজমা হবে।

لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ এর তারকীব বলো। পরবর্তী বাক্যটি يَوْمٍ এর ছিফাত  
مَتَى هَذَا الْوَعْدِ এর তারকীব দেখো (১৭/১০) এবং শর্তের জওয়াব বলো

তরজমা : আর আমি আপনাকে সকল মানুষেরই কাছে সুসংবাদ দানকারী  
ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা  
জানে না। আর তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে  
বলো) এ ওয়াদা কবে আসবে। আপনি বলুন, তোমাদের জন্য  
একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্বিত  
করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না।

( ৯ ) وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ  
بِهِ كُفْرُونَ \* وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَدًا وَ مَا نَحْنُ  
بِمُعَذَّبِينَ \* قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ  
لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

اسم المفعول থেকে إفعال (যাদেরকে প্রাচুর্য দান করা হয়েছে) مترفون

প্রাচুর্য লাভ করা (س)

أَتَرَفَ فلان অমুক স্বেচ্ছাচারী হলো।

أَتَرَفَ অমুককে প্রাচুর্য দান করলো।

أَتَرَفَهُ النعمة প্রাচুর্য তাকে মদমত্ত করলো।

১৫/৬ - يَبْسُطُ দেখো -

## বাক্যবিশ্লেষণ

ما و لا নাবাচক অব্যয় ও لا এর ব্যবহার সম্পর্কে দেখো- ১৩/৯

أرسلنا অর্থাৎ بعثنا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো, দেখো- ১৭/১৭)

من এটি অতিরিক্ত। সুতরাং ..... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

بما অর্থাৎ ... كفرون بما এই যামীরিটি الموصول এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'কিতাব' যা أرسلتم থেকে বোঝা যায়।

أولاد শব্দ দু'টি তারকীব ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

তরজমা : যখনই আমি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ঐ জনপদের ভোগ-বিলাসে মত্ত লোকেরা বলেছে, তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করছি। তারা আরো বলেছে, সন্তান-সন্ততিতে এবং ধনসম্পদে আমরাই তো অধিক, আর আমাদেরকে আযাব দেয়া হবে না।

আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক, যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জন্য সংকুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

(১০) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وَ

لَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ \* إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ

عَدُوًّا، إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ \*

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

لا উভয় ক্ষেত্রে এটি الناهية الجازمة للمضارع

উভয় ক্ষেত্রে نون التوكيد এর শেষে مضارع তা ফাতহার উপর মাবনী হয়েছে الناهية এর জزم গ্রহণ করেনি।

لا تفرنكم (তোমাদেরকে যেন ধোকা না দেয়) (ن) غُرًّا، غُرُّوْا (ধোকা দেয়া।  
যে বিষয়ে ধোকা দেয়া হয় তা অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়।  
ধোকাদাতা হলো غُرور আর যাকে ধোকা দেয়া হয় সে مغرور

বাক্যবিশ্লেষণ

الحياة الدنيا সম্পর্কে দেখো, ২/১২ এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো

بالله এটি معضاض متعلق অব্যয়টি হেতুবাচক। এখানে مضاف  
উহা রয়েছে। অর্থাৎ سَبَبِ جِلْمِ اللَّهِ (আল্লাহর পরম  
সহনশীলতার কারণে) অথবা ب হচ্ছে এর সমার্থক।  
এ বাক্যটি উহা جواب এর شرط এই-  
... إن أردتم الفوزَ بِوَعْدِ اللَّهِ فلا ... (যদি তোমরা আল্লাহর  
প্রতিশ্রুতি লাভ করতে চাও তাহলে-)

إن أردتم النجاةَ مِنَ النَّارِ فَ ... فاتخذوه عدوا অর্থাৎ  
لکم عِدُوْكُمْ (مُضَرًّا) এটি যদি عدو এর পরে হতো তাহলে মূলরূপ হতো  
لکم তখন মাওছূফ-ছিফাতের তারকীব হতো। কিন্তু এখন তা  
(مُضَرًّا) لکم عِدُوْكُمْ - মূলরূপ-  
শাব্দিক অর্থ- নিঃসন্দেহে শয়তান শত্রু এমন অবস্থার যে, সে  
তোমাদের জন্য ক্ষতিকারী।  
প্রথম ছুরতে لکم হাল হতে পারে না, আর দ্বিতীয় ছুরতে তা  
ছিফাত হতে পারে না, কী কারণে বলো।  
عدوا এটি দ্বিতীয় به مفعول (সুতরাং তাকে শত্রু বিবেচনা করো)

তরজমা : হে লোকসকল! অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য। সুতরাং  
পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই  
প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।  
নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে তোমরা  
শত্রুই বিবেচনা করো। সে তো তার অনুগামীদেরকে ডাক  
দেয়, যেন তারা জাহান্নামের বাসিন্দা হয়। যারা কুফুরী করে  
তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি, আর যারা ঈমান আনে ও  
নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং বিরাট  
প্রতিদান।



(১১) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ \* إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

متعلق الفقراء এর সাথে এটি إلى الله

এর ইরাব এবং ب অব্যয়টির উদ্দেশ্য আলোচনা করো।

কার সাথে متعلق এবং عزیز এর ইরাব কী।

তরজমা : হে লোকসকল! (সর্ববিষয়ে) তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহই হলেন (বিশ্বজগত থেকে) নিরুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করবেন এণং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন, আর তা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।

(১২) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ \* وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ \* وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ \* وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، إِنْ اللَّهُ يَسْمَعُ مِنْ يَشَاءُ، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ \* إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

الأعمى (অন্ধ) দেখো- ১২/৩ এবং ২০/১৬

البصير (চক্ষুস্থান) আল্লাহর গুণবাচক নাম, সর্বাবলোকনকারী।

چشمস্থান হওয়া بَصَرًا وَبَصَارَةً (ك)

بَصُرَ بَشِيءٍ কোন কিছু অবলোকন করলো।

حرور (মুন্ড) হওয়া (শব্দটি مؤنث)

বাক্যবিশ্লেষণ

إِنْ اللَّهُ .... يَشَاءُ বাক্যটির তারকীব করো।

مفعول به এর اسم الفاعل পূর্ববর্তী ছিলো-ماওছুল মিলে এটি مِنْ فِي ...

بِالْقُبُورِ ..... أَنْتَ مَا বাক্যটির বিশদ তারকীব করো।

তরজমা : সমান হতে পারে না অন্ধ ও চক্ষুস্থান এবং অন্ধকার ও আলো এবং ছায়া ও রোদ। আর সমান হতে পারে না জীবিতরা ও

মৃতরা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে (প্রকৃত) শ্রবণক্ষমতা দান করেন। আর আপনি তো শোনাতে পারেন না ঐ ব্যক্তিকে যে কবরে আছে। আপনি তো শুধু সতর্ককারী।

দ্রষ্টব্য : তরজমায় বন্ধনীতে ‘প্রকৃত’ শব্দটি যোগ করার কারণ এই যে, এখানে সাধারণ শ্রবণক্ষমতার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, বরং হেদায়াতের বানী শ্রবণ ও গ্রহণ উদ্দেশ্য।

(১৩) اَنَا ارسلنك بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ \* وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ \* ثُمَّ اخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

خلا (অন্যান্য অর্থ দেখো- ৪/১৪) বিগত হওয়া (ন)

زبور বহু লিখিত গ্রন্থ (বিশেষভাবে হযরত দাউদ আঃ এর উপর অবতীর্ণ কিতাব) নকির নিন্দা, কঠিন শাস্তি।

বাক্যবিশ্লেষণ

من أمة এখানে অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং أمة শব্দগতভাবে মাজরুর এবং অর্থগতভাবে মুবতাদারূপে মারফু। মূলরূপ-... و إِنْ أُمَّةٍ إِلَّا ... যুক্তভাবে বিশিষ্টতা বোঝায় সেহেতু অর্থ হবে, (প্রতিটি উম্মত সতর্ককারী বিগত হওয়ার সাথে বিশিষ্ট) (অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিতেই সতর্ককারী বিগত হয়েছেন)

إِنْ يَكْذِبُوكَ অর্থاً ৭ পরবর্তী ۚ অব্যয়টি হেতুবাচক।

الَّذِينَ (خلوا) এটি এর ছিল

كَانَ এর ইসম, আর كَيْفَ হচ্ছে তার খবর।

তরজমা : নিঃসন্দেহে আপনাকে আমি ‘সত্যধর্ম’সহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আর প্রত্যেক উম্মতের মাঝেই একজন সতর্ককারী বিগত হয়েছেন। আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যা মনে করে তাহলে (আপনি দুঃখিত হবেন না, কারণ) ঐ

লোকেরাও (তাদের রাসূলদেরকে) মিথ্যা মনে করেছে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে প্রমাণাদি এবং গ্রন্থাবলী এবং আলোদানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিলেন। তারপর যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি। সুতরাং (দেখুন) কেমন ছিলো আমার সাজা।

(১৬) إِنْ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقَوْا مِنْ رِزْقِنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ\* لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ\*

শব্দবিশ্লেষণ

بُورًا، بُورًا (ন) (কিছুতেই মন্দাশস্ত হবে না) لَنْ تَبُورَ  
 ১৮/১৪ (যেন তিনি পূর্ণ করে দেন) দেখো- ১৮/১৪

লিওফি

বাক্যবিশ্লেষণ

أَنْفَقُوا بَعْضَ مَا رَزَقْنَاهُمْ إِيَّاهُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
 ৩/৮ অর্থঃ অর্থ হলো সম্পদ, যা রজনা থেকে বোঝা যায়।

سِرًّا وَعَلَانِيَةً সম্পর্কে দেখো-

৩/৮ ই এর খবরটি তুমি নির্ধারণ করো।

لَنْ تَبُورَ এ বাক্যটি এরা হিফাত।

لِيُؤْفِقَهُمْ অর্থঃ ... لَنْ تَبُورَ

يُؤْفِقُهُمْ -এর ফায়ের হচ্চে তার মাঝে সুপ্ত যমীর যা ফিরেছে  
 ১৮/১৪ এই মহান শব্দের দিকে।

مِنْ এটি আংশিকতাজ্ঞাপক অব্যয়, يزيد এর সাথে متعلق হরফুলজর  
 ও মাজরুর মিলে يزيد এর দ্বিতীয় به এর স্থানে রয়েছে।

كَيَزِيدَهُمْ بَعْضَ فَضْلِهِ অর্থঃ

তরজমা : নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং নামায কায়ম করে এবং আমি তাদেরকে যে সম্পদ দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আমার রাস্তায়) খরচ করে তারা এমন

ব্যবসায়ের আশা করতে পারে যা কখনো মন্দগ্রস্ত হবে না।  
(তারা তা এজন্য করে যে) তিনি যেন তাদেরকে তাদের বিনিময়  
পূর্ণ করে দেন এবং তাদেরকে তাঁর কিছু অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন।  
নিঃসন্দেহে তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

(১৫) أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عُقْبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا \*

বাক্যবিশ্লেষণ

ينظروا এটি অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে এসির উপর।  
وكانوا এখানে واو অব্যয়টি হচ্ছে واو الحال পরবর্তী বাক্যটি حال হয়েছে  
পূর্ববর্তী উহ্য ফেয়েল مضرا এর ফায়েল থেকে।  
ليعجزه এখানে فعل টি উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে ل এর মাজরুর এবং তা  
متعلق এর مریدا উহ্য  
من অব্যয়টি অতিরিক্ত সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)  
শাব্দিক অর্থ- আল্লাহ, কোন কিছু আল্লাহকে অক্ষম করার  
ইচ্ছাকারী নন (অর্থাৎ কোন কিছু আল্লাহকে অক্ষম করবে, এটা তিনি  
ইচ্ছা করেন নি, সুতরাং কোন কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না)  
في السموت এটি কার সাথে متعلق এবং সেটি তারকীবে কী হয়েছে?

তরজমা : তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নি, আর দেখে নি যে, তাদের  
পূর্বে যারা ছিলো তাদের পরিণাম কেমন ছিলো? তারা তো  
শক্তিতে তাদের চেয়ে ভীষণ ছিলো, কিন্তু আসমান ও যমীনের  
কোন কিছু আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে তিনি  
সর্বজ্ঞানী, সর্বক্ষমতার অধিকারী।

(১৬) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا \*

## শব্দবিশ্লেষণ

مؤاخذاً পাকড়াও করা, জবাবদেহী তলব করা। اخَذَ - يُؤَاخِذُ - اخَذَ  
 ظَهَرَ الْأَرْضِ ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরের অংশ। بَطَنُ الْأَرْضِ পৃথিবীর  
 ভিতরের অংশ।

يُؤَخِّرُ (অবকাশ দেন), বিলম্বিত করেন, পিছিয়ে দেন।

## বাক্যবিশ্লেষণ

يؤاخذُ এটি মাযীর অর্থে ব্যবহৃত এবং لو এর শর্ত ما ترك হচ্ছে  
 بِأَثَمِ كَسْبِهِ كَيْفَ بِمَا كَسَبَهُ مِنَ الْإِثْمِ কিংবা بِأَثَمِ كَسْبِهِ كَيْفَ بِمَا كَسَبَهُ  
 (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ها এর مرجع হচ্ছে الأرض যা পূর্ববর্তী লফয থেকে মাফহূম হয়।

من এটি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

إذا এর جواب উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَازَاهُمْ (তাদেরকে পতিদান দেন)  
 جَازَى - مُجَازَى - جَازَ - مُجَازَاةً

তরজমা : আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের অর্জিত পাপের কারণে পাকড়াও  
 করতেন তাহলে পৃথিবীর উপর কোন প্রাণীকে ছেড়ে দিতেন  
 না। তবে তিনি তাদেরকে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ  
 দেন। তারপর যখন তাদের নির্ধারিত মেয়াদ এসে পড়ে (তখন  
 তিনি তাদেরকে প্রতিদান দেন) কারণ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের  
 বিষয়ে সর্বদর্শী।

(১৭) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصْحَابَ الْقَرْيَةِ، إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ \* إِذْ  
 ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا  
 إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ \* قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ  
 الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ \* قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ  
 إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ \* وَمَا عَلَيْنَا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

ضرب مثلاً উদাহরণ বর্ণনা করলো।

عزز শক্তিশালী করলো। শক্তি যোগালো تعزز শক্তি লাভ করলো।

## বাক্যবিশ্লেষণ

اضرب (বর্ণনা করুন) مثلاً এটি مفعول به আর أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ হচ্ছে مثلاً থেকে বদল। তবে এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ শাব্দিক অর্থ- তাদের জন্য একটি উদাহরণ অর্থাৎ জনপদের অধিবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করুন।

بثالث (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) برسولٍ ثالثٍ অর্থাৎ এটি بشر এর ছিফাত بشر হচ্ছে أنتم এর খবর।

إذ উভয়টি বদল হয়েছে أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ থেকে। শাব্দিক অর্থ- أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ এর ঘটনাকে অর্থাৎ তাদের কাছে রাসূলদের আগমনের সময়টিকে অর্থাৎ তাদের কাছে দু'জনকে পাঠানোর সময়টিকে বর্ণনা করুন।

إذ কে اضرب এর ظرف মনে করা ঠিক নয়, কারণ এটি উদাহরণ বর্ণনার সময় নয়; বরং এটি হচ্ছে أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ এর قصة ঘটবার সময়।

أرسلنا فيهم এর পরিবর্তে أرسلنا فيهم বলা হলে ব্যাকরণগত কী সমস্যা এবং তার কী সমাধান? (১৭/১৭)

من এটি অতিরিক্ত, সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

ما علينا إلا ... এর তারকীব করো। প্রয়োজনে দেখো- ৭/১০

তরজমা : আর আপনি জনপদের অধিবাসীদের ঘটনা তাদের জন্য উদাহরণরূপে বর্ণনা করুন। যখন ঐ জনপদে প্রেরিতগণ উপস্থিত হলেন, যখন আমি তাদের কাছে দু'জনকে পাঠালাম, আর তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, তখন আমি (তাদেরকে) তৃতীয়জন দ্বারা শক্তি যোগালাম। আর তারা বললো, অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত।

তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নও। আর রহমান কোন কিছু নাযিল করেন নি; তোমরা শুধু মিথ্যা বলছো। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক জানেন, অতি অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত, আর আমাদের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট রূপে পৌঁছে দেয়া।

দ্রষ্টব্য : দায়িত্ব কোন্ শব্দের অর্থ, বলো।

(১৮) وَ جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يُقِيمُ اتَّبِعُوا  
الْمُرْسَلِينَ \* اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

يسعى তারকীবে এটি صفة কিন্তু তরজমায় হাল হয়েছে।

اتبعوا... দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে বদল হয়েছে।

و هم مهتدون এ বাক্যটি لَا يَسْأَلُ এর ফায়েল هو থেকে হয়েছে।

এটা - اسم الموصول হচ্ছে مرجع উভয় যমীরের هم এবং هو  
কীভাবে সম্ভব বলো।

তরজমা : আর শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো, সে বললো,  
হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা প্রেরিতদের অনুসরণ করো, ঐ  
লোকদের অনুসরণ করো যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান  
চায় না, অথচ তারা সৎপথপ্রাপ্ত।

( ১ ) وَ مَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* أَأَتَّخِذُ مِنْ  
دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ  
شَيْئًا وَ لَا يَنْقِذُون \* اِنِّى اِذَا لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ \* اِنِّى اٰمَنْتُ  
بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُون \* قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ اٰلَيْتَ قَوْمِ  
يَعْلَمُونَ \* بِمَا عَفَرَ لِي رَبِّى وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ضر (ক্ষতি করা) এটি মাছদার, দেখো, ৪ / ১৯

لا تغن মূলত لا تغني (কাজে আসবে না) দেখো- ৩/১৭

বাক্যবিশ্লেষণ

مالى অর্থাৎ اَيُّ شَيْءٍ ثَابِتٌ لِي (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

এটি اِلٰهٍ الَّذِى عِبَادَتُهُ مِنْ دُونِى (তুমি) এর ছিলাহুত্ত। এর উপর معطوف এর উপর اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ এটি নির্ধারণ করো।

اتخذ এই ফেয়েল দু'টি به مفعول দাবী করে مِنْ دُونِهِ হুচ্ছে  
দ্বিতীয় به مفعول (আমি কি কতিপয় ইলাহকে তাঁর গায়র থেকে গণ্য  
বানাবো)

بضر অর্থাৎ اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ مُتَلَبِّسًا بِضُرٍّ (রহমান যদি আমার প্রতি ইচ্ছা  
করেন এমন অবস্থায় যে, তিনি ক্ষতি করার সাথে যুক্ত)

اِغْنَاءُ) এটি উহ্য مفعول مطلق এর নায়েব, যা মাছদারের পরিমাণ  
তضمين তখন - مفعول به এর لا تغن তা কিংবা বর্ণনা করছে, (তরজমায় কোন্  
এর সূত্রে ফেয়েলটি لا تمنع এর সমার্থক হবে। তারকীব অনুসৃত হয়েছে বলো)

لا ينقذون এটি لا تغن এর উপর معطوف হয়ে মাজযুম হয়েছে।

اِذَا তানবীনসহ, এটি حرف الجواب পূর্ববর্তী বক্তব্যের জওয়াবে আসে।  
বাংলা অর্থ- 'তাহলে'

بما ... يعلمون بِمَغْفِرَةِ رَبِّى ... অর্থাৎ



কিংবা এটি اسم ظرف و شرط আর তানবীন হচ্ছে تَوَيْنُ الْعَوْضِ  
অর্থাৎ উহ্য شرط এর বিকল্প তানবীন। মূলরূপ এই—  
إذا عِبِدْتُ غَيْرَ اللَّهِ আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে, যা إن এর খবর  
থেকে মাফহুম হয়, اَصَلْتُ

এবং তা إن এর খবর। এটি উহ্য غَارِقُ এর সাথে متعلق ...

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) اِنْ فَهِمْتُمُ الْأَمْرَ فَاسْمَعُونِي অর্থাৎ فاسمعون

পারবর্তী অংশটি যেহেতু منادى হওয়ার যোগ্য নয়, সেহেতু এটি

حَرْفُ التَّنْبِيهِ নয়, বরং এটি حرف النداء,

এর ইসম ও খবর চিহ্নিত করো।

بِمَا غَفَرَ لِي اَرْثَا۟ الْمُكْرِمِينَ اِيَّايَ مِنْ اَرْثَا۟ اَرْثَا۟

(হায়, যদি আমার কাওম জানতো, আমাকে আমার প্রতিপালকের ক্ষমা  
করার এবং তাঁর আমাকে সম্মানপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি)

এটি متعلق এর সাথে يعلمون

এটি সরাসরি جعل এর সাথে متعلق কিংবা معدودا এর সাথে

مفعول به এর দ্বিতীয় جعل এবং তা متعلق

তরজমা : আমার কী হলো যে, আমি ঐ সত্তার ইবাদত করবো না, যিনি  
আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন  
করানো হবে। আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কিছুকে ইলাহরূপে  
গ্রহণ করবো! করুণাময় যদি আমার ক্ষতির ইচ্ছা করেন  
তাহলে তো তাদের সুফারিশ আমার কোনই উপকার করতে  
পারবে না এবং তারা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাহলে  
তো আমি প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হবো। আমি তোমাদের প্রতিপা-  
লকের প্রতি ঈমান এনেছি, সুতরাং তোমরা আমার কথা শোনো।  
(তাকে) বলা হলো, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো, হায়,  
যদি আমার সম্প্রদায় জানতো যে, আমার প্রতিপালক আমাকে  
ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

( ٢ ) وَمَا لَهُمُ الْآرَاضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَاَعْمَلْتَهُ اَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ \*

نخلة (একটি খেজুর গাছ) বহু نَخْلٌ ও نخيل  
 عنب (আঙুর) বহু عنبَة একটি اعناب  
 فجر প্রস্রবণ বা ঝর্ণা বের করলো, উৎসারিত করলো। অন্য অর্থ—  
 فجر قنبلة বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো।  
 (مُطَاعِ فَجْرٍ) এ দু'টি হচ্ছে فَجْرٌ এর অনুবর্তী ফেয়ল  
 ঝর্ণা উৎসারিত হলো, বোমা বিস্ফোরিত হলো

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) **الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ** **أَيُّ ثَابِتَةٍ لَهُمْ** **أَرَاكَ** **الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ**

এটি جُنَّتِ হইছে (কান্না) من نخيل আর মفعول به এর جعلنا جنت  
হিফাত। (বা ব্যয়টি بَيَانَة বা ব্যাখ্যাবাচক)

অর্থ ৭ بعضُ العيون (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) من العيون

متعلق ہر جعلنا یوگہ ل ہرے مصدر مؤول اٹی لیاکلوا ...

من ثمره এটি يأكلوا এর সাথে আর , যমীরটি ফিরেছে  
 ۱. হিসাবে الشئ المذكور, এর দিকে (جنت) و اعتاب

نافه হচ্ছে মা এটি স্বতন্ত্র বাক্য এবং ما عمله

তরজমা : তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো বিগুফ ভূমি। আমি তাকে সজীব করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, ফলে তা থেকেই তারা আহার করে। আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করেছি বিভিন্ন ঝর্ণা, যাতে তারা তার ফল খেতে পায়। তাদের হাত সেগুলো সৃষ্টি করেনি। সুতরাং তারা কি শোকর করবে না!

**দ্রষ্টব্য :** ফসল সম্পর্কিত আলোচনায় ভূমি শব্দটি হচ্ছে উপযুক্ত সূত্রাং الأرض এর তরজমা হবে ভূমি, পৃথিবী নয়।

( ٣ ) وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \* وَ مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ \* وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ



চক্ষু আলোহীন হয়ে গেলো ।

طمس القمر أو النجم চাঁদ/তারকা নিষ্পত্ত হলো ।

কোন কিছুকে বিকৃত করলো, মুছে

ফেললো । (সরাসরি এবং অব্যয়যোগে) لازم এর মাছদার

طمسًا বাবে নাছারা

তার চক্ষুকে (তাকে) অন্ধ করে দিলো

لمسحنا (অবশ্যই বিকৃত করতাম) (ف) مسحًا বিকৃত করা, নিকৃষ্টতর রূপে

পরিবর্তিত করো مسحه الله عز وجل আল্লাহ তাকে বানরে পরিণত

করলেন مسح বিকৃত ব্যক্তি বা বস্তু

استبقوا (তারা ধাবিত হলো) দেখো- ১২/২৪

مضي এটি ওজনের মাছদার مضوي ছিলো, ي কে و দ্বারা পরিবর্তন

করে ইদগাম করা হয়েছে এবং তার পূর্বে কাসরাহ দেয়া হয়েছে

#### বাক্যবিশ্লেষণ

بأنهم كانوا يكسبون كَيْسِبُهُمُ الْإِنَّمَا অর্থাৎ بما كانوا يكسبون

وَلَوْ شِئْنَا لَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ অর্থাৎ ولو نشاء

استبقوا এটি معطوفٌ على جوابٍ لو

الصراف অর্থাৎ إلى الصراف বিষয়টি ব্যাখ্যা করো (৮/৫ এবং ৯/১৫)

أنى এটি الجملَةُ على استبقوا এর সমার্থক كيف এটি

مضيا এটি معطوفة مفعول به

তরজমা : আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, আর তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে ।

আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে ধাবিত হতো, তখন কীভাবে তারা অবলোকন করতো! ( অর্থাৎ অবলোকন করতে পারতো না) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে তাদের স্থানেই তাদের (আকৃতি) কে বিকৃত করতে পারতাম তখন তারা আগেও যেতে পারতো না এবং (পিছনেও) ফিরতে পারতো না ।

( ৫ ) وَ مَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ \* وَ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُّبِينٌ \* لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

عَمَّرَهُ اللهُ আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দান করলেন।

نَكَّسَ اللهُ فَلَانًا আল্লাহ চূড়ান্ত বার্ষিক্যের মাধ্যমে শৈশবে ফিরিয়ে দিলেন।

يَنْبَغِي এটি انفعال তবে এর শুধু

মোযারে আসে এবং তাও যিন্গি এই ছীগার মাঝে সীমিত

তদ্রূপ- (তোমার এমনটি করা উচিত) يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْمَلَ كَذَا

يَنْبَغِي لَكَ / لَهُ / لَهَا / لَكُمْ / لَكُنْ / لَهُمْ / لَهَا / أَنْ .....

মাযীর ক্ষেত্রে كان يَنْبَغِي (উচিত ছিলো) এবং كان لا يَنْبَغِي বা

ما كان يَنْبَغِي (উচিত ছিল না) ব্যবহৃত হয়।

يَحِقُّ দেখো- ১৭ / ২৫

বাক্যবিশ্লেষণ

يَنْبَغِي এর ফায়েল হচ্ছে الشِّعْرُ এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যামীর।

বাক্যটির অর্থ- কবিতা তার উপযোগী হয় না, (অর্থাৎ বলতে

চাইলেও সহজে বলতে পারেন না)

لِيُنذِرَ এটি উহ্য অর্ন্ত এ সাথে য়া 'পূর্ব' থেকে মায়ফহূম হয়।

يَحِقُّ এটি য়নডর এর উপর معطوف

তরজমা : আর আমি যাকে দীর্ঘজীবন দান করি তাকে সৃষ্টিগত ক্ষেত্রে

পূর্বের অবস্থায় (শৈশবে) ফিরিয়ে নিই, তবু কি তারা বোঝে না?

আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দিইনি এবং তা তার জন্য উপযোগীও

নয়। এটা তো উপদেশ ও সুস্পষ্ট কোরআন ছাড়া আর কিছু নয়।

(তা নাযিল করা হয়েছে) যাতে যারা জীবিত তাদেরকে তিনি সতর্ক

করেন, আর যাতে কাফিরদের উপর আযাব অবশ্যসাব্যস্ত হয়।

( ৬ ) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ \* وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ \* وَ إِذَا رَأَوْا آيَةً

يَسْتَسْخِرُونَ \* وَ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ \* أَيْ ذَا مِثْنَا

وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ \* أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ \*  
 قُلْ نَعَمْ وَانْتُمْ ذُرِّيَّتُنَا \* فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ \*  
 وَقَالُوا يُبَوِّلُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ  
 بِهِ تُكَذِّبُونَ \* أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَازْجُوهُمْ وَ مَا كَانُوا  
 يَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يَسْتَسْخِرُونَ (তারা উপহাস করে) مِنْ অব্যয়যোগে এর সমার্থক,  
 দেখো- ২/১৩

داخر (হীন, অপদস্থ) (ف) هِين/অপদস্থ হওয়া, বিনীত হওয়া  
 ا. একই অর্থে (س) دَخَرًا

زجرة (ধমক) (ن) دَجْرًا ধমক দেয়া, তিরস্কার করা, ধমক দিয়ে বিরত  
 রাখা। (ব্যবহার- সরাসরি, কিংবা ب অব্যয়যোগে)  
 (أَوْ بِهِ) زَجَرَ الْكَلْبَ وَ غَيْرَهُ কুকুরকে ধমক দিয়ে বিরত রাখলো  
 তিরস্কার করে বিরত রাখলো।

فصل (বিচার) (ض) فَضْلًا পৃথক করা। বিচার করা।  
 فَصَلَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا - فَصَلَ بَيْنَهُمَا  
 ان الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ - কোরআনে আছে  
 فَصَلَ شَيْئًا عَنْ شَيْءٍ কিছুকে কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

عجبت এই সম্বোধন নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে  
 يسخرون এটি উহ্য মুবতাদা হএর খবর এবং اسمية টি রূপে  
 নহবের স্থানে রয়েছে, আর বাক্যটি اسمية হওয়ার কারণেই واو  
 আসে না واو الحال এর শুরুতে مضارع এসেছে, الحال  
 এখানে দু'টি متعلق উহ্য রয়েছে; অর্থাৎ-  
 عَجِبْتُ يَا مُحَمَّدٌ عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ وَ يَسْخَرُونَ مِنْ تَعْجِبِكَ  
 ... وإذا ذكروا বাক্যটির তারকীব বলো, এবং মূলরূপটি উল্লেখ করো।  
 يستسخرون এখানে এই متعلق টি উহ্য রয়েছে।

.... أءذا متنا ১৮ / ৬ ও ১১ এর তারকীব করো, দেখো-

إباضنا পূর্ববর্তী কারীনার কারণে এর খবর مبعوثون উহ্য রয়েছে এবং  
বাক্যটি إنا لمبعوثون এর উপর معطوف হয়েছে।

هي এর مبعوثون থেকে البعثة হচ্ছে مرجع هي।  
الفصل পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর তারকীবী সম্পর্ক কী বলো।

... احشروا এ বাক্যটি مَقُولُ الْقَائِلِ (বক্তার বক্তব্য), উহ্য ইবারত এই-  
يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ

أزواجهم এটি তারকীবী কী হয়েছে বলো।

... ছিলো-মাওছুল মিলে أزواجهم এর উপর معطوف হয়েছে  
এর স্থানীয় অর্থ ও তার কারীনা নির্ধারণ করো।

তরজমা : বরং আপনি তো (আল্লাহর কুদরতে) বিশ্বয় বোধ করেন, আর  
তারা (আপনার বিশ্বয় সম্পর্কে) উপহাস করে। যখন তাদেরকে  
উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তো গ্রহণ করে না। আর যখন  
তারা কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে এবং বলে, এ তো  
স্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছু নয়। আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি  
ও হাড় হয়ে যাবো তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? আমাদের  
আদি পিতৃপুরুষরাও কি (পুনরুত্থিত হবেন)? আপনি বলুন, হাঁ,  
এবং তোমরা হবে লাঞ্চিত। বস্তুত সে উত্থান হবে একটি বিকট  
শব্দমাত্র। তখন হঠাৎ তারা সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে থাকবে।  
আর তারা বলবে, হায় আমাদের বরবাদি! এ তো বিচারের দিন,  
এ তো ফায়ছালার দিন যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে।  
(তখন আল্লাহ ফিরেশতাদের বলবেন) তোমরা একত্র করো যারা  
যুলুম করেছে তাদেরকে এবং তাদের সহচরদেরকে, আর তারা  
আল্লাহর পরিবর্তে যেগুলোর উপাসনা করতো সেগুলোকে।  
তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে-

( ٧ ) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ \* وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ \*  
قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ \* فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا  
فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ \* وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ \*





শব্দকে এই বিশেষ ওজনে পরিবর্তন করাকে تصغير বলে।  
এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা বা আদর প্রকাশ করা। শব্দটি  
يا، الکلم এর দিকে مضاف হয়েছে।

ماذا এটি تری এর অর্থবর্তী مفعول আর تری দ্বারা উদ্দেশ্য হলো  
চিন্তার দেখা, (কোন জিনিসটিকে তুমি উত্তম মনে করছো?)  
ما تؤمر به (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : তিনি বললেন, তোমরা কি ঐ সকল মূর্তির পূজা করো যা তোমরা  
(নিজ হাতে) খোদাই করছো? অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন  
তোমাদেরকে এবং ঐগুলোকে যা তোমরা তৈরী করছো।  
তারা বললো, তার জন্য একটি ভবন তৈরী করো, তারপর তাকে  
আগুনে নিক্ষেপ করো। তারপর তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত  
করতে চাইলো, ফলে আমি তাদেরকেই চূড়ান্ত 'অধঃপতিত'  
করলাম। আর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে  
চললাম, অবশ্যই তিনি আমাকে (আমার চিরস্থায়ী কল্যাণের  
দিকে) পথ প্রদর্শন করবেন।

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে নেক সন্তান দান  
করুন। সুতরাং তাকে আমি এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ  
দান করলাম। তারপর সে যখন পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার  
বয়সে উপনীত হলো তখন তিনি বললেন, হে প্রিয় পুত্র! আমি  
তো স্বপ্নে দেখছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, সুতরাং তুমি  
দেখো, তুমি কী মনে করো। সে বললো, হে আব্বা! আপনাকে  
যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা করুন। অবশ্যই আপনি  
আমাকে -ইনশাআল্লাহ- ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

( ٨ ) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ \* وَ نَجَّيْنَاهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ  
الْعَظِيمِ \* وَ نَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ \* وَ ءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ  
الْمُسْتَبِينَ \* وَ هَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِمَا  
فِي الْآخِرِينَ \* سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي  
الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

كرب কঠিন যন্ত্রণা, পেরেশানি, مَنَّا (দেখো- ৩/৬)

مستبين (সুস্পষ্ট) استبانٌ হওয়া, স্পষ্টতা চাওয়া (لازم ও متعد)

দেখো- ৬/৬ - استبانٌ شيئاً - استبانٌ شيءٌ

فكانوا এটি السبب আর هم হচ্ছে فصل তারকীবে এর কোন স্থান নেই।

تركنا عليهما অর্থাৎ عليهما (ثناءً) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

متعلق এটি ثناء এর সাথে কিংবা تركنا এর সাথে

(ক) আমি রেখেছি, পরবর্তীদের মাঝে তাদের প্রতি প্রশংসা

(খ) আমি পরবর্তীদের মাঝে রেখেছি, তাদের প্রতি প্রশংসা

سلم নাকেরা মুবতাদা হয়েছে, কারণ তা উহ্য ছিফাতের موصوف

অর্থাৎ ثابت) على আর سلمٌ نازلٌ مِنَ اللهِ

তরজমা : আর অবশ্যই আমি মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম।

এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম

মহাসংকট থেকে। আর আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম;

ফলে তারাই ছিলো বিজয়ী। আর আমি উভয়কে দিয়েছিলাম

সুস্পষ্ট কিতাব, এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম।

আর আমি পরবর্তীদের মাঝে তাদের জন্য প্রশংসা রেখেছি।

মূসা ও হারুনের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ হতে) শান্তি বর্ষিত

হোক। এভাবেই আমি নেক আমলকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে

থাকি, নিঃসন্দেহে তারা আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

( ٩ ) وَ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، وَ قَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سِحْرٌ

كَذَّابٌ \* أَجْعَلِ الْإِلَهَةُ إِلَهُاً وَاحِداً، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ \*

وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلَى إِلَهِتِكُمْ، إِنَّ

هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ \* مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، إِنْ

هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ \* أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا، بَلْ هُمْ فِي

شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي، بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ \* أَمْ عَنْدهُمْ خَزَائِنُ

رَحْمَةٍ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

عجيبا (তারা অবাক হলো) (س) عَجَبًا অবাক হওয়া ।  
 عَجِبَ مِن شَيْءٍ কোন বিষয়ে অবাক হলো (من অব্যয়যোগে)  
 عَجَاب (আশ্চর্যজনক বিষয়) مَا يَدْعُو إِلَى الْعَجَبِ  
 انْطَلَا، চলা, রওয়ানা হওয়া, ছুটে যাওয়া, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা ।  
 انْطَلَقَتِ الْفَائِلَةُ কাফেলা যাত্রা করলো ।  
 انْطَلَقَتِ السَّيَارَةُ গাড়ী ছুটে চললো ।  
 انْطَلَقَتِ الرُّصَاصَةُ গুলি ছুটে গেলো ।  
 انْطَلَقَ لِسَانُهُ তার যবান স্বতঃস্ফূর্ত হলো ।

اختلاق মিথ্যা রটনা

## বাক্যবিশ্লেষণ

أن جاءهم এটি উহ্য হরফুলজর من এর مجرور এর স্থানে এসেছে ।  
 عَجِبُوا مِنْ مَجِيءِ مُنْذِرٍ مَعْدُودٍ مِنْهُمْ - মূলরূপ এই-  
 أَجْعَلُ এখানে هَمَزَةُ الاسْتِفْهَامِ প্রত্যাখ্যানের অর্থ বুঝিয়েছে ।  
 إِلَهًا وَاحِدًا وَالْإِلَهَةُ এর তারকীব বলো ।  
 انْطَلَقَ الْمَلَأُ অর্থাৎ انْطَلَقَ أَلْسِنَةُ الْمَلَأُ তাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের জিহ্বা  
 মুখর হলো (এই বলে) যে ...  
 মতলব- তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা জোরালোভাবে বললো যে, ...  
 أن এটি ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়, পূর্ববর্তী انْطَلَقَ ফেয়েলটিতে এর  
 অর্থ রয়েছে । এ সম্পর্কে দেখো- ১৪/১৩  
 يراد এটি এর ছিফাত ।  
 بهذا এটি متعلق এর সাথে অর্থগতভাবে তার مفعول به  
 سمع এর সরাসরি ও ب অব্যয়যোগে আসে ।  
 فِي الْمَلَّةِ এটি متعلق এর সাথে موجودا এর থেকে হয়েছে ।  
 مِنْ بَيْنِنَا এটি (مُخْتَارًا) مِنْ بَيْنِنَا এর থামীর থেকে  
 শাদিক অর্থ- মুহাম্মদের উপর-কি কোরআন নাযিল করা  
 হয়েছে এমন অবস্থায় যে, তাকে নির্বাচন করা হয়েছে আমাদের  
 মধ্য হতে । (অর্থাৎ এ বিষয়ে তো আমরা তার চেয়ে যোগ্য  
 ছিলাম, আমাদের বাদ দিয়ে কি তাকে নির্বাচন করা হয়েছে ?)

من ذكرى এটি এক সাথে متعلق আর شك في হচ্ছে ہم এর উহ্য খবর  
متعلق এর সাথে غارقون  
ذكرى ও الذكر দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উপদেশগ্রন্থ আল কোরআন।  
لما এটি اسم الطرف এর সমার্থক নয়। দেখো, ২৬/১৭

তরজমা : আর তারা বিশ্বয় বোধ করে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে, এ তো এক মিথ্যাচারী জাদুগর। সে কি বহু উপাস্যকে এক ইলাহ সাব্যস্ত করেছে? এটা তো এক আজব ব্যাপার! আর তাদের নেতৃস্থানীয়রা জোরেশোরে বলে যে, তোমরা যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের (উপাসনার) উপর অটল থাকো। নিঃসন্দেহে এটা কোন মতলবপূর্ণ কথা। আমরা (আমাদের) আখেরী মিল্লাতে এ ধরনের কথা শুনি। এটা তো মিথ্যারটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের মধ্য হতে শুধু কি তারই উপর উপদেশবাণী অবতীর্ণ হলো! আসলে তারা আমার উপদেশের ব্যাপারে সন্দেহে রয়েছে। আসলে তারা এখনো আমার আযাব চেখে দেখেনি।

(১০) يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ \*  
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ذَلِكَ ظَنُّ  
الَّذِينَ كَفَرُوا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

خليفة স্থলবর্তী, প্রতিনিধি, খলীফা, বহু خَلَفَاءُ দেখো- ৮/৬  
احكم (ফায়ছালা করো) দেখো- ৬/২০  
يضل (ভ্রষ্ট করবে) يضلون (তারা ভ্রষ্ট হবে) দেখো- ১/৯৮  
هوى (প্রবৃত্তি, নফসের খাহেশ) (ال هوى যোগে)

বাক্যবিশ্লেষণ

يفضلك (তাহলে তা তোমাকে ভ্রষ্ট করবে) দেখো- ৬/১৫

... إن الذين এর তারকীব করো عذاب شديد কে এর পশ্চাদ্বর্তী ইসম বানাও  
 بما এটি المصدرية বাক্যের মূলরূপটি বলো। এটি عذاب এর  
 খবরের সাথে দ্বিতীয় متعلق আর ب অব্যয়টি হেতুবাচক

باطلا অর্থাৎ خلقا باطلا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ذلك দ্বারা الخلق باطلا এর দিকে ইশারা (বাক্যটির তারকীব করো।)

من التاء এটি معلى এর সাথে ويل এর সাথে من অব্যয়টি হেতুবাচক।

তরজমা : হে দাউদ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে পৃথিবীতে 'খলীফা' বানিয়েছি। সুতরাং তুমি লোকদের মাঝে ন্যায়ভাবে বিচার করো, (নিজের) খাহেশের অনুসরণ করো না; তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব, একারণে যে, তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গিয়েছিলো। আমি আসমান ও যমীন এবং তাদের মাঝে যা কিছু আছে তা অযথা সৃষ্টি করিনি। সে তো ঐ লোকদের ধারণা যারা কুফুরি করেছে। সুতরাং যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে (চূড়ান্ত) বরবাদি, জাহান্নামের কারণে।

(১১) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ  
 الْخَالِصُ، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا  
 لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ  
 يَخْتَلِفُونَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كُذِبٌ كَفَّارٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ দ্বীনকে তার জন্য খালেছ করলো। مُخْلِصًا দ্বীনকে আল্লাহর  
 জন্য খালিছকারী। দেখো, ১৪/৬

ولي বহু أَوْلِيَاءُ বন্ধু, অভিভাবক (উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন উপাস্য)

زُلْفَى এটি تَقَرَّبُ এই মাছদারের সমার্থক। অর্থাৎ নৈকট্য লাভ করা।

বাক্যবিশ্লেষণ

متعلق এর সাথে ثابت খবর উহ্য অংশটি পরবর্তী মুবতাদা, تنزيل الكتاب

الدين এর তারকীব করো ।

أولياء من دونه এবং أولياء من دونه পার্থক্য বেলো ।

جملة اسمية হচ্ছে ছিলাহ এর اسم الموصول এখানে فيما هم ...

جملة فعلية টি ছিলাহ হতো । যদি না থাকতো তাহলে فعليه

مفعول به এর لا يهدى মিলাে মাওছুল-ছিলাহ

তরজমা : (এই) কিতাবের অবতারণ (হয়েছে) মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে । আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি সত্যভাবে । সুতরাং আপনি দীনকে আল্লাহর জন্য খালিছ করে আল্লাহর ইবাদত করুন । সাবধান! খালিছ দীন শুধু আল্লাহরই জন্য । আর যারা আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন 'উপাস্য' গ্রহণ করে (আর বলে) আমরা তাদের ইবাদত করি শুধু যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর 'অতি' নিকটবর্তী করে দেয় । অবশ্যই আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে । আর যে মিথ্যাবাদী, (আল্লাহকে) অস্বীকারকারী, আল্লাহ তাকে (সত্যের) পথ প্রদর্শন করেন না ।

(১২) ذَلِكُمُ اللَّهُ رُبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْتَبِهُوا \* إِنَّ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

تصرفون (তোমাদেরকে ফেরানো হচ্ছে) দেখো- ১১/১২

لا تزر (বহন করবে না) وَزْرًا، وَزْرًا (বহন করা বহনকারী) وَزْرًا এর দিকে লক্ষ্য করে মুন্ঠ আনা হয়েছে, (অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির গোনাহ বহন করবে না)

ذات هي ذات مال - هو ذو مال - অধিকারিণী - মুন্ঠ এর ذو

ذات شَفَعَةٍ এটি অর্থো ফি يوم বা يومًا এটি অর্থো (টোটে থেকে উচ্চারিত) কালিমা বা শব্দ অর্থো ব্যবহৃত ।

ذات الصدر বুকের মাঝে লুকায়িত বিষয় অর্থো ব্যবহৃত

## বাক্যবিশ্লেষণ

الله এই মহান শব্দটি اسم الإشارة থেকে বদল, কারণ উভয় শব্দ দ্বারা অভিন্ন সত্তা উদ্দেশ্য।  
 ذلکم মুবতাদা, ریکم খবর, কিংবা ذلکم মুবতাদা, এর পর দু'টি খবর। (তরজমা কোন্ তারকীব অনুসারে হয়েছে, বলো) ২৮  
 فانی অর্থাৎ تُصَرِّفُونَ (এটাই যদি হয় আল্লাহর শান তাহলে ...)

إن تَشْكُرُوا اللهَ - এই উহ্যরূপ এর إن এর تشكروا  
 يرضاه মূলতَ এটি جواب الشرط রূপে মাজযুম হয়েছে,  
 فعل এর মাধ্যমে। حذف اللام এর যমীরটি ফিরেছে  
 الشرط এর মাঝে বিদ্যমান الشكر মাছদারের দিকে। (তিনি শোকরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করবেন) দেখো- ৪/৭

مَرْجِعُكُمْ (ثَابِتٌ) إِلَى رِيكُم অর্থাৎ إلى ریکم مرجعکم

তরজমা : তিনি আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, রাজত্ব তাঁরই জন্য। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমাদেরকে (বিভ্রান্ত করে) কোথায় ঘোরানো হচ্ছে। যদি তোমরা (আল্লাহর প্রতি) অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তবে আল্লাহ তো তোমাদের থেকে নিমুখাপেক্ষী। আর তিনি আপন বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করবেন। আর কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির (পাপের) বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকেই হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি হৃদয়ের গোপন কথা জানেন।

(১৩) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ \* قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ \*  
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ،  
 إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ \*

## শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

واسعة (প্রশস্ত, বিস্তৃত) ৯/১৬ یوفی (পূর্ণ করে দেয়া হবে) ১৮/১৪  
 إنما উভয় م সম্পর্কে কী জানো বলো م কে সরিয়ে বাক্যটি বলো  
 الذين امنوا ছিলো-মাওছুল মিলে مضاف এর ছিফাত।  
 للذين ... حسنة পুরো বাক্যটির তারকীব করো।  
 أجرحهم এটি یوفی এর দ্বিতীয় به প্রথম مفعول به কোন্টি বলো

তরজমা : আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানের অধিকারীরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা ঈমান এনেছো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। এই দুনিয়াতে যারা নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে নেকি (ও ছাওয়াব), আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। অবশ্যই ছবরকারীদেরকে তাদের প্রতিদান 'বেলা হিসাব' পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে।

(١٤) قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ \* قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي \* فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ، قُلْ إِنَّ الْخُسْرَانَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

أهل পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন। বহু أَهْلُونَ  
 أهل বাড়ীর বাসিন্দাগণ, (স্ত্রী অর্থে أهل এর ব্যবহার রয়েছে  
 (أهل الرجل - امرأته)

## বাক্যবিশ্লেষণ

الدين এটি مُخْلِصًا এর আর তা أَعْبُدُ এর ফায়েল থেকে ....  
 متعلق সাথে এমর্ত অব্যয়যোগে ب উহ্য এটি أَن أَعْبُدَ اللَّهَ  
 أُمِرْتُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ لِأَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ - মূলরূপ- لام হচ্চে এটি لِأَنْ أَكُونَ  
 অথবা لام হচ্চে অতিরিক্ত। (তখন أَكُونَ أَنْ অংশটি উহ্য এর  
 মাজরুরের স্থানে হবে) তরজমায় কোন্ তারকীব অনুসৃত হয়েছে?



عذاب يوم তারকীবের কী হয়েছে, বলো। পুরো বাক্যটির তারকীব করো  
 إن এর جواب الشرط উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী أخا হচ্ছে তার কারীনা  
 ... الله أعيد বাক্যটির তারকীব করো।

شتم এটি ছিলাহ, আর منه (معدودًا) হচ্ছে উহ্য عائد থেকে  
 মূলরূপ- فاعبدوا ما شئتموه معدودًا من دونه (সুতরাং তোমরা ঐ  
 উপাস্যের উপাসনা করো যাকে তোমরা ইচ্ছা করো, এমন অবস্থায়  
 যে, তা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য)

الخسرين এটি إن এর ইসম, পরবর্তী অংশটি إن এর খবর। যে জুমলাটি  
 'ছিলাহ' হয়েছে তার তারকীব করো।

أهل এর বহুবচন أهلون এটি أنفسهم এর উপর معطوف এবং  
 ফাতহা পরবর্তী يا দ্বারা মানচুব, আর نون الجمع পড়ে গিয়েছে  
 مضاف হওয়ার কারণে।

তরজমা : আপনি বলুন, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যে, আমি  
 আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালিছ করে আল্লাহর ইবাদত করবো।  
 আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি আত্মসমর্পণ-  
 কারীদের প্রথম হবো। আপনি বলুন, আমি যদি আমার  
 প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তাহলে আমি এক মহাদিবসের  
 আযাবের আশংকা করি। আপনি বলুন, আমি শুধু আল্লাহরই  
 ইবাদত করবো, তাঁর জন্য আমার দ্বীনকে খালিছ করে। সুতরাং  
 তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ইচ্ছা করো তার উপাসনা  
 করো। আপনি বলুন, ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই যারা কেয়ামতের  
 দিন নিজেদেরকে এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত  
 করবে, সাবধান! সেটাই হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।

(١٥) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ذَلِكَ يُخَوِّفُ  
 اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، يُعْبَادُ فَاتَّقُونَ \* وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ  
 أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، فَبَشِّرْ عِبَادِ \*  
 الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

مُظِلَّةٌ বহু مُظِلٌّ যা কিছু ছায়াদান করে, যেমন মেঘ, বৃক্ষ, ছাতা ইত্যাদি  
 اجتنبوا (তারা) পরিহার করেছে) اجْتَنَبَ شَيْئًا  
 أنابوا (অভিমুখী হয়েছে) انَابَ مَادِدَاهُ (নব অব্যয়যোগে)  
 অভিমুখী হওয়া, ফিরে আসা, তাওবা করা।  
 أحسنُ এটি حَسَنٌ (সুন্দর) এর التفضيل

## বাক্যবিশ্লেষণ

ظل মুবতাদা, من فوقهم (মوجودে) এটি ظلل থেকে অগ্রবর্তী 'হাল'।  
 ظلل এটি (كانت) من النار  
 ظلل এর হাকীকত حرفٌ جَوْزِيٌّ بَيَانِيٌّ (ব্যাখ্যাবাচক হরফুলজর)  
 বয়ান করছে। অর্থাৎ এমন মেঘ যা আগুন থেকে সৃষ্ট  
 (প্রকৃতপক্ষে যা আগুন)।

متعلق এটি ظلل এর সাথে ثابتة এর সাথ  
 مثلٌ من فوقهم", و "ظُلِّلٌ" معطوفٌ على "ظُلِّلٌ" السابق এটি  
 من تحتهم দ্বারা কোন দিকে ইশারা, বলো। এটি দুই ইসناد বিশিষ্ট বাক্য।  
 ذلك একে এক ইসনাদের বাক্যে পরিণত করো।

بعض বা كل এর الطاغوت 'ইবাদত' থেকে বদল। أن يعبدوها  
 নয়, সুতরাং এ অংশটি بَدَلُ الْكُلِّ বা بَدَلُ الْبَعْضِ নয়, তবে ইবাদত  
 بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ এটি সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং

তরজমা : তাদের জন্য তাদের উপর থেকে রয়েছে আগুনের মেঘমালা,  
 এবং তাদের নীচ থেকেও রয়েছে মেঘমালা। ঐ শাস্তি দ্বারা  
 আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। সুতরাং হে আমার  
 বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো, যারা তাওতকে, তার  
 আনুগত্যকে পরিহার করে এবং আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়  
 তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। সুতরাং সুসংবাদ দান করুন  
 আমার বান্দাদেরকে যারা মনোযোগসহ কথা শোনে, তারপর ঐ  
 কথাগুলোর সর্বোত্তম কথাকে অনুসরণ করে, ওরাই হলো ঐ  
 লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং ওরাই  
 হলো জ্ঞানের অধিকারী।

( ১ ) أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ، وَ مِنْ يَضِلُّ  
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ \* وَ مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، أَلَيْسَ  
 اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ \* وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ  
 الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

৩/১৫ দেখো- عزیز ৫/৩ দেখো- يضل ৫/১১ দেখো- دون

এম-দ্বারা হবে তরজমা বাংলায় মفعول به এর কান এটি عبده  
 (যেমন- (الله عبده) কফী আল্লাহ তার বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন)

ছালাহ টি شبه الجملة এই (معدودون) من دونه

এটি সুতরাং ... اسم موصول و شرط যুগপৎ এটি من  
 নির্ধারণ করে।

এটি মুদগাম ছিলো, সুকুন দ্বারা মাজযুম হওয়ায় ইদগাম  
 ছুটে গেছে এবং মিলিয়ে পড়ায় লাম-কালিমা মাকসূর হয়েছে।

এই (বক্তব্য পূর্ণ করো) ... সুতরাং ... (অতিরিক্ত) অব্যয়টি من هاد  
 কালিমাটি হ্রস্বের নিয়মে পড়ে গেছে।

তার অগ্রবর্তী (ليس) এর সামার্থক (ما) তার (ثابت) له  
 খবরে কোন আমল করতে পারে না।) বাক্যটির মূল তারতীব-

ما هاد ثابتاً له

এর পূর্ণ তারতীব করো। و من يهد الله فما له من مضل

এটি عزیز এর ছিফাত। ذى انتقام

এ সম্পর্কে কী জানো? ان এর শর্ত ও জওয়াব নির্ধারণ করো। لئن ...

এই মহান শব্দটি তারতীবে কী হয়েছে বলা

নহবের স্থানে রূপে مفعول به ফেয়েলের পূর্ববর্তী এ বাক্যটি ...

এসেছে, কিংবা 'উহ' عن এর 'মাজরুর'-এর স্থানে এসেছে।

(যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ঐ সত্তা সম্পর্কে যিনি .....)

اسم هب من اسم الموصول আর প্রথম তারকীবে من হবে اسم  
استفهام যা মুবতাদারূপে রফার স্থান গ্রহণ করেছে।

তরজমা : আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে  
আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের দ্বারা ভয় দেখায়। আর  
আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।  
আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ  
নেই। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী নন!  
যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমান-যমীন কে  
সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।

( ٢ ) قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ \* يُقِيمُوا أَعْمَلُوا عَلَى  
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ؛ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ \* مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ  
يُخْزِيهِ وَ يَجْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ \* إنا أنزلنا عليك الكتابَ  
للناسِ بالحقِّ، فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ  
عَلَيْهَا وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

مَكَانَةً (দেখো- ১২/৭) يَجْلُ (দেখো- ১২/৭) يَخْزِي (দেখো- ৮/৮) يُقِيمُ (দেখো- ৮/৮)

تَعْلَمُونَ থেকে পর্যন্ত তারকীব করো। প্রয়োজনে দেখো- ১২/৭  
من خلق ... দ্বিতীয় তারকীবের জন্য দেখো পূর্ববর্তী আয়াতের

بالحق অর্থাৎ - مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ (সত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অবস্থায়)

من اهتدى এটি যুগপৎ ও شرط মوصول সূত্রাৎ اهتدى হচ্ছে তার ছিলা ও  
اهتداهُ, এটি (ثَابِتٌ) لِنَفْسِهِ মুবতাদা মিলে মাওজুল মিলে  
এই উহ্য মুবতাদার খবর। বাক্যটি جواب الشرط ও খবর।

... و من ضل এ বাক্যটির তারকীব করো।

عليها এই যমীরের مرجع হচ্ছে نفس পুরো আয়াতটির মতলব এই-  
مِنْ اخْتَارَ الْهُدَى فَقَدْ نَفَعَ نَفْسَهُ وَ مَنْ اخْتَارَ الضَّلَالَةَ فَقَدْ ضَرَّهَا

তরজমা : আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই  
উপর নির্ভর করে থাকে।

আপনি বলুন, হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের অবস্থানের উপর থেকে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কাকে লাঞ্ছনাকারী আযাব পাকড়াও করে এবং কার উপর চিরস্থায়ী আযাব নেমে আসে। (অন্য তরজমা, ১২/১৪)

নিঃসন্দেহে আমি আপনার উপর সত্যধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য। সুতরাং যে সৎপথ গ্রহণ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই (তা) গ্রহণ করে, আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তো তাদের অভিভাবক নন।

( ৩ ) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَلِّمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فَيَمَّا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ \* وَ لَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْرِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ , وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَسِبُوْنَ

শব্দবিশ্লেষণ

الغيب যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় عالم الغيب অদৃশ্য জগত।  
 الشهادة যাবতীয় দৃশ্য বিষয় عالم الشهادة দৃশ্য জগত।  
 الشهادة যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় ও দৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানী  
 افتدوا বাবে افتعال থেকে فدى মাদ্দাহ  
 افتدى الرجل শরিয়তনির্দেশিত ফিদয়া দিলো।  
 افتدى الأسير মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীকে ছাড়ালো।  
 افتدى منه بشيء কোন কিছুর বিনিময়ে তার থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

اللهم এখানে الله এই মহান শব্দটি উহ্য منادى এর أداة النداء  
 এটি ميني على الضم তবে নহবের স্থানে রয়েছে।  
 'মুশাদ্দাদ মীম' হচ্ছে أداة النداء এর স্থলবর্তী, এ কারণেই এ ক্ষেত্রে أداة النداء কে কখনো উল্লেখ করা যায় না।  
 فاطر এটি الله থেকে বদল এবং তা مبدل منه এর স্থানগত ইরাব

নহব গ্রহণ করেছে; কিংবা তা উহ্য أداة النداء দ্বারা মানহুব।

عالم الغيب এর তারকীব সম্পর্কে তুমি বলো।

ولو أن এ সম্পর্কে দেখো, ৯/১ পুরো অংশটির মূলরূপ এই—

كُوْنَتْ مَا (موجود) فِي الْاَرْضِ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ....

তরজমা : আপনি বলুন, হে আল্লাহ! হে আসমান যমীনের স্রষ্টা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! আপনিই আপনার বান্দাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো। যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য যদি পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং তার সঙ্গে তার সমপরিমাণ সম্পদ থাকতো তাহলে তারা কঠিন আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য কেয়ামতের দিন তা মুক্তিপণ দিয়ে দিতো। আর (তখন) আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য ‘অবশ্যই’ এমন আযাব প্রকাশ ‘পাবে’ যা তারা ধারণাও করতো না।

দ্রষ্টব্য : ‘দিতো’ এর পরিবর্তে ‘দিয়ে দিতো’ বলার কারণ হলো ব্যগ্রতা প্রকাশ করা, যা পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায়।

بدا মাযী ব্যবহার করা হয়েছে ঘটনার নিশ্চিতি

প্রকাশ করার জন্য। বাংলায় সে জন্য আলাদা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর মাযীর পরিবর্তে মোযারে ব্যবহার করা হয়েছে।

( ٤ ) أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ

الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَ أَنْيِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ \* وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ

مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يُؤْمِنُونَ (১৩/২৩) أَنْيِبُوا (৪/১৫) أَسْرَفُوا (১৫/৬) يَقْدِرُ ও يَبْسُطُ

(قُنُوطًا، ف) . ১. নিরাশ হওয়া لَا تَقْنَطُوا

اسلم له তার অনুগত হলো। ۱. اسلم ইসলাম গ্রহণ করলো।

بغته আচমকা, হঠাৎ। দেখো- ১৭/১০

বাক্যবিশ্লেষণ

و يقدر أن الله... এর মূলরূপটি বলো।

جميعا এটি يَغْفِرُ مَجْمُوعَةً অর্থ থেকে مفعول به এর

العذاب من قبل ..... এর তারকীব করো।

ثم لا تنصرون এর উপর جواب উহ্য রয়েছে এবং উহ্য جواب এর উপর

إن جاءكم العذاب عَذِبْتُمْ ثم لا تنصرون - যথা- এটি معطوف

أحسن এটি التفضيل যা اسم التفضيل এর रूपে মানচুব।

ما أنزل ছিল-মাওছল মিলে مضاف إليه (তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যে বিধান নাযিল করা হয়েছে তার সর্বোত্তমটিকে তোমরা অনুসরণ করো) মতলব- তোমাদের উপর নাযিলকৃত সর্বোত্তম বিধানকে তোমরা অনুসরণ করো।

তরজমা : তারা কি জানে নি যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (তার জন্য) রিযিক প্রসারিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জন্য) সংকুচিত করেন। নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে।

আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াবান। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর সমীপে আত্মসমর্পণ করো, তোমাদের কাছে আযাব এসে যাওয়ার পূর্বে। এরপর (কিন্তু) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

আর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি অবতারিত সর্বোত্তম বিষয়কে অনুসরণ করো, তোমাদের কাছে আচমকা আযাব এসে পড়ার পূর্বে, এমন অবস্থায় যে তোমরা (তা) টেরও পাবে না।

( ৫ ) وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مَسْوَدَةٌ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ \* وَ يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

بِمَفَازَتِهِمْ، لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ \* قُلْ أَغْفِرِ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ \* وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ \* بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

اسم الفاعل (কালো হওয়া) (إِسْرَادًا) (ফেল্লা) (কালো) مسود  
তার চেহারা কালো (কোন কিছুর কারণে) إِسْوَدَّ وَجْهُهُ (মন শয়)  
হয়ে গেলো।

مَثْوًى (ال) (المَثْوَى) বাসস্থান, অবস্থানক্ষেত্র।  
অবস্থান করলো ثَوًى بِالْمَكَانِ / فِي الْمَكَانِ (ثَوًى، ثَوًى، ض)  
وَمَا كُنْتُ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ - কোরআনে আছে  
কল্যাণ লাভ (সফলতা) (مَفَازًا، مَفَازًا، ن) (مَفَازًا)  
করলো। অর্জন করলো।

مَفَاوِزُ এর একটি অর্থ মরুভূমি, বহুবচনে مَفَاوِزُ

لا يمس (স্পর্শ করবে না) দেখো- ৭/২৮

مَقَالِيدُ বহুবচনে চাবি, চাবিকাঠি।

বাক্যবিশ্লেষণ

حال থেকে مفعول به এর ترى বাক্যটি اسمية এই وجوههم مسودة  
পুরো বাক্যটির অবশিষ্ট তারকীব তুমি বলো।

مَثْوًى এটি ليس এর পশ্চাদ্বর্তী ইসম।

مَثْوًى এর হিফাত (প্রস্তুতকৃত) (مُعَدُّ) للمتكبرين

এটি ليس এর অগ্রবর্তী খবর (অহংকারীদের জন্য) (مُوجِدًا) فِي جَهَنَّمَ  
প্রস্তুতকৃত বাসস্থান কি জাহান্নামে বিদ্যমান নেই)

এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক, (তাদের সফলকাম হওয়ার কারণে) এটি কার সাথে متعلق বলো।



حال مفعول به এর যিনি বা কিসের বা কিসের এটি স্বতন্ত্র বাক্য কিংবা لا يسهم  
أفعير الله হামযাটি প্রত্যাখ্যানের জন্য, অথবা এটি শোভায়নের জন্য ।

مفعول به এর অর্থবর্তী غير الله

এর যুক্তরূপ تَأْمُرُونِي وَأَنْ تُؤْمِرَ الْإِعْرَابِ নূন হচ্ছে মুশাদ্দাদ নূন  
একে পূর্ববর্তী أَنْ ফেলে দিয়ে রফা প্রদান করা হয়েছে । মূল  
أَبُيَ الْجَاهِلُونَ أَمْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ - ইবারত এরূপ -

তরজমা : আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন  
আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, চেহারাগুলো তাদের কালো ।  
অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নামে নয়!  
আর যারা (শিরক থেকে) বেঁচে ছিলো আল্লাহ তাদেরকে  
নাজাত দেবেন তাদের (এই) সফলতার কারণে । কোন মন্দ  
বিষয় তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না ।  
আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুই অভিভাবক ।  
আসমান-যমীনের চাবিগুচ্ছ তো তাঁরই কাছে । আর যারা  
আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে ওরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত ।  
আপনি বলুন, হে মুখররা! তোমরা কি আমাকে আদেশ করছো  
যে, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো!  
অবশ্যই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী  
নাযিল করা হয়েছে (যে,) যদি তুমি শিরক করো তাহলে  
তোমার আমল অবশ্যই বরবাদ হবে, আর অবশ্যই তুমি  
ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, বরং তুমি শুধু আল্লাহরই ইবাদত  
করো এবং শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও ।

( ٦ ) وَ سَيَقُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، حَتَّى إِذَا جَاؤَهَا  
فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ  
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا،  
قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ \*  
قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلْدِينَ فِيهَا، فَيَنْسَسُ مَثْوَى  
الْمُتَكَبِّرِينَ \* وَ سَيَقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا \* حَتَّى

إذا جاؤوها و فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا و قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمْ عَلَيْكُمْ  
طَبَّتُمْ فَادْخُلُوهَا خُلْدِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

سَلِّمْ (টেনে নেয়া হবে) এটি (ন) মাযি مجهول থেকে سَوْفَا (ন) এটি  
زَمَرَا এটি زَمَرَةً এর বহু, দল, জামাত  
خَزَنَةٌ এটি خَازِنُ এর বহু, খাজানায়/ভাণ্ডারে সঞ্চিতকারী, খাজানার  
তত্ত্বাবধানকারী, জাহান্নামের তত্ত্বাবধানকারী, প্রহরী।  
خَزَنٌ মাছদার خَزْنٌ সঞ্চিত করা, জমা করা।  
مِنْ خَوَازِنَ - هِيَ خَازِنَةٌ - هُمْ خَزَنَةٌ - هُوَ خَازِنٌ  
حَقَّتْ (অবশ্যসাব্যস্ত হলো, অপরিহার্য হলো) দেখো, ১৭/২৫  
يَحِقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا তোমার কর্তব্য হলো তা করা।  
بَنَسَ (দেখো, ১৮/২১) حَتَّى (দেখো, ১৬/১)  
طَبَّتُمْ (তোমরা সুখী হও) এটি দু'আ বাক্য।  
طَيِّبًا উত্তম হওয়া, প্রফুল্ল হওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

زَمَرَا এটি نائب الفاعل থেকে حال পুরো। বাক্যটির তারকীব করো  
إِذَا ... (বক্তব্য পূর্ণ করো) এটি اسم ظرفٍ و شرطٍ  
... يَتَلَوْنَ বাক্যটি رَسَلَ এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা رَسَلَ থেকে  
এখানে نَكَرَةً থেকে حال হওয়ার বৈধতা সাব্যস্ত করো।  
و يَنْذِرُونَكُمْ এ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।  
يَنْذِرُونَ এর মাজরুর, এখানে সরাসরি এটি مَوْلَاتُكُمْ এর  
দ্বিতীয় مَفْعُولُ بِهِ হয়েছে, তরজমায় عَنْ بَا مِنْ آخِرِهِ।  
هَذَا এটি بِكُمْ থেকে বদল।  
مَشَى ... এটি بِكُمْ : أَي : جَهَنَّمَ  
جَاؤُوهَا এ বাক্যটি إِذَا এর এবং إِلَى এর পুরো বাক্যের শেষে এর  
فَرِحُوا وَ سَعِدُوا অর্থ- উহা রয়েছে, অর্থ-  
وَفَتَحَتْ উত্তম তারকীব এই যে, وَ وَابْتَدَأَ وَ ابْتَدَأَ এর জন্য। এ  
ক্ষেত্রে إِذَا এর شرط হবে তিনটি।  
কিংবা প্রথমটি وَالْأَوَّلُ তখন উহা থাকবে, এবং অর্থ হবে-

(যখন তারা জান্নাতে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার দরজা-  
গুলো খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের ব্যবস্থাপকগণ বলবেন....)

এটি মুবতাদা হওয়ার বৈধতা বলো। (দেখো, ২৩/৮)

فادخلوا এই হচ্ছে হেতুবাচক

তরজমা : আর যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে  
হাঁকিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন  
তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা  
তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ  
আসেন নি, যারা তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তোমা-  
দেরকে তেলাওয়াত করে শোনাতেন এবং তোমাদের এই দিনটির  
সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন। তারা বলবে,  
অবশ্যই (এসেছিলেন, এবং সতর্ক করেছিলেন) কিন্তু (প্রকৃত  
বিষয় এই যে,) কাফিরদের উপর আযাবের ফায়ছালা অনিবার্য  
হয়ে পড়েছে।

(তাদেরকে) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে ঢুকে  
পড়ো। তাতে তোমরা চিরকাল থাকবে, অহংকারীদের ঠিকানা  
(জাহান্নাম) কত না নিকৃষ্ট।

আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে  
দলে জান্নাতের দিকে নেয়া হবে, এমনকি যখন তারা জান্নাতে  
(র সম্মুখে) উপনীত হবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে  
এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি  
(বর্ষিত হোক) তোমরা সুখী হও। তারপর চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে  
প্রবেশ করো (তখন তারা খুবই আনন্দিত হবে।)

( ٧ ) وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ

مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ \* وَ تَرَى الْمَلَائِكَةَ

حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

صَدَقْنَا সত্য বলা। صَدَقَ فِي الْحَدِيثِ সত্য কথা বলেছে

صدق فلان অমুককে সত্য বিষয় অবহিত করেছে।

তার সাথে সত্য কথা বলেছে।

তার সাথে ওয়াদা রক্ষা করেছে।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ - আলকোরআনে আছে-

صَدُوق (সত্যবাদী) এর অতিশয়ী শব্দ হলো

أورثنا আমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেছেন। দেখো- ৯/৮

نَبَوًأ - يَنْبَوًأ - تَبَوًأ - تَبَوًأ (অবস্থান করবো)

স্থানটিতে অবস্থান করলো।

حافين (বেষ্টনকারী অবস্থায়) (ن) حَفًا وَ حِفًاঁ (ঘিরে রাখা)

কোন কিছুকে বেষ্টন করলো।

حَفً به তাকে ঘিরে রাখলো, বেষ্টন করলো।

حَفً حَوْلَهُ তার চারপাশে বেষ্টন করলো।

حَفً شَيْئًا কিছু কিছু দ্বারা বেষ্টন করলো।

হাদীছ শরীফে আছে- حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ - জান্নাতকে কষ্টদায়ক ও

অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে।

مَكَارِهِ বহু مَكْرَهُ কষ্টদায়ক ও অপছন্দনীয় বিষয়।

### বাক্যবিশ্লেষণ

الحمد থেকে الأرض পর্যন্ত বাক্যটির তারকীব করো।

نَبَوًأ এটি من الجنة হাল থেকে না এটি متعلق এর সাথে

حيث نشاء (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) مَكَانٌ مَشِئْتِنَا

نعم এর উহা مخصوص بالملاح - যথা- نِعَمُ أَجْرِ الْعَمَلِينَ الْجَنَّةُ

(আমলকারীদের প্রতিদান, জান্নাত কত না উত্তম!) (দেখো- ১৮/২১)

... (পূর্ণ করো) আর তা ... حافين এর এটি من حول ...

... (পূর্ণ করো) সুতরাং حول এটি অতিরিক্ত।

حال الثانية থেকে المنكحة এটি يسبحون

তরজমা : আর তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন, যাতে আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাস করতে পারি। সুতরাং আমলকারীদের প্রতিদান (জান্নাত) কত না উত্তম!

আর আপনি ফিরেশাদাদেরকে দেখবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে আছে এবং তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর তাদের মাঝে ন্যায় বিচার করা 'হবে' এবং বলা 'হবে', সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর।

( ৪ ) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ

به و يستغفرون للذين آمنوا، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَذْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

وسعت (আপনি বেষ্টন করেছেন) দেখো- ৯/১৬ (দেখো- ১/১২)  
 صلح (সং হয়েছে) (ك، ن) سَلَاحٌ সৎ হওয়া, উপযুক্ত/উপকারী হওয়া, ঠিক হয়ে যাওয়া। এটা তোমার জন্য উপযুক্ত/উপকারী হবে। হাদীছ শরীফে আছে-  
 أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (শোনো! নিশ্চয় (মানুষের) দেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা ঠিক হয়ে যায় তখন সমগ্র দেহ ঠিক হয়ে যায়, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। শোনো! সেটা হচ্ছে 'কলব')  
 أَصْلَحَ সংশোধন/মেরামত করলো, তার নষ্টতা/অসুবিধা দূর করলো।

أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا/ذَاتَ بَيْنِهِمَا উভয়ের মাঝে মীমাংসা/আপোস করে দিলো

বাক্যবিশ্লেষণ

الذين ছিলো-মাওছুল মিলে মুবতাদা।

مَعْفُوفٍ الَّذِينَ এর উপর

إِسْتَقَرَّ-يَسْتَقِرُّ-إِسْتَقَرَّ-إِسْتَقَرَّ স্থির/স্থিত হওয়া, অবস্থিত হওয়া

- تینটি معطوف علیہ ও معطوف मिले खबर ।  
 حال ফায়েল থেকে এর یستغفرون এটি (قاتلین) رنا ....  
 معطوف به তার كل شيء এটি ফেয়েল ও ফায়েল وسعت  
 یا মূলত ফায়েল ছিলো, অর্থাৎ  
 وسع كل شيء رحمته و علمك  
 এর দিকে اسناد করা হয়েছে ।  
 عائد উহা হচ্ছে بها , এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো , وعدتهم (بها)  
 معطوف এর উপর এর مفعول به প্রথম এর ادخل এটি من صلح  
 উদ্দিষ্ট দ্বারা من (বা ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়, যা بیانیه এটি من  
 یا متعلق সাথে এর معدودا এটি ব্যক্তিদেরকে ব্যাখ্যা করছে)  
 حال এর যামীর থেকে صلح  
 কোন দিক থেকে? এখানে ছিলাহকে একবচন করা হয়েছে  
 বলো? صلحوا এবং কীভাবে, বলো?  
 سیئات এটি এর سنه এর বহু, অপ্রিয় বিষয় (অর্থাৎ শাস্তি) এ অর্থ হিসাবে  
 এর অন্য অর্থ- গোনাহ, এ হিসাবে  
 وقهم جزاء السيئات - এই মূল ইবারত  
 কে مضاف إليه করে হয়ف কে مضاف منصوب এখানে  
 তার স্থলবর্তী করা হয়েছে ।  
 من এটি (বক্তব্য পূর্ণ করো) ... اسم موصول و شرط  
 উহা রয়েছে مفعول به প্রথম مفعول به এর تن এটি السيئات  
 এবং سetaই الموصول عائد إلى  
 ফেয়েলটির ইরাব সম্পর্কে আলোচনা করো ।

তরজমা : যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে অবস্থান করে তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য (এই কথা বলে) ইসতিগফার করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রহমত ও ইলম সকল কিছুকে বেঁটন করেছে, সুতরাং যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে আপনি মাফ করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন ।

হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি তাদেরকে দাখেল করুন চিরস্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং (জান্নাতে দাখেল করুন) তাদের মা-বাবা এবং তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের সন্তানদেরকে। আপনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

আর আপনি তাদের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আর সেদিন আপনি যাকে আযাব থেকে রক্ষা করবেন তাকে তো আপনি অবশ্যই দয়া করলেন, আর সেটাই তো মহান সফলতা।

( ৯ ) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ، وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ \* فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির মুবতাদা ও খবর চিহ্নিত করো।

رِزْقًا (খাদ্য) এখানে উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টি, যা খাদ্য উৎপন্ন হওয়ার কারণ। খাদ্য ও বৃষ্টি উভয়ের মাঝে 'কার্য-কারণ' সম্পর্ক রয়েছে, আর এখানে কার্য বলে কারণকে বোঝানো হয়েছে।

... إِلا مَا يَتَذَكَّرُ (أحد) এ এর তারকীব বিশদ আলোচনা করো।

إِنْ أَرَدْتُمْ رِزْقًا مِنَ اللَّهِ فَاذْعُوا اللَّهَ

حَرْفٌ مُصَدِّرٌ بِمَعْنَى مَعَ ، أَي : مَعَ كَرِهَ الْكَافِرِينَ ذَلِكَ وَ لَوْ

তরজমা : তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক (বৃষ্টি) নাযিল করেন। আর যারা (আল্লাহর দিকে) অভিমুখী হয় তারাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। (আর তারাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাকো, তাঁর জন্য দ্বীনকে খালিছ করা অবস্থায় যদিও কাফিররা (তা) অপছন্দ করে।

অন্য তরজমাঃ যারা আল্লাহর অভিমুখী হয় তারা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

( ১০ ) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ

بشئٍ ، إِنْ هُوَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ \* أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ،

كانوا هم أشدَّ منهم قوَّةً وءاثراً في الأرضِ فاختَهم الله  
بِذُنُوبِهِمْ و ما كان لهم من الله من وَّاقٍ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

يقضي (১১/১৫) (২/১২) ঐ রক্ষাকারী ঐ (১১/১৫) ঐ, প্রভাব

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) يدعون (হুম মাদুদীন) من دونه অর্থাৎ يدعون من ...

এ বাক্যটি তারকীবের কী হয়েছে বলা। لا يقضون بشي,

عطف দ্বারা মাজযুম, কিংবা উহ্য أن দ্বারা মানচুব। এখন

তুমি ن এর পরিচয় দাও এবং নছব বা জয়মের আলামত

বলা। উভয় তারকীবের তরজমা-

(ক) তারা কি ভূমিতে পরিভ্রমণ করেনি, অনন্তর দেখিনি ...

(খ) তারা কি ভূমিতে পরিভ্রমণ করেনি যাতে দেখতে পায়...

كان এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো, দেখো- ৪/১৪

এটি موجودين এর সাথে এবং তা ... من قبلهم

এটি كانوا এর ইসমের মুআক্কিদ। هم

এটি كانوا এর খবর قوة তারা বলা। أشد منهم

نسبة এর شبه الفاعل ও شبه الفعل এই أكثرهم এটি آثارا

থেকে তামীয এবং তা أشد এর উপর معطوف হয়েছে।

قوة وآثار আয়াতের তারকীব এবং তরজমার তারকীব-এর পার্থক্য বলা

وما كان وَّاقٍ من الله ثابتاً لهم অর্থাৎ وما كان ...

রক্ষাকারী তাদের জন্য সাব্যস্ত নেই।)

তরজমা : আল্লাহ তো সত্যভাবে ফায়ছালা করেন, আর আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে তারা ডাকে তারা কিছুই ফায়ছালা করতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সবকিছু শোনে, সব কিছু দেখেন। আর তারা কি ভূখণ্ডে বিচরণ করেনি, অনন্তর দেখিনি, কেমন ছিলো ঐ লোকদের পরিণাম যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তারা তো শক্তিতে ও প্রভাবে এদের চেয়ে ভীষণ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করেছিলেন। তখন তাদের জন্য আল্লাহ থেকে কোন রক্ষাকারী ছিলো না।



(১১) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

ذلك (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) অর্থাৎ

মصدر مؤول في محل جرٍ অব্যয়টি হেতুবাচক, পরবর্তী বাক্যটি  
ذلك الأخذ بسبب إتيانهم الرسل و كفرهم بهم - মূলরূপ এই-  
(ঐ পাকড়াও করা ছিলো তাদের কাছে রাসূলদের আগমনের  
कारणे এবং তাঁদের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণে)

শব্দবিশ্লেষণ ৪/১৬- شديد العقاب

তরজমা : তা এই কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ প্রমাণাদিসহ  
আগমন করতেন, কিন্তু তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছিলো,  
তাই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি  
মহাশক্তিধর, কঠিন শাস্তিদাতা।

(۱۲) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَمُلْكِنًا مِّمَّنْ \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَمُّنَ  
وَقُرُونٍ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ \* فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا  
أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، وَ مَا كَيْدُ  
الْكُفْرَيْنِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ \* وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَ لْيَدْعُ  
رَبَّهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ذروني (ছাড়ো তোমরা আমাকে) ৩/১০ কيد (চক্রান্ত) ১২/২৩

استحيوا (তোমরা জীবিত রাখো) দেখো- ১/১৫

تبديلا পরিবর্তন করা, تبدل পরিবর্তন হওয়া, बदले যাওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

بايتنا (মুয়ীদা) এটি থেকে হাল (মুয়ীদা) থেকে (মুয়ীদা) থেকে  
اسم المفعول অর্থ- যাকে শক্তিশালী করা হয়েছে)

للمصاحبة অব্যয়টি আর এর অর্থ- আসন্ন

সحر كذاب এই উহ্য মুবতাদার দু'টি খবর।

بالحق এটি এল সাথে متعلق কিংবা متلبسا এর সাথে এবং  
حال এর ফায়েল থেকে

عندنا (نازل) এটি الحق থেকে (যখন তিনি সত্যের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায়  
আগমন করলেন, এমন অবস্থায় যে ঐ সত্য আমার কাছ থেকে  
অবতীর্ণ)  
শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ  
প্রেরণ করেছি ফেরআউন, হামান ও কারুনের কাছে। কিন্তু  
তারা বললো, (সে তো) জাদুগর, মিথ্যাবাদী। তারপর মূসা  
যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছলেন তখন  
তারা বললো, যারা তার সাথে ঈমান এনেছে, তাদের পুত্রদেরকে  
হত্যা করো, আর তাদের স্ত্রীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাও।  
আসলে কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থতার মাঝেই শেষ হয়।  
আর ফিরআউন বললো, ছাড়ো তোমরা আমাকে, আমি মূসাকে  
হত্যা করবো, আর সে ডাকুক তার প্রতিপালককে; আমি  
আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে,  
অথবা সে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করবে।

দ্রষ্টব্যঃ 'তোমরা আমাকে ছাড়ো' ক্রোধের প্রকাশের জন্য এই  
তারতীব বদল করা হয়েছে।

(১৩) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ

بِيَوْمِ الْحِسَابِ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

عُذْتُ (আশ্রয় গ্রহণ করেছি) (ن) عِزًّا، عِزًّا (ব্যবহার ব যোগে) تَعَزَّدُ  
এর সমার্থক।  
শেষ বাক্যটির তারকীব অবস্থান বলো।

তরজমা : আর মূসা বললেন, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালক এবং  
তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, এমন সকল  
অহংকারী থেকে যারা হিসাব-দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

(১৬) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

يَكْتُم (দেখো- ৩/৭) يَعِد (দেখো- ২/১)

يَصِيبُكُمْ (তোমাদেরকে আক্রান্ত করবে) দেখো- ২/৩

متعلق এর যুক্ত, কিংবা এর দ্বিতীয় ছিফাত, رَجُلٌ এর এটি (معدود) من ...

رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ - অর্থ ৭

তরজমায় কোন্ তারকীব অনুসরণ করা হয়েছে বলো

يَكْتُم এটি কখন رَجُلٌ এর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ছিফাত হবে বলো

أَنْ يَقُولَ অর্থ ৭ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

للتعديّة অব্যয়টি অর্থ ৭। আর বাক্যটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।

نَازِلَةٌ مِنْ ... অর্থ ৭ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

يَكُ كَاذِبًا এটি ইعر এর شرط করো।

كَذِبُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ অর্থ ৭ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

يَصِيبُكُمْ এটি جواب الشرط আর هُتْمُ الْعَنْدِ عَلَيْهِ অর্থ ৭।

عَنْدِ هُتْمُ الْعَنْدِ عَلَيْهِ অর্থ ৭। আর এই যামীরই হুত্ম

... إِنَّ اللَّهَ ... বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আর ফিরআউনের গোষ্ঠীর এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখতো, সে বললো, তোমরা কি একজন লোককে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ; অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে! যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তো তার মিথ্যাবাদিতা তারই উপর বর্তাবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে যে শাস্তির হুমকি সে দিচ্ছে তার কিছু না কিছু তোমাদেরকে আক্রান্ত করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেন না যে স্বেচ্ছাচারী, মিথ্যাবাদী।

(১৫) يُقِيمُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ظاهر

প্রকাশিত, প্রাধান্য বিস্তারকারী (দ্বিতীয় অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য।)

(ف) ظَهَرًا প্রকাশ পাওয়া।

ظَهَرَ বিষয়টি অবগত হলো। কোরআনে আছে—

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ (যদি তারা তোমাদের সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় তাহলে তোমাদেরকে বিতাড়িত করবে)

سَمِيعًا ظَهَرَ عَلَىٰ عَدُوِّهِ সে তার শত্রুর উপর বিজয়ী হলো।

ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করলো।

سَبِيلَ الرَّشَادِ সুশীলতার পথ, কল্যাণের পথ, হেদায়াতের পথ।

বাক্যবিশ্লেষণ

لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) (ثَابِتٌ) لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ অর্থঃ

হাল থেকে কম যামীরে মাজরুর হাযেরিন

مَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ (ব্যাখ্যা করো, দেখো- ১৭/১৭) مَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ

এটি উহা জাবাব তার ভিত্তিতে এর পূর্ববর্তী কারীনার শর্ত জা'না

إِنْ جَاءَنَا فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ - অর্থঃ

এর পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের মفعول به

তরজমা : হে আমার কাওম! রাজত্ব আজ তোমাদেরই জন্য, এমন অবস্থায় যে, ভূখণ্ডে তোমরা প্রাধান্য বিস্তারকারী। কিন্তু যখন আমাদের উপর আল্লাহর পরাক্রম আপতিত হবে তখন কে আমাদেরকে আল্লাহর পরাক্রম থেকে উদ্ধার করবে। ফেরআউন বললো, আমি যা দেখি (বুঝি) তা-ই তোমাদেরকে দেখাই (বোঝাই), আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই শুধু প্রদর্শন করি।

(১৬) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ يَقُومِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ \* يُقِيمُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ \*

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَوْلَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مَنْ : ভোগের বস্তু বা বিষয় । دارُ القَرَارِ : চিরস্থায়িত্বের আবাস ।  
ذَكَرٍ : বহু পুরুষ أَنْثَىٰ : নারী, বহু إِنَاثٌ :

বাক্যবিশ্লেষণ

مَنْ : এর শর্ত ও জওয়াব এবং মুবতাদা ও খবর নির্ধারণ করো ।  
إِلَّا : এর পূর্বে شَيْئًا উহ্য রয়েছে, এবং তা مستثنى منه  
... مِنْ : এটি ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়, যা مِنْ এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে  
যে, مِنْ এর অর্থ হচ্ছে, যে কোন পুরুষ বা নারী । সুতরাং আমরা  
مِنْ এর স্থানে ذكر ও انثى কে স্থাপন করে এভাবে তরজমা  
করতে পারি— যে কোন নর বা নারী নেক কাজ করবে ...  
হরফুলজরটি তারকীবের দিক থেকে متعلق এর সাথে معدودا এবং তা عمل এর ফায়েল থেকে حال (যে কেউ নেক আমল  
করবে, এমন অবস্থায় যে সে নর বা নারী হতে গণ্য)

তরজমা : যে লোকটি (গোপনে) ঈমান এনেছে সে বললো, হে আমার  
কাওম! তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে  
মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করবো । হে আমার কাওম, এই পার্থিব  
জীবন তো শুধু ভোগের বস্তু । আর আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী  
বসবাসের গৃহ ।

যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে তাকে শুধু ঐ মন্দকাজের অনুরূপ ফল  
দেয়া হবে । পক্ষান্তরে যে কোন নর বা নারী মুমিন অবস্থায়  
নেক আমল করবে ওরাই জান্নাতে দাখেল হবে, সেখানে  
তাদেরকে বেহিসাব রিযিক দান করা হবে ।

(১৭) وَيَقُومُ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النُّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ \*  
تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، وَأَنَا  
أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ \*

## বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি মুবতাদা (ثابت) হচ্ছে খবর  
 حال এটি ثابت এর যামীর থেকে

مفعول به এর অশরক ছিল-মাওছুল মিলে

ما এর স্থানীয় অর্থ হলো উপাস্য به এর যামীর হচ্ছে عائد আর  
 متعلق এর অর্থবর্তী

তরজমা : হে আমার কাওম, আমার হলো কী যে, আমি তোমাদেরকে  
 নাজাতের দিকে ডাকি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের  
 দিকে ডাকো। তোমরা আমাকে ডাকো, যাতে আমি আল্লাহর  
 প্রতি অকৃতজ্ঞ হই এবং তাঁর সাথে এমন উপাস্যকে শরীক করি  
 যার সম্পর্কে আমার কোন ইলম নেই। আমি তো তোমাদেরকে  
 ডাকি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।

(১৮) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ  
 يَقُومُ الْأَشْهُدُ \* يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ  
 اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

شاهد সাক্ষ্যদানকারী, প্রমাণ, বহু أشهاد (এখানে উদ্দেশ্য হলো  
 হেফাজতকারী ফিরেশতাগণ এবং নবীগণ ও মুমিনগণ, যারা  
 কেয়ামতের দিন মানবসম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।)

معذرة অজুহাত, ওয়র عُذْرًا ও مَعْذِرَةً (ض) দেখো, ১১/১  
 سوء الدار বাসস্থানের মন্দত্ব (অর্থাৎ মন্দ বাসস্থান)

## বাক্যবিশ্লেষণ

في الحياة এটি ننصر এর সাথে متعلق ছিল-মাওছুল মিলে তারকীবে কী  
 হয়েছে বলো।

يوم এটি উহ্য ننصر এর ظرف পূর্ববর্তী ফেয়েলটি তার কারীনা।  
 দ্বিতীয় يوم হচ্ছে প্রথমটি থেকে বদল।

উভয় ক্ষেত্রে পরবর্তী বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

বাক্যের মূলরূপটি উল্লেখ করো।

তরজমা : আমি রাসূলদেরকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং (সাহায্য করবো) যেদিন সাক্ষীগণ গণ্যমান হবেন, যেদিন যালিমদের ওয়র-অজুহাত তাদের কোন কাজে আসবে না, বরং তাদের জন্য থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্য থাকবে মন্দ বাসস্থান।

(১৭) لَخَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ \* إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

(যোগে) (গোনাহকারী) - يُسِيءُ - إِسَاءَةٌ (মসী, কারো প্রতি মন্দ আচরণ করা। ... أَحْسَنَ إِلَى এর বিপরীত।

প্রথম ও শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

معطوف এর উপর البصير এটি والذين ...

معطوف উপর মাওজুলের উপর শব্দটি المسيء। এটি অতিরিক্ত। ১  
فَلْيَا (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) تَذَكَّرُوا قَلِيلًا অর্থাৎ

ما অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা সল্পতার অর্থকে তাকীদ করার জন্য এসেছে। মূলরূপ এই - تَذَكَّرُونَ تَذَكَّرُوا قَلِيلًا جدا

তরজমা : অবশ্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চেয়ে কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না। আসলে অন্ধ ও চক্ষুস্থান সমান হতে পারে না, এবং যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা এবং বদআমলকারী (সমান হতে পারে না) তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। কিয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (কিয়ামতের প্রতি) ঈমান আনে না।

(২০) وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ \* اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْبُلْ

لَتَسْكُنُوا فِيهِ و النَّهَارَ مُبْصِرًا، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ  
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ \* ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ  
شَيْءٍ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَى تُؤْفَكُونَ \* كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ  
كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

[جوب] (যোগে), (ل) সাড়া দেয়া, استجابة (আমি সাড়া দেবো) استجب  
। অহংকারবশত কোন কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। استكبر عن شيء  
। বিনীত (লাজ্জিত, অপদস্থ) (ف) (لا) হওয়া। (لا) বিনীত  
হওয়া।

لَتَسْكُنُوا (দেখো- ২০/৫) يَجْحَدُونَ (দেখো- ১৯/১৫)  
تُؤْفَكُونَ (তোমাদেরকে ফিরিয়ে/সরিয়ে দেয়া হচ্ছে) ২১/৩  
أَجْنَتْنَا لَتَأْفِكُنَا عَنْ الْهَيْبَةِ - কোরআনে আছে-

বাক্যবিশ্লেষণ

استجب এই ফেয়েলটির إعراب সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দাও।  
الله ... مبصر। পুরো বাক্যটির তারকীব সংক্ষেপে বলো।  
ذلك এটি মুবতাদা, এর পরে তিনটি খবর এসেছে।

তরজমা : আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো,  
আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদতের  
বিষয়ে অহংকার করে অবশ্যই অতিসত্ত্ব তারা লাজ্জিত অবস্থায়  
জাহান্নামে যাবে।

আল্লাহ ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত্র বানিয়েছেন  
যেন তোমরা তাতে আরাম করো, আর দিবসকে বানিয়েছেন  
আলোকিত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল,  
কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না।

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সকল কিছুর স্রষ্টা।  
তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ। সুতরাং কোথায় তোমাদেরকে  
বিভ্রান্ত করে ফেরানো হচ্ছে। তেমনিভাবে বিভ্রান্ত করে ফেরানো  
হয় ঐ লোকদেরকে যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার  
করে।



(২১) الله الذي جعل لكم الأرض قراراً و السماء بناءً و صوركم فاحسن صوركم و رزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العلمين \* هو الحى لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العلمين \*

শব্দবিশ্লেষণ

قرار স্বস্তির সাথে অবস্থানের বা স্থিতি লাভের স্থান।  
 (ض) স্থানটিতে অবস্থান করলো, স্বস্তি ও স্থিতি লাভ করলো।  
 استقر بالمكان স্থানটিতে স্থির হলো, স্থিতি লাভ করলো।  
 استقرني القلب মনে বদ্ধমূল হলো, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করলো  
 أحسن (উত্তমরূপে সম্পন্ন করলো)  
 أحسن عملاً কোন কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করলো।  
 أحسن إليه তার প্রতি অনুগ্রহ/সদাচার করলো।  
 طيب উত্তম ব্যক্তি, বহুবচনে طيبون উত্তম বস্তু; বহুবচনে طيبات

বাক্যবিশ্লেষণ

الله এ মহান শব্দটি মুবতাদা, ছিলা-মাওছুল মিলে তার খবর।  
 جعل جعل الأرض قراراً (পরিণত করেছেন) এর সমার্থক হলে صير (পরিণত করেছেন) এর দুই মফউল। আর خلق এর সমার্থক হলে الأرض হবে তার منفোল আর قراراً হবে مستقراً (স্বস্তির আবাসস্থল) অর্থে حال থেকে الأرض معطوف الأرض قراراً এর উপর  
 و السماء بناء এটি এখানে ছাদ বা আবরণ অর্থে এসেছে।  
 رزقكم بعض الطيبات (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) অর্থاً من الطيبات  
 من الشرك والرياء অর্থاً مخلصين

তরজমা : আল্লাহ তো ঐ মহান সত্তা যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য স্বস্তির স্থান বানিয়েছেন এবং আকাশকে আবরণ বানিয়েছেন, আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অনন্তর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং উত্তম বস্তুসমূহ হতে

তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তিনি আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। আর বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ বরকতময় হয়েছেন।

তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা তাকে ডাকো দ্বীনকে তার জন্য (শিরক ও রিয়া থেকে) খালিছ করা অবস্থায়। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর।

(২২) قُلْ اِنِّي نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّيْ، وَ اَمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

نُهَيْتُ عَنْ عِبَادَةِ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَهُمْ مَعْدُوْدِيْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ - মূলরূপ- ... الله  
(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

... امرت أن أسلم ...

তরজমা : আপনি বলুন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে ঐ উপাস্যদের উপাসনা হতে, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা উপাসনা করো, যখন আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পন করতে।

(২৩) وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ، فَاَيُّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ \* اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ دُنِ قَبْلِهِمْ، كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاَثٰرًا فِي الْاَرْضِ فَمَا اَغْنٰی عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ \* فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

تُنْكِرُوْنَ (দেখো- ১৩/২) مَا اَغْنٰی (দেখো- ৩/১৭)

حَاقَ (বেষ্টন করলো) ب (অব্যয়যোগে)

مَفْعُوْلٌ بِهِ تُنْكِرُوْنَ এর অংশটি এ ...

فَاَيُّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ এর তারকীব করো। (দেখো- ১৯/৩)

أَنَارًا এটি এরা উপর معطوف উভয়টি أَشَدُّ এর নস্বে থেকে তামীয  
 কিংবা أَكْثَرُ হচ্ছে أَشَدُّ এর এবং أَنَارًا হচ্ছে أَكْثَرُ এর তামীয ।  
 فِي الْأَرْضِ এটি موجودٌ বা ثَابِتَةٌ এর সাথে متعلق এবং তা أَنَارًا এর ছিফাত  
 مَا كَانُوا ... أَوَّارًا كَسِبَهُمُ الْمَالُ الَّذِي كَانُوا يَكْسِبُونَهُ অথবা كَانُوا ... أَوَّارًا  
 كَسِبَهُمُ الْمَالُ الَّذِي كَانُوا يَكْسِبُونَهُ  
 مِّنَ الْعِلْمِ এটি مِنَ الْبَيِّنَاتِ বর্ণনাকারী এর স্থানীয় অর্থ মা الرصولة  
 এর সাথে متعلق যা মামীর থেকে এর যামীর  
 শাব্দিক অর্থ— (ক) ঐ জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে যা তাদের কাছে  
 রয়েছে এমন অবস্থায় যে, তা ইলম থেকে গণ্য । (খ) ঐ হাম নিয়ে  
 তারা সন্তুষ্ট হয়েছে যা তাদের কাছে রয়েছে ।  
 مَا كَانُوا بِهِ ... الْعَذَابُ এ অংশটির তারকীব করো, এবং তারকীব তা কী হয়েছে  
 বলো এ এর স্থানীয় অর্থ হলো الْعَذَابُ

তরজমা : আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন,  
 সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার  
 করবে! আচ্ছা, তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি,  
 কেমন ছিলো ঐ লোকদের পরিণাম যারা তাদের পূর্বে বিপত  
 হয়েছে। তারা (সংখ্যায়) এদের চেয়ে বেশী ছিলো এবং  
 শক্তিতে ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে এদের চেয়ে বেশী ছিলো কিন্তু  
 তাদের উপার্জিত সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি। তবুও  
 যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কাছে  
 আগমন করলেন তখন তারা ঐ জ্ঞান নিয়েই দণ্ড করলো যা  
 তাদের কাছে ছিলো, ফলে যে আযাব সম্পর্কে তারা উপহাস  
 করতো তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করেছিলো।

(٢٤) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ  
 فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا  
 يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ \*

বাংলায়ঃ

(তোমরা অবিশ্বাস করো) (এই কায়ের উপযুক্ত  
 নয়, সুতরাং তাতে تَوَجَّهُوا এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফেয়েল ও তার অন্তর্ভুক্ত অর্থের ভিত্তিতে তরজমা হবে- সুতরাং তোমরা (সত্যের উপর) অবিচল থেকে তার অভিমুখী হও।

... انما এর মূলরূপ- يُوخَىٰ اِلَىٰ وَحْدَانِيَّةِ الْهِكَم (ব্যাখ্যা করো) ১৬/৯

তরজমা : আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মত মানুষ মাত্র। আমার প্রতি এই মর্মে অহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা অবিচলভাবে তার অভিমুখী হও এবং ইসতিগফার করো। আর বরবাদি রয়েছে মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত আদায় করে না, বরং আখেরাতকে অস্বীকার করে।

(২৫) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَّمْنُوْنَ

বাক্যবিশ্লেষণ

মনোন এটি اسم المفعول এখানে به عليهم উহ্য রয়েছে, (এমন প্রতিদান যা দ্বারা তাদের উপর অনুগ্রহ ফলানো হবে না।)

তরজমা : নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে 'নির্মল' প্রতিদান।

দ্রষ্টব্য : غير ممنون এর ভাব তরজমা করা হয়েছে, কারণ যে প্রতিদানের উপর অনুগ্রহ ফলানো হয় না, তা 'নির্মল'ই হবে। 'অকৃপাদুষ্ট' এ তরজমাও করা যায়।

(২৬) قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا، ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

ذلك الذي قَدَّرَ عَلَى خَلْقِ الْاَرْضِ فِيْ يَوْمَيْنِ এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে يومين في يومين দিকে, এটি মুবতাদা, পরবর্তী অংশটি খবর।

তরজমা : তোমরা কি ঐ সত্তাকে অস্বীকার করো যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করো! তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

(২৭) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا يَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ \*

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ \* نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

শব্দবিশ্লেষণ

استقاموا (তারা অবিচল হলো) (দেখো- ১/২)

اشتهوا চাওয়া, আশ্রয় করা, খাহেশ করা, মাদ্দাহ شهر  
استهوا سے কোন কিছুর প্রতি আশ্রয় করলো।

لا يشتهي الطعام سے খাবারের প্রতি রুচি বোধ করছে না।

تدعون (তোমরা চাও) ادعاء দাবী করা, চাওয়া। (মাদ্দাহ دعو)

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

أنا এটি ও أنا এর যুক্তরূপ। আর أن হচ্ছে ব্যাখ্যা-অব্যয়। এখানে  
قول ফেয়েলটি এর অর্থ ধারণ করেছে। কেননা  
ফেরেশতাদের অবতরণ তো বার্তাসহই হবে। أن এর পর সেই  
বার্তা বর্ণিত হয়েছে।

عائد ও ছিলো এটি توعدون (بها)

في متعلق এর সাথে أولياء এর অব্যয়টি

ثابت) لكم فيها পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা মা تشتهي أنفسكم

نزلنا এটি معذاللفظ এর সমার্থক রূপে ما থেকে

من متعلق এর সাথে نزل এর অব্যয়টি

তরজমা : নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর (তাতে) তারা অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফিরেশতা অবতীর্ণ হয় (এই বার্তা নিয়ে) যে, তোমরা ভয় করো না, বরং তোমরা ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার ওয়াদা তোমাদেরকে করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে এবং আখেরাতে আমরাই তোমাদের বন্ধু। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে ঐ সকল বস্তু যা তোমাদের মন 'খাহিশ' করে। আর সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে ঐ সকল বস্তু যা তোমরা দাবী করো (এবং) যা ক্ষমশীল, দয়াময়-এর পক্ষ থেকে মেহমান্দারি।

দ্রষ্টব্য- কাফিরদের কষ্টদায়ক কথা সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়ে  
আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলছেন-

(২৮) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ، إِنَّ رُبَّكَ لَذُو

مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

إِلَّا: এটি حرف النفي এর পর আগত أداة حصر (বিশিষ্টায়ক অব্যয়)  
তারকীবে তার কোন ভূমিকা নেই।

مَا: এখানে مثل এই مضاف উহ্য রয়েছে, যা মূলত الفاعل  
عائد إلى الموصول হচ্ছে যমীর হলে

حال এর থেকে الرسل (ماضين) من قبل

তরজমা : আপনাকে তো শুধু ঐ কথাই বলা হয় যা আপনার পূর্ববর্তী  
রাসূলদেরকে বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক  
ক্ষমার অধিকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির অধিকারী।

(২৯) مَنْ عَمِلَ صُلْحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، وَ مَا رُبُّكَ  
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

বাক্যবিশ্লেষণ

من: এটি اسم موصول و شرط এটি বাক্যটি তার শর্ত এবং  
ছিল্লাহ। আর ছিল্লাহ-মাওছুল মিলে মুবতাদা।

ف: এটি رابطة আর لنفسه হচ্ছে উহ্য মুবতাদার উহ্য খবরের

و: جواب الشرط এটি فَنَفْعُهُ ثَابِتٌ لِنَفْسِهِ অর্থাৎ

فَعُضْرُهُ عَائِدٌ عَلَيْهَا অর্থাৎ فعلیها

তরজমা : যে ব্যক্তি নেক আমল করবে তার সুফল তারই জন্য হবে, আর  
যে বদআমল করবে তার কুফল তারই উপর সাব্যস্ত হবে। আর  
আপনার প্রতিপালক তো বান্দার প্রতি যুলুম করেন না।

( ১ ) وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، وَ لَنَذِيقَنَّهِمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ \* وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَوَدَّ دَعَاءَ عَرِيضٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

মস্টে দেখো- ৭/২৮, ৮/১৩- দেখো

১/১০ (যদি আমাকে প্রত্যাবর্তন করানো হয়) إِن رَجِعْتُ

حسنی এটি مؤن্থ এখানে তা উহ্য العائبة এর ছিফাত।

غلظ (কঠিন) (দেখো- ৮/১৬)

نا (দঙ করে) (ফ) - نَائِي - نَائِي - نَائِي (সে তার পার্শ্বকে দূরে

অহংকারের ক্ষেত্রে বলা হয় نَائِي بِجَانِبِهِ (সে তার পার্শ্বকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, অর্থাৎ দঙ প্রকাশ করেছে)

عريض প্রশস্ত, লম্বা-চওড়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

لئن প্রাসঙ্গিক সমগ্র আলোচনা পেশ করো। দেখো, ১৯/১৩

رحمة (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

ضراء এর ইরাব বলা। এটি من بعدِ ضراء

এটি তারকীবে কী হয়েছে বলা

الساعة তুমি হয়ত জানো যে, ظن ও তার সমগোত্রীয় ফেয়েলগুলো

দুটি হইত মفعول به দ্বাবী করে, যা মূলত মুবতাদা-খবর। যেমন-

الساعة এখানে أظن এর ... মানছুব হয়েছে।

إِن لِي ... এখানে الحسنی হচ্ছে

এটি ثابت এর যামীর থেকে

(নিঃসন্দেহে উত্তম পরিণতি আমার জন্য সাব্যস্ত রয়েছে এমন অবস্থায় যে, তা তাঁর নিকটে বিদ্যমান।)

عنده কে ثابت এর ظرف ও বলা যায়। (নিঃসন্দেহে উত্তম পরিণতি আমার জন্য তার নিকট সাব্যস্ত রয়েছে।)

بما عملوا এটি متعلق এর সাথে  
من عذاب অর্থًا بعض عذابٍ غليظ (ব্যাখ্যা করো)  
أعرض عن ذكرنا অর্থًا

তরজমা : মানুষকে ‘বিপদাপদ’ স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে আমার অনুগ্রহ আশ্বাদন করাই তখন অবশ্যই সে বলে বসে, এ তো আমার প্রাপ্য। আর আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হয় তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং যারা অস্বীকার করেছে অবশ্যই তাদেরকে আমি তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত করবো এবং অবশ্যই তাদেরকে আমি কঠিন আযাব ভোগ করাবো। আর যখন মানুষকে আমি নেয়ামত দান করি তখন সে (আমার স্মরণ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দম্ভ প্রকাশ করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে লম্বা-চওড়া দু’আওয়াল বনে যায়।

দ্রষ্টব্য : ‘বলে বসে’, এতে অন্যায়ভাবের প্রকাশ রয়েছে।

( ٢ ) فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، وَ قُلْ  
أُمنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كُتُبٍ، وَأُمرتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللَّهُ  
رُبُّنَا وَرَبُّكُمْ، لَنَا أَعْمَلْنَا وَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ، لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ  
بَيْنَكُمْ، اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا، وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

استقم (অবিচল হও) استقامَةُ অবিচল থাকা, সঠিক/সুষ্ঠু/সরল হওয়া

إِستقامَ د্বীনের উপর অবিচল হলো।

إستقام الأمر বিষয়টি সুষ্ঠু হলো, সঠিক হলো

مُسْتَقِيم অবিচল, সঠিক, সুষ্ঠু, সরল।



لأعدل যরাবা থেকে عَدَلًا و عَدَلًا ইনছা বরা, ন্যায় বিচার করা  
 عَدَلًا ن্যায় বিচার করলো।  
 عَدَلًا উভয়ের মাঝে ইনছা করলো।  
 عَدَلًا ও عَدَلًا (স) সেরে যাওয়া, ফেরা।  
 عَدَلًا পথ থেকে সরে গেলো।  
 عَدَلًا তার দিকে ফিরলো।  
 عَدَلًا সারিয়ে দিলো, বিচ্যুত করলো।  
 عَدَلًا তাকে তার পথে ফিরিয়ে আনলো।  
 حجة প্রমাণ, দলিল, বহু حُجَج (এখানে বিতর্ক অর্থে ব্যবহৃত)।

বাক্যবিশ্লেষণ

لِ هতুবাচক অব্যয় ادع এর অগ্রবর্তী আর لا দ্বারা ইশারা  
 হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত থেকে مَفْهُومُ الدِّينِ এর দিকে  
 ادْعُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَقِمْ عَلَى الدِّعْوَةِ ادْعُ وَاسْتَقِمْ  
 أَنْزَلَهُ مَعْدُودًا مِنْ كِتَابٍ - এটি এর ব্যাখ্যা, মূলরূপ -  
 مِنْ كِتَابٍ এটি এর পরে فِي الْحُكْمِ এর লাএদল বিনকম  
 الْمَصِيرُ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) الْمَصِيرُ ثَابِتٌ إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ

তরজমা : এই (ফাসাদের) কারণেই (মানুষকে) আপনি (আল্লাহর দিকে)  
 দাওয়াত দিন এবং (দাওয়াতের উপর) অবিচল থাকুন, যেমন  
 আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আর আপনি তাদের খেয়াল  
 খুশির অনুসরণ করবেন না। আপনি বলুন, আমি ঐ কিতাবের  
 প্রতি ঈমান এনেছি যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। আর (বিচারের  
 ক্ষেত্রে) তোমাদের মাঝে ইনসাফ করার জন্য আমাকে আদেশ  
 করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব।  
 আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল  
 তোমাদের জন্য। আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে কোন  
 বিবাদ/বিতর্ক নেই। (হাশরের মাঠে) আল্লাহ আমাদেরকে একত্র  
 করবেন এবং তাঁরই দিকে হবে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।

( ৩ ) وَ الَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ، حُجَّتُهُمْ  
 دَاحِظَةٌ (باطলে) عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ \*

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ \* يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ \*

### শব্দবিশ্লেষণ

এর মজহুল এটি (তার ডাকে সাড়া দেয়ার পর) من بعد ما استجيب له  
 হীগাহ, معروف এর রূপটি এমন হবে হবے استجاب الناس له  
 (মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার পর)  
 (জব্বামদা) استجابة তার ডাকে সাড়া দেয়া হলো استجيب له  
 يستعجل (তাড়াহুড়া করে) استعجل بشي, কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া করলো  
 (তাড়াহুড়া করে) استعجل فلان অমুকের কাছে তাড়াহুড়া দাবী করলো।  
 مشفقون (ভীত, সংকিত) شفاة ভয় করা, স্নেহ করা। (ব্যবহার)  
 (ভীত, সংকিত) شفاة তারকে ভয় করলো।  
 (ভীত, সংকিত) شفاة তার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করলো।  
 ماري - ميماري - مار - مرا (তার সন্দেহ পোষণ করে) يمارون

### বাক্যবিশ্লেষণ

২২/৪ - (কে জানে) এর তারকীব দেখো ما يدريك  
 বাক্যটির তারকীব করে الله .... والميزان  
 لعل কিংবা لعل مجي الساعه قريب কিংবা لعل البعث قريب অর্থঃ قريب  
 (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) الساعه شي قريب

তরজমা : (মানুষের পক্ষ হতে) আল্লাহর ডাকে সাড়া দান সম্পন্ন হওয়ার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের বিতর্ক আল্লাহর কাছে বাতিল। আর তাদের উপর (আল্লাহর) গযব, আর তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ আযাব।

আল্লাহ তো ঐ মহান সত্তা যিনি সত্যসহ কিতাব ও 'মীযান' নাযিল করেছেন। আর আপনি কী জানেন! হয়ত কেয়ামত নিকটবর্তী। কেয়ামতের ব্যাপারে তারাই তাড়াহুড়া দেখায় যারা কেয়ামতকে বিশ্বাস করে না, আর যারা (কেয়ামতকে) বিশ্বাস

করে তারা কেয়ামতের ব্যাপারে শংকিত থাকে। আর তারা জানে যে, কেয়ামত অবশ্যই সত্য। সাবধান! যারা কেয়ামতের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তারা চরম ভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

( ٤ ) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ \*  
مَنْ كَانَ يُرِيدَ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدَ  
حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

لطيف আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। বান্দার প্রতি দয়ালু, সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিষয়ে পূর্ণ অবগত।

তার প্রতি করুণা করলো। (لَطِيفٌ بِهِ لَهُ لُطْفًا، ن)

সূক্ষ্ম / পাতলা / কোমল হলো। (لَطَافَةٌ، ك)

حَرْث (ফসল) (حَرْثًا، ن) জমি চাষ করলো।

نَزِد (বৃদ্ধি করি) দেখো- ১/৪

نَصِيبٌ বহু أَنْصَبَةً অংশ, হিসসা।

বাক্যবিশ্লেষণ

من نصيب অর্থাৎ نصيب (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

হচ্ছে অর্থবর্তী খবর। এখানে ليس এর সমার্থক  
ما এর কোন আমল নেই, কেন বলো।

من উভয় স্থানে এটি اسم موصولٍ و شرط (বক্তব্য পূর্ণ করো)  
এর ইরাদ ব্যাখ্যা করো।

حَرْث মানে ফসল, এখানে রূপকভাবে نَوَاب উদ্দেশ্য।

তরজমা : আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে রিযিক দান করেন। আর তিনিই মহাশক্তিধর, মহা-পরাক্রমশালী।

যে ব্যক্তি আখেরাতের ছাওয়াব কামনা করে আমি তাকে তার ছাওয়াব বাড়িয়ে দিই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দিই, কিন্তু আখেরাতে তার জন্য কোন হিসসা থাকবে না।

( ৫ ) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ  
وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ \* وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির মুবতাদা ও খবর চিহ্নিত করো।

الذين ..... হরফুলজর ল কে হযফ করে মাওজুলকে নছবের স্থানে রাখা  
হয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে নছবের পরিভাষায় কী বলে? ৯/১৫  
معطوف উপর يعلم-এর উপর  
معطوف উপর يستجيب এর উপর

তরজুমা : তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি আপন বান্দাদের পক্ষ হতে (তাদের)  
তাওবা কবুল করেন এবং (তাদের) গোনাহসমূহ মাফ করেন  
এবং তোমরা যা কিছু করো তা জানেন এবং যারা ঈমান  
এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের ডাকে সাড়া দেন এবং  
তাদেরকে আপন অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফিরদের জন্যই  
রয়েছে ভীষণ আযাব।

( ৬ ) وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ  
مَا يَشَاءُ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ \* وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ  
مِنْ بَعْدٍ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

بغوا (স্বেচ্ছাচার করতো) (ض) সীমালঙ্ঘন/স্বেচ্ছাচার করা।  
(১৩/৪) (অব্যয়যোগে) কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।  
قدر (বান্দার সম্পর্কে আল্লাহর ফায়ছালা) নির্ধারিত পরিমাণ।  
(الْقَضَاءُ الَّذِي يَقْضِي بِهِ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ)

غيث বৃষ্টি।

বাক্যবিশ্লেষণ

لر এ সম্পর্কে যা জানো বলো, (৫/৮ ও ১৬/৯) এর শর্ত ও  
জওয়াব নির্ধারণ করো। দেখো, ১৭/৫

يُشَاءُ خِلَا-মাওছুল মিলে ينزل এর মفعول به এ ধরনের ক্ষেত্রে  
এর মفعول প্রায়শ মাহযূফ থাকে।

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) مِنْ بَعْدِ قُنُوطِهِمْ অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ مَا قَنُطُوا

তরজমা : আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন তাহলে অবশ্যই তারা যমীনে স্বেচ্ছাচার শুরু করতো। কিন্তু তিনি নির্ধারিত পরিমাণে অবতীর্ণ করেন যা (অবতীর্ণ করার) ইচ্ছা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আপন বান্দাদের বিষয়ে সর্বঅবগত, সর্বদর্শী। তিনিই ঐ সত্তা যিনি (বৃষ্টি সম্পর্কে) বান্দাদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি অবতীর্ণ (বর্ষণ) করেন এবং আপন রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই তো (বান্দাদের) পরম বন্ধু, চিরপ্রশংসিত।

( ٧ ) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ  
وَ هُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ \* وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ  
فِي مَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ \* وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  
فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

بَثَّ (ছড়িয়ে দিয়েছেন) (ن) (ছড়িয়ে দেয়া) بَثَّ

آل্লাহ (তাঁর) সৃষ্টিকে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন

بَثَّ الْخَبَرَ খবর সম্প্রচার করলো।

بَثَّ السِّرَّ গোপন বিষয় রাস্তা করে দিলো।

دَابَّةٌ (ভূমিতে বিচরণকারী ছোট-বড় যে কোন প্রাণী عَلَى كُلِّ مَا يَدْرِبُ)

دَوَابُّ (উভয় লিঙ্গে) বাহনের পশু (সাধারণতঃ الْأَرْضِ)

دَبَّ (কোমলভাবে হাঁটা دَبَّ، دَبَّيْبًا (ض)

دَبَّ شَيْءٌ فِي شَيْءٍ কোন কিছু কোন কিছুতে ছড়িয়ে পড়লো।

বাক্যবিশ্লেষণ

خِلَا-মাওছুল এটি পশ্চাদ্ধর্তী মুবতাদা, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ

মিলে السَّمُوتِ কিংবা خَلْقُ السَّمُوتِ এর উপর معطوف

مَا এটি এর স্থানীয় অর্থের বয়ান। মূলরূপটি এই-

مَا بَشَّهْ مُعَدُّودًا مِنْ دَابَّةٍ (আর ঐ জিনিসের সৃষ্টি, যা তিনি 'তাতে' ছড়িয়ে দিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, তা বিচরণশীল প্রাণী থেকে গণ্য)

فِيهِمَا اَرْثَا۟ فِي بَعْضِهِمَا (ঐ দুয়ের অংশবিশেষে, অর্থাৎ পৃথিবীতে)  
 (مَعْدُوْدٌ اَوْ مَعْدُوْدَانِ) এটি অগ্ৰবর্তী খবর।

মুবাাদা, (إِذَا يَشَاءُ) (جمعهم) অদ্বিপ  
হচ্ছে قدیر এর অর্থবর্তী যরফ। বাক্যটির মূলরূপ-

هو قدير على جمعهم حين مِشْيَتِهِ جمعهم  
 এটি যুগপৎ ও শর্ত ও মোতাসবিহা পরবর্তী ফেয়েলটি শর্ত ও ছিল।  
 এটি من مصيبة এর স্থানীয় অর্থের বয়ান, আর তা معدودا এর  
 সাথে متعلق যা أصاب এর যামীর থেকে حال আর যামীরটি عائد  
 (আর যা কিছু তোমাদেরকে আক্রান্ত করে এমন অবস্থায় যে, তা  
 মুছিবত থেকে গণ্য)

( ٨ ) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ  
وَ أَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ  
كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشِ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ \* وَ الَّذِينَ  
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ،  
وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ \*

## শব্দ বিশ্লেষণ

অধিক স্থায়ী, চিরস্থায়ী। اسم التفضيل এর বাক এটি أبقى

বড় বড় গোনাহ। **كَبَائِرُ الْإِثْمِ** (পরিহার করে) **يَجْتَنِبُونَ**

شوری (পরস্পর পরামর্শ) এটি تَشَاوُر এর সমার্থক মাছদাররূপে ব্যবহৃত

## বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি যুগপৎ اسم موصول و شرط সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি ছিল। ও  
 শর্ত ছিল।-মাওড়ুল মিলে মুবতাদা من شئ এটি ما এর বয়ান।

মূলরূপ- ما اوتيتم (وه معدودا) من شيء (যা তোমাদেরকে দান করা হয় এমন অবস্থায় যে তা কোন বস্তু হতে গণ্য) মতলব, যে কোন বস্তু তোমাদেরকে দান করা হয় তা ....

এবং খবর। جواب الشرط হচ্ছে (হু) مَتَمَّ الحَيَوةِ الدُّنْيَا

معطوف তার উপর अबقي খবর خیر, موبتادا ما عند الله

متعلق ساتھ এর ابقى اتي للذين ...

متعلق اغرابرتى هـم على رهم آار معطوف ابر امنوا اـى يشكولون

معطوف এর উপর الذين امنوا ... এটি पूर्ववर्ती و الذين يجتنبون ...

এটি حِينَ غَضَبِهِমূলরূপ-। অতিরিক্ত হচ্চে মা এখানে। إذا ما غضبوا

جملة معترضة এটি এর খবর। هم এর তা এবং ظرف এর يغفرون

معطوف ~~এব~~ الذين يجتنبون ... এটি পূর্ববর্তী ... والذين استجابوا ...

এর ফায়ের থেকে أقاموا হয়েছে حال বাক্যটি امرهم شوریٰ

ظرف بر شوری اءى

শু'রী এর পূর্বে ذو এই مضاف উহা রয়েছে। (তাদের যাবতীয়

শ্রীমতঃ পাদমোক্ষপুৰাণ (১০০০ শ্লোক)।

তরজমা : সুতরাং তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগের বস্তু মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা অধিক উত্তম এবং অধিক স্থায়ী ঐ লোকদের জন্য যারা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে এবং আপন প্রতিপালকের উপর তাওয়াক্কুল করে, এবং যারা বড় বড় পাপ ও অশ্লীল বিষয় পরিহার করে - আর তারা যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে - এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে। আর তাদের যাবতীয় বিষয় হলো পারস্পরিক পরামর্শপূর্ণ এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে।

( ৯ ) وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

এটি سَيِّئَةٌ এর ছিফাত।

পূরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আর মন্দ কাজের প্রতিদান হলো তার অনুরূপ মন্দ কাজ, তবে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তার প্রতিদান আল্লাহর যিহ্মায় থেকে যায়। তিনি তো অত্যাচারীদের ভালোবাসেন না।

( ১০ ) وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ \* الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيهَا مَسَاجِدَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا، كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مهد (সমতল ভূমি) (ض) বিছানা বিছালো।

انشرنا (সজীব করলাম) (ن) আল্লাহ মোতী (অনুগ্রহ করে)

মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করলেন।

أَنْشَرَ اللَّهُ الْمَوْتَى একই অর্থে।

أَنْشَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ আল্লাহ ভূমিকে সজীব করলেন।



## বাক্যবিশ্লেষণ

... و لنن سألهم من এ সম্পর্কে দেখো- ১৯/১৩ এবং ২১/৩

... الذي এটি العزيز এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা উহ্য هو এর খবর।

معتوف الذي এর উপর الذي পূর্ববর্তী

غائب এর পর স্বাভাবিকভাবে أنشر হয়, কিন্তু বক্তব্যের ধারা থেকে متكلم এর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে। এ ধারাপরিবর্তন যে কোন 'পুরুষ' থেকে যে কোন 'পুরুষ' এর দিকে হয়, এটাকে বালাগাতের পরিভাষায় التفتات (কোন দিকে ফেরা) বলে।

সুরাতুল ফাতিহায় إياه نعبد এর পরিবর্তে তৃতীয় পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষে التفتات হয়েছে, এ কথা বোঝানোর জন্য যে, আল্লাহর প্রশংসায় বান্দা এখন এমনই আত্মহারা যেন সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে।

ميتا এটি উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত, তাই ميتة বলার প্রয়োজন হয়নি।

**তরজমা :** আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহা-পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)

তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সমতলভূমি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন পথ বানিয়েছেন, যাতে (ঐ পথের সাহায্যে) তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারো এবং যিনি আসমান থেকে নির্ধারিত পরিমাণে পানি নাযিল করেছেন, তারপর তা দ্বারা আমি মৃতভূখণ্ডকে সজীব করেছি। সেভাবেই তোমাদেরকে (মাটি থেকে) বের করা হবে।

**দ্রষ্টব্য :** 'পৃথিবীকে সমতলভূমি করেছেন'-এর পারিবার্তে বলা যায়, 'ভূমিকে সমতল করেছেন'। 'মৃত' শব্দটি এখানে রূপক, অর্থ হলো 'বিশৃঙ্খ'।

(১১) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ \*

## বাক্যবিশ্লেষণ

إذا এটি الفُجائية (দেখো- ৯/৩) متعلق এর يضحكون এটি

তরজমা : আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও তার দরবারীদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, আর তিনি বলে- ছিলেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। তারপর তিনি যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী উপস্থিত করলেন, তখন হঠাৎ তারা ঐগুলো নিয়ে হাসিতামাশা শুরু করলো।

(১২) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ \* فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، قَوْلٍ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

لأبين এ অংশটি এল بالحكمة এর উপর معطوف এবং جنت এর সাথে متعلق (না থাকলে সরাসরি جنت এর সাথে متعلق হয়ে যেতো) কিংবা হরফুল আতফের পর جنتكم উহ্য রয়েছে। তখন لأبين অংশটি উহ্য جنت এর সাথে متعلق হবে এবং বাক্যের উপর বাক্যের عطف হবে।

এটি (معدودة) একটি من بينهم এমন অবস্থায় যে, তারা তাদের মধ্য হতে গণ্য।)

من আর متعلق প্রথম আর ثابت উহ্য এটি للذين মুবতাদা من متعلق আর দ্বিতীয় متعلق আর হেতুবাচক।

তরজমা : আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে হিকমত ও প্রজ্ঞা এনেছি, যেন আমি তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে পারি এমন কিছু বিষয় যে সম্পর্কে তোমরা মতবিরোধ করো। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করো। এটাই হলো সরল পথ। তারপর তাদের মধ্য হতে বিভিন্ন দল মতবিরোধ শুরু করলো। সুতরাং যারা যুলুম করে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের কারণে রয়েছে বরবাদি।

(১৩) وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ \* إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ \* وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ \* وَ نَادَوْا يُمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، قَالَ إِنَّكُمْ مَكِثُونَ \* لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَ لَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ \*

### শব্দবিশ্লেষণ

أورثتم (তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করা হয়েছে) (দেখো- ৯/৭)  
 لا يفتتر (হালকা করা হবে না) (فُتِرًا, ن) নিস্তেজ/হালকা হওয়া।  
 فَتَرَ الْمَاءَ السَّخِينُ গরম পানি ঈষৎ ঠাণ্ডা হলো।  
 فَتَرَ নিস্তেজ/ঠাণ্ডা করলো, লঘু/হালকা করলো  
 إِيلًا কথা হারিয়ে ফেলা, নির্বাক হয়ে যাওয়া।  
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُجْلِسُ الْمُجْرِمُونَ - কোরআনে আছে-  
 (কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিন অপরাধীরা নির্বাক হয়ে যাবে)  
 لِيَقْضِ عَلَيْنَا (আমাদেরকে খতম করে দিক) (দেখো- ১১/১৫)

### বাক্যবিশ্লেষণ

تلك মুবতাদা, পূর্ববর্তী আয়াতের الجنة এর দিকে ইশারা  
 الجنة খবর, ... التي হচ্ছে الجنة এর ছিফাত।  
 منها অর্থাৎ تَأْكُلُونَ بِعَظْمِهَا অর্থাৎ تَأْكُلُونَ مِنْهَا (ব্যাক্য্য করো) বাক্যটি  
 فَاكِهَةٍ এর দ্বিতীয় ছিফাত।  
 لا يفتتر এর মাঝে সুপ্ত যামীর هو হচ্ছে الفاعل যা এর দিকে  
 متعلق لا يفتتر عنهم এটি ফিরেছে  
 الظالمين كانوا هم বাক্যটির তারকীব করো।  
 ليقض ফেয়েলটির ইরাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

তরজমা : আর সেটা হলো ঐ জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে, তোমাদের কৃত আমলের কারণে। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, তা থেকে তোমরা আহার করবে।

নিঃসন্দেহে জাহান্নামীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। আযাবকে তাদের থেকে লাঘব করা হবে না, আর তাতেই তারা নির্বাক হয়ে থাকবে। আর আমি তাদের প্রতি অবিচার করিনি, বরং তারা ই ছিলো অবিচারকারী। তারা ডেকে বলবে, হে মালিক, (এ আযাব আর তো সহ্য হয় না) তোমার রাব্ যেন আমাদেরকে একেবারেই শেষ করে দেন। মালিক বলবেন, নিঃসন্দেহে তোমরা চিরকাল থাকবে। আমি তো তোমাদের কাছে সত্য ধর্ম আনয়ন করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মকে অপছন্দকারী (ছিলো)।

(১৬) سُبْحَنَ رَبِّ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ، رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ \*  
فَذَرَهُمْ يَخْوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ \*  
وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَ فِي الْأَرْضِ إِلَهُ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ \*  
وَ تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا، وَ عِنْدَهُ  
عِلْمُ السَّاعَةِ، وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يصفون দেখো- ১৩/৮

سبحن এটি তসবিহা (পবিত্রতা বর্ণনা করা) এই মাছদারের সমার্থক  
خوضًا, ن) ... خاض في

বাক্যবিশ্লেষণ

سبحن এটি উহ্য ফেয়েল نُسَبِّحُ এর মفعول مطلق

رب العرش তারকীবে কী হয়েছে বলো।

عما এটি উহ্য نَسَبُ এর যুক্তরূপ। এটি উহ্য نَسَبُ এর متعلق  
ما এর স্থানীয় অর্থ 'দোষ'। তুমি নির্ধারণ করো।

يَخْوضُوا وَ يَلْعَبُوا অর্থاً ۹ في دُنْيَاهُمْ وَ يَلْعَبُوا  
এর মাজযুম হওয়ার কারণ বলো।

متعلق এর يَخْوضُوا এটি حَتَّىٰ مُلَاقَاتِهِمُ الْيَوْمَ الْمُوعَدُ অর্থاً ۯ حَتَّىٰ يَلَاقُوا

তরজমা : আসমান-যমীনের প্রতিপালক এবং আরশের প্রতিপালক ঐ  
সকল দ্রুতি থেকে চিরপবিত্র যা তারা বর্ণনা করে। সুতরাং

আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা তাদের (বাতিল বিষয়ে) মেতে থাকুক এবং (তাদের দুনিয়ার বিষয়ে) খেলায় মগ্ন থাকুক, সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত যার ওয়াদা তাদেরকে করা হয়েছে। আর তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি আসমা-নেও ইলাহ, এবং যমীনেও ইলাহ। আর তিনিই মহাপ্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞানী। আর ঐ সত্তা বরকতময় হয়েছেন যার জন্য রয়েছে আসমানের ও যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের রাজত্ব। আর তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের ইলম, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(১৫) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

سخر বশীভূত/অনুগত করেছেন।  
 فلك কিশতি, জাহাজ, (উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে)  
 أيام الله দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল দিন যাতে আল্লাহ বিভিন্ন কাওমের উপর আযাব নাযিল করেছেন।  
 أساء (মন্দ কাজ করলো) দেখো- ২৪/১৯

বাক্যবিশ্লেষণ

من فضله ... الله পুরো বাক্যটির সংক্ষিপ্ত তারকীব করো।  
 جميعا এটি مُجْمَعَةً অর্থে مَا থেকে (আসমান-যমীনের সবকিছু তোমাদের অনুগত করেছেন, এমন অবস্থায় যে, তা একত্রিত)  
 منه এটি (مرهوبًا) এর হিফাত।  
 يغفروا এটি جواب الأمر রূপে মাজযুম। মূলত তা উহ্য إِنْ এর جواب  
 إِنْ تَقُلْ لَهُمْ يَغْفِرُوا অর্থাৎ الشرط

ليجزي

এটি উহা ফেয়েল اغفروا এর সাথে متعلق

قوما

এখানে উদ্দেশ্য ছাহাবা কেরামের বিশিষ্ট দল, সুতরাং স্বাভাবিক  
নিয়মে শব্দটি মারিফা হওয়ার কথা, কিন্তু মর্যাদাগত বিরাটত্ব  
বোঝানোর জন্য নাকিরা আনা হয়েছে।

... من عمل এর তারকীব প্রয়োজনে দেখো- ২৪/২৯

তরজমা : আল্লাহ তো ঐ মহান সত্তা যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন  
করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং  
যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং যাতে  
তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

আর তিনি তোমাদের অধীন করেছেন ঐ সমস্ত জিনিস যা  
আসমানে আছে এবং যা যমীনে আছে, তাঁর পক্ষ হতে। নিঃস-  
ন্দেহে তাতে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে যারা  
চিন্তা করে।

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি বলুন, যেন তারা ঐ  
লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয় যারা আল্লাহর (আযাব-গযবের)  
দিনগুলোকে বিশ্বাস করে না। (তাদেরকে তোমরা ক্ষমা করে দাও  
এবং ছবর করো) যেন আল্লাহ একটি সম্প্রদায়কে তাদের নেক  
আমলের প্রতিদান দেন।

যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে তা নিজেরই জন্য করে, আর যে  
মন্দ আমল করে তার ফলাফল তারই উপর বর্তাবে। তারপর  
তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকেরই দিকে প্রত্যাবর্তন  
করানো হবে।

(১৬) قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا

رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ، وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِذٍ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يخسر (ক্ষতিগ্রস্ত হবে) দেখো- ৭/২২

مبطل (বাতিলের অনুগমনকারী) ابطأ বাতিলের অনুগমন করা। অন্য

অর্থ- বাতিল করা (ن) باতিল হওয়া।

## বাক্যবিশ্লেষণ

এটি يوم এর উপযুক্ত হরফুল জর নয়, তাই তাযমীনের নিয়মে  
তাতে يسوق এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেখো- ১৭/১৭  
এটি يومنذ এর طرف আর يومنذ হচ্ছে তা থেকে বদল।

তরজমা : আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন এবং  
তারপর মৃত্যু দান করেন, তারপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে  
একত্র করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ  
(তা) জানে না।

আর আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই জন্য। আর যেদিন  
কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন মিথ্যার অনুসারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(১৭) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ،  
ذلك هو الفوزُ المبينُ \* وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ أَتْيَ تَتْلَى  
عليكم فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين \* وإذا قيل إنَّ  
وعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَالسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ  
إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ \* وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ  
مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

فوز (সফলতা) (ن) فوزاً সফল হওয়া। দেখো- ১০/৭  
مستيقن (নিশ্চিতরূপে অবগত, ইয়াকীনকারী)  
إِستيقنَ الأمرُ/بِالأمر বিষয়টি নিশ্চিত রূপে অবগত হলো।  
حَاقَ بِهِمْ (তাদেরকে ঘেরাও করবে) দেখো- ২৪/২৩

## বাক্যবিশ্লেষণ

أفلم পরবর্তী বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, এখানে উহ্য রয়েছে  
ایتي এটি لم تكن এর ইসম, আর تَتْلَى عليكم হচ্ছে তার খবর।  
السَّاعَةَ বাক্যটির তারকীব করো এবং তার সংক্ষিপ্ত রূপ বলো  
ما السَّاعَةَ এটি মুবতাদা ও খবর ما হচ্ছে اسْمُ اسْتِفْهَام

سَيِّئَاتُ عَمَلِهِمْ অর্থاً: سَيِّئَاتُ عَمَلِهِمْ তাদের আমলের মন্দ জিনিসগুলো  
... مَا كَانُوا ... এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো। ৬ এর স্থানীয় অর্থ  
নির্ধারণ করো।

তরজমা : আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের  
প্রতিপালক তাদেরকে আপন রহমতে দাখিল করবেন। সেটাই  
তো সুস্পষ্ট সফলতা।

আর যারা কুফুরি করেছে (তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে)  
আমার আয়াতসমূহ কি তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে  
শোনানো হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে, আর  
তোমরা ছিলে অপরাধী কাওম। আর যখন বলা হতো, আল্লাহর  
ওয়াদা চিরসত্য, আর কিয়ামত- তাতে তো কোন সন্দেহ নেই,  
তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কী? আমরা  
শুধু কিশিৎ ধারণা করি, (এ বিষয়ে) আমরা নিশ্চিত নই। আর  
তাদের বদ আমলগুলো তাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে 'যাবে'  
এবং যে আযাব নিয়ে তারা উপহাস করতো তা তাদেরকে  
ঘেরাও করে 'ফেলবে'।

(১৮) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسُكُم كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُم النَّارُ  
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ \* ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ أَخَذُوا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ  
الْحَيَلَةُ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ \*  
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُوتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَلَهُ الْكِبَرَاءُ  
فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مأوى এটি اسم الظرف আশ্রয়স্থল। দেখো, ১০/৪

هزوا মূলত উপহাসের পাত্র (দেখো- ১৬/৭)

غرت (ধোকা দিয়েছে) দেখো- ১০/২

يُسْتَعْتَبُونَ (তাদেরকে সন্তুষ্টি করা হবে না)

اسْتَعْتَبَهُ তাকে সন্তুষ্টি করলো। তার সন্তুষ্টি কামনা করলো,

তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করলো।

الكبرياء বড়ত্ব ও মর্যাদা, রাজত্ব। (এটি مؤنث)



## বাক্যবিশ্লেষণ

هذا ... اليوم বাক্যটির তারকীব করো।

ذلكم (দেখো- ৪/৭) النسيان (ব্যাখ্যা করো) অর্থান

أن এর পরবর্তী বাক্যটি مصدر مزيل হয়ে ব এর মাজরুরের স্থানে এসেছে। আর হরফুলজরটি উহ্য ثابت এর সাথে متعلق এবং তা ذلك এর খবর। বাক্যটির মূলরূপ এই-

ذلك النسيان ثابت يسبب اتخاذكم آيات الله موزاً

رب السموت হচ্ছে رب الأرض এই মহান শব্দ থেকে বদল এটি الله এর

ও معطوف পূর্ববর্তী معطوف আর رب العلمين معطوف এর উপর

থেকে বদল।

الكبرياء (ثابتة) له في ... - বাক্যটির মূলরূপ- وله الكبرياء في ...

তরজমা : আর (তাদেরকে) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাবো, যেমন তোমরা ভুলে গিয়েছিলে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে। আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

তা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে 'উপহাস-পাত্র' বানিয়েছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করে-ছিলো। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হবে না। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আসমানের প্রতিপালক এবং যমীনের প্রতিপালক, বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর। এবং আসমানে ও যমীনে বড়ত্ব তাঁরই জন্য এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

( ১ ) وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ \* وَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا يُعْبَادُتُهُمْ كُفْرِينَ \* وَ إِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أضل (অধিকতর পথভ্রষ্ট) এর ضال ৫/৩ দেখো-

غفلون (উদাসীন) দেখো- ১৭/১ سحر (জাদু) দেখো- ৯/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

من এটি প্রশ্ন-শব্দ, এখানে তা মুবতাদা, أضل হচ্ছে তার খবর।

من এটি এন ও من এর যুক্তরূপ। ছিলা-মাওছুল মিলে من এর মাজরুরের স্থানে রয়েছে এবং তা أضل এর সাথে متعلق

مفعول به এর يدعو মিলে ছিলা-মাওছুল মিলে من لا يستجيب له

প্রথম من দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপাসক কাফির দল, আর দ্বিতীয় من দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাতিল উপাস্যরা।

جمع مذكر অর্থগতভাবে হলেও এখানে অর্থগতভাবে جمع مذكر আলোচ্য আয়াতে من এর উভয় দিক বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু তরজমায় শুধু অর্থগত দিক বিবেচনা করা হয়েছে।

حال অর্থবর্তী থেকে مفعول به এর يدعو এটি (মعدودا) من دون الله

(কে ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট, যে এমন উপাস্যকে ডাকে যে কৈয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, এমন অবস্থায় যে, ঐ উপাস্য আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য)

وهم ... বাক্যটির তারকীব করো এবং তা তারকীবের কী হয়েছে বলো।

উভয় যমীরের مرجع নির্ধারণ করো।

إذا ... (বক্তব্য পূর্ণ করো) এটি اسم ظرف و شرط

كفرين ... كانوا চারটি যামীরের مرجع নির্ধারণ করো।

بينت এটি تعلى এর نائب الفاعل থেকে (তরজমা হবে ছিফাতের)

للحق এটি قال এর متعلق 'হক' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সত্য কোরআন,

এখানে ل অব্যয়টি হেতুবাচক, অর্থাৎ لِأَجْلِ الْحَقِّ (সত্যের কারণে) তবে বাংলায় عن এর তরজমা হবে।

طرف এর قال এটি اسم ظرفٍ مُجَرَّدٍ عَنْ مَعْنَى الشَّرْطِ এটি শুধু পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف

ل এর পরে দু'টি বাক্য হলে তাতে শর্তের অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়।

**তরজমা :** যারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন উপাস্যদের উপাসনা করে যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তাদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? অথচ ঐ উপাস্যরা তো তাদের (উপাসকদের) উপাসনা সম্পর্কেও বেখবর।

আর যখন লোকদেরকে (হাশরের মাঠে) একত্র করা হবে তখন ঐ উপাস্যরা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে।

আর যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তারা সত্য তাদের কাছে আগমন করার পর সত্য সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এতো প্রকাশ্য জাদু।

( ٢ ) وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا

إليه، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ \*

**শব্দবিশ্লেষণ**

سَبَقْنَا অগ্রবর্তী হওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া (ব্যবহার)

كোন কিছুর দিকে সে অমুকের চেয়ে

অগ্রগামী হয়েছে বা অমুককে ছাড়িয়ে গেছে।

**বাক্যবিশ্লেষণ**

كان এর যামীর হচ্ছে তার ইসম এবং তা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে মাফহূম কোরআনের দিকে ফিরেছে

خيرا হচ্ছে كان এর খবর, আর বাক্যটি لو এর شرط পরবর্তী বাক্যটি جواب الشرط

إِذْ এটি উহা ظَهَرَ عَنْهُمْ এর ظرف পরবর্তী ف হচ্ছে হেতুবাচক

তরজমা : আর যারা কুফুরি করেছে তারা মুমিনদের সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, যদি এই কোরআন উত্তম কিছু হতো তাহলে এরা আমাদের-রকে ছাড়িয়ে সেদিকে অগ্রগামী হতে পারতো না। আর (তাদের হঠকারিতা প্রকাশ পেয়ে গেলো) যখন তারা এর মাধ্যমে পথপ্রাপ্ত হলো না, সুতরাং তারা অচিরেই বলবে, এ তো পুরোনো মিথ্যা।

( ৩ ) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

... الذين পুরো অংশটি إن এর ইসম। এর মাঝে শর্তের ভাব রয়েছে বলে তার খবরের শুরুতে ف অতিরিক্ত এসেছে।

عليهم এটি উহ্য এর خوف এর সাথে متعلق

حال এর পূর্ববর্তী খবর থেকে خلدین فيها

جزاء এটি উহ্য এর يَجْزُونَ এর مفعول مطلق

مفعول لأجله এর সাথে متعلق কিংবা جزاء হচ্ছে خلدین এর সাথে

এ ক্ষেত্রে ب অব্যয়টি جزاء এর সাথে متعلق

ما (ব্যাক্য করা) يَعْمَلُونَ কানো يَعْمَلُونَهُ কিংবা يَعْمَلُ لَهُمْ অর্থাৎ

তরজমা : যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ; তারপর (এই বক্তব্যের উপর) অবিচল থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। ওরাই হলো জান্নাতের অধিবাসী যাতে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের আমলের প্রতিদানরূপে।

( ৪ ) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، أَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يعرض (পেশ করা হবে) দেখো- ২২/২

استمتع (ভোগ করেছে) ب অব্যয়যোগে

مَنْ تَمَتَّعَ بِشَيْءٍ কোন কিছু ভোগ/উপভোগ করলো।

مَنْ مَتَّعَ شَيْئًا কোন কিছুকে দীর্ঘ করলো।

مَتَّعَ اللَّهُ فَلَانًا আল্লাহ অমুককে দীর্ঘায়ু করলেন।

مَنْ مَتَّعَهُ بِشَيْءٍ সে তাকে কোন কিছু ভোগ করালো।

হোন লাঞ্ছনা, অপদস্থতা (দেখো- ১৬/৭৯)

فَسَقَ (فُسِقًا، فُسُوقًا، ن) পাপাচার করলো, পাপাচারী হলো

فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ) সে তার প্রতিপালকের

অবাধ্যতা করলে। فَاسِقُونَ বহু فَاسِقٌ

স্ত্রী فَاسِقَةٌ বহু فَاسِقَاتٍ ও فَاسِقٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

يوم এটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।

تَعَذِّبُهُم بِالنَّارِ এর عَرَضُ الْكَفَّارِ عَلَى النَّارِ

ضَعِفْتُمْ (يُقَالُ لَهُمْ) অর্থঃ (তোমরা বরবাদ করে ফেলেছো)

এর اليوم তুমি منفَعُولٌ به দ্বিতীয় এর تجزون এটি عَذَابُ الْهُونِ

يَا سَكْبَارَكُمْ فِي الْأَرْضِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) অর্থঃ بما كنتم ...

এটি تجزون এর সাথে متعلق

এটি (مُتَكَبِّرِينَ) بغیر الحق

যে তোমরা 'হক'-এর 'গায়র'-এর সাথে সম্পৃক্ত)

و بما كنتم تفسقون এ অংশটির বিশদ তারকীব করো।

তরজমা : ঐদিনকে স্মরণ করুন যেদিন কাফিরদেরকে আগুনে দেয়া হবে, (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তো তোমাদের উত্তম বস্তুগুলো তোমাদের পার্থিব জীবনেই নষ্ট করে ফেলেছো এবং তা ভোগ করে ফেলেছো, সুতরাং আজ অপদস্থতার শাস্তি তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার ও পাপাচার করতে।

দ্রষ্টব্য : জিনসম্প্রদায়ের একটি দল নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোরআন শুনে ঈমান এনেছিলো এবং জিনসম্প্রদায়ের মাঝে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিলো, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন-

( ৫ ) وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ،  
 قَالُوا أَنصِتُوا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ \* قَالُوا  
 يُقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ  
 يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يُقَوْمُنَا أَجِيبُوا  
 دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيَجْعَلَنَّ لَكُمْ مِنْ عِزِّهِ  
 عَلِيمٌ \* وَمَن لَّا يَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ  
 لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

(ض) صَرَفْنَا ফিরিয়ে / সরিয়ে দেয়া (অব্যয়যোগে)

(إِلَى) ফিরিয়ে দেয়া, অভিমুখী করা।

نَفَرٌ তিন থেকে দশজনের দল। বহু

أَنصِتُوا (শ্রবণ করো) إِنصَاتُ নীরবে সমনোযোগে শ্রবণ করা।

قُضِيَ (পূর্ণ করা হলো) (ض) قُضَاءُ (বিভিন্ন অর্থ দেখো- ১১/১৫)

قُضِيَ اللَّهُ আল্লাহ আদেশ করেছেন। কোরআনে আছে-

وَقُضِيَ رُبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

সে তার প্রয়োজন পূর্ণ করেছে।

وَلَوْ (তারা গমন করলো) (إِلَى) অব্যয়যোগে) অভিমুখে গমন করলো।

يَجْرِمُ (মাদ্দা) أَجَارَ - يُجِيرُ - أَجَرُ - إِجَارَةٌ (তোমাদেরকে রক্ষা করবেন)

رক্ষা করা, উদ্ধার করা, নাজাত দেয়া। (جور)

বাক্যবিশ্লেষণ

إِذْ এ সম্পর্কে কী জানো বলো, এখানে এটি তারকীবে কী হয়েছে?  
 পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী ?

مِنَ الْجِنِّ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) نَفَرًا (মعدودًا)

حَال থেকে نفرا এ বাক্যটি يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

নাকিরা থেকে حال ইওয়ার বৈধতা সাব্যস্ত করো।

এটি أنزل من بعد ...

এর দ্বিতীয় ছিফাত, কিংবা أنزل এর যামীর

থেকে উভয় তারকীব অনুযায়ী শাব্দিক অর্থ বলো।

شبه و شبه الفعل আর সাথে متعلق (موجود) بين يديه

شبهه এর ছিলাহ।

ছিলো-মাওছুল মিলে ۞ এর মাজরুরের স্থানে এসেছে।

ما এর স্থানীয় অর্থ হলো আসমানী কিতাব।

শাব্দিক অর্থ- সত্যপ্রতিপন্নকারী ঐ আসমানী কিতাবকে যা তার উভয় হাতের মাঝে (তার সামনে) বিদ্যমান রয়েছে।

يهدى ... বাক্যটি كتابا এর তৃতীয় ছিফাত কিংবা দ্বিতীয় حال

داعي الله মূলত الداعي إلى الله এখানে شبه الفعل কে মাজরুরের দিকে করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছেন মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

من ذنوبكم অর্থাৎ ذنوبكم কিংবা بعض ذنوبكم (ব্যাক্য্য করো)

من لا يجب এখানে من ও তার পরবর্তী বাক্যটির পরিচয় বলো।

ليس بمعجز في الأرض এর তারকীব করো, তারপর বাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

أولياء (معدودين) من دونه এটি এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো। ليس ... أولياء حال থেকে অগ্রবর্তী

নাকিরা থেকে حال হওয়ার বৈধতা সাব্যস্ত করো।

**তরজমা :** ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করলাম একদল জিনকে, যারা সমনোযোগে কোরআন শ্রবণ করছিলো। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হলো তখন (একে অন্যকে) বললো, নীরবে শ্রবণ করো। তারপর যখন (পাঠ) পূর্ণ করা হলো তখন তারা সতর্ককারীরূপে আপন সম্প্রদায়ের অভিমুখে গমন করলো তারা বললো, হে আমাদের কাওম, অবশ্যই আমরা এমন এক কিতাব শ্রবণ করেছি যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে, যা তার সামনে বিদ্যমান (পূর্ববর্তী সকল) আসমানী কিতাবকে সত্যায়ন করে, যা সত্যের দিকে এবং সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

হে আমাদের কাওম, তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনো, তাহলে আল্লাহ

তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে নাজাত দেবেন।

আর যে আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না সে পৃথিবীতে (পলায়ন করে আল্লাহকে) অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ওরাই প্রকাশ্য গোমরাহিতে লিপ্ত।

( ৬ ) وَ يَوْمَ يَعْرُضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ،

قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

.... يوم يعرض এর পূর্ণ তারকীব করো।

نائب الفاعل এর يُقال لهم এটি অর্থগত দিক থেকে أليس هذا

هذا দ্বারা পূর্ববর্তী কালাম থেকে মাফহুম العذاب এর দিকে

ইশারা। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো কটাক্ষ করে তাদের কষ্ট বাড়িয়ে

দেয়া। কেননা তারা আযাবের হুঁশিয়ারি সম্পর্কে উপহাস করে

বলেছিলো— وما نحن بمعذبين (আমরা আযাবগ্রস্ত হবো না)

و رينا এটি مجرور و مُقَسَّم به এবং حرف الجر و حرف القسم এটি

متعلق এর مُقَسِّم

তরজমা : ঐ দিনকে স্মরণ করুন যেদিন যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে আগুনে দেয়া হবে, (আর তাদেরকে বলা হবে) এই আযাব কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই সত্য। আল্লাহ বলবেন, তাহলে তোমরা তোমাদের কুফুরির বদলে (বা কারণে) আযাব ভোগ করো।

( ৭ ) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَانِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ

مِنْ رَبِّهِمْ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ \*



## শব্দবিশ্লেষণ

صدوا (ফিরিয়ে রেখেছে, রোধ করেছে) দেখো- ৬/৪

أَضَلَّ عَمَلَهُ (বরবাদ করলেন) ضَلَّ عَمَلَهُ/سَعَيْهِ (বরবাদ হলো) দেখো- ৫/৩

بال অবস্থা, বিষয়, অন্তর। امرٌ ذو بالٍ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(তার মনে এ কথা উদ্ভিত হলো (ন) ... (ن) لا يَخْطُرُ بِالْبَالِ অচিন্তনীয় যে, ....)

## বাক্যবিশ্লেষণ

أضل এর মাঝে সুগু যমীরটির উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা পুরো বাক্যটির মুবতাদা ও খবর নির্ধারণ করো।

جملةٌ مُعَرِّضَةٌ এটি কিংবা حال এর যামীর থেকে نزل এটি وهو الحق من ربهم (মধ্যবর্তী স্বতন্ত্র বাক্য) او অব্যয়টি হলো اعتراضية, বাক্যটি (অন্য বাক্যের) মাঝে এসেছে।

حال এই খবর থেকে الحق (নাজা) من ربهم এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

ذلك এটি মুবতাদা, افعال السينات ও تضلل الاعمال এর দিকে ইশারা এর পরবর্তী জুমলা فصدر منهذ হয়ে ب এর মাজরুরের স্থানে এসেছে। আর তা উহ্য খবর ثابت এর متعلق মূলরূপ এই- ذلك ثابتٌ بِاتِّبَاعِ الْكُفْرَيْنِ الْبَاطِلِ وَ اتِّبَاعِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَقِّ এটি তারকীবের কী হয়েছে বলো।

তরজমা : যারা কুফুরি করে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়, আল্লাহ তাদের আমল বরবাদ করে দেবেন।

আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে এবং ঐ কিতাবকে বিশ্বাস করে যা মুহাম্মদের উপর নাযিল করা হয়েছে - আর তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ সত্য - আল্লাহ তাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। তা এই কারণে যে, যারা কুফুরি করেছে তারা বাতিলকে অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ সত্যকে অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ লোকদের জন্য উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন (এবং তা দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দান করেন।)

( ٨ ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ \*  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ \* أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا  
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلِلْكَافِرِينَ  
أَمْثَالُهَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى  
لَهُمْ \*

শব্দবিশ্লেষণ

আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন। تَعَسَى (তৎসা, ফ)

ধ্বংস হওয়া, হাদীছে আছে—

تَعَسَى عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ (দীনার ও দিরহামের পূজারী ধ্বংস হোক)

১০/১ (সুদূত করবেন) يَثْبُت ১১/২০ (অপছন্দ করেছে) كَرِهُوا

প্রবাদ مَثَلُ بَحْرٍ مَثَلُ مِثْلٍ, অনুরূপ, مَثَلُ بَحْرٍ مَثَلُ مِثْلٍ ও مَثَلُ

বাক্যবিশ্লেষণ

এটি মুবতাদা, এখানে مَوْصُول এর মাঝে শর্তের আভাস রয়েছে,  
তাই পরবর্তীতে অতিরিক্ত ف এসেছে।

এর قَضَى মفعول مطلق এর تَعَسَوْا ফেয়েল এটি تَعَسَى (ثابتاً) لهم  
তখন (তিনি তাদের জন্য ধ্বংসের ফয়ছালা করেছেন) مفعول به  
متعلق এর قَضَى হবে لهم

এর جواب الشرط তাতে الَّذِينَ এর বাক্যটি রয়েছে

ذلك (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) ذَلِكَ التَّعَسَى وَالْإِضْلَالُ অর্থাৎ

এ অংশটির বিশদ তারকীব করো। بَأْنَهُمْ

سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (ব্যাখ্যা করো) অর্থাৎ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

এর তারকীব করো, যামীর ফিরেছে عَاقِبَةُ এর দিকে।

এর তারকীব করো, দেখো— ২৪/১০

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহকে  
সাহায্য করো তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং  
তোমাদের কদম মযবূত করে দেবেন।

আর যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য তিনি দুর্ভাগ্যের ফায়ছালা করবেন এবং তাদের আমল বরবাদ করে দেবেন। সেটা এই কারণে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে, তাই তিনি তাদের আমল নষ্ট করে দেবেন।

আচ্ছা! তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি, অনন্তর দেখেনি যে, যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে তাদের পরিণাম কেমন ছিলো! আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এ ধরনেরই বরবাদি। সেটা এই কারণে যে, আল্লাহ ঐ লোকদের পরম বন্ধু যারা ঈমান এনেছে, আর কাফিরদের কোন বন্ধু নেই।

( ৯ ) إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

مَثْوًى (২৪/৫) ثَمَرٌ (৯/১৮) أَنْعَامٌ (২৬/৪) يَتَمَتَّعُونَ

يدخل এর প্রথম ও দ্বিতীয় মفعول به নির্ধারণ করো।

জরুরী কথা—

دَخَلَ الْجَنَّةَ সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। এ বাক্যে الجنة হচ্ছে মفعول সাধারণ দৃষ্টিতে এটাকে মفعول ফیه মনে হয়, কিন্তু যদি এভাবে তরজমা করা হয়— (সে জান্নাতকে ‘প্রবেশস্থান’ বানিয়েছে) তাহলে এর মفعول به বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

তদ্রূপ যদি তরজমা করা হয় (আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশকারী এবং জান্নাতকে তাদের ‘প্রবেশ স্থান’ বানাবেন) তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, هُمْ جَنَّاتٍ হচ্ছে এর মفعول به

النَّارُ مَثْوًى مَعَهُمْ অর্থাৎ এটি এমতাবাদে সাথে থাকা মَثْوًى لَهُمْ

তরজমা : যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তাদেরকে এমন বাগবাগিচায় দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, আর যারা কুফুরি করে তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং খায়দায়, যেমন পশুরা খায়দায়। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

দ্রষ্টব্য : يَأْكُلُونَ (তারা আহার করে) পূর্বাপর থেকে তাচ্ছিল্যের অর্থ মাফহুম হয়, তাই 'খায়দায়' এই তাচ্ছিল্যজ্ঞাপক শব্দে তরজমা করা হয়েছে।

(১০) وَ لَنْبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهَدِينَ مِنْكُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ \* إِن الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ، وَ سَيَحِيطُ أَعْمَالُهُمْ \*

শব্দবিশ্লেষণ

لنبلون (অবশ্যই পরীক্ষা করবো) (ن) পরীক্ষা করা।  
 شاقوا মূলত - شَاقٌ - شَاقٌّ - شَاقًّا (তারা শক্ততা ও বিরোধিতা করেছে)  
 شَاقٌّ - شَاقٌّ - شَاقٌّ  
 تَبَيَّنَ প্রকাশ পেয়েছে, সুস্পষ্ট হয়েছে, স্পষ্ট করেছে, প্রকাশ করেছে, বর্ণনা করেছে।

لن يضرروا (তারা কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না) দেখো- ৪/১৯

বাক্যবিশ্লেষণ

حتى এটি কিংবা إلى এর সমার্থক হরফুলজর এবং نبلو এর متعلق  
 পরবর্তী ফেয়েলটি উহ্য أن দ্বারা مصدر مzuol হয়েছে।  
 منكم অর্থাৎ معدودين منكم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
 الصبرين এর পরে منكم উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী منكم হচ্ছে তার কারীনা।  
 (في سبيلِ اللَّهِ) এবং المجاهدين (على الشدائد)  
 تَبَيَّنَ এটি مصدر مzuol দ্বারা ما المصدرية এটি  
 إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

তরজমা : আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যেন জানতে পারি তোমাদের মধ্য হতে (আল্লাহর রাস্তায়) জিহাদকারী-দেরকে এবং (বিপদাপদের উপর) ধৈর্যধারণকারীদেরকে এবং যেন যাচাই করতে পারি তোমাদের অবস্থাসমূহকে।

নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দিয়েছে এবং হিদায়াতের বিষয় নিজেদের জন্য সুস্পষ্ট

হওয়ার পরো রাসূলের বিরোধিতা করেছে তারা কিছুতেই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদের আমল নষ্ট করে দেবেন।

(১১) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ \* إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَبَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كَفَارٌ لَفَنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

এর তারকীব আলোচনা করো।

এর খবরের শুরুতে যুক্ত হওয়ার কারণ বলো।

তরজমা : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের আমলকে বরবাদ করে ফেলো না। নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে রোধ করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই মাফ করবেন না।

(১২) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا \*

বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির মুবতাদা ও খবর নির্ধারণ করো।

এ অংশটি কার সাথে মতলু বলো।

এটি কার থেকে তামীয কিংবা حال হয়েছে এবং তরজমায় কোন তারকীব অনুসৃত হয়েছে, বলো।

তরজমা : তিনিই ঐ সত্তা যিনি আপন রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হকসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে তিনি সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন। আর সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

(১৩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى،  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

جَهَرَ بِالْحَقِّ সত্যকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলো।  
جَهَرَ بِالْكَلَامِ উচ্চস্বরে (জোর আওয়াজে) কথা বললো।  
(ف) جَهَارًا وَ جَهْرًا মাছদার  
غَضًا، غَضًا، غَضًا (তার নত করে) يغضون  
غَضُ بَصَرِهِ/مِنْ بَصَرِهِ সে তার দৃষ্টি নত করলো।  
غَضُ صَوْتِهِ/مِنْ صَوْتِهِ সে তার স্বর নীচু করলো।  
امتحان (পরীক্ষা করে বাছাই করেছেন, খাঁটি ও নির্ভেজাল করেছেন)

বাক্যবিশ্লেষণ

أُضِيفَ الْمَصْدَرُ إِلَى فَاعِلِهِ এখানে بعضكم  
لِأَنَّ لَا تَحْبِطُ .... অর্থাৎ (তোমরা তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো  
না ..... তোমাদের আমল নষ্ট না হওয়ার জন্য)  
نَهَيْتُمْ عَنْ ذَلِكَ كَرَاهِيَةً أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ (তোমাদেরকে তা  
থেকে নিষেধ করেছি তোমাদের আমল নষ্ট হওয়া অপছন্দ করার  
কারণে) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

এর পরে لا تشعرون এই অংশটি উহ্য রয়েছে।

اولئك মুবতাদা, পরবর্তী অংশটি খবর, আর এ বাক্যটি إن এর খবর

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর আওয়াজের  
উপর তোমাদের আওয়াজকে উঁচু করো না এবং তোমাদের  
একে অপরের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলার মত তাঁর সাথে  
উচ্চস্বরে কথা বলো না। (তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করা  
হলো) এ আশংকায় যে, তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে,  
এমন অবস্থায় যে তোমরা তা টেরও পাবে না। নিঃসন্দেহে যারা  
আল্লাহর রাসূলের কাছে তাদের স্বরকে অনুচ্চ রাখে ওরাই ঐ  
সমস্ত লোক যাদের কলবকে আল্লাহ তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা  
করে বাছাই করেছেন তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত এবং  
মহান প্রতিদান।

(১৬) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَتِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

اقتتلوا দেখো, ২০/৯ (অ) বিদ্রোহ করা।

ففاء عن غصبيه (সে তার ক্রোধ সংযত করলো।

فاء إلى حليه (সে সহনশীলতা অবলম্বন করলো)

أقسطوا (তোমরা ইনছাফ করো)

أخ أخوة الإسلاميه বহু إِخْوَةٌ وَإِخْوَانُ ভ্রাতৃত্ব।

বাক্যবিশ্লেষণ

إِنْ طَائِفَتَانِ জরুরী কথা

কথনো اسمية এর শুরুতে আসে না। সুতরাং যদি إِنْ এর পরে اسم مرفوع থাকে তাহলে সেটা উহ্য ফেয়েলের ফায়েল হবে, আর পরবর্তী ফেয়েলটি হবে তার ব্যাখ্যা। সুতরাং এখানে মূলরূপ এই— إِنْ (اقتتل) طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ — এখানে ইচ্ছে উহ্য شرط এর ব্যাখ্যা।

(ব্যাখ্যা করো) (معدودتان) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اقتتلوا কে جمع আনা হয়েছে طائفتان এর অর্থগত দিক লক্ষ্য করে, কেননা এটা القوم বা الناس এর সমার্থক।

حتى এটি কিংবা كي এর সমার্থক, এবং فاتلوا এর সাথে متعلق

তরজমা : আর যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পর লড়াই করে তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করো। তারপর যদি তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে যে দলটি বিদ্রোহ করে তার বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে

তোমরা তাদের মাঝে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইনছাফ পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

(১৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا، أَلَيْسَ بِأَكْلٍ لِّحْمِ أَخِيهِ مِثًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

تَجَسَّسَ الْخَبْرَ (তোমরা খবর খুঁজে বেড়িয়ে না) لَا تَجَسَّسُوا  
 تَجَسَّسَ فُلَانًا/عَنْ فُلَانٍ অমুকের সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করলো।  
 لَا يَغْتَبُ (যেন গীবত না করে) ফেয়েলটির ই'রাব আলোচনা করো।  
 اغْتَابَهُ (অগ্টিয়া) তার গীবত করলো।  
 ১১/২০ দেখো- (তোমরা ঘৃণা করবে) كَرِهْتُمْ ১/১০ দেখো- মিত

বাক্যবিশ্লেষণ

এটি (معدودا) من الظن এর দ্বিগত।  
 كثيرا দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা বয়ান করেছে। বাংলা তরজমা হবে মাওছূফ-ছিফাতের  
 একটি সংক্ষেপনের জন্য হয়ফ করা لَا تَجَسَّسُوا মূলত  
 (তোমাদের) لَا يَتَجَسَّسُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ - মতলব হলো-  
 কতিপয় যেন কতিপয়ের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি না করে)  
 বাংলা তরজমা হবে (যদি) إِنَّ صَحَّ هَذَا فَكَرِهْتُمُوهُ অর্থাৎ  
 (যদি এটা ঠিক হয় তাহলে তো তোমরা তা ঘৃণা করবে)  
 এর মাঝে বিদ্যমান أَكْلٍ - এর  
 ৪/৭ দেখো, পিছনে



তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা বহু ধারণা পরিহার করো। (কারণ) কোন কোন ধারণা অবশ্যই গোনাহ। আর তোমরা (পরস্পরের বিরুদ্ধে) গোপন খবর খুঁজে বেড়িয়ে না। আর তোমাদের কতিপয় যেন কতিপয়ের গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে, তা তো তোমরা ঘৃণাই করবে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(১৬) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰىكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

شُعْبَةٌ বহুবচনে شُعُوبٌ বিরাট সম্প্রদায়, যাদের 'আদি পিতা' অভিন্ন।  
 قَبِيلَةٌ এটি قَبِيلَةٌ থেকে বড়। গোত্র, বহুবচনে قَبَائِلُ  
 تعارفًا পরস্পর পরিচিত হওয়া, এই বাবের ... (কথা পূর্ণ করো)  
 اتَّقَى এর تَقِيٌّ এর اسم التفضيل অধিকতর মুত্তাকি। এর تَقِيٌّ এর  
 বহুবচন تَقَاءٌ মাদ্দা وقى

বাক্যবিশ্লেষণ

مِنْ أَدَمَ وَحَوَّاءَ - মতলব-এর সাথে এটি خلقنا এর مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى  
 شعوبًا এটি جعلنا এর مفعول به দ্বিতীয়  
 لتعارفوا মূলত لتتعارفوا সংক্ষেপণের উদ্দেশ্যে একটি ت হযফ করা  
 হয়েছে। এ অংশটি جعلنا এর متعلق  
 ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ বাক্যটির তারকীব করো। (তরজমায় তারতীবগত পরিবর্তন  
 সম্পর্কে বলো)

তরজমা : হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত কবেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও। নিঃসন্দেহে তোমাদের মুত্তাকীতম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে তোমাদের সন্তোষজনকতম ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

(১৭) قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْنَا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ  
 الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ  
 أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا  
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّدُوقُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

الأعراب বেদুঈন সম্প্রদায়, গ্রাম্য লোকেরা, একবচনে اعرابي  
 اذَكَه تار হক (তিনি কমাবেন না) (وَلْتَأْ، ض) لا يَلِت (তিনি কমাবেন না)  
 (مفعول به দুটি) কমিয়ে দিলো।  
 لم يرتابوا (তারা সন্দেহহস্ত হয়নি) ارتابا সন্দেহ করা, সন্দেহহস্ত হওয়া

বাক্যবিশ্লেষণ

উভয়টি উভয়টি ويجعله ماضياً منفيًا তবে পার্থক্য এই যে, ۱ ও ২  
 ১ শুধু এ কথা বোঝায় যে, ফেয়েলটি অতীতে ঘটেনি, আর ২  
 বোঝায় যে, قبل زمان التكلم পর্যন্ত ফেয়েলটি ঘটেনি। সুতরাং এ  
 কথা বলা যায় ثم ادعوا راشداً (রাশেদকে আমি (প্রথমে)  
 ডাকি নি পরে ডেকেছি) কিন্তু এ কথা বলা যায় না - لما ادعوا راشداً  
 (রাশেদকে আমি এখনো ডাকি নি, পরে ডেকেছি।)  
 উভয়ের মাঝে আরেকটি পার্থক্য এই যে, ১ শুধু এ কথা  
 বোঝায় যে, ঘটনাটি ঘটেনি, সামনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সে  
 নীরব, কিন্তু ২ সম্ভাবনা প্রকাশ করে।  
 إن এর শর্ত ও জওয়াব নির্ধারণ করে।  
 الذين ছিল-মাওছুল মিলে المؤمنون এর খবর।

তরজমা : বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আপনি বলুন, তোমরা  
 (আসলে) ঈমান আনোনি, বরং বলো, আমরা ইসলাম (বশ্যতা)  
 গ্রহণ করেছি। ঈমান তো তোমাদের অন্তরে এখনো প্রবেশ  
 করেনি।

আর তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো তবে

তিনি তোমাদের আমল থেকে কিছুই কম করবেন না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

প্রকৃত মুমিন তো ঐ লোকেরা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি (অন্তর থেকে) ঈমান এনেছে, তারপর (এ বিষয়ে) সন্দেহহীন হয়নি এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের মাল দ্বারা এবং তাদের জান দ্বারা জিহাদ করেছে। ওরাই হলো সত্যনিষ্ঠ।

(১৮) قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

এর পরে يَقُولِكُمْ أَمَّا বললে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দান করছো? অথচ ....

তরজমা : আপনি বলুন, তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে আল্লাহকে জ্ঞান দান করছো! অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

(১৯) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

أَسْلَمُوا এটি مفعول به হয়ে يَمُنُّونَ এর مصدر مَزُول হয়ে (তারা তাদের ইসলাম গ্রহণকে তোমার উপর অনুগ্রহরূপে প্রকাশ করে)

কিংবা এটি উহ্য ب অব্যয়যোগে يَمُنُّونَ এর متعلق (তারা তাদের ইসলাম গ্রহণ দ্বারা তোমার উপর অনুগ্রহ ফলায়)

أَنْ هَدَاكُمْ এটির তারকীব أَسْلَمُوا এর মত। (ব্যাখ্যা করো)

مَتَلَقُ এটি هَدَى এর সাথে

উহ্য রয়েছে। পূর্ববর্তী কালাম এখানে شرط এটি كُنْتُمْ صَادِقِينَ হচ্ছে তার কারীনা। অর্থাৎ—

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فِي دَعْوَى الْإِيمَانِ فَلَا تَمُنُّوا ...

তরজমা : তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে আপনার উপর অনুগ্রহ ফলায়। আপনি বলুন, তোমরা আমার উপর তোমাদের ইসলাম গ্রহণের অনুগ্রহ ফলিয়ো না, বরং আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ যাহির করতে পারেন এ কারণে যে, তিনিই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন।

যদি তোমরা (তোমাদের ঈমানের দাবীতে) সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো (তাহলে অনুগ্রহ ফলানো বন্ধ করো।)

(২০) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بَمَا

تَعْمَلُونَ \*

তরজমা : নিঃসন্দেহে আল্লাহ আসমান-যামীনের গায়ব জানেন। আর তোমরা যে আমল করো আল্লাহ সে বিষয়ে সর্বদর্শী।

( ১ ) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ \* قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ \* لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ \* مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ \* فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

خطب বিষয়, অবস্থা, গুরুতর বিষয় বা বিপদ, বহু  
اسم المفعول (চিহ্নযুক্ত) তাফ'যীল থেকে  
مُسَوِّمَةً

বাক্যবিশ্লেষণ

খবর। خطبكم, মুবতাদা, এটি اسم استفهام بمعنى أي شيء, এটি

১৭/১৭) দেখো, ব্যাখ্যা করো, لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ لنرسل عليهم

অর্থঃ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) حِجَارَةً (مصنوعة) مِنْ طِينٍ অর্থঃ

حَرْفٌ جَرٌّ بِإِنِّي مُبَيِّنٌ حَقِيقَةَ الْحِجَارَةِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى قَوْمٍ لَوْطٍ এটি

এর مسومة হচ্ছে عند ربك, আর দ্বিতীয় হিফাত, এটি حجارة

متعلق সাথে এর مسومة হচ্ছে للمُسْرِفِينَ আর ظرف

خَبْرٌ كَانَ، و الضمير يعود إلى القرينة المفهومة من الكلام السابق এটি (মوجودা) فيها

পরবর্তী যাযামীর দু'টি সম্পর্কে একই কথা।

এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করছে مِنْ هَذَا (মعدود) এটি

مفعول به এর وجدنا এটি غير بيت

এটি (মعدود) مِنْ الْمُسْلِمِينَ

متعلق সাথে এর نافعة هَذَا এর آية এটি للذين ...

তরজমা : (ইবরাহীম) বললেন, হে প্রেরিত (ফিরেশতা)গণ! আপনাদের বিষয় কী? তারা বললো, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর 'মাটির টেলা' নিক্ষেপ করি, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নকৃত রয়েছে।

তারপর ঐ জনপদে যারা মুমিন ছিলো, আমি তাদেরকে বের করে আনলাম। কিন্তু সেখানে আমি একটি মুসলিম পরিবার ছাড়া আর কিছু পাইনি।

আর সেখানে আমি ঐলোকদের জন্য একটি নিদর্শন রেখেছি যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে।

( ২ ) وَ فِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ \* فَتَوَلَّىٰ  
بُرْكَانَهُ وَ قَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ \* فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي  
الْيَمِّ وَ هُوَ مَلِيمٌ \* وَ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ \* مَا  
تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ \* وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ  
لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ \* فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ  
وَ هُمْ يَنْظُرُونَ \* فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَ مَا كَانُوا مُتَنَصِّرِينَ \*  
وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

রুকন কোণ, যে সকল বস্তু শক্তি যোগায়, যেমন অর্থবল, অস্ত্রবল,  
লোকবল ইত্যাদি। শক্তি ও বল, বহুবচনে অরুকান

তুলী (সে তার শক্তিকে) تَوَلَّى عَنْ دَعْوَةِ مُوسَى مُتَمَسِّكًا بِرُكْنِهِ - মূলরূপ - তুলী বরুকন  
আকড়ে ধরা অবস্থায় মূসার দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো)

নবনা (ছুড়ে ফেললাম) (ض) (ছুড়ে ফেলা, অবহেলাভরে ফেলে দেয়া)

মলিম (নিন্দার যোগ্য) إلامة নিন্দাযোগ্য কাজ করা। (দেখো- ৬/২৩)

একিম নিষ্ফলা, বক্ষ্যা, (নারী বা পুরুষ) ریح বৃষ্টিহীন (অশুভ)

প্রবল বায়ু। (مؤنث শব্দটি ریح)

বক্ষ্যা হলো عَقِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ عَقِمَ الرَّجُلُ (عَقْمًا, س)

এতো (তার সদৃশ সীমালঙ্ঘন করলো) (ن) عتوا

সে তার প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হলো

বজ্র, বহুবচনে صَوَاعِقُ দেখো- ৬/২ - رميم জরাজীর্ণ

বাক্যবিশ্লেষণ

متعلق साथে এর تركنا এটি في قصة موسى অর্থاً في موسى

- إذ এটি উহা تركن এর ظرف বাক্যটির মূলরূপ বলো ।  
 ... وفي عاد إذ এ অংশটির বিশদ তারকীব করো ।  
 حرف جر زائد، و شيء مجرور لفظاً منصوب محلاً، لأنه مفعول به এটি من شيء  
 এটি এর ছিফাত ।  
 ك এটি মفعول به দ্বিতীয় এর সমার্থকরূপে جعل এর দ্বিতীয় অর্থাৎ  
 جعلته مثل الرميم  
 (حرف الجر (উপমাবাচক حرف جر بمعنى التشبيه) এবং  
 متعلق مع فعل به দ্বিতীয় এর সাথে جعل এর  
 من قيام অর্থাৎ فما استطاعوا القيام (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
 قوم نوح এটি উহা أهلكنا এর  
 من قبل অর্থাৎ من قبل هذه الأمم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : আর (আমি নিদর্শন রেখেছি) মূসার ঘটনায়, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরআউনের কাছে পাঠালাম। আর সে তার শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বললো, সে তো জাদুগর বা পাগল। তখন আমি তাকে এবং তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সাগরে ছুঁড়ে ফেললাম। সে তো ছিলো নিন্দাযোগ্য ব্যক্তি।

আর (আমি নিদর্শন রেখেছি) আদ জাতির (ঘটনার মাঝে) যখন আমি তাদের উপর বৃষ্টিহীন প্রবল বায়ু পাঠালাম। এ বায়ু যারই উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিলো তাকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলো; কোন কিছুকেই তা ছাড়েনি।

আর (আমি নিদর্শন রেখেছি) হামুদ জাতির (ঘটনার মাঝে) যখন তাদেরকে বলা হলো, নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত তোমরা মওজ করো। আর তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হলো, তাই তারা দেখতে দেখতে 'বজ্র' তাদেরকে পাকড়াও করলো। ফলে তারা দাঁড়াতে পারলো না এবং প্রতিরোধ করতে পারলো না।

আর এই সকল সম্প্রদায়ের পূর্বে আমি নূহ-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিঃসন্দেহে তারা ছিলো পাপাচারী সম্প্রদায়।

( ٣ ) وَ ذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ \* وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا \*  
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ \* فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا  
 مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ \* فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ  
 كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

متين (সুদৃঢ়, মজবুত) (ك) مَتَانَةً শব্দ/দৃঢ়/মজবুত হওয়া।  
 رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّنَا  
 ذنوب অংশ, হিসসা ذُنُوبٌ مِنْ شَيْءٍ কোন কিছু থেকে লঙ্ঘন বা লভ্য অংশ

বাক্যবিশ্লেষণ

ذكر অর্থাৎ সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে কেননা আয়াতের  
 سَبَّاحٌ (পরবর্তী ধারা) থেকে তা অনুমানযোগ্য।  
 من رزق এ অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)  
 هو এর দু'টি তারকীব হতে পারে, (ব্যাখ্যা করো)  
 ظلموا এটি الذين এর ছিলাহ, এর مفعول به উহ্য রয়েছে।  
 অর্থাৎ- ظَلَمُوا رَسُولَ اللَّهِ يَكْذِبُهُ  
 للذين ... এটি ثابت এর সাথে এটি এর অগ্রবর্তী খবর  
 مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ এর পশ্চাদ্বর্তী ইসম, এখানে  
 (আযাবের অংশ) উহ্য রয়েছে مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ  
 এর ছিফাত।

هم এর مرجع হচ্ছে الذين - উদ্দেশ্য হচ্ছে আর তাদের  
 أصحاب দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী মুশরিকরা।

শাব্দিক অর্থ- যারা জুলুম করেছে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে  
 আযাবের এমন অংশ, যা তাদের পূর্ববর্তী সঙ্গীদের অংশের অনুরূপ।

لا يَسْتَعْجِلُونَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) অর্থাৎ لا يَسْتَعْجِلُونَ

অর্থাৎ- جواب এর شرط এ فان للذين ...

... (পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর  
 জন্য যদি আযাবের কোন অংশ সাব্যস্ত হয় তাহলে .....)

ويل অর্থ هلاك এটি মুবতাদা للذين (ثابت) হচ্ছে খবর।



من متعلق এর সাথে ويل এর সাথি হেতুবাচক এবং তা  
 الذي ... এটি يوم القيامة এর ছিফাত, উদ্দেশ্য  
 يوعدون অর্থাৎ ينزل العذاب فيه

তরজমা : আর আপনি (তাদেরকে) উপদেশ দান করুন। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকার করে। আর আমি জ্বিন ও মানবসম্প্রদায়কে আমার ইবাদত করার জন্যই শুধু সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোন 'রিযিক' চাই না এবং চাই না যে, তারা আমাকে আহার দান করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহই 'একমাত্র' রিযিক-দাতা, প্রবল শক্তির অধিকারী।  
 (পূর্ববর্তীদের উপর যদি আযাব এসে থাকে) তাহলে যারা যুলুম করেছে তাদের জন্যও তাদের পূর্ববর্তীদের সমপরিমাণ আযাব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য ধ্বংস হোক ঐ দিনের কারণে যেদিনের হুঁশিয়ারী তাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

( ٤ ) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ \* مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ \* يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا  
 وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا \* قَوْلٌ يُومِنُ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ  
 فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ \* يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً \*  
 هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ \* أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ  
 لَا تَبْصُرُونَ \* اضْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ  
 إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

دافع (রোধকারী) (ف) রোধ করা, দূর করা, সরানো।  
 دَفَعَ اللَّهُ عَنْكَ الشَّرَّ আল্লাহ তোমার থেকে অনিষ্ট রোধ/দূর করুন  
 ادْفَعِ الْبَابَ দরজা ধাক্কা দাও।  
 دَفَعَهُ إِلَى الْأُمَامِ তাকে আগে ঠেলে দিলো, আগে বাড়িয়ে দিলো  
 دَفَعَ الثَّمَنَ মূল্য পরিশোধ করলো।  
 دَفَعَهُ إِلَى أَنْ ... তাকে তা করতে বাধ্য করলো।  
 تَمُورُ (প্রকম্পিত হবে) (ن) مُورًا আন্দোলিত/প্রকম্পিত হওয়া।

يُدْعُونَ

(তাদেরকে ধাক্কা দেয়া হবে)

ظَنَ - يَظُنُّ - ظَنًّا يَمْنَعُ دَعًا - يَدْعُو دَعًا (ন)

কোরআনে আছে, فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (সে তো ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে 'গলাধাক্কা' দেয়।

اصْلُوا

(তোমরা ঝলসিত হও) দেখো- ৪/২৩ ও ৫/৪

বাক্যবিশ্লেষণ

من دافع

অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

يوم

এটি واقع বা دافع এর ظرف পরবর্তী বাক্যটি... (কথা পূর্ণ করো)

يومئذ

إِذَا حَدَّثَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ... - অর্থাৎ এর ظرف এল

(এ সকল ঘটনা যখন ঘটবে তখন ...)

في خوض

অর্থাৎ في باطلٍ এটি يَلْعَبُونَ এর متعلق পুরো বাক্যটি ছিল।

يوم يدعون

এটি يَوْمَئِذٍ থেকে বদল।

هذه النار

এ বাক্যটি উহ্য يُقَالُ لَهُمْ এর স্থানে রয়েছে।

هذه মুবতাদা, النار খবর। ... التي হচ্ছে খবরের হিফাত।

اصبروا أو لا تصبروا আমর-নাহী ফেয়েলদু'টি مصدر مَزُول হয়ে মুবতাদা, আর

صَبْرُكُمْ أَوْ عَدَمُ صَبْرِكُمْ - মূলরূপ।

صَبْرُكُمْ أَوْ عَدَمُ صَبْرِكُمْ - মূলরূপ।

متعلق এটি سواء এর সাথে

ما كنتم تعملون এ অংশটি تَجْزُونَ এর দ্বিতীয়

ما এর দু' রকম তারকীব হতে পারে (ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : আপনার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যজ্ঞাবী, তার কোন রোধকারী নেই, (তা অবশ্যই ঘটবে) যেদিন আকাশ ভীষণ প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতমালা চলমান হবে। সুতরাং সেদিন ধ্বংস হবে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, যারা বাতিল বিষয় নিয়ে খেলা করে। যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ধাক্কা মেঝে মেঝে নিয়ে যাওয়া হবে। (আর তাদেরকে কটাক্ষ করে বলা হবে) এতো সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছো না। তোমরা তাতে ঝলসিত হও, তারপর তোমরা ছবর করো বা না করো, তা তোমাদের জন্য সমান। তোমাদেরকে তো শুধু তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে।

( ৫ ) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ \* فَكِهِينَ بِمَا أُتُّهُمْ رُبُّهُمْ وَوَقَّهِم  
رُبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ \* كَلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \*  
مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

نَعِيم

ভোগ-উপভোগের সামগ্রী, সুখ-সাম্রদ্য।

فَاكِهِ

(আনন্দে উচ্ছল) (স) فَكَاهَةً আনন্দে উচ্ছল হওয়া,  
খোশমেজাজ হওয়া।

هَنِيءٌ

রুচিসম্মত, طَعَامٌ هَنِيءٌ সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর খাবার।  
هَنِيءٌ لَهُ الطَّعَامُ খাবার তার জন্য স্বাদু ও  
তৃপ্তিকর হলো। هَنِيءٌ مِنَ الطَّعَامِ খাবারে তৃপ্ত হলো।

مُتَّكِئِينَ

এটি اسم فاعل مِنْ اتَّكَأَ - يَتَّكِئُ - اتَّكَأَ হেলান/ঠেঁশ/ভর দেয়া।

سُرُرٍ

বহু أُسْرَةٌ ও سُرُرٌ খাট, পালংক, উপবেশনের আরামদায়ক আসন

مَصْفُوفٍ

(সারিবদ্ধ) (صَفًّا, ن) شَيْئًا سَارِبًا সারিবদ্ধ হলো/করলো

زَوَّجْنَا

(আমি বিবাহ দিবো)

كُونِ امْرَأَةً أَوْ بامرأَةٍ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো।

زَوْجٍ فَلَا امْرَأَةً أَوْ بامرأَةٍ অমুকের কাছে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ  
দিলো।

حُورٍ

এটি حُورٌ এর বহুবচন, আর তা حُورٌ থেকে এসেছে, যার  
অর্থ- চোখের সাদা অংশের প্রখর শুভ্রতা এবং কালো অংশের  
প্রখর কৃষ্ণতা এবং চোখের মণির পূর্ণ গোলাকৃতি এবং তার  
ক্রুর সরুতা এবং তার চারপাশের উজ্জ্বলতা, এসবই চোখের  
সৌন্দর্য বলে গণ্য, বাংলা তরজমা 'হূর'।

عِينٍ

এটি كَسْرَةً এর বহু, عَلَى وَزْنِ فَعْلٍ তবে ياء এর কারণে كَسْرَةً  
এসেছে। অর্থ- আয়তলোচনা, মানে- বড় বড় চোখওয়ালী।

বাক্যবিশ্লেষণ

فِي جَنَّةٍ

এটি إِنَّ এর উহ্য খবর عَائِشُونَ এর সাথে متعلق

فَاكِهِينَ

এটি إِنَّ এর খবরে বিদ্যমান যামীর هم থেকে

ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'নৈয়ামত'

হরফুলজর ও মাজরুর মিলে فاكهين এর সাথে متعلق  
(নিঃসন্দেহে মুত্তাকীণ বিভিন্ন বাগবাগিচায় এবং বিভিন্ন নেয়ামতের  
মাঝে বাস করবে, এমন অবস্থায় যে তারা ঐসব নেয়ামতের কারণে  
আনন্দিত হবে যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দান করেছেন)

واشربوا কল্যাণটি উহা يُقال لهم এর স্থানে রয়েছে।  
هيناً উহা كُلا طَعَامًا وَاشْرَبُوا شَرَابًا هَيْنًا এর ছিফাত, অর্থাৎ مفعول به  
কিংবা উহা أَكَلًا وَشَرِبًا هَيْنًا এর ছিফাত, অর্থাৎ مفعول مطلق  
এখানে بما كُنتم অব্যয়টি বিনিময় বা প্রতিদান অর্থে এসেছে। আর তা  
متعلق এর সাথে كُلا و اشربوا  
متكئين এটি إن এর খবরে বিদ্যমান যামীর থেকে كُلا و اشربوا  
ইতিহাস থেকে فاعل এর থেকে উহা يتحداثون (তারা  
পরস্পর আলোচনা করবে) এর فاعل থেকে

তরজমা : নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বিভিন্ন বাগবাগিচায় ও নেয়ামতের  
মাঝে, এমন অবস্থায় যে তারা তাদের প্রতিপালকের দেয়া  
নেয়ামত ভোগ করবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে  
জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (আর তাদেরকে বলা  
হবে) তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে তৃপ্ত হয়ে পানাহার  
করো। তারা শ্রেণীবদ্ধ আরামদায়ক বিভিন্ন আসনে হেলান দিয়ে  
(পরস্পর আলাপ করবে)। আর আমি তাদেরকে 'আয়তলোচনা'  
হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবো।

( ٦ ) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا  
أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهينٌ \* وَ  
أَمَدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ \* يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا  
لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْنِيهِمْ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ  
مَكْنُونٌ \* وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالُوا إِنَّا كُنَّا  
قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقُنَا عَذَابَ  
السَّمُومِ \* إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

ما ألتنا (আমরা হ্রাস করবো না) এটি মাযী, মুযারে অর্থে ব্যবহৃত।  
أَلْتَّ شَيْئًا (أَلْتَّ، ض) কোন কিছু হ্রাস করলো।

أَلْتَّ عَنْ قَصْدِهِ তাকে তার ইচ্ছা থেকে ফিরিয়ে রাখলো।  
أَلْتَّ حَقَّهُ مِنْ حَقِّهِ তাকে তার হক বা প্রাপ্য কমিয়ে দিলো।

إمدادا সাহায্য করা। رهن দায়বদ্ধ।

بشتهون দেখো- ২৪/২৭

بشنازعون (তারা পরস্পর কলহ করবে) تنازعا পরস্পর কলহ করা,  
টানাটানি করা। এতে 'পরস্পরতা'র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রকৃত  
কলহ এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো আনন্দের প্রকাশ।

كأس বহু كُؤُسُ পেয়ালা, পানপাত্র (শব্দটি مؤنث)

لغو বেহুদা কাজ। غلام বালক, বহু غلمان

لؤلؤ الواحدة لؤلؤة والجمع لآلئ (মুক্তো বা জাতিবাচক শব্দ) اسم جنس

مكتون (লুকায়িত) كُنَّا ঢাকা, লুকিয়ে রাখা كُنَّ شَيْئًا

كُنَّ شَيْءٍ আবরিত হওয়া كُنُونًا (ن)

أَكْنَّ شَيْئًا আবরিত করা, লুকিয়ে রাখা। কোরআনে-

وَإِنْ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

(নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন ঐ সকল বিষয় যা  
তাদের বক্ষ লুকিয়ে রাখে, আর যা তারা প্রকাশ করে)

أقبل عليه সে তার অভিমুখী হলো। দেখো- ১৩/৬

مشفق (ভয়গ্রস্ত) দেখো- ২৫/৩ سموم অগ্নি, অগ্নি-বায়ু

برِّ আল্লাহর গুণবাচক নাম, চিরসদাচারী।

## বাক্যবিশ্লেষণ

الذين এটি ছিল-মাওছুল মিলে মুবতাদা।

مُتَبَسِّئَةً بِإِيمَانٍ অর্থাৎ بإيمان (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

.... أَلْحَقْنَا এ বাক্যটি খবর।

من شيء এটি অতিরিক্ত অব্যয়, সুতরাং ... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

من عملهم এটি (معدودين) থেকে অগ্রবর্তী হাল

كل امرئ... বাক্যটির তারকীব করো।

এর ছিফাত ও معطوف عليه এটি (معدودين) مما ...

لا فيها مبتدأ مرفوع بالضمّة لرفع لغو হচ্ছে نافية لا عمل لها এটি  
جارٌّ و مجرور متعلق بخبر المبتدأ হচ্ছে

কিংবা এটি ليس এর সমার্থক অব্যয়, সূতরাং لغو হবে তার  
ইসম। আর فيها (ثابتا) হবে لا এর খবর।

যামীরের مرجع হলো كأسا এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে।

অর্থাৎ في شربها (ঐ পাত্র পান করার মাঝে কোন মাতলামি নেই,  
দুনিয়ার শরাব পানের মাঝে যেমন থাকে)

ولا تأثيم এখানে فيها উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী فيها হচ্ছে তার কারীনা।

অর্থাৎ পান করার সময় তারা এমন কোন আচরণ করবে না,  
যাতে ঐ আচরণকারীকে গোনাহগার আখ্যায়িত করা যায়।

صفة غلمان و الجملة بعدها صفة ثانية ل: غلمان এটি (ملوكون) لهم

إنا এটি ও ن এর যুক্তরূপ। মূলত إنا সহজায়নের জন্য একটি  
কে হযফ করা হয়েছে।

পরবর্তী বাক্যটি إنا এর খবর রূপে রফার স্থানে রয়েছে।

كنا ফেয়েলে নাকিছ ও তার ইসম مشفقين হচ্ছে তার খবর।

طرف এর مشفقين এটি قبل ذلك অর্থাৎ قبل

في الدنيا অর্থ في أهلنا এখানে متعلق সাথে এর مشفقين এটি  
من العاقبة এর একটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ مشفقين এর একটি  
(আমাদের পরিণতির ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত ছিলাম।)

من قبل অর্থাৎ قبل لقاء الله

তরজমা : আর যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তানেরা ‘ঈমানের  
ক্ষেত্রে’ তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের সন্তানদেরকে আমি  
তাদের সঙ্গে যুক্ত করবো, আর তাদের আমল থেকে আমি  
কিছুই হ্রাস করবো না।

(প্রকৃতপক্ষে) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। আর  
তাদেরকে আমি যোগাবো ফলফলাদি ও গোশত, যা তারা  
চাইবে।

সেখানে তারা (হাস্যপরিহাসরূপে) পানপাত্র ‘কাড়াকাড়ি’ করবে,  
যাতে প্রলাপ নেই, নেই পাপকর্মও। আর তাদের সেবায় বিচরণ

করবে তাদের জন্য নিযুক্ত বালকেরা, যেন তারা আবরিত মুক্তো। আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে বসবে এবং কুশল বিনিময় করবে। তারা বলবে, ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমরা (আখেরাত সম্পর্কে) শঙ্কিত ছিলাম। তাই আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। নিঃসন্দেহে তিনিই চিরসদাচারী, চিরদয়ালু।

( ৭ ) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُؤْنَ الْمَلِيكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى \*

ما لهم به من علم، إن يتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي  
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا \* فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ  
إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، إِنَّ رِبْكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى \*

শব্দবিশ্লেষণ

اسم الظرف থেকে مَبْلُوغ (পৌছার স্থান, সীমা, পরিমাণ) مبلغ  
لا يغني দেখো- ৩/১৭ তولى দেখো- ৬/২২

বাক্যবিশ্লেষণ

إن এর ইসম ও খবর চিহ্নিত করো।

مفعول مطلق এর يَسْمُونَ এটি تَسْمِيَةَ الْاُنْثَى

من علم এখানে এটি অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

به এটি علم এর সাথে

ما এর কোন এ ক্ষেত্রে এটি علم এর অগ্রবর্তী খবর। এ ক্ষেত্রে (ثابت) لهم

ما عِلْمُهُ ثَابِتًا لهم - মূলরূপ এই- আমল নেই কেন, বলো।

عَمَّنَ লেখা হয় (সাধারণ লিপিবিধানে) فِي مَحَلِّ جَرِّ : عَنْ এটি من تولى ...

من العلم এটি مبلغ এর সাথে মূল তারকীব ছিলো এরূপ-

ذلك مَبْلَغُهُ عَلَيْهِم (এ তারকীবটাই বাংলা তরজমায় এসেছে)

إن رِبْكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ..... বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তারা ফিরেশাদের নামকরণ করে নারীর নামকরণ। আসলে এ বিষয়ে তাদের

কোন ইলম নেই। তারা শুধু ধারণা অনুসরণ করে, আর ধারণা তো সত্যের মুকাবেলায় কোনই কাজে আসে না। সুতরাং যারা আমার স্বরণ থেকে বিমুখ হয় এবং দুনিয়া ছাড়া কিছুই চায় না তাদেরকে আপনি উপেক্ষা করুন। এটাই তাদের জ্ঞানের দৌড়। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক অবগত যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনিই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক অবগত যে সত্যপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

( ৪ ) كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا \*  
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ \* فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ  
مُنْهَمِرٍ \* وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ  
قَدَّرَ \* وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرَ \* تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا، جَزَاءُ  
لِّمَن كَانَ كُفِرَ \* وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ \* فَكَيْفَ  
كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ \* وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ \*  
كَذَّبْتَ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ازدجر (তাকে ধমকানো হয়েছে) মূলত ازخبر ইফতি 'আলের ত কে দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ এ দুটি নিকটবর্তী 'মাখরাজ'।

(ن) کٹین تیرسکار করা। کٹینভাবে বিরত রাখা।

زَجَرَهُ عَنْ شَيْءٍ - زَجَرَهُ

তিরসকারে প্রভাবিত হলো, কঠিনভাবে নিবৃত্ত করার ফলে সে নিবৃত্ত হলো। (مُطَارَعُ زَجَرٍ)

এর সমার্থক (এখানে এ অর্থেই এসেছে।)

... কারো উপর বিজয়ী হলো।

... انتصر من কারো থেকে প্রতিশোধ নিলো

انتصر لفلان অমুকের পক্ষ হতে প্রতিশোধ নিলো (এখানে শেষ দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে)

منهم (গড়িয়ে পড়া পদার্থ) ইনফি'আল থেকে اسم الفاعل



- পানি প্রবলভাবে গড়িয়ে পড়লো।  
 ২৩/২ ভূমিকে দীর্ণ করে জলধারা উৎসারিত করলো  
 ২৩/২ জলধারা বা ঝর্ণাধারা উৎসারিত করলো।  
 ২৩/২ ফায়ছালা করা হয়েছে (ফায়ছালা করা)।  
 ২৩/২ আল্লাহ বিষয়টিকে অমুকের তাকদীরে  
 লিখে দিয়েছেন। অন্য অর্থ দেখো- ১৭/৩২  
 ২৩/২ কাঠফলক, এটি اسم جنس বহুবচনে أَلْوَاحُ একবচনে  
 ২৩/২ লَوْحَةٌ (দেখো- ১৬/৩ ও ৩/৫)  
 ২৩/২ একবচনে دِسَارٌ কীলক।  
 ২৩/২ মূলত اِذْكَارًا মূলত اِذْكَارًا মাছদার مُذْتَكِرٌ  
 পরিবর্তন করা হয়। প্রথমতঃ ইফতি'আলের ت কে د দ্বারা এবং  
 ২৩/২ দ্বারা বদল করে ادغام করা। (এখানে তাই করা হয়েছে)  
 ২৩/২ দ্বিতীয়তঃ ت কে د দ্বারা বদল করে ২৩/২ এর মাঝে ادغام করা,  
 ২৩/২ তখন মাছদার হয় اِذْكَارًا উপদেশ গ্রহণ করা

### বাক্যবিশ্লেষণ

- এটি উহ্য মুবতাদা هو এর খবর।  
 ২৩/২ এটি معطوف হয়েছে قالوا এর উপর। (কারণ অর্থগত দিক থেকে  
 ২৩/২ এটি زَجَرُوهُ এর সমার্থক)  
 ২৩/২ এটি উহ্য ب এর  
 ২৩/২ মূলত مصدر مؤول في محل نصب بنزع الخافض  
 ২৩/২ এটি উহ্য ب এর  
 ২৩/২ মাজরুরের স্থানে রয়েছে।  
 ২৩/২ انتصر لي منهم يتغذيه (অর্থঃ  
 ২৩/২ আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম এমন  
 ২৩/২ অবস্থায় যে তা 'গড়িয়ে পড়া' পানি প্রবাহিত করছে) و الباء للتعدية  
 ২৩/২ عَطَفَ عَلَى فَتَحْنَا، وَ الْأَرْضَ مَفْعُولٌ بِهِ وَ عِيُونًا تَمَيِّزٌ، فَإِنْ نِسْبَةٌ  
 ২৩/২ فَجَرْنَا إِلَى الْأَرْضِ مُبَهَمَةٌ، وَ عِيُونًا مُبَيِّنٌ لَذَلِكَ الْإِبْهَامِ، وَ الْأَصْلُ وَ فَجَرْنَا  
 ২৩/২ عِيُونَ الْأَرْضِ، فَأَقْبِمَ الْمَضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَ الْمَضَافِ، وَ جَعَلَ الْمَضَافُ تَمَيِّزًا  
 ২৩/২ التَّقْيُ مَاءُ السَّمَاءِ وَ مَاءُ الْأَرْضِ (অর্থঃ  
 ২৩/২ متعلق এর التقى এটি عَلَى (إِحْدَاثِ) أمرٍ قد قَدِرَ  
 ২৩/২ (ঐ উভয় প্রকার পানি একত্র হলো ঐ বিষয়টি ঘটানোর জন্য যার  
 ২৩/২ ফায়ছালা করা হয়েছে)

هي صفة للسفينة المحذوفة (কাঠফলক ও লৌহকীলকবিশিষ্ট) ذات ألواح و دسر

بأعيننا سفينة এই দ্বিতীয় ছিফাত ।

مفعول لأجله এই উহ্য ফেয়েলের

مفعول لأجله এই উহ্য ফেয়েলের

مفعول لأجله এই উহ্য ফেয়েলের

مفعول لأجله এই উহ্য ফেয়েলের

مفعول لأجله এই উহ্য ফেয়েলের

مفعول لأجله এই উহ্য ফেয়েলের

مفعول لأجله এই উহ্য ফেয়েলের

তরজমা : তাদের পূর্বে নূহ-এর কাওমও মিথ্যা আরোপ করেছিলো । তারা আমার বান্দা (নূহ) এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিলো এবং বলেছিলো সে তো উম্মাদ, আর তাকে হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছিলো । তখন তিনি তার প্রতিপালককে ডেকে বললেন, হে আমার প্রতিপালক আমি তো (তাদের দ্বারা) কোণঠাসা, সুতরাং আপনি (তাদেরকে আযাব দিয়ে আমার পক্ষ হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ করুন । তখন আমি আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম, প্রবল জলধারাসহ এবং ভূগর্ভের ঝর্ণাগুলো উৎসারিত করলাম । তারপর (উভয়) পানি একত্র হলো ঐ আযাব সংঘটনের জন্য যার ফায়ছালা করা হয়ে গেছে । আর আমি তাকে আরোহণ করলাম এক কাঠফলক ও কীলকবিশিষ্ট জলযানে, যা আমার তত্ত্বাবধানে ভেসে চললো । (তা করেছিলাম) তার পক্ষ হতে শাস্তি দেয়ার জন্য, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো । আর ঐ জলযানকে আমি নিদর্শন বানিয়েছি । সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী । সুতরাং দেখো, কেমন ছিলো আমার আযাব এবং আমার সতর্কবাণী । আর আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য । সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ।

( ٩ ) الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ \* الشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ \* وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ \* وَالسَّمَاءُ

رَفَعَهَا \* وَوَضَعَ الْمِيزَانَ \*

## শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

حسبان হিসাব। যেন যে বৃক্ষের কাণ্ড নেই, লতাগুল্ম (অন্য অর্থ- তারকা)

الرحمن মুবতাদা علم القرآن হচ্ছে প্রথম খবর। এখানে প্রথম مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ الإنسان القرآن علم পরবর্তী বাক্যের الإنسان হচ্ছে তার কারীনা।

خلق এটি দ্বিতীয় খবর। পরবর্তী বাক্যটি তৃতীয় খবর।

المس والشمس মুবতাদা بحسبان এটি উহ্য يَجْرِيَان এর এবং তা খবর।

তরজমা : পরম করুণাময় (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (এবং) তাকে বয়ান শিক্ষা দান করেছেন। সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মত বিচরণ করে, আর গুল্মলতা ও বৃক্ষ (তাকে) সিজদা করছে। আর আসমানকে তিনি সমুচ্চ করেছেন এবং (আমলের হিসাবের জন্য) ‘মীযান’ স্থাপন করেছেন।

(১০) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \*

## শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ

عَلَيْهَا এটি فانٍ (فناء, স) اسم فاعل من فَنِيَ (ধ্বংস হওয়া) جلال প্রতাপ, মহিমা

এটি استقر (স্থিত হয়েছে) এই উহ্য ফেয়েলের সাথে متعلق এবং তা এর ছিলাহ। যামীরের مرجع হচ্ছে الأرض যদিও পূর্বে তার উল্লেখ নেই, কেননা এটা সাধারণ ভাবেই মাফহূম হয়। বাক্যটির তারকীব করো।

ذو الجلال এটি وجه এর ছিফাত। وجه দ্বারা সত্তা উদ্দেশ্য।

তরজমা : ভূপৃষ্ঠের উপর যা কিছু আছে সব ধ্বংস হবে; শুধু আপনার মহিয়ান ও মহানুভব প্রতিপালকের সত্তা বাকি থাকবে।

(১১) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* لَهُ مَلِكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \*

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

ظاهر (প্রকাশিত) (ف) ظهروا প্রকাশিত হওয়া  
 باطن (অপ্রকাশিত) (ن) (بَطْنًا، يُطَوَّنًا) اَسْطِطْ/অপ্রকাশিত  
 হলো (ن) اَمْرُ (بَطْنًا) বিষয়টির রহস্য অবগত হলো।

## বাক্যবিশ্লেষণ

سبح এর ফায়েল কোন্টি বলো।  
 لله এটি معلى এর সাথে কিংবা ل অব্যয়টি অতিরিক্ত আর  
 الله এই মহান শব্দটি مفعول به  
 এই ফেয়েলটির এর ব্যবহার সরাসরি এবং ل অব্যয়-  
 যোগে, দুভাবেই হয়।  
 له ملك السموت والارض এ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সকলে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁরই জন্য তো আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই আদি এবং অন্ত, তিনিই প্রকাশিত এবং প্রচ্ছন্ন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে অবগত।

(١٢) هو الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ \* يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ \*

## শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

استوى ১৬/১৮ يعرج ২২/৬ يلج ৩/১৯ ذات الصدور ২৩/১২

پورو বাক্যটির তারকীব করো।  
 معلى এটি উহ্য حاضر এর طرف আর তা هو এর খবর।  
 أينما এখানে অতিরিক্ত, أين হচ্ছে شرط جازم এবং مكان এবং اسم شرط جازم

সুতরাং পরের বাক্যটি তার শর্ত ও مضاف إليه এবং সে নিজে  
جواب الشرط এর ظرف এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী  
বাক্যটি তার কারীনা। মূলরূপ- (حاضر) معكم  
এ ক্ষেত্রে كنتم ফেয়েলটিকে تام ধরা যেতে পারে।

তরজমা : তিনিই ঐ সত্তা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে,  
তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন, তিনি জানেন  
যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা  
আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা আসমানে আরোহণ করে।  
আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো।  
আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে সর্বদর্শী। আসমান ও  
যমীনের রাজত্ব তো তাঁরই জন্য। আর সকল বিষয় আল্লাহরই  
দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তিনি রাত্রিকে দিবসের মাঝে  
প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রের মাঝে প্রবিষ্ট করেন। তিনি  
অন্তরের সমস্ত গোপন কথা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

(১৩) ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ،  
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ  
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مستخلف (যাকে স্থলবর্তী করা হয়েছে) দেখো, ৮/৬

ميثاق প্রতিশ্রুতি, লিখিত চুক্তি, বহু مواتيق

رؤوف (দয়ালু) رَأَى به (رَأَفَهُ، ف) তার প্রতি করুণা করলো।

رَأَفَهُ দয়া, করুণা رَأَى به (رَأَفَهُ، ك) তার প্রতি করুণাময় হলো

বাক্যবিশ্লেষণ

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) أَنْفِقُوا بَعْضَ مَا جَعَلَكُمْ ... অর্থাৎ ... مَا ...

مفعول به দ্বিতীয় এর جعل একটি مستخلفين

عائد إلى الموصول এবং متعلقی এর مستخلفين একটি فيه

الذين امنوا এটি মুবতাদা منكم (মعدودين) এটি امنوا এর ফায়েল থেকে  
হাল لهم أجر كبير এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

৭/২ এর অনুরূপ ما لنا لا نؤمن بالله তারকীব এর ما لكم لا ...

حال থেকে لا نؤمنون এ বাক্যটি و الرسول ...

এর পূর্ণ তারকীব করো।

এটি رب হয়েছে حال وقد أخذ ميثاقكم

إن كنتم مؤمنين فبادروا إلى الإيمان - অর্থাৎ كنتم مؤمنين

তরজমা : তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং যে  
সম্পদে তিনি তোমাদেরকে স্থলবর্তী করেছেন তার কিছু অংশ  
(আল্লাহর পথে) ব্যয় করো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা  
ঈমান আনবে এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে তাদের জন্য  
রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছো  
না, অথচ রাসূল তোমাদের ডাকছেন, যেন তোমরা তোমাদের  
প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো। আর আল্লাহ তো পূর্বেই  
তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। (সুতরাং) তোমরা যদি (পূর্ণ)  
মুমিন হতে চাও (তাহলে ঈমানের দিকে ধাবিত হও)

তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ  
নাযিল করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যাবতীয় অন্ধকার  
থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন। আর আল্লাহ  
তো অবশ্যই তোমাদের প্রতি অতি কোমল ও চিরদয়ালু।

(১৬) وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وَ

الشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نَوْرُهُمْ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ

كَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

الشهداء (মحب্বিন) عِنْدَ رَبِّهِمْ তখন معطوف على الصديقون এটি الشهداء  
থেকে হাল, কিংবা الشهداء মুবতাদা, (মحب্বিন) عِنْدَ رَبِّهِمْ

এর তারকীব করো।

তরজমা : আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই হলো ছিদ্বীক। আর শহীদগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট অতি-প্রিয়। তাদের জন্য রয়েছে (তাদের) প্রতিদান এবং (তাদের) নূর। আর যারা কুফুরি করে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ওরাই হলো জাহান্নামী।

দ্রষ্টব্য : তরজমায় যামীরকে বন্ধনীর মাঝে আনার কারণ এই যে, এ ক্ষেত্রে আরবীতে যামীরের উপস্থিতি সুন্দর, বাংলায় যামীরের অনুপস্থিতি সুন্দর।

(১৫) سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ  
وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

سابقوا (তোমরা প্রতিযোগিতা করে ধাবিত হও) مسابقة و سباقا  
প্রতিযোগিতা করা। إلى অব্যয়যোগে ধাবিত হওয়া।  
عرض (প্রশস্ততা) প্রশ্। বস্তুটি হলো عريض প্রশস্ত, পস্থে বড়।  
عرض

বাক্যবিশ্লেষণ

... سابقوا إلى পুরো বাক্যটির তারকীব দেখো- ৪/১৩

ذلك এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে المغفرة ও الجنة এর দিকে, এ  
দু'টিকে الموعود (ওয়াদাকৃত বস্তু) এর অর্থে ধরে নিয়ে।

তরজমা : তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের দিকে, এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার অনুরূপ। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। তা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

( ১ ) قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ،  
وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

اشتَكَاءُ পীড়া অনুভব করা (إلى যোগে) অনুযোগ করা (شَكَو)  
تَحَاوُرُ পরস্পর আলোচনা, কথোপকথন।  
تَحَاوُرُ الرَّجُلَانِ লোক দু'জন পরস্পর আলোচনা করলো।  
(حَوَارًا) আমি তার সাথে আলোচনা করলাম।

বাক্যবিশ্লেষণ

যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে 'তর্ক' করছে এবং  
আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা  
শ্রদ্ধাশীলভাবে শুনছেন, আর আল্লাহ আপনাদের (উভয়ের) কথাবার্তা  
শুনেন।

তরজমা : যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে 'তর্ক' করছে এবং  
আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা  
অবশ্যই শুনছেন, আর আল্লাহ আপনাদের (উভয়ের) কথাবার্তা  
শুনেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী।

( ২ ) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُفِرُوا كَمَا كُفِرَ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ \*  
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، أَخْضَهُ اللَّهُ  
وَ نَسَّوهُ، وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

يُحَادُّونَ নাফরমানি করা, (يُحَادُّ - حَادٌّ - مُحَادَّةٌ) (নফরমানি করে)  
অসন্তুষ্ট করা। (রূপপরিবর্তন ব্যাখ্যা করে)  
كُفِرُوا (তাদের লান্ধিত করা হবে) (كُفِرَ) অপদস্থ করা, বিধ্বস্ত করা  
إِحْصَاءُ গণনা করা, গণনার মাধ্যমে আয়ত্তে রাখা। গুণে গুণার করা।



## বাক্যবিশ্লেষণ

- إن এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।  
 ك এটি উপমাবাচক হরফুলজর (حرفٌ للتشبيه)  
 ما এর পরবর্তী বাক্যটি مصدر مَزُول হয়ে মাজরুরের স্থানে রয়েছে  
 من قبلهم এটি ظرف এর مضوا  
 يوم এ অংশটি مهينٌ أو مفعولا به لِفعلٍ مُضمرٍ و  
 هو : أَذْكَرُ؛ و الجملة الفعلية في محلٍّ جَرٍّ بالإضافة

তরজমা : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে নিঃসন্দেহে তারা অপদস্থ হবে, যেমন অপদস্থ হয়েছে (ঐ লোকেরা) যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। অথচ আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযিল করেছি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তারপর তারা যে আমল করেছে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তো তাদের আমল গুণে শুমার করে রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ তো সবকিছুর সাক্ষী।

( ٣ ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
 يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، وَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

- تَفَسَّحَ তাকে বসার জায়গা দিলো।  
 فَسَّحَ একই অর্থ।  
 فَسَّحَ المكانَ (فَسَّاحَةٌ) স্থানটি প্রশস্ত হলো।  
 نَشَرْنَا (نَشْرًا) সে তার স্থান ত্যাগ করলো, স্থান থেকে উঠে গেলো।

## বাক্যবিশ্লেষণ

- إذا সম্পর্কে যা জানো বলো (দেখো, ১/৫ ও ২/৯)  
 يَفْسَحِ اللَّهُ এটি مضارعٌ مجزوم، لأنه جوابُ الأمر، و هو في الحقيقة جوابُ شرطٍ  
 مقدَّر، فأصلُ العبارة : إن تَفَسَّحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

منكم

অর্থাৎ معدودين منكم (ব্যখ্যা করো)

معطوفون এর উপর الذين الذين হচ্ছে প্রথম

العلم তারকীবে কী হয়েছে ?

درجت এটি يرفع ও তার مفعول به এর نسبة থেকে মানচুব হয়েছ। (সমুচ্চ করবেন বহু মর্যাদার দিক থেকে)

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন। আর যখন বলা হয়, তোমরা উঠে যাও তখন উঠে যেয়ো, তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা 'অনেক' উঁচু করে দেবেন। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

( ٤ ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

تولوا (তারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে) দেখো- ৬/২২

يحلِفون (তারা শপথ করে) দেখো- ১১/২ সاء দেখো- ৮/৯

جنة ঢাল أيمان কসম, শপথ, বহু

বাক্যবিশ্লেষণ

الم تر ... عليهم বাক্যটির তারকীব করো।

ما (معدودين)। এটি نَافِيَةٌ عَامِلَةٌ عَلَّلَ لَيْسَ আর هم হচ্ছে তার ইসম। এটি একটি منكم এর খবর।

معطوفون এর উপর منكم একটি منهم অতিরিক্ত

حال এখানে يحلفون এর ফায়েল থেকে

করা হয়েছে সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে। আর

সেটা কোন্ পূর্ববর্তী ক্রিয়ার কারণে অনুমানযোগ্য, বলো।

ما كانوا يعملون ৷ অর্থাৎ এখানে এঁরা খবর কোন্টি বোলো ।

এটি فعل الهم ... ما كانوا ... হায়েল, فایেল, بالهم, এখানে  
উহা রয়েছে । অর্থাৎ كَلَفَهُم عَلَى الْكَذِبِ দেখো, ১৮/২১)

তরজমা : আপনি কি তাদের লক্ষ্য করেন নি, যারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে  
এমন কাওমকে যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধাশ্রিত হয়েছেন ।  
তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয় । তারা  
জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ের উপর শপথ করে । আল্লাহ তাদের  
জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করেছেন । নিঃসন্দেহে তাদের আমল  
বড় মন্দ । তারা তাদের (মিথ্যা) শপথগুলোকে ঢাল বানিয়েছে,  
এভাবে (মানুষকে) তারা আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে ।  
সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব ।

( ৫ ) لَن تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ  
لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ  
الْكَاذِبُونَ \* رَاٰسْتَحْوِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَانْهَضُوا زَكْرَ اللَّهِ ، أُولَئِكَ  
حِزْبُ الشَّيْطَانِ ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

استحوذ কুক্ষিগত করলো, আচ্ছন্ন করলো (على অব্যয়যোগে)

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো, প্রয়োজনে দেখো- ৩/১৭

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا এর মূলরূপ বলো । এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে?

على شيء অর্থাৎ خیر

ذكر الله এটি أنسى এর দ্বিতীয়

তরজমা : তাদের ধনসম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকা-  
বেলায় তাদের কোন কাজে আসবে না । ওরাই হলো জাহান্নামী;  
তাতে তারা চিরকাল থাকবে ।

তোমরা ঐ দিনকে স্মরণ করো যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে  
পুনরুত্থিত করবেন, আর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে

যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করে যে, তারা কোন কল্যাণের উপর রয়েছে। শোনো, তাহাই তো মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে। ফলে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরাই হলো শয়তানের দল। শোনো, শয়তানের দলই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

( ٦ ) إِنْ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ \* كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، إِنْ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ \* لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَذَلُّ (অপদস্থতম) ذل থেকে দেখো- ৪/১০

يُوَادُّونَ (তারা ভালোবাসে) مُوَادَّةٌ - وَادٌّ - مُوَادَّةٌ

গোষ্ঠীর লোকসকল, বহু عَشَائِرُ কোরআনে আছে-

وَأَنْذَرُ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ

দয়া, করুণা, প্রাণ, রূহ।

روح

বাক্যবিশ্লেষণ

إِنْ এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

فِي الْأَذَلِّينَ এটি مستَقْرُّونَ বা موجودون

لَاغْلِبَنَّ এর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ-  
لَأَغْلِبَنَّ الْمُحَادِّينَ بِالْحُجَّةِ أَوْ بِالسِّيفِ

এ বাক্যটি فرما এর ছিফাত।

يُوَادُّونَ এটি فرما থেকে حال রূপে নছবের স্থানে রয়েছে। ফেয়েলটির

يُوَادُّونَ এটি فرما থেকে حال রূপে নছবের স্থানে রয়েছে। ফেয়েলটির

به নির্ধারণ করো।

و لو كانوا এখনে অব্যয়টি حالية আর পরবর্তী বাক্যটি حاد এর ফায়েল থেকে حال রূপে নছবের স্থানে রয়েছে। (এখানে اسم الموصول টির শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক বিবেচনা করা হয়েছে)

শাব্দিক অর্থ- এমন অবস্থায় যে, যদিও তারা ....

... كتابي এর যামীর هو ফিরেছে الله এই মহান শব্দের দিকে যা, অনি-  
বার্যরূপেই বোঝা যায়- نَبَتْ অর্থ كُتِبَ

(বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) (আর তিনি তাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ দয়া ও করুণা দ্বারা শক্তি যুগিয়েছেন)

কিংবা روح এর বয়ান বা ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে من হচ্ছে من الإيمان (তিনি তাদেরকে রূহ অর্থাৎ ঈমান দ্বারা শক্তি যুগিয়েছেন) (যা তাদের কলবকে সজীব করে)

তৃতীয় ব্যাখ্যা- روح দ্বারা نور القلب বা কোরআন উদ্দেশ্য।

তরজমা : নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে ওরাই চরম লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত। আল্লাহ ফায়ছালা করেছেন (যে,) আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।

যে সম্প্রদায় আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে আপনি ঐ লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা অবস্থায় পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদিও তারা হয় তাদের পিতা, কিংবা তাদের পুত্র, কিংবা তাদের ভাই, কিংবা তাদের গোষ্ঠী। ওরা, তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তিনি আপন দয়া ও করুণা দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। আর তাদেরকে তিনি ঐ সকল বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ওরাই হলো আল্লাহর দল। শোনো, আল্লাহর দলই হচ্ছে সফলকাম।

( ٧ ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لَا نُطِيعَ

فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ  
 إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، وَلَئِنْ  
 قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأُذْيَارَ، ثُمَّ  
 لَا يَنْصُرُونَ \* لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ذَلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

قوتلتهم (তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়) قتالا থেকে মাযী মাজহুল, إن  
 এর কারণে مستقبل এ রূপান্তরিত হয়েছে।

অবশ্যই তারা পিঠ দেখিয়ে পালাবে। (১৭/১৪ ও ২০/৪)

ভয়, ভীতি। (رَهْبَةً، رَهْبَةً، س.) তাকে ভয় পেলো।

তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করলো।

না দেখো- ৯/১৮ (তারা বোঝে না) لَا يَفْقَهُونَ

বাক্যবিশ্লেষণ

حَالِ الَّذِينَ نَافَقُوا অর্থাৎ মفعول به এর অর্থগত এটি لم تر يقولون

الذين كفروا ছিলো-মাওছুল মিলে কী হয়েছে বলো।

حَالِ الَّذِينَ نَافَقُوا এর ফায়েল থেকে এটি (معدودين) من أهل الكتب

তারকীব করো (প্রয়োজনে দেখো, ১৯/১৩)

এটি يشهد به এর মفعول به এখানে يشهد به এর

এর পরিবর্তে إن হয়েছে।

এটি تمييز হয়েছে পূর্ববর্তী জুমলার নিসবাত থেকে।

এটি رَهْبَةً এর ছিফাত

এটি اسم التفضيل এর সাথে متعلق

এর خَوْفِهِمْ مِنَ الْمَخْلُوقِ أَكْثَرُ مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَ الْخَالِقِ এখানে

بأنهم إشارা দিকে ذلك حَاصِلٌ يَكُونُهُمْ قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ

তরজমা : আপনি কি মুনাফিকদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, তারা বলে তাদের  
 কিতাবী ভাইদেরকে, যারা (আপনার রিসালাত) অস্বীকার করেছে,  
 যদি তোমাদেরকে বের করে দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আমরা

তোমাদের সাথে বের হয়ে যাবো। তোমাদের বিষয়ে আমরা কখনো কারো আনুগত্য করবো না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় তাহলে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

যদি কিতাবীদেরকে বের করে দেয়া হয় তবে তারা তাদের সাথে বের হবে না। আর যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না, আর যদি তারা তাদেরকে সাহায্য করেই তবে অবশ্যই তারা পিঠ দেখিয়ে 'সোজা' পালাবে, তারপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অবশ্যই তোমরা তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির দিক থেকে আল্লাহর চেয়ে প্রবল। তা এই কারণে যে, তারা হলো এমন সম্প্রদায় যারা বোঝে না।

( ৪ ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ

لِغَدٍّ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ، إِنْ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ، أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ \* لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ \* كُوْنِزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضْرِبَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

২২/৫ فَازَ بِشَيْءٍ (ফুজা, ন) (সফলকাম) ফান্জ

خَاشِعٌ (ভীত) (উ) خُشوعًا অবনত/অনুগত হওয়া, ভীত হওয়া।

خَشَعَ لِرَبِّهِ আপন প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত হলো।

خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ রহমানের উদ্দেশ্যে সকল স্বর নিম্ন হলো

تَصَدَّعَا ফেটে যাওয়া।

বাক্যবিশ্লেষণ

تَنْظُرُ এটি مضارع مجزوم بلام الأمر একটি স্থানীয় অর্থ হলো, আমল, যা পূর্বাপরের কারীনা থেকে বোঝা যায়। এটি تَنْظُرُ এর مفعول

لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ (وَأُطْلِقَ الْغَدُ عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِقُرْبِهِ) অর্থাৎ  
 اسمٌ بمعنى مُثَلٍّ لِلتَّشْبِيهِ، فِي مَحَلٍّ نَصَبَ خَيْرُ النَّاْقِصِ، وَ الْمَوْصُولِ فِي عِ  
 مَحَلٍّ جَزَّ بِالإِضَافَةِ

এবং এ শব্দ দুটির তারকীব বলো।

متصدعا و خاشعا আর সাথে এতদ্বারা এ অংশটি এতদ্বারা

حال থেকে মفعول به এর রূপ

এর মূল তারকীবটি বলো।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয়  
 করো, আর (প্রতিটি) ব্যক্তি যেন চিন্তা করে ঐ আমলের বিষয়  
 যা সে আগামীকালের জন্য অগ্রবর্তী করেছে। আর তোমরা  
 আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের আমল  
 সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না  
 যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত  
 করে দিয়েছেন। ওরাই হলো পাপাচারী। জাহান্নামের অধিবাসী  
 এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান হতে পারে না। জান্নাতের  
 অধিবাসীরাই হলো সফলকাম।

যদি আমি এই কোরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল  
 করতাম তাহলে আপনি তাকে দেখতে পেতেন ভীতসন্ত্রস্ত  
 (এবং) আল্লাহর ভয়ের কারণে বিদীর্ণ। আর ঐ সকল উদাহরণ,  
 মানুষের জন্য আমি তা বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা  
 করে।

( ٩ ) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، إِذْ قَالُوا  
 لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَئُوكُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَفَرْنَا  
 بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى  
 تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَفْغِرُ لَكَ  
 مَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ  
 أَنْبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَاعْفُ رَحْمَةً لَنَا رَبَّنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* لَقَدْ كَانَ لَكُمْ



فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَاليَوْمَ الْآخِرَ، وَ  
مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

بريء নির্দোষ, দায়মুক্ত, বহু. برآ. দেখো- ৭/৩২

بغضاء (দেখো- ৩/১৩ ও ৭/৬)

انبئا দেখো- ১৩/২৩ ফত্নে দেখো- ৯/১৫ নির্মুখাপেক্ষী।

বাক্যবিশ্লেষণ

كانت এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো।

موجوده (موجوده) এটি اسوة এর দ্বিতীয় ছিফাত

معطوف على إبراهيم (معطوف) এটি الذين (امنوا) معه

ظرف এর মূলরূপ উল্লেখ করো। এটি كانت এর উহ্য খবরের

উপর এর منكم হচ্ছে আর معاً এটি এর সাথে

মাওছুলের স্থানীয় অর্থ হলো, উপাস্য।

أبدًا এটি এর ফায়েল থেকে (এমন অবস্থায় যে, ঐ দু'টি

চিরকাল সাব্যস্ত, তরজমায় এটি العداوة والبغضاء এর ছিফাত।

متعلق এর (৪/১) এটি حتى

এটি থেকে এই মহান শব্দ الله অর্থ متوحدًا এটি

ও নাকিরাহ হা, কারণ এই যে, অর্থ متوحدا

ইসমে মুশতাক্ক হওয়া জরুরী। (তরজমায় ছিফাত হয়েছে)

إلا أর্থاً مستثنى منه হচ্ছে أسوة حسنة পূর্ববর্তী أداة الاستثناء. এটি

ইবরাহীমের সকল 'আচরণ ও উচ্চারণ' তোমাদের জন্য উত্তম

আদর্শ, তাঁর এই উচ্চারণটি ছাড়া, এটি আদর্শ নয়।

حال অর্থবর্তী شيء. এটি (مانعا) من الله

এটি অতিরিক্ত। সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো) من شيء

এটি لكم থেকে বদল। لمن ...

তরজমা : অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীমের এবং

ঐলোকদের মাঝে যারা তাঁর সঙ্গে (ঈমান এনেছে), যখন তারা

তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলো, আমরা তোমাদের থেকে এবং

আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপসনা করো তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম, বরং আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে গেলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। তবে আপন পিতার উদ্দেশ্যে ইবরাহীমের এ বক্তব্য (আদর্শ নয়) যে, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ইসতিগফার করবো; এ ছাড়া আপনার জন্য আমি কিছুই করতে পারি না, যা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তো আপনারই উপর ভরসা করেছি এবং আপনারই দিকে অভিমুখী হয়েছি এবং আপনারই দিকে হবে আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আমাদের প্রতিপালক! যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য আমাদেরকে আপনি পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না, বরং হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে মার্জ্য করে দিন। নিঃসন্দেহে আপনিই মহাপরাক্রম-শালী মহাপ্রজ্ঞাময়।

অবশ্যই তাদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের জন্য, যারা আল্লাহকে এবং শেষ দিনকে বিশ্বাস করে তাদের জন্য। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) কারণ আল্লাহই তো চিরনির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত

(১০) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \*  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ  
اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي  
سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَانٍ مَرْصُوصٌ \*

শব্দবিশ্লেষণ

(كَبُرَ الْأَمْرُ (ক), كَبِيرًا, وَكُبْرًا) বিষয়টি বড়/বিরাত/ভীষণ হলো।

(كَبُرَ الرَّجُلُ/الْحَيَوَانُ (কَبِيرًا, س) বয়স্ক/বৃদ্ধ হলো।

مَقْتٌ (ঘৃণা) (ن) مَقْتًا তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করলো।

صَفًّا (১৫/২৫) بَنِيَانٍ দেয়াল, প্রাচীর। (২৩/৭)

مَرْصُوصٌ (সুদৃঢ়) (ن) رَصَّه তার অংশগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত

করলো, শিশা ঢেলে সুদৃঢ় করলো।

## বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো।

... کبر এই خبریه এর উদ্দেশ্য বিষয় প্রকাশ করা

এটি کبر এর ফায়েল।

مقتا হচ্ছে ফেয়েল ও ফায়েলের নিছবত থেকে তামীয।

ظرف এটি کبر এর عند الله

শাব্দিক অর্থ— যা তোমরা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট ঘৃণার

দিক থেকে পচও হয়েছে, (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এটা প্রচণ্ড ঘৃণার বিষয়।)

صفا এটি مَضْفُونِينَ বা صَافِينَ অর্থه یقاتلون এর ফায়েল থেকে

পরবর্তী বাক্যটিও یقاتلون এর ফায়েল থেকে

তরজমা : আসমানে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই ঘৃণার বিষয়।

নিশ্চয় আল্লাহ ঐ লোকদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।

(۱۱) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقِيمُ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وَاللَّهُ لَا

يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

تؤذون (তোমরা কষ্ট দাও) إيذاء কষ্ট দেয়া, দেখো- ৩/৬

زاغوا (তারা বক্র হলো) দেখো- ৩/১৬

## বাক্যবিশ্লেষণ

إذ এর পূর্বাপরসহ বিশদ তারকীব করো।

إلَيْكُمْ এটি رسول এর সাথে متعلق

... فلما زَاغُوا এর বিশদ তারকীব করো।

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মূসা তাঁর কাওমকে বললেন, হে আমার কাওম, কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত (রাসূল)। তাঁরপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আর আল্লাহ তো পাপাচারীসম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(১২) وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

মصدق      এটি এর সমার্থক رسول থেকে      حال  
 متعلق      এটি مصدقا এর সাথে      لما (মوجود) بين يدي  
 التورة      এটি من التورة এর স্থানীয় অর্থের ব্যাখ্যা। এটি  
 حال      এটি معطوف এর যামীর থেকে      معطود  
 (এমন অবস্থায় যে, তা তাওরাত থেকে গণ্য)  
 مبشرا      এটি কার উপর معطوف হয়েছে বলো। পরবর্তী বাক্যদুটির  
 তারকীব বলো।

তরজমা : ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মারয়াম পুত্র ঈসা বললেন, হে বনী ইসরাঈল, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমি আমার সামনে উপস্থিত তাওরাতকে সত্যায়ন করি এবং একজন রাসূলের সুসংবাদ দান করি, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যার নাম হবে আহমদ। আর যখন ঐ রাসূল নিদর্শনাবলীসহ তাদের কাছে আগমন করলেন, তখন তারা বলে উঠলো, এ তো সুস্পষ্ট জাদু।

(১৩) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ، وَ اللَّهُ مُتِمِّمُ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ \* هُوَ الَّذِي

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

إظهار নিভানো, নিভে যাওয়া।  
أفواه এটি فَوْه এর বহুবচন। (فَوْه এর পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে فَمُ)  
ليظهر (বিজয়ী করার জন্য) إظهاراً প্রকাশ করা। (অব্যয়যোগে)  
কারো বিপক্ষে বিজয়ী করা। (২৪/১৫)

বাক্যবিশ্লেষণ

حال এটি افترى এর ফায়েল থেকে وهو يدعى  
ليظفنا মূলত أن يظفنا ল অব্যয়টি অতিরিক্ত মূলত যখন  
فعل الإرادة এর فعل مفعول به হয় তখন এর শুরুতে তা এসে থাকে,  
তখন أن অব্যয়টি উহ্য থাকে।  
متم نوره অর্থাৎ متم نوره (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)  
এ বাক্যটি يظفنا এর ফায়েল থেকে  
مضاف إليه এটি مع এর সমার্থক, সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি তার  
এটি হয়েছে متم نوره থেকে। মূলরূপ-  
(আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণ) وَاللَّهُ مَتَمُّ نوره حال كراهية الكفار إتمام النور  
করবেন, নূর পূর্ণ করাকে কফিরদের অপছন্দ করার অবস্থায়।)  
... هو الذي পুরো বাক্যটির সংক্ষিপ্ত তারকীব করো।

তরজমা : ঐ ব্যক্তির চেয়ে যালিম কে যে আল্লাহর উপর মিনা আরোপ  
করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর  
আল্লাহ তো যালিমসম্প্রদায়কে (সত্যের দিকে) পথ প্রদর্শন  
করেন না। তারা তাদের মুখ (-এর ফুৎকার) দ্বারা আল্লাহর  
নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই  
পূর্ণতা দান করবেন, যদিও কফিররা (তা) অপছন্দ করে।  
তিনিই ঐ সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত (দিয়ে) এবং  
দ্বীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি 'দ্বীনে হককে' সকল  
ধর্মের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা (তা) অপছন্দ  
করে।

(১৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا، نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ، وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أدل (বাতলে দেবো) (ن) প্রমাণ করা, বাতলে দেওয়া, দেখিয়ে দেয়া (على অব্যয়যোগে)  
 ذلّه তাকে পথ দেখিয়ে দিলো।  
 هذا يدلّ على صدقه এটা তার সত্যতা/সত্যবাদিতা প্রমাণ করে  
 أخرى এটি আর এক মুন্ঠ অপর, আরেকটি আর বহু آخرون এবং  
 أخرى এর বহু آخر

বাক্যবিশ্লেষণ

أدلکم ... أليم ...  
 এটা কোন্টি? এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বাক্যটির ভূমিকা কী?  
 تعلمون أنه خير لكم উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ  
 সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে তা হযফ করা হয়েছে। কারণ পূর্বের  
 কারীনা থেকে অনিবার্যভাবে তা মাফহূম হয়।  
 يَغْفِرْ ...  
 পূর্ববর্তী تُمِنُونَ ও تُجَاهِدُونَ যেহেতু আমনো ও জাহদো এর সমার্থক  
 সেহেতু يَغْفِرْ হচ্ছে جواب الأمر হচ্চে  
 إن تُمِنُوا وَ تَجَاهَدُوا ... অর্থাৎ  
 معطوف এর উপর جنت এটি  
 أخرى এটি পশ্চাদ্বর্তী উহ্য মুবতাদার ছিফাত। পরবর্তী বাক্যটি তার  
 দ্বিতীয় ছিফাত, অগ্রবর্তী খবরটিও উহ্য রয়েছে। মূলরূপ এই-  
 وَ (نِعْمَةٌ) أُخْرَى تُحِبُّونَهَا (نَائِبَةٌ لَكُمْ)  
 (বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা) এটি উহ্য এর খবর।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছে, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আয়াব থেকে নাজাত দেবে। (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, আর তোমাদের মাল (দ্বারা) এবং তোমাদের জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা (তার উত্তমতা) জানো (তাহলে সেদিকে ধাবিত হও) তাহলে আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয় এবং (প্রবেশ করাবেন) চিরস্থায়ী জান্নাতে বিদ্যমান উত্তম ভবনসমূহে। সেটাই হলো বিরাট সফলতা, আর (তোমাদের জন্য রয়েছে) অন্য একটি নেয়ামত যা তোমরা ভালোবাসো, তা হলো আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। আর আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দান করুন।

(১৫) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ، فَاْمَنْتَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أَيَّدْنَا (শক্তি যোগালাম) সমর্থন করা, শক্তি যোগানো  
 تَأَيَّدَ সমর্থিত হলো, শক্তি লাভ করলো (অব্যয়যোগে)

ظَاهِر (বিজয়ী) দেখো- ২৪/১৫

বাক্যবিশ্লেষণ

كما এটি উহ্য বাক্যের সাথে متعلق

حَال থেকে بِأَيِّ الْمُسْكِلِ (দাঈয়া) إِلَى اللَّهِ

এটি কার সাথে متعلق বলো শব্দটির পরিচয় বলো ۱۱

শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছে, তোমরা আল্লাহর সাহায্য-কারী হও যেমন ঈসা ইবনে মারয়াম হাওয়ারীদের বলেছিলেন,

আল্লাহর পথে (দাওয়াতের ক্ষেত্রে) কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, তখন বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো, আর একদল অস্বীকার করলো, তখন যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হলো।

(১৬) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ \* هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ \* وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

القدوس (আল্লাহর গুণবাচক নাম) চিরপবিত্র (সর্বদোষ থেকে চিরমুক্ত) যুক্ত করলো ... أَلْفَهُ بِهِ তার সাথে যুক্ত হলো (لِحَافًا، س)

এই চারটি শব্দ الله এর ছিফাত, কিংবা তা থেকে বদল

هو মুবতাদা, পরবর্তী মাওজুল-ছিলা মিলে খবর।

এর তারকীব ব্যাখ্যা করো।

এটি হাওয়ীরা (হাওয়ারীরা) আর ইন হুছে ইন এর লঘুরূপ। ফলে তা নিষ্ক্রিয় (وإنهم كانوا ...) থেকে ফেয়েলের শুরুতে এসেছে। (মূলত ...)

এটি (غارقين) লফি ضلال মবিন

এটি (معدودين) এর উপর معطوف আর (أخريين) এর

এবং (أخريين) এর ছিফাত (অর্থাৎ তিনি উম্মীদের মাঝে রাসূল পাঠিয়েছেন, এবং উম্মীদের মধ্য হতে গণ্য অন্যদের মাঝে পাঠিয়েছেন, যারা এখনো তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি, অর্থাৎ এখনো দুনিয়াতে আসেনি) এখানে কেয়ামত পর্যন্ত 'আনেওয়ালা' উম্মতের কথা বলা হয়েছে।

তরজমা : যা কিছু রয়েছে আসমানে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে তা পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি রাজত্বের অধিকারী,



চিরপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।

তিনিই ঐ সত্তা যিনি ‘নিরক্ষরদের’ মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত-সমূহ তেলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন, যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট দ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলো। আর তাদের মধ্য হতে গণ্য অন্য আরো লোকদের মাঝেও (তিনি রাসূলকে পাঠিয়েছেন) যারা এখনো তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। আর তিনিই তো মহা-পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী। আর সেটা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ তো বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

(১৭) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ \* قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

হাদা (তারা ইহুদীরূপে প্রতিপালিত হয়েছে) (হুদা (ন) যোগে)

সত্যের পথে ফিরে আসা। কোরআনে - إِنْ هَدَانَا إِلَيْكَ

হাদা (ন) সে ইহুদীরূপে প্রতিপালিত হলো।

تَمَنَّى - يَتَمَنَّى - تَمَنَّ - تَمَنَّى (তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো)

আকাঙ্ক্ষা করা।

مِلَاق (মিলাক) তোমাদের সম্মুখীন হবে। (الملاقى যোগে)

تردون (তোমাদেরকে ফেরানো হবে) দেখো - ৪/৩

বাক্যবিশ্লেষণ

لِلَّهِ (এটি এর সাথে متعلق (এর একবচন হলো ولي যা فاعل  
(الصفة المشبهة

حال এর মাঝে أولياء (এটি (معدودين) من دون الناس

تمنوا এটি جواب الشرط পরবর্তী شرط এর উহ্য রয়েছে। পূর্ববর্তী  
 - في زَعْمِكُمْ অর্থاً ۷ ضدين جواب الشرط  
 السينات এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক م এর স্থানীয় অর্থ হলো بما قدمت  
 أيديهم এখানে অংশ দ্বারা সমগ্র উদ্দেশ্য  
 إنه ملائكم এ বাক্যটি প্রথম إن এর খবর ف অব্যয়টি অতিরিক্ত।

তরজমা : আপনি বলুন, হে ঐ লোকেরা যারা ইহুদীধর্ম অনুসরণ করেছে  
 (হে ইহুদীগণ) যদি তোমরা দাবী করো যে, অন্য লোকদের  
 পরিবর্তে তোমরাই আল্লাহর প্রিয়জন তাহলে তোমরা মৃত্যু  
 কামনা করো, যদি তোমরা (তোমাদের ধারণায়) সত্যবাদী হয়ে  
 থাকো। যে সকল কর্ম তারা অগ্রে প্রেরণ করেছে সেগুলোর  
 কারণে কখনো তারা মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ  
 যালিমদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আপনি বলুন, যে মৃত্যু থেকে  
 তোমরা পালাচ্ছে তা অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে।  
 তারপর অবশ্যই তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর  
 কাছে উপনীত করা হবে। আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের  
 কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(۱۸) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا  
 إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \*  
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ  
 اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

سعيًا চেষ্টা করা (إلى অব্যয়যোগে) ধাবিত হওয়া।  
 قضيت (আদায় করা হয়) قضاء (অ) আদায় করা, কাযা করা ১১/১৫  
 من ... এটি এর সমার্থক, সুতরাং তা تودى এর সাথে متعلق  
 ذلك দ্বারা ইশারা করা হয়েছে إلى ذكر الله এবং ترك البيع এর  
 দিকে, তখন প্রতিটির দিকে আলাদাভাবে ইশারা হবে। কিংবা  
 উভয়ের দিকে ইশারা করা হয়েছে- العمل المذكور হিসাবে।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান জানানো (আযান দেয়া) হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বর্জন করো; সেটা তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা (তা) বোঝো (তাহলে তা করো)

তারপর যখন নামায আদায় করা হয়ে যায় তখন তোমরা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে অধিক স্বরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

## বাক্যবিশ্লেষণ

সাধারণ নিয়মে এখানে ঙ্গ হওয়ার কথা। কেন? কিন্তু এসেছে ঙ্গ - কেন? প্রয়োজনে দেখো- ২৮/৭

তরজমা : যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

(٢٠) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ \* هُم الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفُسُوا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ \*

## শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

(٥/١٦) لا يفقهون (٨/١٦) ينفضوا

এই همزة সমতাপ্রকাশক অব্যয়, যা পরবর্তী দু'টি ফেয়েলকে  
মাছদারে পরিণত করে مصدر দু'টি পশাদবর্তী যুবতাদা

স্বা হচ্চে অর্থবর্তী খবর عليهم তার সাথে متعلق বাক্যটির  
মূলরূপ— استغفارك و عَدَمُ استغفارِكَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

... هم এটি মুবতাদা, আর মাওছুল-ছিলা মিলে তার খবর।

حتى এটি এটি এর সমার্থক হেতুবাচক অব্যয়। তখন এটি নিজেই  
أن হবে কিংবা তা সীমানির্দেশক হরফুলজর। তখন উহ্য أن  
হবে ناصب আর حتى হবে لا تنفروا এর সাথে متعلق

তরজমা : তাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা কিংবা না করা তাদের  
জন্য সমান। আল্লাহ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবেন না।  
(কারণ) আল্লাহ পাপাচারী কাওমকে হেদায়াত দান করেন না।  
এরাই তো ঐ সকল লোক যারা বলে, আল্লাহর রাসূলের কাছে  
যারা পড়ে থাকে তাদের জন্য ‘খরচ’ করো না, যাতে তারা  
ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অথচ আসমান-যমীনের খাজানা আল্লাহরই  
মালিকানাধীন, কিন্তু মুনাফিকরা তা অনুধাবন করে না।

(২১) يَقُولُونَ لَيْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،  
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

তরজমা : তারা বলে, (আল্লাহর কসম!) যদি আমরা মদীনায ফিরে যাই,  
তাহলে অবশ্যই অধিক সম্মানীরা অধিক অপদস্থদেরকে সেখান  
থেকে বের করে দেবে, অথচ প্রকৃত মর্যাদা আল্লাহরই জন্য  
এবং তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য, অথচ মুনাফি-  
করা তা জানে না।

(২২) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٍ  
وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* خَلَقَ السَّمُوتِ  
وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ \*  
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ \*

## বাক্যবিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো।

কافر এটি মুবতাদা, (معدودٌ) হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর। পরবর্তিতার কারণেই নাকিরা মুবতাদা হতে পেরেছে।

حَال (এটি خلق এর ফায়েল থেকে) (مُتَبَسِّئًا) بالحق (এটি মাছদার) মুবতাদা (ثابت) إليه অগ্রবর্তী খবর (গমন) তাঁরই দিকে সাব্যস্ত রয়েছে)

তরজমা : যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে তা আল্লাহর চিরপবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই জন্য এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আর সকল কিছুরই উপর তিনি ক্ষমতাবান। তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের একদল কাফির (হয়েছে) এবং তোমাদের একদল মুমিন (হয়েছে) আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত।

তিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, আর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। আর তাঁরই দিকে (হবে) তোমাদের প্রত্যাবর্তন। আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো তা তিনি জানেন। আর আল্লাহ অন্তরের গোপন কথা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

দ্রষ্টব্য : ‘তোমাদেরকে সুন্দর আকৃতি দান করেছেন’ এরূপ সংক্ষেপিত অনুবাদ ঠিক নয়।

(২৩) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، فَنَاقَا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

وَبَالَ মন্দ পরিণাম وَبَالَ أَمْرِهِمْ তাদের কর্মের মন্দ পরিণাম।

استغنى (অব্যয়যোগে) (عن) হলো।

## বাক্যবিশ্লেষণ

متعلق এর সাথে كفروا এটি (من قَبْلِكُمْ) (অর্থ) ৭ (من قبل ذلك) মুবতাদা, এর দ্বারা পূর্ববর্তী বাক্যের এডাব্ব এর দিকে ইশরা।  
 ب এর মাজরুরের স্থানে রয়েছে।

معطوف উপর এর كانت تأتيهم অব্যয়যোগে এটি قالوا  
 ذلك العذابُ حاصلٌ بسببِ اتيانهم - এই-  
 الرسلُ بالبينتِ و قولهم أبشروا يهدوننا و كفرهم و توليهم

তরজমা : তোমাদের কাছে কি ঐ লোকদের খবর আসে নি, যারা ইতিপূর্বে কুফুরি করেছে, ফলে তারা তাদের মন্দ কর্মের পরিণাম ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য (আখেরাতে রয়েছে) যন্ত্রণাদায়ক আযাব। তা এই কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করতেন, তখন তারা বলতো, (একদল) মানুষ কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? এভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। অবশ্য আল্লাহ (তাদের থেকে) নির্মুখাপেক্ষী। (কারণ) আল্লাহ তো চিরনির্মুখাপেক্ষী, চিরপ্রশংসিত।

(২৫) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا، قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ \* فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \*

তরজমা : যারা কুফুরি করেছে তারা দাবী করে যে, তাদেরকে কখনো পুনর্জীবিত করা হবে না। আপনি বলুন, আমার রাবের কসম, অবশ্যই তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে, তারপর তোমাদের কৃত আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। আর আল্লাহর পক্ষে তা খুব সহজ। (বিষয়টি যদি এমনই হয়) তাহলে তোমরা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং ঐ নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবশ্যই সম্যক অবগত।

(২৬) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ،

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ \* اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ \*

তরজমা : কোন বিপদ কাউকে আক্রান্ত করে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া । আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তিনি তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন । আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত । আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো । এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও (তাহলে রাসূলের কোন ক্ষতি নেই) কারণ আমার রাসূলের কর্তব্য তো শুধু স্পষ্ট পৌছে দেয়া । আল্লাহ, তিনি ছাড়া নেই কোন ইলাহ । সুতরাং মুমিনগণ যেন শুধু আল্লাহরই উপর ভরসা করে ।

(২৬) إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ \* عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

إقراض করয় দেয়া । مضاعفة দ্বিগুণ করা । দেখো- ৩/৫

شكور কৃতজ্ঞতার সাথে বান্দার আমল গ্রহণকারী ।

الله এ মহান শব্দটি মুবতাদা, شكور ও حلیم হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় খবর । পরবর্তী তিনটি খবরের মুবতাদা হচ্ছে উহ্য যামীর هو কিংবা الله এই মহান শব্দটি মুবতাদা এবং তার পাঁচটি খবর । এ তারকীব অনুসারেই বাংলা তরজমা করা হয়েছে ।

তরজমা : যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করো তাহলে তোমাদের জন্য তিনি তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন । আল্লাহ অতি কৃতজ্ঞ, অতি সহনশীল, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী ।

(২৭) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ \*

## শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

أهل পরিবার-পরিজন, বহুবচনে  
 غليظ বহু গলাظ কঠিন, রক্ষা شديد ভয়ঙ্কর, ভীষণ।

أهليكم এটি أنفسكم এর উপর معطوف এর ই'রাব আলোচনা করো।  
 এটি قوا এর দ্বিতীয় به مفعول পরবর্তী দু'টি বাক্য তার দু'টি  
 ছিফাত। দ্বিতীয় বাক্যটির তারকীব করো।

لا يعصون الله এ বাক্যটি ملئكة এর তৃতীয় ছিফাত।

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছে, তোমরা নিজেদেরকে এবং  
 তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো, যার  
 ইক্বান হলো মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত (রয়েছে) কঠোর,  
 ভীষণ কতিপয় ফিরেশতা, যারা, আল্লাহ তাদের যা আদেশ  
 করেন তা লঙ্ঘন করে না, বরং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়  
 তারা তাই করে।

(২৮) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا،  
 عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَكْفُرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ،  
 نَوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا  
 نُورَنَا وَارْحَمْنَا، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

اعتذارা ওয়র পেশ করা, অজুহাত পেশ করা। দেখো- ১১/১

توبة খাঁটি তাওবা।

إخزاء অপদস্থ করবেন না) لا يخزي (অপদস্থ করা। দেখো- ১২/৭

## বাক্যবিশ্লেষণ

كأنتي مفعول প্রথম مفعول দ্বিতীয় এর تجزون এটি ما كنتم تعملون

نصوحا এটি مفعول مطلق এর ছিফাত (উভয় লিপ্সের জন্য)

عسى এটি أفعال الرجاء فعل ماض جامد من দেখো- ৯/৮



الظرف متعلق بـ : يُدْخِلُ أو هو مفعول به لِفَعْلٍ محذوفٍ و هو : أَذْكَرُ  
 মাওছুল-ছিল। মিলে لا يخزي এর উপর মفعول به এর  
 نورهم মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি তার খবর।  
 এর ظرف হচ্ছে بأيمانهم আর ظرف এর يسعى হচ্ছে بين أيديهم  
 উপর مفعول এবং يسعى এর সাথে متعلق

তরজমা : হে ঐ লোকেরা যারা কুফুরি করেছে, আজ তোমরা অজুহাত পেশ করো না; (আজ তো) তোমাদেরকে শুধু তোমরা যে আমল করতে তার প্রতিদান দেয়া হবে।

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো খাঁটি তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

ঐ দিনকে স্মরণ করো যেদিন আল্লাহ নবীকে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডানে চলতে থাকবে; (আর) তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি তো সবকিছুরই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(২৭) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  
 وَأَوْهَمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

اغْلُظْ (কঠোর হোন) (ك) غِلْظَةً (কঠোর আচরণ করা (على যোগে)

তরজমা : হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আপনি জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা তো জাহান্নাম। আর (তা) কত না মন্দ গন্তব্যস্থল!

(৩০) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا

عنهما من الله شيئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ \* وَ  
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ  
ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ  
نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

(مفعول به বিশ্বাস ভঙ্গ করা। (ব্যবহার, সরাসরি) (ন)

খানা দেশের সাথে/প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

امرات এটি ضرب এর (পশ্চাদ্বর্তী) প্রথম মفعول به আর مثلاً হচ্ছে  
(অগ্রবর্তী) দ্বিতীয় মفعول به তারতীব এরূপ- ضرب الله امرأت  
نوح وامرات لوط مثلاً (আল্লাহ নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীকে  
উদাহরণ বানিয়েছেন।)

للذين এটি مثلاً এর ছিফাত।

عبدین (معدودین من عبادنا) এটি صلیح, দ্বিতীয় ছিফাত

عندك এটি بيت থেকে অগ্রবর্তী (মوجودা)

في الجنة এটি عندك থেকে বদল।

তরজমা : যারা কুফুরি করেছে আল্লাহ তাদের জন্য নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীকে উদাহরণ বানিয়েছেন। তারা আমার নেক বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন বান্দার অধীনে ছিলো, কিন্তু তারা (ঈমান না আনার মাধ্যমে) তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করেছিলো, ফলে তারা দু'জন আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের কোন উপকার করতে পারেন নি, বরং তাদেরকে বলে দেয়া হলো, গমনকারীদের সাথে জাহান্নামে গমন করো।

আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ ফিরআউনের স্ত্রীকে উদাহরণ বানিয়েছেন যখন তিনি বললেন, আয় রাব্ব! আপনি আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ভবন তৈরী করুন, আর আমাকে ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে নাজাত দিন এবং আমাকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দিন।

( ১ ) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا \* وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

تبارك বরকতপূর্ণ/কল্যাণময় হয়েছেন পরীক্ষা করা (ن) بَلَاءٌ ও بَلَوًا  
 الملك পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা بيده (ثابت) এটি অথবর্তী খবর ।  
 الذي خلق এটি بَدَلٌ مِنْ اسْمِ الْمَوْصُولِ الْأَوَّلِ  
 أيكم মুবতাদা, احسن তার খবর, عملاً এটি شبه الفاعل ও شبه الفاعل  
 এর নিসবত থেকে تمیز  
 وَالْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ ثَانٍ لِ : يَبْلُو

তরজমা : কল্যাণের আধার হয়েছেন ঐ সত্তা যার হাতেই রয়েছে পূর্ণ রাজত্ব, আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মাঝে কর্মে শ্রেষ্ঠ । আর তিনিই মহা-পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল ।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় যদিও প্রচলন হলো ‘জীবন ও মৃত্যু’, কিন্তু এখানে তরজমায় কোরআনী তারতীব রক্ষা করতে হবে ।

( ২ ) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ \* وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ \* إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ \* تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ، كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

رجوم পাথর ইত্যাদি, যা ছোঁড়া হয়, এটি رجم এর বহু।

شهبك প্রচণ্ড গর্জন (الصوت الشديد)

تفور (দাউ দাউ করে জ্বলছে) فُورًا، فُورًا (ن)

فَارَتِ النَّارُ আগুন দাউ দাউ করলো।

وَالْغَضَبُ ক্রোধ টগবগ করলো।

فَارَ الْمَاءُ পানি উৎসারিত হলো।

فَارَتِ الْقِدْرُ ডেগ (এর পানি) টগবগ করলো।

تميزا পৃথক হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া।

فَتَمَيَّزَ مِنَ الْغَيْظِ ক্রোধে ফেটে পড়লো।

وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ أَبْيَاحًا (অমীয়ার) হালো, পৃথক হালো।

কোরআনে আছে— وَامْتَارُوا الْيَوْمَ أَبْيَاحًا

مَيَّارًا তাকে পৃথক করলো, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করলো।

فوج দল خازن বহু خزنة খাজনার রক্ষক। প্রহরী।

## বাক্যবিশ্লেষণ

رجوما এটি مفعول به এর দ্বিতীয়

متعلق এটি رجوم এর সাথে للشيطان

وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ متعلق بخبر مقدم، وهو ثابت مؤبداً এটি عذاب جهنم  
فَعَلَّ الذَّمَ وَفَاعَلَهُ، وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ هِيَ (আই জেন্নাম) এটি بنس المصير  
و هو مبتدأ مؤخر و بنس المصير خبر مقدم

إذا এর طرف ? পুরো এটি কার নির্ধারণ করে, এটি جواب الشرط ও شرط  
বাক্যটির মূলরূপ বলো।

من এটি হেতুবাচক অব্যয়, تميز এর সাথে متعلق

ت تميز মূলত ستميزপন ও সহজায়নের জন্য একটি  
হয়ফ করা হয়েছে। এটি تكاد এর খবর, আর তার মাঝে সুপ্ত  
যামীর هي হচ্ছে তার ইসম।

الطريق إلى النحو، كاد - يكاد

كلما সম্পর্কে দেখো- ৩/২২

..... كلما বাক্যটির বিশদ তারকীব করো।

كذبنا এর মفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ كذبنا  
من شيء এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত, সুতরাং .... (বক্তব্য পূর্ণ করো)

তরজমা : অবশ্যই আমি নিকটতম আসমানকে ‘প্রদীপমালা’ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের জন্য ‘ক্ষিপণবস্ত্র’ বানিয়েছি, আর তাদের জন্য আমি তৈরী করেছি আগুনের আযাব।  
আর যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর তা কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! যখন তারা সেখানে নিষ্ক্ষিপ্ত হবে তখন তারা তার ভীষণ গর্জন শুনতে পাবে, এমন অবস্থায় যে তা দাউ দাউ করে জ্বলছে, যেন তা ক্রোধে ফেটে পড়বে।

যখনই তাতে কোন দল নিষ্ক্ষিপ্ত হবে তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিলো, তখন আমরা (তার প্রতি) মিথ্যা আরোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ তো কোনকিছু নাযিল করেন নি। (আসলে) তোমরা মহাপ্রাণ্ডিতে রয়েছো।

দ্রষ্টব্য : لتأكيد النفي, ‘কিছু’ অতিরিক্ত অব্যয়টি এসেছে  
সেই তাকীদের প্রয়োজনটুকু রক্ষা করা হয়েছে ‘কোনকিছু’ দ্বারা।

( ৩ ) وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ \*  
فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، فَسُحِّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ \* إِنَّ الَّذِينَ  
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَ أَسْرُوا قَوْلَكُمْ  
أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ \* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ  
اللطيفُ الخبير \*

শব্দবিশ্লেষণ

اعترف بشيء কোন কিছু স্বীকার করলো।

سُحِّقًا (স) বহু দূর হওয়া,

بُحْبُوحٌ বহু দূরবর্তী স্থান, سَحِيقَةٌ বহু দূরবর্তী ভূমি।

سَحَقَهُ اللهُ (سَحَقًا، ف) আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন।

سَحَقَ شَيْئًا কোন কিছুকে গুঁড়ো/চূর্ণ করলো।

أسروا (তোমরা গোপন করো) أَسَرَّ شَيْئًا গোপন করলো।

(ف، جَهْرًا) جَهَرَ شَيْئًا/بشيءٍ প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ঘোষণা করা

বাক্যবিশ্লেষণ

ما كنا এ বাক্যটি لو এর جواب

سحقنا এটি দু'আ বা فَسَحَقَهُمُ اللَّهُ سَحَقًا অর্থাৎ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ এটি

বদদু'আর বাক্যে মাছদার বাধ্যতামূলকভাবে তার ফেয়েলের

স্থলবর্তী হয় فَالزَّمَهُمُ اللَّهُ سَحَقًا অর্থাৎ أَوْ هُوَ مَفْعُولٌ بِهِ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ

இன الذين এখানে إن এর ইসম ও খবর চিহ্নিত করো।

এ বাক্যে দু'টি 'ইসনাদ' রয়েছে, তুমি তাকে এক 'ইসনাদ'-এ

রূপান্তরিত করো এবং বাক্যটিকে মূল তারতীবে উল্লেখ করো।

حَالُ هَذَا يَخْشُونَ (مُؤْمِنِينَ) بِالْغَيْبِ

এখানে الفَاعِلُ هُوَ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ، وَهُوَ يَعُودُ إِلَى: الرب يعلم

عائد إلى مفعول به আর يعلم এর মিলা-মাওছুল মিলা

উহ্য রয়েছে, কিংবা مِنْ خَلْقِ هَذَا يعلم এর ফায়েল,

আর তার مِنْ خَلْقِكُمْ অর্থাৎ هَذَا يعلم এর ফায়েল, উহ্য রয়েছে,

حَالُ هَذَا يعلم এর ফায়েল থেকে وهو ...

তরজমা : আর তারা আরো 'বলবে', যদি আমরা শুনতাম কিংবা আকলকে কাজে লাগাতাম তাহলে (আজ) জাহান্নামীদের মাঝে থাকতাম না। এভাবে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। সুতরাং জাহান্নামীদের জন্য হোক ধ্বংস। যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেও ভয় করবে অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন করো কিংবা তা প্রকাশ্যে বলো, (তিনি তা জানবেন, কারণ) তিনি তো অন্তরের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না (তোমাদের গোপন বিষয়) অথচ তিনি তো সূক্ষ্মজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে অবগত।

( ٤ ) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْإِفْئِدَةَ،

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ

تَحْشَرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ.

أَفَنُفِئَةٌ এটি ফুাদ এর বহু, হৃদয় (ف) সৃষ্টি করা (দেখো- ৯/১৮)

দ্বিতীয় বাক্যটির তারকীব করো।

قَلِيلًا এটি অথবর্তী উহ্য মাছদারের হিফাত, সুতরাং তা نائب عن

تشكرون شكرا قليلا جدا - মূলরূপ হলো- المفعول المطلق

ما এটি অতিরিক্তরূপে এসেছে فَلَمَّا এর তাকীদের জন্য।

... متى هذا (اللتنبية) এখানে ما অব্যয়টি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

إِن এটি উহ্য মাবল منه এবং اسم الإشارة এটি দুটো

মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো।

متى এটি উহ্য ثابت এর ظرف এবং তা .... (পূর্ণ করো)

إِن এর শর্ত ও جواب এবং جواب এর কারীনা নির্ধারণ করো।

তরজমা : আপনি বলুন, তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অতি অল্পই শোকর করে থাকো। আপনি বলুন, তিনিই ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। আর তারা বলে, কবে হবে এই ওয়াদা! যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে আমাদেরকে সে সম্পর্কে জানাও)। আপনি বলুন, এই ইলম তো শুধু আল্লাহর নিকট, আমি তো শুধু স্পষ্ট সতর্ককারী।

দ্রষ্টব্য : 'অতি' এবং 'অল্প' এবং 'ই' এগুলো কিসের তরজমা, বলো।

( ৫ ) ن، وَالْقَلَمِ و ما يَسْطُرُونَ \* ما انتَ نعمة ربك بمجنون \* و ان لكَ لَاجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ \* و انك لَعلى خُلِقَ عَظِيمٍ \* فَسْتَبْصِر و يُبْصِرُونَ \* بِأَيُّكُمْ الْمَفْتُون \* ان رَّبَّكَ هو اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، و هو اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ \* فَلَا تُطِعِ الْمَكْذِبِينَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

يسطرون (তারা লেখে) (ن) سَطَرَ الكتابَ سَطْرًا लिखेছে ।  
 سَطْرٌ যে কোন জিনিসের লাইন বা সারি । যেমন—  
 سَطْرٌ، أَسْطُرٌ سطر من الشجرِ এবং سَطْرٌ من الكتابِ  
 দেখো— ৯/১৫ (ফেতনাগ্রন্থ) مفتون ২৪/২৫— غير ممنون

## বাক্যবিশ্লেষণ

و এটি কসমের হরফুলজর, القلم তার মাজরর এবং مَقْسَمٌ به  
 أَقْسَمَ الله تعالى بالقلم تعظيماً لأمِّه، فَقَرَأْتُهُ وَ مَنَافِعُهُ لَا يُحِيطُ  
 بها الوصفُ، وَ المراد به جنسُ القلمِ الشاملُ للأقلامِ التي يُكْتَبُ بها  
 معطوف على القلمِ، و ما موصولة أو مصدرية এটি মা ইসطرون  
 ما এর ইসম ও খবর নির্ধারণ করো ।  
 بنعمة এখানে ব অব্যয়টি হেতুবাচক এবং তা متعلق হয়েছে ঐ  
 معنى النفي এর সাথে যা ما দ্বারা مفهوم হয় । বাক্যটির ভাব এই—  
 اِنْتَفَى عَنْكَ الْجَنُونَ بِسَبَبِ اِنْعَامِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِالنَّبَوَةِ  
 (অব্যয়যোগে) (عن) বিদূরিত হওয়া । রহিত হওয়া انتفاء  
 المفتون এটি খবর, اَيْكَمْ হচ্ছে মুবতাদা, আর ب অব্যয়টি অতিরিক্ত ।  
 মুবতাদার শুরুতেও ب অব্যয়টি কদাচিত অতিরিক্ত রূপে আসে  
 ان ربك ... বাক্যটির তারকীব করো ।

তরজমা : নূন - কলমের কসম এবং তাদের লেখার (কসম)! আপনার  
 প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন । আপনার জন্য অবশ্যই  
 রয়েছে 'অকৃপাদুষ্ট' প্রতিদান । আর আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের  
 অধিকারী । সুতরাং অতিসত্ত্বর আপনি দেখতে পাবেন এবং  
 তারাও দেখতে পাবে, তোমাদের কে ফিতনাগ্রন্থ । আপনার  
 প্রতিপালকই অধিক অবগত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাঁর পথ থেকে  
 ভ্রষ্ট হয়েছে, আর তিনিই অধিক অবগত পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে ।  
 সুতরাং আপনি মিথ্যা আরোপকারীদের আনুগত্য করেন না ।

বিগত যুগের ঘটনা— তিন ভাইয়ের একটি বাগান ছিলো ।  
 একবার আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন, সে প্রসঙ্গে  
 আল্লাহ বলছেন—



( ৬ ) إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ

তরজমা : আমি তাদেরকে (মক্কাবাসীদেরকে) পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে ।

দ্রষ্টব্য : তারা ভেবেছিলো যে, খুব ভোরে গোপনে বাগানের ফল সংগ্রহ করতে যাবে, যাতে গরীব লোকেরা তাদের বিরক্ত করতে না পারে । কিন্তু রাত্রেই আসমানি বালা এসে তাদের বাগান নষ্ট করে দেয় ।

( ৭ ) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ

শব্দবিশ্লেষণ

طائف প্রদক্ষিণকারী, (উদ্দেশ্য, আল্লাহর পক্ষ হতে আগত মুছীবত)

صريم এমন বাগান যার ফল কেটে নেয়া হয়েছে, এটি مصروم এর সমার্থক । (البستان الذي صُرِمَتْ ثِمَارُهُ)

(صَرَمَ النخْلَ صَرْمًا، ض) খেজুর গাছের খেজুর কাটলো ।

صَرَمَ الْحَبْلَ রশি কাটলো ।

صَرَمَ السِّيفَ (صَرَامَةً، ك) তরবারি ধারালো/শাণিত হলো ।

صَرَمَ الرَّجْلُ লোকটি শাণিত/দৃঢ়/অটল হলো ।

صَرَمَ رَجُلٌ صَارِمٌ শাণিত/দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ধারালো তরবারি صَرِمَ سَيْفٌ صَارِمٌ

বাক্যবিশ্লেষণ

من ريك অর্থাৎ نازل من ريك (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

أصبحت এর মাঝে সুপ্ত যামীর هي হচ্ছে এর ইসম, الجنة তার مرجع

مضاف إليه হচ্ছে الصريم, মুযাফ এটি مثل এর সমার্থক রূপে মুযাফ,

فَأَصْبَحَتْ الْجَنَّةُ مِثْلَ الصَّرِيمِ অর্থাৎ এটি أصبحت এর খবর ।

তরজমা : তারপর তাদের ঘুমের অবস্থায় আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ঐ বাগানের উপর এক বিপদ ঘুরে ঘুরে এলো, ফলে সকাল হতে হতে তা 'ছিন্নভিন্ন' হয়ে গেলো ।

দ্রষ্টব্য : ভোরে বাগানে গিয়ে তারা হতভম্ব হলো, প্রথমে ভাবলো, হয়ত তারা পথ ভুল করেছে, কিন্তু পরে বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের মন্দ নিয়তের কারণে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন ।

( ৪ ) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* قَالَ أَوْسَطُهُمْ  
 أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ \*  
 فَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ \* قَالُوا بَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا طُغْيَانٌ  
 عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رُغْبُونَ \* كَذَلِكَ  
 الْعَذَابُ، وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* إِنْ لِلْمُتَّقِينَ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أوسط মধ্যবর্তী, অধিকতর উত্তম।

لولا উদ্ভুদ্ধ করার বা ক্ষোভ প্রকাশ করার অব্যয় حرف التحضيض

أقبل على (অভিমুখী হলো) দেখো- ১৩/৬

يتلاومون (পরস্পরকে দোষারোপ/তিরস্কার করছে) تلاوما

طاغ (الطاغي যোগে) স্বৈচ্ছাচারকারী, সীমালঙ্ঘনকারী।

طغيًا, طغيانًا (ف) সীমালঙ্ঘন করা, স্বৈচ্ছাচার করা।

إبدالا পরিবর্তন করে দেয়া, একটির পরিবর্তে অন্যটি দেয়া।

راغب (عن যোগে) আগ্রহী (في যোগে) অনাগ্রহী দেখো- ১৯/১৪

বাক্যবিশ্লেষণ

مفعول مطلق ليفعل محذوف، و هو نُسَجِّعُ এটি سبحان ربنا

حال থেকে متعلق ও ফায়েল এর أقبل এটি يتلاومون

يا এটি حرف النداء নয়, কারণ ويل মুনাদা হওয়ার উপযুক্ত নয়, বরং

এটি আফসোস প্রকাশের অব্যয়। তবে পরবর্তী অংশটি المنادى

المضاف এর সাথে সাদৃশ্যের কারণে তার ই'রাব গ্রহণ করেছে।

عسى তারকীব দেখো- ৯/৮ এটি خيرا منها এটি দ্বিতীয় به مفعول به

العذاب পশাদ্বর্তী মুবতাদা, كذلك (ثابت) অথবর্তী খবর।

لو এর পরিচয় দেখো- ৫/৮ ও ১৬/৯ ও ১৭/৫

পরবর্তী বাক্যটি এর শর্ত, جواب الشرط উহা রয়েছে। অর্থাৎ-

مَا فَعَلُوا فَعَلْتَهُمْ (তারা তাদের কর্মটি কিছুতেই করতো না)

শেষ বাক্যটির তারকীব বলো।

তরজমা : তারপর যখন তারা তা দেখলো তখন বললো, আমরা তো অবশ্যই পথ ভুলেছি, বরং আমরা তো 'সর্বহারা'। তাদের উত্তম ব্যক্তিটি বললো, আমি কি তোমাদের বলিনি, কেন তোমরা (আল্লাহর) পবিত্রতা বর্ণনা করছো না। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, অবশ্যই আমরা (নিজদের উপর) জুলুমকারী ছিলাম। তখন তারা একে অপরের মুখোমুখি হলো এবং পরস্পর দোষারোপ করতে লাগলো; তারা বললো, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দান করবেন; অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি অভিমুখী। (দুনিয়ার) আযাব এমনই হয়ে থাকে, আর আখেরাতের আযাব তো আরো বড়। যদি তারা জানতো (তাহলে যা করেছে তা করতো না।) নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত।

দ্রষ্টব্য : তরজমায় এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, العذاب এর عَوْضٌ عَنِ الْمَضَابِ إِلَيْهِ هَلْ

( ٩ ) إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* إِنْ أَعْبَدُوا اللَّهَ وَاتَّقَوْهُ وَأَطِيعُوا \* يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \*

শব্দ ও বাক্যবিশ্লেষণ

২১/২- أَجَلٌ مُّسَمًّى (তাকে বিলম্বিত করা হয় না) لَا يُؤَخَّرُ

এর বিশদ পরিচয় বলো। দেখো- ১৪/১৩ এবং ১৩/২৮

من قبل এটি অন্তর এর সাথে পুরো বাক্যটির তারকীব করো ✓

لكم এটি নذير এর সাথে অগ্রবর্তী متعلق

يغفر এই ফেয়েলটির এরাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করো।

متعلق সাথে يغفر এটি بعضٌ ذُنُوبِكُمْ অর্থাৎ من ذُنُوبِكُمْ

أجل الله এটি ইন এর ইসম, আর শর্ত ও জাওয়াব মিলে তার খবর।  
 তুমি খবরটির পূর্ণ তারকীব করো এবং বাক্যটির মূলরূপ বলে  
 لو পরবর্তী বাক্যটি এর শর্ত। এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে  
 অর্থাৎ— لو كنتم تعلمون ذلك لأمنتكم

তরজমা : নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম  
 (এই বার্তা দিয়ে) যে, তুমি তোমার কাওমকে সতর্ক করো  
 তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার আগে।

তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট  
 সতর্ককারী (এই বক্তব্যের মাধ্যমে) যে, তোমরা আল্লাহর  
 ইবাদত করো এবং তাকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য  
 করো, তাহলে তিনি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং  
 তোমাদেরকে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেবেন।  
 যখন আল্লাহর আযাব আসে তখন তো তা বিলম্বিত করা হয়  
 না। যদি তোমরা (তা) জানতে (তাহলে অবশ্যই ঈমান আনতে)।

দ্রষ্টব্য : প্রেরণ করা ও সতর্ক করা কোন বার্তা বা বক্তব্য দাবী  
 করে, বন্ধনীতে তাই সেটা সংযোজিত হয়েছে।

(١٠) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلَ وَأَغْلَالًا وَ سَعِيرًا \* إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَوْنَ  
 مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا \* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ  
 يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

سلاسل এটি سَلْسِلَةٌ এর বহু, শেকল এটি غل এর বহু, বেড়ী  
 أبرار এটি بَرٌّ এর বহু, নেককার, بَارٌّ এর বহুবচন  
 (برٍّ بَرٍّ بَرٍّ بَرٍّ) সে তার ওয়াদা রক্ষা করলো।  
 (برٍّ بَرٍّ بَرٍّ بَرٍّ) সে তার প্রতিপালকের পূর্ণ আনুগত্য করলো।  
 (برٍّ بَرٍّ بَرٍّ بَرٍّ) সে তার মা-বাবার সাথে সদাচার করলো  
 مزاج পানীয়র সাথে যা মিশ্রিত করা হয়, 'মিশ্রণ' (মিশ্রিত পদার্থ)

বাক্যবিশ্লেষণ

عينا এটি كَأُورًا থেকে বদল। ...  
 كَأُس هচ্ছ مرجع এর ه

শেষ বাক্যটি يَشْرَبُ এর ফায়েল থেকে (এমন অবস্থায় যে, তারা ঐ ঋণাকে নিজেদের ভবনের দিকে প্রবাহিত করে নেবে, পান করার জন্য ঋণার কাছে যেতে হবে না, ঋণাকেই তারা নিজেদের কাছে নিয়ে আসবে)

তরজমা : নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য তৈরী করেছি শেকল এবং বেড়ি এবং প্রজ্বলিত আগুন। নিশ্চয় নেককাররা পান করবে এমন পেয়ালা যার মিশ্রণ হবে ‘কাফুর’, তা এমন ঋণা, আল্লাহর বান্দারা যা থেকে পান করবে ঐ পেয়ালা দ্বারা, আর তারা সেটাকে প্রবাহিত করবে, (তাদের বাসস্থানের দিকে)।

(১১) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا \* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ اثِمًا أَوْ كَفُورًا \* وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا \* وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا \*

বাক্যবিশ্লেষণ

تَنْزِيلًا এর তারকীব বলো।

منهم এটি একটি معبودین এর সাথে متعلق আর তা كُفُورًا এর সাথে একটি পরে এলে كُفُورًا এর হিফাত হতো।

من الليل অর্থাৎ بعضَ الليل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।)

উভয় হরফুলজর اسجد এর সাথে متعلق

তরজমা : নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি পর্যায়-ক্রমে। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের ফায়ছালার জন্য ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করুন। তাদের মধ্য হতে কোন পাপাচারী বা কাফিরের আনুগত্য করবেন না।

আর আপনি সকাল-সন্ধ্যা আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং রাত্রে কিছু অংশে তার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং দীর্ঘ রাত্র তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

(১২) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا \* وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا \* يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا \*

## বাক্যবিশ্লেষণ

من এটি اسم موصول وشرط সূতরাং পরবর্তী বাক্যটি তার ছিল ও শর্ত। ছিল-মাওছুল মিলে মুবতাদা।

من شاء حُسِنَ الْعَاقِبَةُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ عَاقِبَةُ الْعَاقِبَةِ  
এ বাক্যটি جواب الشرط ও খবর।

اتخذ ههنا এর পশ্চাদ্বর্তী প্রথম به مفعول আর

مفعول به ههنا (مَوْصِلًا) হেছে অগ্রবর্তী দ্বিতীয়

শাব্দিক অর্থ- সে যেন একটি পথকে তার প্রতিপালকের দিকে উপনীতকারী বানায়।

বাংলা তরজমায় হবে মাওছুল-ছিফাত, যেমন- সে যেন আপন প্রতিপালকের দিকে উপনীতকারী পথ গ্রহণ করে।

ما تشاؤون এখানে উহ্য مفعول به এই شَيْئًا

مضاف إليه এর مضاف উহ্য مصدر مؤول এটি أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

إِلَّا وَقْتُ مَشِيئَةِ اللَّهِ

الظلمين এটি উহ্য مفعول به এর يعذب

তরজমা : নিঃসন্দেহে এটি উপদেশ, সূতরাং যে ব্যক্তি (উত্তম পরিণতি) চায় সে যেন এমন পথ গ্রহণ করে যা তাকে আপন প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে দেবে। আর তোমরা কোন কিছু চাইতে পারো না আল্লাহর চাওয়া ছাড়া। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আপন রহমতের মাঝে দাখেল করেন। আর যালিমদের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈয়ার করেছেন।

(١٣) وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ \* وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ

فَيَعْتَذِرُونَ \* وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعُكُمْ

وَالْأَوَّلِينَ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا \* وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

## শব্দবিশ্লেষণ

يوم الفصل বিচারের দিন। কেয়ামতের দিন। (ض) পৃথক করা,

أن الله يفصل بينهم يوم القيمة - বিচার করা। কোরআনে আছে-

فصل القمر عن البلد লোকেরা শহর থেকে বের হলো।

কোরআনে আছে— فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ - তালুত যখন বাহিনীসহ (শহর থেকে) বের হলেন।

বাক্যবিশ্লেষণ

ويل এটি মুবতাদা يومئذ তার طرف কিংবা উহা ছিফাত ظاهر এর طرف  
 للمكذبن (ثابت) হচ্ছে খবর। (ছিফাত হিসাবে অর্থ— সেদিন  
 প্রকাশপ্রাপ্ত ধ্বংস মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য সাব্যস্ত হবে)  
 هذا يوم عدم অর্থاً مضاف إليه এর طرف এটি لا ينطقون, মুবতাদা  
 এটি نطقهم এর খবর। (এটি তাদের কথা না বলার দিন)  
 يعتذرون এটি يؤذن এর উপর معطوف সুতরাং এটিও نفى এর অন্তর্ভুক্ত।  
 ... إن كان لكم كيد ... বিশদ তারকীব করো।

তরজমা : সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। এটা হলো তাদের কথা বলতে না পারার দিন। আর তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না, ফলে তারা ওজর পেশ করতে পারবে না। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। এটা হলো বিচারের দিন। আমি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে (আজ) একত্র করেছি। সুতরাং যদি তোমাদের কোন চক্রান্ত থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে।

(١٤) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ \* وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ \*  
 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* إِنََّّا كَذَلِكَ  
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* وَنُؤْتِي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* كُلُوا وَ  
 تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ \* وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \*  
 إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ \* وَيَلُوكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \*  
 فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

ظلال এটি ظل এর বহুবচন, ছায়া।

يشتَهُونَ (রুচি বোধ করে) اشتهاً দেখো, ২৪/২৭

هنيئاً দেখো, ২৭/৫ تَمَتَّعُوا দেখো, ২১/১১

বাক্যবিশ্লেষণ

عَظُفٌ عَلَى عُيُونٍ، وَ الْمَوْصُولُ فِي مَحَلِّ جَرِّ مِمَّنْ، وَ الْحَارُّ وَ أَتِي فَوَاكِهِ  
المَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، هُوَ نَعْتُ لِفَوَاكِهَ

এর পূর্বে উহা يقال لهم কলوا و اشربوا

এর হেনিচা بما كنتم تعملون - ২৭/৫

অর্থঃ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) قَلِيلًا كَيْفَا قَلِيلًا وَ قَلِيلًا

এটি إِذَا এর جواب الشرط لا يركعون

এটি উহা এটি نَازِلُ এর متعلق এবং তা حديث এর ছিফাত। এটি بعدہ

إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْقُرْآنِ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ অর্থঃ শর্তের جواب

তরজমা : নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও ঋণাসমূহে এবং ফলফলাদিতে যা তারা পছন্দ করবে। (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে আহাৰ করো এবং পান করো (কিংবা পানাহার করো) তৃপ্তিসহকারে। এভাবেই আমরা নেক আমলকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। (আর তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কিছু খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও; তোমরা তো অপরাধী। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা নত হও তখন তারা নত হয় না। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য বরবাদি হবে। সুতরাং এরপর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে!



( ১ ) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ \* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ \*  
 كَلَّا سَيَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ \* أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا \*  
 وَ الْجِبَالَ أَوْتَادًا \* وَ خَلَقْنٰكُمْ أَزْوَاجًا \* وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ  
 سُبَاتًا \* وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا \* وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا \*

### শব্দবিশ্লেষণ

تَسَاءَلَا	জিজ্ঞাসা করা, পরস্পর জিজ্ঞাসা করা।
كَلَّا	হুঁশিয়ারি, প্রত্যাখ্যান ও তিরস্কারের জন্য ব্যবহৃত অব্যয়।
مهَاد	বিছানা, সমতল ও বিস্তৃত।
وَوَدَّ	বহুবচনে أَوْتَاد كীলক।
زَوْج	বহুবচনে أَزْوَاج জোড়া, নর ও নারীর জোড়া।
سَبَات	আরাম, স্বস্তি।
لِبَاس	পোশাক, আবরণ (যা সবকিছুকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলে)
مَعَاش	এটি মাছদার, জীবিকা

### বাক্যবিশ্লেষণ

عم	এটি عن مَা এর যুক্ত রূপ, مَা হচ্ছে عَمَّ এর সমার্থক। হরফুলজরের সাথে ব্যবহারের সময় এর ألف পড়ে যায়।
عن ...	এটি উহ্য يتَسَاءَلُونَ এর সাথে متعلق যা পূর্ববর্তী ফেয়েল থেকে অনুমানযোগ্য।
الذي ...	এখানে المَرْصُولُ وَصَلَتْهُ صَفَةٌ ثَانِيَةٌ لِلنَّبِإِ
يعلمون	অর্থাৎ مُسَوِّءٌ عَاقِبَتِهِمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)
مهَادَا	এটি مَفْعُولٌ بِهِ এর দ্বিতীয়
أَزْوَاجَا	حَال থেকে مَفْعُولٌ بِهِ এর
مَعَاشَا	অর্থাৎ وَقْتُ مَعَاشٍ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা : তারা কী সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসা করে? (তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে) এক মহাসংবাদ সম্পর্কে, যে বিষয়ে তারা মতানৈক্য

করে। 'আচ্ছা', অতিসত্বর তারা (তাদের পরিণতি) জানতে পারবে।  
 আবারও বলছি, আচ্ছা, অতি সত্বর তারা জানতে পারবে।  
 আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (পৃথিবীর  
 জন্য) কীলক! আর আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি  
 করেছি। আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি স্বস্তির বিষয়,  
 আর রাত্রকে করেছি লিবাস (আবরণ), আর দিবসকে করেছি  
 জীবিকা (আহরণের সময়)।

( ২ ) ان يَوْمَ الْفَضْلِ كَانَ مِيقَاتًا \* يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ  
 فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا \* وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا \* وَ  
 سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا \* إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا \*  
 لِلطُّغَيْنِ مَابًا \* لِّلَّذِينَ فِيهَا أَحْقَابًا \* لَا يَذُوقُونَ فِيهَا  
 بَرْدًا وَلَا شَرَابًا \* إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا \*

### শব্দবিশ্লেষণ

মিقات	নির্ধারিত সময় বা স্থান	مَوَاقِيتُ	বহু	مَوَاقِيتُ	الإحرام
যনফখ	(ফুঁক দেয়া হবে)	يُنْفَخُ	ফুঁক দেয়া	نَفَخًا	(ن)
সুর	বহু	أَصْوَارٌ	ফুঁক দেয়ার শিঞ্জা		
সির	(চালানো হবে) এখানে মাযীগুলো মোযারের অর্থে ব্যবহৃত, ঘটনার 'নিশ্চিতি' প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।				
সরাব	মরিচীকা, অস্তিত্বহীনতার দিক থেকে পাহাড়গুলোকে মরিচীকার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। বলা হয়—	السَّرَابُ	يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ	مَاءً	
মরসাদ	ওত পেতে থাকার স্থান।				
মাব	ফেরার স্থান, ঠিকানা, এটি	الظرف	থেকে	إلى	
	ফেরা।	أَبٍ - يُزَوِّبُ - أَوْبًا	وَمَابًا		
লাব্ঠ	(অবস্থানকারী) (س)	أَبْوَاقًا	অবস্থান করা, বাস করা		
অহকাবে	এটি	حُفْبٌ	ও	حُفْبٌ	এর বহু, আশী বা আরো অধিক বহু।
	সুদীর্ঘ কাল।				
বর্দ	অর্থাৎ	بَارِدٌ	এখানে উদ্দেশ্য	শীতল	পানীয়।
হমিম	গরম, গরম পানি।	غَسَّاقٌ	জাহান্নামীদের পুঁজ।		

সঠিক (صائب) এর সমার্থক এবং خاطی এর বিপরীত) সঠিকতা।  
(خاطئ এর বিপরীত)

ليت ويا এখানে তুমি ওন্দা এর অব্যয়কে আফসোস ও অনুতাপ প্রকাশের অর্থে আনা হয়েছে।

বাক্যবিশ্লেষণ

يوم এটি اذكر এই উহ্য ফেয়েলের به মفعول হতে পারে।

صفا এটি মাছদার, তবে এখানে اسم المفعول অর্থে يقوم এর فاعل থেকে  
حال অর্থাৎ مَصْفُونِينَ (কাতারকৃত অবস্থায়)

صوابا এটি উহ্য قولاً এর ছিফাত। সুতরাং তা مفعول مطلق এর স্থলবর্তী  
هو صفة لمصدر محذوف، أي قولاً صواباً، فهو نائبٌ عن المفعول المطلق  
এটি এটি الحق হচ্ছে তার খবর (এ দিনটি হলো সত্য)

কিংবা ذلك হচ্ছে মুবতাদা, আর اليوم হচ্ছে খবর এবং الحق হচ্ছে  
তার ছিফাত (সেটা হচ্ছে সত্য দিন)।

إلى ربه এটি مابا এর সাথে متعلق আর তা اتخذ এর مفعول به

عذابا এটি انذرنا এর দ্বিতীয় مفعول به (বাংলায় عن এর তরজমা হবে)

يوم এটি عذابا এর ظرف পরবর্তী বাক্যটি يوم এর مضاف إليه

ما قدمت يداه এর বিশদ তারকীব করো। (এখানে جزء দ্বারা উদ্দেশ্য,  
(ما قَدَّمْتُ نَفْسَهُ অর্থাৎ

তরজমা : (ঐ দিনকে স্মরণ করো) যেদিন রুহ ও ফিরেশতাগণ  
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন। তারা কথা বলবেন না, তবে 'রহমান'  
যাকে অনুমতি দান করবেন। আর তিনি সত্য কথা বলবেন।  
সেই দিনটি হলো সত্য। সুতরাং যে (নাজাতের) ইচ্ছা করে সে  
যেন তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থান গ্রহণ করে। অবশ্যই  
আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলাম,  
যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে ঐ আমল যা সে অগ্রে প্রেরণ  
করেছে। আর কাফির বলবে, হায়, আমি যদি মাটি হতাম!

( ٤ ) هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى \* إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى \*

إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى \* فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى \* وَ  
أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى \* فَأَرَاهُ الْكُتُبَى \* فَكَذَّبَ

وَعَصَى \* ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَى \* فَحَشَرَ فَنَادَى \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ  
الْأَعْلَى \* فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً  
لِمَن يَخْشَى \*

বাক্যবিশ্লেষণ

এটি একটি এর যরফ, أَنَاكَ এর যরফ নয়, কারণ উভয়ের সময়  
الظرف متعلقٌ بحديثِ موسى، لِأَنَّكَ، لِاخْتِلَافٍ وَقَتَيْهِمَا  
পরবর্তী বাক্যটি إِذَا এর মضاف ইলিহে সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ-  
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى حِينَ نَدَاءِ رَبِّهِ إِيَّاهُ بِالْوَادِي الْمَقْدَسِ

طوى ১৬/১৯

হল প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী ঘটনার প্রতি আগ্রহী  
করা, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী বিষয়টি গ্রহণ  
করার প্রতি কোমলভাবে আবেদন করা।

এটি মুবতাদা لك (ثائب) এটি অগ্রবর্তী খবর। মূলরূপ-  
هل سُرِّىَ إِلَى التَّزَكَّى ثَابِتٌ لَكَ (এখানে তَزَكَّى মূলত তَزَكَّى ثَابِتٌ لَكَ

এটি তَزَكَّى এর উপর معطوف  
معطوف এর উপর اهْدَى অব্যয়যোগে ف تخشى

فَأَرَاهُ এই فَذَهَبَ إِلَى فَرْعَوْنَ فَدَعَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ فَرَفَضَ فَأَرَاهُ...-অর্থ  
হয়ফের উদ্দেশ্য হলো সুসংক্ষেপন।

يسعى এটি أَذْبَرَ এর ফায়েল থেকে

الأعلى শব্দটির পরিচয় ও তারকীব বলো।

نَكَالَ এটি الكلمة এর উহ্য হচ্ছে الْآخِرَةِ وَالْأُولَى আর مفعول لأجله এর أَخَذَ  
فَأَخَذَهُ اللَّهُ لِأَجْلِ نَكَالِ الْكَلِمَةِ الْآخِرَةِ وَالْكَلِمَةِ الْأُولَى  
অল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন, শেষ কথাটির এবং প্রথম  
কথাটির শাস্তির জন্য।

এর ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرِي কথা ছিলো ফেরআউনের প্রথম কথা  
দুই أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى তার বক্তব্য ছিলো পর চল্লিশ বছর  
বক্তব্যের শাস্তি দানের জন্য অল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন।

إِنَّ عِبْرَةً (نافعة) لِمَن يَخْشَى (ثابتة) فِي ذَلِكَ - মূলরূপ- إِنَّ فِي ...

তরজমা : আপনার কাছে কি এসেছে মূসার খবর, যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র উপত্যকায়, তোয়ায় আহ্বান করলেন (এবং বললেন), তুমি ফেরআউনের কাছে যাও, নিঃসন্দেহে সে সীমালঙ্ঘন করেছে। তারপর (তাকে) বলো, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি (শিরক থেকে) পবিত্রতা অবলম্বন করবে এবং আমি তোমাকে পথ প্রদর্শন করবো, আর তুমি ভয় গ্রহণ করবে! (কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করলো) তখন তিনি তাকে মহানিদর্শন দেখালেন। কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করলো এবং অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো। তারপর সে অপচেষ্টায় মেতে উঠলো। তখন সে (সকলকে) সমবেত করলো এবং আওয়াজ দিলো, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক! তখন আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন শেষ কথার এবং প্রথম কথার শাস্তি দানের জন্য, নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য উপদেশ যে ভয় গ্রহণ করে।

( ৫ ) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،  
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمْتَ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ \*

#### শব্দবিশ্লেষণ

انفطر ফেটে গেলো, খণ্ডিত হলো। (فطر এর অনুবর্তী)

(فَطَرَ شَيْئًا) ফাটালো, খণ্ডিত করলো।

فَطَرَ اللَّهُ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

انتثر (مطواع نثر) ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো, বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।

(نثرًا) ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো।

بعثر (বিক্ষিপ্ত করা হবে) এবং মুরদারকে বের করা হবে।

(بَعَثَرُ شَيْئًا) বিক্ষিপ্ত করলো।

(تَبَعَثَرُ) বিক্ষিপ্ত হলো।

#### বাক্যবিশ্লেষণ

إِذَا ظرف এর علمت اسم ظرف و شرط এটি

جملة اسمية এর শুরুতে আসে না। তাই

এখানে السماء শব্দটি মুবতাদা না হয়ে উহ্য ফেয়েলের ফায়েল

হবে। আর পরবর্তী ফেয়েলটি হবে পূর্ববর্তী উহ্য ফেয়েলের  
তাসীরা মূলরূপ-

إِذَا انْفَطَرَّتِ السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، السَّمَاءُ فَاعِلٌ لِفِعْلِ مَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ  
المذكور، وجملة (انْفَطَرَّتِ) السَّمَاءُ فِي مَحَلٍّ جَرٍّ بِإِضَافَةِ الظَّرْفِ  
إِلَيْهَا، وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَوَابِ، وَهُوَ عَلِمَتْ

পরবর্তী বাক্যগুলো সম্পর্কে একই কথা।

এর স্থানীয় অর্থ হলো 'আমল' عند উহ্য রয়েছে।

তরজমা : যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং যখন নক্ষত্রসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে  
পড়বে এবং যখন সাগরগুলোকে উত্তাল করে তোলা হবে এবং  
যখন কবরগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে তখন প্রতিটি ব্যক্তি  
জানতে পারবে যা সে অশ্রে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়ে  
এসেছে।

( ٦ ) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ \* الَّذِي خَلَقَكَ  
فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

غر প্রতারিত করেছে, ধোকা দিয়েছে। (দেখো, ১০/২)

سوى شينا ১৪/৩

সুষ্ঠু ও নিখুঁত করলো। (অন্যান্য অর্থ দেখো, ২৫/২)

ركب شينا (কিছুর সাথে) যুক্ত করলো। আকৃতি দান করলো

বাক্যবিশ্লেষণ

ما এটি أي شيء এর সমার্থক এবং মুবতাদা, পরবর্তী বাক্যটি খবর

الذي এই মাওছুল তার তিনটি ছিলাকে নিয়ে رب এর দ্বিতীয় ছিফাত

এটি مع أي صورة আর متعلق আর ههه আর

ছিফাত, এর ما شاءه উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আর

অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা صورة এর নাকিরাত্বকে তাকীদ করেছে।

(যে কোন আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন, তোমাকে আকৃতি

দান করেছেন)

তরজমা : হে মানুষ! কোন্ বিষয় তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলেছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে সুষ্ঠু করেছেন এবং তোমাকে নিখুঁত করেছেন, আর যে কোন আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন তোমাকে গঠন করেছেন।

( ৭ ) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدينِ \* وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كَرَامًا  
كَتَبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

করামা কাত্বীন এ দু'টি حافظین এর ছিফাত। পরবর্তী বাক্যটি حافظین এর তৃতীয় ছিফাত, তুমি বাক্যটির তারকীব করো। বাংলা তরজমায় কোন্ তারকীব অনুসরণ করা হয়েছে?

তরজমা : কিছুতেই না, বরং তোমরা তো স্বীকৃতি মনে করো। অবশ্যই তোমাদের উপর হেফাজতকারী ফিরেশতাগণ নিযুক্ত রয়েছেন, যারা সম্মনিত, যারা আমল লিপিবদ্ধ করেন। তারা জানেন যা তোমরা করো।

( ৮ ) إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ \* يَصَلُّونَهَا يَوْمَ  
الدينِ \* وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدينِ \*  
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدينِ \* يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا،  
وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

أبرار দেখো - ২৯/১০

فجار এটি فاجر এর বহু (ন) পাপাচার করা।

يصلون (দেখো- ৪/২২)

ما أدراك শাব্দিক অর্থ- কোন্ জিনিস তোমাকে বুঝিয়েছে? তুমি কী জানো? উদ্দেশ্য, বিস্ময় প্রকাশ করা এবং ভয়াবহতা তুলে ধরা।

বাক্যবিশ্লেষণ

عنها এটি غائبين এর সাথে متعلق বাক্যটির তারকীব করো।

ما يوم الدين এর তারকীব করো।



এই উহ্য ফেয়েলের به مفعول হয়েছে। (আমি বোঝাতে চাই কোন ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তির কোন কিছু মালিক না হওয়ার দিনটিকে।) এখানে يوم الدين এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

এর তানবীন ব্যাপকায়নের জন্য, অর্থাৎ কোন নফস।

والتنوين للتعميم، أي: كل نفس

এটি কার সাথে متعلق

বাক্যটির মূলরূপ - أَعْنَى يَوْمَ عَذَابِ مَلِكٍ نَفْسٍ ... لِنَفْسٍ شَسْنَا

এটি উহ্য খবর ثابت এর অথবর্তী ظرف আর তার لله يومئذ

তরজমা : নিঃসন্দেহে নেককারগণ থাকবে (জান্নাতের) নিয়ামতে, আর বদকাররা থাকবে জাহান্নামে। বিচারের দিন তারা তাতে ঝলসিত হবে। সেখান থেকে তারা 'পলাতক' হতে পারবে না। আপনি কী জানেন, বিচার-দিবস কী? আবারও (বলছি) আপনি কী জানেন, বিচার-দিবস কী? যে দিন কেউ কারো জন্য কিছু করার অধিকারী হবে না। আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

( ٩ ) وَلِلْمُطَّقِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* و

إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \* أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ،

ليومٍ عظيمٍ \* يومَ يقومُ الناسُ لربِّ العَلَمِينَ \*

শব্দবিশ্লেষণ

مطفف মাপে (সামান্য পরিমাণে) কারচুপিকারী।

طَفَفَ المكِال মাপে (সামান্য) কারচুপি করলো।

اكتال তার থেকে নিজে মেপে নিলো। (اكتيالاً)

كَيْلًا, ض) তাকে গম মেপে দিলো। (পাত্র

দ্বারা পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত) مكِال (পরিমাপপাত্র)

استوفى - يستوفى - استيفاء पूर्ণরূপে উত্তল করা।

وزنًا, ض) তাকে (পাল্লা দ্বারা) মেপে দিলো।

وزن شيئًا কোন কিছু মাপলো, ওজন করলো।

أخسر شيئًا কোন কিছু মাপে কম করলো (দেখো-৭/২২)

## বাক্যবিশ্লেষণ

ছিল। ও মাওছুলের বিশদ তারকীব করো।

متعلق এটি مبعوثون এর সাথে ليوم عظيم

..... এটি पूर्ववर्ती এর অর্থগত অবস্থানের উপর معطوف আর

ظرف এর مبعوثون এর অর্থগতভাবে তা

বাংলা তরজমায় কোন্ দিকটি লক্ষ্য রাখা হয়েছে বলো।

তরজমা : যারা মাপে কম করে তাদের জন্য রয়েছে বরবাদি, যারা লোকদের থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় আর যখন লোকদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে এমন মহাদিবসে, যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব-জগতের প্রতি-পালকের সামনে।

( ١٠ ) كَلَّا إِنَّ كُتُبَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ \*

كُتُبُ مَرْقُومٍ \* وَيَلُومُنَزِّلُ الْمَكْذِبِينَ \* الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمٍ

الدين \* وَ مَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* إِذَا تُتْلَىٰ

عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأُولِينَ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

كلا তিরস্কারের অব্যয়, মাপে কম দেয়া এবং কেয়ামতের হিসাব কিতাব সম্পর্কে গাফেল থাকার কারণে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য।

سجين কাফের, মুশরিক ও ফাসেক-ফাজেরদের আমল লেখার কিতাব

مرقوم লিখিত, যা লেখা হয়। (ন) رُقْمًا লেখা।

معتد (المعتدى যোগে) সীমালঙ্ঘন করা।

أثيم এটি اثم এর অতিশয়ী শব্দ।

إثماً, أثماً, مائثاً (স) গোনাহ করা।

## বাক্যবিশ্লেষণ

مرقوم এটি উহ্য মুবতাদা هو এর খবর।

إذا تتلى বাক্যটির তারকীব করো, এটি معتد এর দ্বিতীয় ছিফাত।

... ويل يومئذ এর তারকীব বলো। (প্রয়োজনে দেখো- ২৯/১৩)

তরজমা : কিছুতেই না, পাপাচারীদের আমলনামা তো অবশ্যই সিজ্জীনে রয়েছে। আপনি কী জানেন, সিজ্জীন কী? (তা) এক লিপিবদ্ধ কিতাব। সেদিন বরবাদি রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য, যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা মনে করে। আর প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপীষ্ঠ ছাড়া কেউ তা মিথ্যা মনে করে না। (কিংবা প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠই শুধু তা মিথ্যা মনে করে) যখন তাকে আমার আয়াত তিলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন সে বলে, এটা তো আদি লোকদের অলিক কাহিনী।

(১১) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْغِيهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا \* وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا \* وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا \* وَ يُضْلَىٰ سَعِيرًا \* إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا \*

শব্দবিশ্লেষণ

কাদح (চেষ্টাকারী) পরিবার পরিজনের জন্য (চেষ্টাকারী) (ফ) পরিশ্রমপূর্বক উপার্জন করলো।

কদح মন্দ বা উত্তম আমল করলো।

... (দেখো- ৬/১৫) (ফিরে গেলো) انقلب إلى ...

কদح (অব্যয়যোগে) (ন) প্রত্যাবর্তন করা।

হালাক হলো, (ত্বর, ত্বর, ত্বর) (ন)

হালাক করলো।

তাকে কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করলো।

নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে লেগে থাকলো।

বাক্যবিশ্লেষণ

এটি اسم منقوص যাতে রফা ও জর হয় সুপ্ত যাম্মা ও সুপ্ত কাসরা দ্বারা, আর নহব হয় প্রকাশিত ফাতহা দ্বারা।

এখানে ملان শব্দটি كادح এর উপর معطوف রূপে মারফু হয়েছে,

আর اسم منقوص হওয়ার সুবাদে সুপ্ত যাম্মা দ্বারা মারফু হয়েছে।

كادح	এর উপযোগী হরফুলজর إلى নয়, তাই এখানে كادح কে ساع এর অর্থে গণ্য করা হয়েছে, إلى অব্যয়টি যার উপযোগী।
كدحا	এর তারকীব বলো।
كتابه	এটি أوتى এর দ্বিতীয় مفعول به এটি কার সাথে متعلق বলো।
وراء ظهره	এর তারকীব বলো।
أن	এটি أن এর লঘুরূপ।

তরজমা : হে মানুষ! তোমার প্রতিপালকের নিকটে পৌঁছার বিষয়ে তোমাকে অবশ্যই চেষ্টা ও কষ্ট করতে হবে, তারপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব নেয়া হবে সহজ হিসাব। আর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে খুশিমনে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আলমনামা দেয়া হবে তার পিঠের পিছনে সে (মৃত্যু ও) ধ্বংসকে আহ্বান করবে। আর সে জাহান্নামে বলসিত হবে। সে তো (দুনিয়াতে) তার পরিবার পরিজনের মাঝে আনন্দিত ছিলো। সে মনে করেছিলো যে, কখনো (তার প্রতিপালকের কাছে) ফিরে আসবে না। অবশ্যই, তার প্রতিপালক তো তাকে দেখতেন।

(১২) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ \* إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ \* إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ \* إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَ يُعِيدُ \* وَ هُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ \* فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

فتنوا	(দ্বীনের কারণে নির্যাতন করেছে) দেখো- ৯/১৫
بطش	(পাকড়াও) দেখো- ২০/১০
يبدئ	(সৃষ্টি করেন) (أَبْدَأَ) ও (بَدَأَ) সৃষ্টি করা।
ودود	(মমতাময়, করুণাময়) مجيد মহিয়ান, গৌরবময়।

## বাক্যবিশ্লেষণ

لهم جنت تجري بাক্যটির তারকীবী অবস্থান বলো।

إنه هو ... বাক্যটির তারকীব করো।

هو এটি মুবতাদা, এর পরে পরপর চারটি খবর এসেছে।

فعال এটি هو এই উহ্য মুবতাদার খবর।

তরজমা : যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, তারপর তওবা করেনি, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং আগুনের আযাব।

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগবাগিচা যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেটাই হলো মহাসফলতা। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অতিকঠিন। তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। আর তিনিই ক্ষমশীল, মমতাময়, আরশের অধিকারী, মহান। তিনি যা চান তাই করেন।

(১৩) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ \* وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ \* وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ \* فَذَكِّرْ، إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ \* إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَ كَفَرَ \* فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ \* إِنَّ إِلَهَنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

نصبت (স্থাপন করা হয়েছে) (ض) দাঁড় করা, স্থাপন করা  
تَأْتِي تَنْصِبُ خِيَمَةً পতাকা উত্তোলন করলো  
كَالْمِائِدَةِ কালিমাকে নছব প্রদান করলো।

سطحت (সমতল করা হয়েছে) (ف) সমতল করা।

مصيطر এটি سَيْطَرُ থেকে اسم الفاعل কোরআনে س কে ص রূপে লেখা হয়েছে, سَيْطَرُ প্রধান্য বিস্তার করা, নিয়ন্ত্রণ করা। (ব্যবহারে অব্যয়যোগে)

إياب (প্রত্যাবর্তন) দেখো- ৩০/২

## বাক্যবিশ্লেষণ

- ذكر এর উহ্য মفعول به রয়েছে, অর্থাৎ ذَكَّرَهُمْ  
 ..... إنما এ বাক্যটি হেতুবাচক। (هذه الجملة تعليلية للأمر بالتذكير)  
 عليهم এটি কার সাথে متعلق বলো।  
 لا! এটি 'لَكِنْ' এর সমার্থক।  
 من تولى পুরো বাক্যটির তারকীব বলো, (رابطه অব্যয়টি ن) (من تولى)  
 العذاب এটি مفعول مطلق  
 إياهم পশ্চাদবর্তী মুবতাদা, (إينا, ثابت) হচ্ছে অথবর্তী খবর।

তরজমা : তারা কি তাকায় না উটের দিকে, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তাকে সুউচ্চ করা হয়েছে এবং পর্বতমালার দিকে, কীভাবে সেগুলোকে খাড়া করা হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে, কীভাবে তাকে সমতল করা হয়েছে! সুতরাং আপনি উপদেশ দান করুন, আপনি তো শুধু উপদেশ দানকারী। আপনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপকারী নন। তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুফুরি করবে তাকে আল্লাহ আযাব দেবেন, কঠিনতম আযাব। নিঃসন্দেহে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আমার দিকে, তারপর তাদের হিসাব হবে আমার দায়িত্বে।

(١٤) وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى \* أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا فَآوَى \*  
 وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى \* وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى \* فَأَمَّا الْيَتِيمَ  
 فَلَا تَقْهَرْ \* وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

- عائل (দরিদ্র, অভাবী) (عَيْلَةً (ضر) (দরিদ্র/অভাবী হওয়া।  
 عَالَ الرَّجُلُ عَيْالَهُ (أَيَّ أَهْلِهِ)। ভরণ পোষণ করা (ن)  
 لا تقهر (না জেহাল করো না) (ن) (কাবু/পর্যদুস্ত/না জেহাল করা  
 لا تنهر (ধমকিও না) (ن) (نَهَرًا) (ধমকানো।

## বাক্যবিশ্লেষণ

- أَوَى অর্থাৎ أَوَاكَ এবং هَدَى অর্থাৎ هَدَاكَ এবং أَغْنَى অর্থাৎ أَغْنَاكَ  
 متعلق এর সাথে حدث এটি بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

তরজমা : আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করবেন, ফলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পান নি, তারপর তিনি (আপনাকে) আশ্রয় দান করেছেন। আর তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা। তারপর (আপনাকে) পথপ্রদর্শন করেছেন। আর তিনি আপনাকে পেয়েছেন অভাবী, তারপর (আপনাকে) অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি এতীমকে নাজেহাল করবেন না এবং প্রার্থীকে ধমকাবেন না, আর আপনার প্রতিপালকের নেয়ামত সম্পর্কে আপনি আলোচনা করুন।

(১৫) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ \* وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ \* فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ \*

শব্দবিশ্লেষণ

আল্লাহ তার বক্ষকে (সত্য গ্রহণের জন্য) উন্মুক্ত করলেন। أَوْزَارُ ভারী বোঝা, পাপ, বহুবচনে

بَوَاঝা পিঠকে ভারাক্রান্ত করলো।

نَقَضَ الْبِنَاءَ - نَقَضَ الْوُضْءَ - نَقَضَ الْوَعْدَ। تَنْقَضُ (ন)

শান্ত হওয়া। (স) تَنْصِبُ (শান্ত হও) انصب

বাক্যবিশ্লেষণ

الَّذِي ... এর তারকীবগত অবস্থান বলো।

فَإِنَّ ... এ বাক্যটি পূর্ববর্তী উহ্য নিষেধবাক্যের হেতু বর্ণনা করছে।

لَا تَيْئَسُ يَا مُحَمَّدٌ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِنَّ .... অর্থাৎ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا এর তারকীব বলো।

فِي الدُّعَاءِ অর্থাৎ انصب عَنْ الصَّلَاةِ অর্থাৎ

এটি মূলত উহ্য شرط এর জবাব অর্থাৎ-

إِذَا مَسَّتْكَ حَاجَةٌ فَارْغَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ

তরজমা : আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করিনি? (অবশ্যই করেছি) আর আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, যা আপনাকে ভারাক্রান্ত করেছে। আর আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। (হে

মুহম্মদ! আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবেন না কারণ) অবশ্যই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। নিশ্চয় কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি। অতএব যখন আপনি (নামায থেকে) ফারোগ হন তখন (দুআয়) ব্যস্ত হোন এবং (যখন আপনি প্রয়োজনগ্রস্ত হন তখন) আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনো নিবেশ করুন।

(১৬) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ \*

শব্দবিশ্লেষণ

الروح দ্বারা উদ্দেশ্য হয়রত জিবরীল (আঃ) এর মাঝে তিনিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তারপরো স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করা।

مطلع এটি طلع এর الطرف اسم নয়, বরং মাছদার।  
و في إضمار القرآن بلا ذكر سابق شهادة له يعظم شأنه

বাক্যবিশ্লেষণ

تنزل অর্থাৎ تنزل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

فيها এটি এবং পরবর্তী হরফুলজর দু'টি تنزل এর সাথে متعلق  
من অব্যয়টি হেতুবাচক, أمر এর ছিফাত উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ  
(এমন প্রতিটি বিষয়ের জন্য  
যার ফায়ছালা আল্লাহ করেছেন ঐ বছরের জন্য)

هي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা سلام অথবর্তী খবর  
এটি متعلق سلام মাছদারের সাথে  
মাছদার ও তার معمول এর মাঝে ভিন্ন শব্দের আড়াল বৈধ নয়,  
তবে হরফুলজর ও যরফ-এর ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। তাই  
এখানে سلام ও তার متعلق এর মাঝে মুবতাদার ব্যবধানকে গ্রহণ  
করা হয়েছে। (এভাবে তাতে অপূর্ব উচ্চারণ মাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে)  
قَدْ وَقَعَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَ مَعْمُولِهِ بِالْمُبْتَدَأِ، وَ هُوَ لَا يَجُوزُ إِلَّا  
فِي الظُّرُوفِ وَ الْجَارِّ وَ الْمَجْرُورِ



তরজমা : আমি তা নাযিল করেছি লায়লাতুল কদরে, আপনি কী জানেন, লায়লাতুল কদর কী? লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাতে (ফায়ছলাকৃত) প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ফিরেশতাগণ এবং রুহ অবতীর্ণ হন তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে। এটা হলো শান্তি ফজরের উদয় পর্যন্ত।

(১৭) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ \* جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ \*

শব্দবিশ্লেষণ

খির শব্দদুটি কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ভালো ও মন্দ অর্থে সাধারণ শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন এটি فعل ওয়নবিশিষ্ট শব্দ; আবার أَشْرُ و أَخْبِرُ অর্থেও আসে, তখন এর মূলরূপ হলো بَرَاءَ সৃষ্টি, সৃষ্টিজগত, বহুবচনে بَرِيَّةُ  
 جنت عدن দেখো- ১০/১১  
 رضا (তারা সন্তুষ্ট হয়েছে) দেখো- ৬/৭

বাক্যবিশ্লেষণ

حال كَفَرُوا এর ফায়েল থেকে  
 إِنَّ (مُسْتَقْرُونَ) এটি এর খবর।  
 حال آمَنُوا এর ফায়েল থেকে  
 إِنَّ (مُسْتَقْرُونَ) এর খবর  
 جَزَاؤُهُمْ মুবতাদা جنت عدن হচ্ছে খবর, পরবর্তী বাক্যটি তার ছিফাত  
 حال تَجْرِي এর ফায়েল থেকে  
 مِنْ تَحْتِهَا (مَوْجُودَةٌ) এর যরফ, আর তা جنت থেকে  
 حال خَالِدِينَ এর ফায়েল থেকে  
 فِيهَا (مَوْجُودَةٌ) এর যরফ  
 أَبَدًا এটি خَالِدِينَ এর যরফ।  
 ذَلِكَ দ্বারা جَزَاءُ এর দিকে ইশারা। এটি মুবতাদা, পরবর্তী অংশটি  
 تَابَتْ এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে এবং তা খবর।  
 (তুমি এই অংশটির তারকীব করো)

তরজমা : যারা কুফুরি করেছে তারা, অর্থাৎ আহলে কিতাব ও মুশরিকরা নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে থাকবে। ওরাই হলো সৃষ্টির অধম। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে নিঃসন্দেহে ওরাই হলো সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রতিদান হলো চিরকাল বসবাসের এমন বাগবাগিচা যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ; তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। ঐ প্রতিদান তার জন্য, যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে।

(১৮) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ  
مَا أَعْبُدُ \* وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ \* وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا  
أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ \*

বাক্যবিশ্লেষণ

ছিলো-মাওছুল মিলে أعبد এর মفعول به এখানে عائد উহ্য রয়েছে,  
ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'উপাস্য' কিংবা এটি المصدرية আর  
لا أَعْبُدُ عِبَادَتَكُمْ অর্থাৎ অর্থ মفعول مطلق টি مصدر موزল  
وَمَا مَوْصُولَةٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ، فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ، وَجُمْلَةُ تَعْبُدُونَ  
صَلَّتْهَا، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ، أَيُّ : تَعْبُدُونَهُ، وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً  
فَيَكُونُ الْمَصْدَرُ الْمَزُولُ مَفْعُولًا مُطْلَقًا  
এবং ما أعبد সম্পর্কে একই কথা।  
শেষ দুটি বাক্যের তারকীব করো।

তরজমা : আপনি বলুন, হে কাফেররা, তোমরা যাদের উপাসনা করো আমি তাদের উপাসনা করি না, আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদতকারী নও। আমিও তোমরা যার উপাসনা করছো তার উপাসনাকারী নই। (সূতরাং) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।

(১৯) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ \* وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ  
أُفْوَاجًا \* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا \*

## বাক্যবিশ্লেষণ

إذا সম্পর্কে যা জানো বলো, (দেখো-১/৫ এবং ২/৯)  
এখানে إذا এর শর্ত ও جواب الشرط নির্ধারণ করো। পুরো  
বাক্যটির মূলরূপ উল্লেখ করো।

الفتح কার উপর معطوف হয়েছে বলো।  
أفواجاً এটি يدخلون এর ফায়ের الجماعة থেকে  
بمحمد ريك এটি متعلق এই উহ্য الفعل আর তা سبح  
এর ফায়ের সুপ্ত যামীর أنت থেকে  
শাব্দিক অর্থ- তুমি (তোমার প্রতিপালকের) পবিত্রতা বর্ণনা  
করো, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করার সাথে যুক্ত অবস্থায়।

তরজমা : যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, আর আপনি দেখবেন  
মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে তখন আপনি  
আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং  
তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি তাওবা  
কবুলকারী।

(২০) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَ لَمْ  
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ \*

## শব্দবিশ্লেষণ

صمد আল্লাহর গুণবাচক নাম, চিরমুখাপেক্ষী।  
لم يلد (জন্মদান করেন নি) (ض) ولادة (জন্মদান করা)  
لم يولد (জন্মগ্রহণ করা) (ض) ولادة  
কিছু ফেয়েল معروف অবস্থায় متعدي রূপে, আর مجهول অবস্থায়  
لازم রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে যেমন হয়েছে, উদাহরণ-  
(سر - يسر - سروراً (ন) আনন্দিত করা।  
(سر - يسر - سروراً (আরেকটি উদাহরণ-)  
أعجبته شي কোন কিছু তাকে মুগ্ধ করলো।  
أعجب بشيء সে কোন কিছুতে মুগ্ধ হলো।  
كفر সমকক্ষ।

বাক্যবিশ্লেষণ

هو এটি مرجع বিহীন যামীর, একে ضمير الشأن বলা হয়। এখানে তারকীবে এর কোন অবস্থান নেই। মারজি' বিহীন যামীর পাঠকের কৌতূহল জাগ্রত করে, তাই সে ঐ যামীরের উদ্দেশ্যটি জানতে আগ্রহী হয়, পরে যখন যামীরের উদ্দেশ্যটি বলা হয় তখন অন্তরে তা অধিক রেখাপাত করে।  
الله এই মহান শব্দটি মুবতাদা।

الله الصمد এটি মুবতাদা ও খবর।

لم يلد من أحد অর্থাৎ এবং لم يولد أحد অর্থাৎ

له এটি এটি كفو এর সাথে متعلق আর তা لم يكن এর অগ্রবর্তী খবর।  
أحد হচ্ছে لم يكن এর পশ্চাদবর্তী ইসম।

তরজমা : আপনি বলুন, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক। আল্লাহ চিরনির্মুখা-পেশী, তিনি (কাউকে) জন্মদান করেন নি এবং (কারো থেকে) জন্মগ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

تم الجزء الثاني بفضل الله وعونه

